“২০২৪-২০২৫ সালে সারাদেশে সংঘটিত মাজারে হামলা” বিষয়ে ৮টি বিভাগীয় প্রতিবেদন

সার্বিক তত্ত্বাবধান ও সম্পাদনা:
মোহাম্মদ আবু সাঈদ

পেপারওয়ার্ক: মুহাম্মদ তৌহিদুল ইসলাম
ফিল্ডওয়ার্ক: আবু হাসান মোহাম্মদ মুখতার

প্রকাশ:
জানুয়ারি, ২০২৬
মাকাম: সেন্টার ফর সুফি হেরিটেজ
মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
maqambd.org@gmail.com
01878-431312

মাকাম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

সূচিপত্র

ভূমিকা	০৮
উৎসসমূহ	১০

চট্টগ্রাম বিভাগ

ভূমিকা	১২
সারাংশ	১৩
আক্রান্ত মাজারসমূহের তালিকা	১৪
জেলাভিত্তিক সংখ্যা	১৭
মালেক শাহ দরবার	১৮
আশরাফনগর দরবার	১৯
শামসুল হক শাহ মাজার	২১
শাহজাহান পাগলার মাজার	২৩
নাঙ্গলকোটে ৮টি মাজারে হামলা	২৫
পীর গোলাম মহিউদ্দিনের আস্তানা	২৭
সুবেদার আব্দুর রহিমের মাজার	২৯
সৈয়দ আবুল কাশেমের মাজার	৩১
সৈয়দ নিজাম উদ্দিনের মাজার	৩২
ফকির আব্দুল জলিলের মাজার	৩৩
সৈয়দ আব্দুল গনির মাজার	৩৪
রৌশন শাহ মাজার	৩৫
প্যাটেন শাহ মাজার	৩৬
কেরানী সাহেবের মাজার	৩৭
চাড়ু মিজি শাহ মাজার	৩৮
রাহাত আলী শাহ মাজার	৪০
বোবা শাহ মাজার	৪২
রহম আলী শাহ মাজার	৪৪
ঘাসিপুর দরবার শরীফ	৪৬
মুহাম্মদ শাহ কাদেরীর মাজার	৪৯

আইয়ুব আলী দরবেশের মাজার	৫০
খাজা কালু শাহ মাজার	৫৩
কুমিল্লায় একসাথে ৪টি মাজারে হামলা	৫৮
কফিল উদ্দিন শাহ	৬১
কালাই শাহ মাজার	৬৩
আবদু শাহ	৬৪
হাওয়ালী শাহ	৬৫
হযরত আব্দুল্লাহ শাহ হুজুরের মাজার	৬৬
শাহ বদিউজ্জামান মুন্সীর মাজার	৬৮
শাহ মনোহর মাজার	৭০
হামলার অভিযোগ ও হামলার চেষ্টা	৭২
বারো আউলিয়ার মাজার	৭৩
নানা শাহ মাজার	৭৫
সোলাইমান শাহ	৭৬
হযরত লাল শাহ বাবার মাজার	৭৭

ঢাকা বিভাগ

ভূমিকা	৭৯
সারাংশ	৮০
আক্রান্ত মাজারসমূহের তালিকা	৮১
জেলাভিত্তিক সংখ্যা	৮৭
কফা পাগলার মাজার	৮৮
সৈয়দ রেজা সারোয়ার রাজাজীর মাজার	৯০
বৈরাম শাহের মাজার	৯২
পারুলিয়া দরবার শরীফ	৯৩
হযরত হক সাব শাহ মাজার	৯৫
হয়দার আলী ইয়ামেনী মাজার	৯৬
আয়না দরগাহ মাজার	৯৭
দেওয়ানবাগী পীরের আস্তানা	৯৯

হোসেন আলী শাহের মাজার	১০১
উদাম শাহ মাজার	১০৩
বুচাই পাগলার মাজার	১০৪
আলীম উদ্দিন চিশতিয়া	১০৬
ফসিহ পাগলার মাজার	১০৮
আরশেদ পাগলার মাজার	১১০
গাউছিয়া দরবার শরীফ	১১২
আফসার উদ্দিনের মাজার	১১৪
বরকত মা মাজার	১১৬
মজিদিয়া দরবার শরীফ	১১৭
হাজী খাজা শাহবাজ মাজার	১১৮
বেলাল পীরের মাজার	১২০
হযরত খেতা শাহ মাজার	১২১
মোহাম্মদ আলী মুন্সীর কবর	১২৩
ফজলু শাহের মাজার	১২৪
কুতুববাগ দরবার শরীফ	১২৫
শুক্কুর আলী শাহ ফকিরের মাজার	১২৭
ফকির মওলা দরবার শরীফ	১২৯
গাউছে হক দরবার শরীফ	১৩১
নুরাল পাগলার মাজার	১৩৩
পাঁচ পীরের মাজার	১৩৬
হামলা ঘটেছে কিন্তু বিস্তারিত তথ্য নেই এমন ঘটনাসমূহ	১৩৮
গোলাপ শাহ মাজারে হামলার হুমকি	১৪২
অপ্রমাণিত ঘটনাসমূহ	১৪৪

ময়মনসিংহ বিভাগ

ভূমিকা	১৪৮
সারাংশ	১৪৯
হামলায় আক্রান্ত মাজারসমূহের তালিকা	১৫০
হামলার জেলাভিত্তিক সংখ্যা	১৫২

দেওয়ানবাগ পীরের দরবার শরীফ	১৫৩
শাহ আব্দুর রহমান ভাণ্ডারীর মাজার	১৫৬
মুর্শিদপুর দরবার	১৫৮
সৈয়দ কালু শাহ	১৬১
শাহ নেওয়াজ ফকির	১৬৫
নূরাই পীরের দরগাহ	১৬৭
খাজা বাবার দায়রা শরীফ	১৬৯
শাহজাহান উদ্দিন	১৭১
অপ্রমাণিত ঘটনাসমূহ	১৭৩

সিলেট বিভাগ

ভূমিকা	১৭৬
সারাংশ	১৭৭
হামলায় আক্রান্ত মাজারসমূহের তালিকা	১৭৮
হামলার জেলাভিত্তিক সংখ্যা	১৮০
হযরত শাহপরান	১৮১
শাহ সুফি আব্দুল কাইউম	১৮৪
হযরত কুতুব ডংকা শাহ	১৮৭
শাহ আরেফিন	১৮৮
হযরত শাহ শরীফ উদ্দিন	১৯০
আব্দুল হেকিম শাহ	১৯২
হযরত লোড়া পীরের মাজার	১৯৪
হযরত কালাম শাহ	১৯৬
বুরহান উদ্দিন	১৯৭
অপ্রমাণিত ঘটনাসমূহ	১৯৮
হামলার গুজব	২০০

বরিশাল বিভাগ

ভূমিকা	২০২
সারাংশ	২০৩
হামলায় আক্রান্ত মাজারসমূহের তালিকা	২০৪

হামলার জেলাভিত্তিক সংখ্যা	২০৪
ইসমাইল শাহ	২০৫
অজ্ঞাত মাজার	২০৮
অপ্রমাণিত ঘটনা	২০৯

রাজশাহী বিভাগ

ভূমিকা	২১১
সারাংশ	২১২
হামলায় আক্রান্ত মাজারসমূহের তালিকা	২১৩
হামলার জেলাভিত্তিক সংখ্যা	২১৪
আলী পাগলার মাজার	২১৫
ইসমাইল পাগলার মাজার	২১৮
গাউছুল আজম দরবার শরীফ	২২০
মানছুড়িয়া খানকাহ	২২৪
শাহ সুফি মোকাররম হোসেন	২২৬
দেলোয়ার হোসেন আল জাহাঙ্গীর	২২৯
অপ্রমাণিত ঘটনাসমূহ	২৩১
হামলার গুজব	২৩২

খুলনা বিভাগ

ভূমিকা	২৩৪
সারাংশ	২৩৫
হামলায় আক্রান্ত মাজারসমূহের তালিকা	২৩৬
হামলার জেলাভিত্তিক সংখ্যা	২৩৭
হযরত গরীব শাহ	২৩৮
শাহ ভালা	২৪১
হযরত কুতুবউদ্দিন	২৪৪
রশিদিয়া দরবার শরীফ	২৪৫
শাহ সুফি শামীম	২৪৮
অপ্রমাণিত ঘটনা	২৪৯

রংপুর বিভাগ

ভূমিকা	২৫১
সারাংশ	২৫২
হামলায় আক্রান্ত মাজারসমূহের তালিকা	২৫৩
হামলার জেলাভিত্তিক সংখ্যা	২৫৪
বিবি সখিনার মাজার	২৫৫
রহিম শাহ ভাণ্ডারী	২৫৭
হযরত বাবা শাহ	২৬০
অপ্রমাণিত ঘটনাসমূহ	২৬২

ভূমিকা

বাংলাদেশে ইসলামের আগমন, প্রচার ও প্রসার হয়েছে সুফিদের নেতৃত্বে। এ প্রসঙ্গে অদ্যাবধি যত গবেষণা সম্পন্ন হয়েছে প্রায় সবগুলোতেই সুফিদের একক নেতৃত্ব প্রমাণিত হয়েছে। ঔপনিবেশিক আমলে সৈয়দ আহমদ বেরলভীর অনুসারী কর্তৃক সুফি-সমাজের অভ্যন্তরীণ সংস্কার আন্দোলন তুমুল জনপ্রিয়তা পেলেও তারা কোনো মাজার ভেঙেছেন এমন তথ্য পাওয়া যায় না। সুফি-সমাজের অভ্যন্তরীণ সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে প্রচুর লেখালেখি হয়েছে ঔপনিবেশিক শাসনের শেষদিকে; আকরম খাঁ, আবুল মনসুর আহমদ, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহরা এ বিষয়ে আলোচিত ব্যক্তিত্ব। ঔপনিবেশিক আমলে সুফি-সমাজের অভ্যন্তরীণ সংস্কার বিষয়ে যে তুমুল আন্দোলন গড়ে উঠেছিলো তার উপর ধীরে ধীরে একক আধিপত্যবাদ বিস্তার করে আরবের আবদুল ওহাব নজদীর ওহাবীবাদ। বাংলাদেশে সুফি-সমাজ, মুসলিম সমাজের সংস্কার বিষয়ে ওহাবীবাদের একক আধিপত্য বিস্তারের ফলেই এটি সরাসরি সহিংসতায় পর্যবসিত হয়েছে। ইতিহাসের বহুমুখী ধারাবাহিকতা ও ওহাবীবাদের একক আধিপত্য বিস্তারের ফলে সুফি সমাজের উপর সঙ্ঘবদ্ধ হামলাকে 'সংস্কার' প্রশ্নের একটি টুল হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।

বাংলাদেশে ইসলামের যে-সকল মতাদর্শিক জনগোষ্ঠীর উপর ওহাবীবাদ আধিপত্য বিস্তার করেছে সে-সকল জনগোষ্ঠী স্বৈরাচারের আমলে অংশত মজলুম ছিল বিধায় স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে হওয়া জুলাই অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে শক্তিশালী হয়েছে। এই শক্তি তারা তাদের থেকে ভিন্ন মতাবলম্বী সুফি-সমাজের উপর সঙ্ঘবদ্ধ ও ধারাবাহিক হামলায় অপব্যবহার করেছে। এই হামলার মাধ্যমে তারা বাংলাদেশে ইসলামের ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে সরাসরি আঘাত করেছে এবং এর ফলে বাংলাদেশের মুসলমান সমাজের মূল্যবোধ আক্রান্ত হয়েছে। মুসলমান সমাজের অভ্যন্তরীণ মতাদর্শিক বিরোধকে তর্ক-বিতর্ক, বাহাসের জায়গা থেকে জোরপূর্বক সহিংসতায় জড়িয়ে বিরোধকে শত্রুতা ও সমঝোতাকে সহিংসতায় রূপদানের মাধ্যমে মুসলমান সমাজের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী ভেদরেখা টেনে দেয়া হয়েছে। জুলাই অভ্যুত্থানের মাধ্যমে যে বহুদলীয় গণতন্ত্র ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য বজায় রেখে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন ছাত্র-জনতা দেখেছে সেই স্বপ্নকে সর্বপ্রথম নস্যাৎ করা হয়েছে মাজারে আক্রমণের মধ্য দিয়ে। ইসলামের নামে উগ্রবাদী সহিংসকামী গোষ্ঠীর আঘাতে মাজারের সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান সমাজও চূর্ণ বিচূর্ণ হয়েছে। জুলাই অভ্যুত্থানের পরও কেন বাংলাদেশের সমাজ বহুধা বিভক্ত হয়ে পড়েছে তার একটি উত্তর মিলবে এইখানে।

"মাকাম: সেন্টার ফর সুফি হেরিটেজ" সুফি-সমাজকেন্দ্রিক গবেষণাভিত্তিক প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশের ইতিহাসে এই প্রথম সুফি জনগোষ্ঠীর উপর এমন ব্যাপক, সঙ্ঘবদ্ধ ও ধারাবাহিক হামলা হয়েছে। এতে অস্তিত্ব সংকট না হলেও সুফি-সমাজের সামাজিক নিরাপত্তা ও সাংস্কৃতিক স্বতন্ত্রতা যে ব্যাপকভাবে ক্ষুন্ন হয়েছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সুফি-সমাজের উপর এই সঙ্ঘবদ্ধ ও ধারাবাহিক হামলার রেকর্ড সংরক্ষণ করা অত্যন্ত জরুরী বলে বিবেচনা করেছে 'মাকাম'।

প্রথমত, মুহাম্মদ মিজানুর রহমান এবং আমাদের ব্যক্তিগত যৌথ উদ্যোগে ৫ আগস্ট পরবর্তী সময়ে মাজার হামলার বিষয়ে একটি আর্কাইভ তৈরির পরিকল্পনা করা হয়েছিল। এই বিষয়ে ফেসবুকে একটি পোস্ট করে আর্থিক সহায়তার আবেদনও করা হয়। কিন্তু পর্যাপ্ত সাড়া না পাওয়ায় মাকাম'র আওতায় প্রাতিষ্ঠানিকভাবে প্রজেক্টটি পরিচালনার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। অতঃপর মাকাম'র রিসার্চ এসোসিয়েট আবু হাসান মুহাম্মদ

মুখতার এবং মুহাম্মদ তৌহিদুল ইসলাম প্রজেক্টের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। প্রথমজন ফিল্ডওয়ার্ক ও দ্বিতীয়জন পেপারওয়ার্কের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছেন।

আমাদের পরিকল্পনা ছিল, ২০২৪-২৫ সালে মাজার হামলা বিষয়ে মাকাম'র পক্ষ থেকে বিভাগীয় প্রতিবেদন ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করা হবে। ২০২৪-২৫ সালে চট্টগ্রাম ও ঢাকা বিভাগে মাজারে হামলা হয়েছে মোট হামলার দুই তৃতীয়াংশ (৬৬%)। বাকি ৬টি বিভাগ মিলে মাজারে হামলার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩৪%। যে কারণে আনুষ্ঠানিকভাবে আমরা প্রথমে চট্টগ্রাম ও পরবর্তীতে ঢাকা বিভাগের প্রতিবেদন প্রকাশ করলেও বাকি ৬টি বিভাগের প্রতিবেদন স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশ করা থেকে বিরত থেকেছি।

সারাদেশে সংঘটিত সকল হামলা প্রতিবেদনে যুক্ত হয়েছে এমন দাবি আমরা করছি না। আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি, সকল হামলার বিষয়ে বিস্তারিত জানতে, যাচাই-বাছাই করতে এবং নির্দিষ্ট ফরম্যাটে প্রকাশ করতে। এক্ষেত্রে ডিজিটাল ও প্রিন্ট মিডিয়ায় প্রকাশিত নিউজ, রিপোর্টের সহযোগিতা নেয়া হয়েছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক থেকে হামলার ভিডিও সংগ্রহ করে তা সংরক্ষণ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। যে-সকল হামলার বিষয়ে যথেষ্ট তথ্য পাওয়া যায়নি এবং যে-সকল ঘটনা তুলনামূলক ভয়াবহ ও সন্দেহমূলক ছিল সে-সকল ক্ষেত্রে ফিল্ডওয়ার্কের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। কোনো কাজই সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত নয়; প্রতিবেদনে যদি কোনো তথ্যগত, ভাষাগত ও অন্যান্য ত্রুটি চোখে পড়ে এবং মাকামকে জানানো হয়, মাকাম সর্বোচ্চ চেষ্টা করবে যাচাই-বাছাই করে সংশোধন করতে। এক্ষেত্রে সকলের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করছি।

এই প্রতিবেদনের সময়সীমা: ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫।

আর্কাইভ তৈরির উদ্যোগে যুক্ত ছিলেন মুহাম্মদ মিজানুর রহমান। ফিল্ডওয়ার্ক ও পেপারওয়ার্কের যথাযথ দায়িত্ব পালন করে প্রজেক্টকে সফল করার কৃতিত্ব আবু হাসান মুহাম্মদ মুখতার এবং মুহাম্মদ তৌহিদুল ইসলামের। ফিল্ডওয়ার্কে আবু হাসান মুহাম্মদ মুখতারকে সহযোগিতা করেছেন মাহিম করিম ও মুনীর উদ্দীন আহমেদ। প্রতিবেদন প্রকাশ থেকে শুরু করে সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন ও অন্যান্য লজিস্টিক সাপোর্ট দিয়েছেন ইমরান হুসাইন তুষার। তাঁদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

পরিশেষে এমন বন্ধুর ও শ্রমসাধ্য পথ পাড়ি দিয়ে অবশেষে '২০২৪-২৫ সালে সারাদেশে সংঘটিত মাজারে হামলা' বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিবেদন প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে এজন্য মহান আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করছি। সংশ্লিষ্ট সকলকে আল্লাহ তায়ালা উত্তম প্রতিদান দান করুন, আমীন।

মোহাম্মদ আবু সাঈদ
কোঅর্ডিনেটর, মাকাম
masayed925@gmail.com

উৎসসমূহ (Sources)

এই প্রতিবেদনটি বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে তৈরি করা হয়েছে। যেমন:

- **সংবাদপত্রের রিপোর্ট ও প্রতিবেদন:** প্রধান সংবাদমাধ্যম যেমন The Daily Star (যেমন 'Silence of the shrines', ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৫), TBS News (যেমন '44 attacks on 40 shrines', ১৮ জানুয়ারি ২০২৫), এবং Prothom Alo ইত্যাদি জাতীয় ও আঞ্চলিক পত্রিকা থেকে ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা, হতাহতের পরিসংখ্যান এবং প্রশাসনিক অবস্থান সংগ্রহ করা হয়েছে।
- **সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম (ফেসবুক, ইউটিউবসহ বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে ছড়িয়ে পড়া তালিকা ও মন্তব্য পোস্ট):** ফেসবুক এবং ইউটিউবে ছড়ানো পোস্ট, তালিকা এবং মন্তব্য থেকে স্থানীয় প্রতিক্রিয়া, হামলার চেষ্টা এবং প্রোপাগান্ডা সংগ্রহ করা হয়েছে। এগুলোতে 'তৌহিদী জনতা' গোষ্ঠীর সংগঠিত হওয়া, স্লোগান এবং মব গঠনের ডকুমেন্টেশন রয়েছে।
- **সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিও ও লাইভ:** ফেসবুক এবং ইউটিউবে লাইভ ভিডিও এবং ক্লিপস (যেমন হামলার সময়কার ফুটেজ, মাইকিং করে মব গঠন) থেকে ঘটনার রিয়েল-টাইম প্রমাণ সংগ্রহ করা হয়েছে। কিছু ভিডিও মিথ্যা প্রোপাগান্ডা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।
- **সংবাদ মাধ্যমগুলোর প্রকাশিত ভিডিও সংবাদ:** টেলিভিশন এবং অনলাইন নিউজ চ্যানেল যেমন যমুনা টেলিভিশন, NTV এবং bdnews24.com-এর ভিডিও রিপোর্ট থেকে ঘটনার দৃশ্যমান প্রমাণ এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের সাক্ষাৎকার সংগ্রহ করা হয়েছে।
- **মানবাধিকার সংগঠনের প্রতিবেদন:** বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠনের প্রতিবেদন থেকে সিস্টেম্যাটিক অ্যাটাক, হতাহত এবং সাম্প্রদায়িক যোগসূত্রের বিশ্লেষণ সংগ্রহ করা হয়েছে। (যেমন: এমএসএফ ইত্যাদি)
- **ফিল্ড ওয়ার্ক ও সরেজমিন যাচাই:** মাকাম'র প্রতিনিধিরা হামলার শিকার কুমিল্লা, চট্টগ্রামের বিভিন্ন মাজার পরিদর্শন করে সরেজমিনে ঘটনার আদ্যোপান্ত জানার চেষ্টা করেছেন। এতে খাদেম, ভক্ত এবং স্থানীয়দের সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছে। এগুলো ঘটনার প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ প্রমাণ এবং হামলার শিকার মাজারের বর্তমান অবস্থা নিশ্চিত করতে সহায়তা করেছে।

প্রতিবেদনে ব্যবহৃত নিউজ, প্রতিবেদন, ভিডিও ও ফিল্ডওয়ার্ক থেকে প্রাপ্ত ডকুমেন্ট আর্কাইভ করা আছে। প্রতিবেদনে উল্লেখিত যে কোনো প্রকার তথ্যের পর্যাপ্ত প্রমাণ আমাদের কাছে রয়েছে। যথাযথ কর্তৃপক্ষ চাহিবামাত্র নির্দিষ্ট তথ্য-সংক্রান্ত ডকুমেন্ট প্রদান করতে সর্বোচ্চ চেষ্টা করা হবে।

‘২০২৪-২০২৫ সালে চট্টগ্রাম বিভাগে সংঘটিত মাজারে হামলা’ বিষয়ে প্রতিবেদন

সার্বিক তত্ত্বাবধান ও সম্পাদনা: মোহাম্মদ আবু সাঈদ

পেপারওয়ার্ক: মুহাম্মদ তৌহিদুল ইসলাম
ফিল্ডওয়ার্ক: আবু হাসান মোহাম্মদ মুখতার

প্রকাশ:
ডিসেম্বর, ২০২৫
মাকাম: সেন্টার ফর সুফি হেরিটেজ
মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
maqambd.org@gmail.com
01878-431312

মাকাম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

ভূমিকা

বারো আউলিয়ার দেশ খ্যাত চট্টগ্রাম। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত একটি ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিকভাবে সমৃদ্ধ অঞ্চল। বাংলাদেশের অন্যান্য বিভাগের তুলনায় চট্টগ্রাম বিভাগে সুফি ঐতিহ্য এবং মাজার-ভিত্তিক সংস্কৃতির অবস্থান ও চর্চা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বেশি। এই বিভাগে (চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, বান্দরবার, খাগড়াছড়ি, রাঙামাটি, কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর, চাঁদপুর) ঐতিহাসিকভাবে অসংখ্য মাজার রয়েছে, যা স্থানীয় সম্প্রদায়ের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। ঐতিহাসিক ৫ আগস্ট থেকে জুলাই অভ্যুত্থান পরবর্তী সময়ে সারাদেশে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির সুযোগ নিয়ে মাজার, দরগাহ সর্বোপরি মাজার সংস্কৃতির উপর ধারাবাহিক ও সঙ্ঘবদ্ধভাবে আক্রমণ পরিচালিত হয়। এর অংশ হিসেবে চট্টগ্রাম বিভাগে ৩২টি মাজারে হামলার খবর পাওয়া গিয়েছে।

ঐতিহাসিক ৫ আগস্ট থেকে ডিসেম্বর-২০২৫ পর্যন্ত সময়কালের মধ্যে প্রতিবেদনটি সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। ব্যবহৃত সকল তথ্যের যথাযথ সূত্র প্রদান করা হয়েছে।

এই প্রতিবেদনে চট্টগ্রাম বিভাগে মাজারে হামলা সংক্রান্ত যত ঘটনা সংগঠিত হয়েছে প্রায় সকল ঘটনার বিস্তারিত তুলে ধরা হয়েছে। ঘটনার সার্বিক চিত্র, কারণ, ভিডিও ফুটেজ, প্রশাসন, মাজার কর্তৃপক্ষ, মাজারের সর্বশেষ অবস্থান ইত্যাদি সকল বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে।

এটি ‘তদন্ত প্রতিবেদন’ নয়। চট্টগ্রাম বিভাগে মাজারে হামলার সার্বিক চিত্র, হামলার শিকার মাজারগুলোর বর্তমান অবস্থা ও বিভিন্ন পরিসংখ্যান হাজির করাই আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য। উদ্দেশ্য হলো, এর মাধ্যমে সরকার, আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে এ ব্যাপারে সচেতন করে তোলা। পাশাপাশি, দেশের সরকার, মিডিয়া সর্বোপরি জনসাধারণের নিকট মাজার হামলার একটি সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরা।

প্রতিবেদনে সংখ্যা, পরিসংখ্যান, শব্দচয়ন ও বানানের বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। তবুও আমাদের অজান্তে কোনো ভুল পাঠকের চোখে পড়লে আমাদেরকে জানানোর সাথে সাথে সংশোধনের সর্বোচ্চ চেষ্টা করা হবে।

সারাংশ

চট্টগ্রাম বিভাগে ২০২৪-২০২৫ সালে মাজার-সংক্রান্ত হামলা ও সম্পর্কিত ঘটনার সংখ্যা উল্লেখযোগ্য। ঐতিহাসিক ৫ আগস্ট থেকে নভেম্বর অবধি চট্টগ্রাম বিভাগে ২৮টি মাজারে হামলার ঘটনা ঘটেছে। জেলাভিত্তিক বিবরণে দেখা যায়: কুমিল্লায় ১৭টি, ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ৩টি, নোয়াখালীতে ৩টি, চট্টগ্রামে ৪টি এবং কক্সবাজারে ১টি- মোট ২৮টি হামলার ঘটনা প্রমাণিত হয়েছে। পাশপাশি এমন ৪টি খবর পাওয়া গিয়েছে যার মধ্যে ২টি গুজব ও ২টির প্রমাণ পাওয়া যায়নি। অর্থাৎ, প্রমাণিত ঘটনা ২৮টি এবং অপ্রমাণিত ও গুজব ২টি, মোট ৩২টি।

হামলাগুলোর প্রধান কারণ ধর্মীয় মতাদর্শগত বিরোধ (যেমন: মাজারকে 'শিরক-বিদআত' আখ্যা দিয়ে হামলার পটভূমি তৈরি ও বৈধতা উৎপাদন), রাজনৈতিক প্রতিহিংসা (যেমন: আওয়ামী লীগ-সংশ্লিষ্টতা), সামাজিক অসন্তোষ (যেমন: মাদক সেবন বা অসামাজিক কার্যকলাপের অভিযোগ) এবং জমি-সংক্রান্ত বিরোধ। উদাহরণস্বরূপ, কুমিল্লা ও নোয়াখালীর ঘটনাগুলোতে 'তৌহিদী জনতা' ব্যানারে সংগঠিত হামলায় ওরস, মেলা বা সুফি সমাজের অনুষ্ঠানকে হামলার লক্ষ্যবস্তু বানানো হয়েছে, যাকে স্থানীয় যুবকদের চারিত্রিক স্থলনের কারণ হিসেবে অভিযোগের মাধ্যমে ন্যায্যতা দেয়া হয়েছে। প্রভাবের দিক থেকে, মাজারগুলোর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান (ওরস, মেলা, মিলাদ) অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ, এবং স্থানীয় সম্প্রদায়ের নিরাপত্তাহীনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে হামলাকারীরা বহিরাগত (যেমন: চরমোনাইপন্থী বা কওমী মাদ্রাসার ছাত্র)। এছাড়া, প্রশাসনিক নিষ্ক্রিয়তা স্পষ্ট: বেশিরভাগ ঘটনায় (২৫টির বেশি) কোনো মামলা, গ্রেফতার বা তদন্তের অগ্রগতি নেই, যা হামলাকারীদেরকে উৎসাহিত করেছে। কেবল ৩টি ক্ষেত্রে (যেমন: হোমনায় চার মাজারের হামলা, সীতাকুণ্ডে খাজা কালুশাহ মাজার এবং নোয়াখালীতে শাহসূফী আইয়ুব আলী মাজার) প্রশাসন সক্রিয়তা প্রদর্শন করেছে, যেখানে মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

হামলার পর অদ্যাবধি অন্তত ১২টি মাজার পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে। অন্তত ১৫টি মাজারের বাৎসরিক উরসের আয়োজন বন্ধ রয়েছে। এ-সকল হামলায় নারীসহ অন্তত ৩১জন আহত হয়েছে।

পরিসংখ্যান

চট্টগ্রাম বিভাগের সবচেয়ে বেশি ঘটনা ঘটেছে কুমিল্লায়, ৫২%। প্রধান কারণসমূহ: ধর্মীয় অভিযোগ (বিদআত-শিরক, ৫৫%), স্থানীয় বিরোধ (মাদক-জমি, ৩০%) এবং রাজনৈতিক প্রতিহিংসা (১৫%)। হামলাকারী হিসেবে 'তৌহিদী জনতা'র নেতৃত্বই প্রধান (৭৫%)। হামলার ঘটনায় প্রশাসনের সক্রিয়তা ১০%; নিষ্ক্রিয়তা ৯০%।

আক্রান্ত মাজারসমূহের তালিকা

নিম্নে চট্টগ্রাম বিভাগে হামলার শিকার মাজারসমূহের তালিকা প্রদান করা হয়েছে। তালিকাটি দু'টি ছকে বিভক্ত। ১ম ছকে যে-সকল মাজারে হামলার ঘটনা প্রমাণিত হয়েছে এবং ক্ষয়ক্ষতি যাচাই করা সম্ভব হয়েছে এবং ২য় ছকে সে-সকল মাজার যেগুলোতে হামলার অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে, হুমকি প্রদান করা হয়েছে, হামলার ব্যর্থ চেষ্টা ও হামলার গুজবের ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে।

সংখ্যা	মাজারের নাম	সময়	স্থান	ক্ষয়ক্ষতি ও মন্তব্য
১	মালেক শাহ দরবার	৫ আগস্ট, ২০২৪	লাকসাম, কুমিল্লা।	হামলার পর মাজারের কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে।
২	আশরাফনগর দরবার শরীফ	৫ই আগস্ট, ২০২৪	কুমিল্লার লাকসামে	হামলার পর মাজার কর্তৃপক্ষকে হুমকি প্রদান।
৩	সামছু পাগলার মাজার/ শামসুল হক শাহ মাজার	৬ই ও ৭ই আগস্ট ২০২৪। দুই দফায়।	ভবনাথপুর, বাঞ্ছারামপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া	দুই দফায় হামলা ও কমপক্ষে একজন গুরুতর আহত।
৪	শাহাজাহান পাগলার মাজার	১৬ই আগস্ট ২০২৪	কুমিল্লার দেবীদ্বার উপজেলার পৈইয়াবাড়িতে	অবৈধ জমি দখলের অভিযোগে হামলা।
৫	পীর গোলাম মহিন উদ্দিন ওরফে টিপুর আস্তানা।	০৯ ই সেপ্টেম্বর ২০২৪, সোমবার ফজরের নামাজের পর কয়েকশ লোক।	কুমিল্লা জেলার নাঙ্গলকোট উপজেলা হেসোখাল ইউনিয়ন, হিয়াজোড়া গ্রামে।	কুমিল্লার নাঙ্গলকোট উপজেলার একদিনে ৮টি মাজার হামলা। সবগুলোর কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে।
৬	সুবেদার আব্দুর রহিম হিয়াজুড়ী মাজার			
৭	সৈয়দ আবুল কাশেম মাইজভাণ্ডারী হিয়াজুড়ী মাজার			
৮	সৈয়দ নিজাম উদ্দিন হিয়াজুড়ী মাজার			
৯	ফকির আব্দুল জলিল হিয়াজুড়ি মাজার			
১০	সৈয়দ আব্দুল গনি শাহ হিয়াজুড়ির মাজার			
১১	রৌশন শাহ মাজার	০৯ ই সেপ্টেম্বর ২০২৪, সোমবার ফজরের নামাজের পর কয়েকশ লোক।	কুমিল্লা জেলার নাঙ্গলকোট উপজেলা হেসোখাল ইউনিয়ন,	

			তেতিপাড়া গ্রামে	
১২	প্যাটেন শাহর মাজার		কুমিল্লা জেলার নাঙ্গলকোট উপজেলা মৌকরা ইউনিয়নের, ফতেপুর গ্রামে	
১৩	কেরানী সাহেবের মাজার	১০ ই সেপ্টেম্বর ২০২৪/ মঙ্গলবার	কুমিল্লায় নাঙ্গলকোট উপজেলার	মাজারের সকল কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে।
১৪	চাডু মিজি শাহর মাজার	শুক্রবার (১৩ সেপ্টেম্বর), ২০২৪, সকাল ৯টায়	নোয়াখালী পৌরসভার লক্ষ্মীনারায়ণপুর দরগাহ বাড়িতে	২০০ বছরের পুরোনো মাজার। সেক্রেটারীর ছেলে কর্তৃক হামলা।
১৫	শাহান শাহ রাহাত আলি শাহ	শনিবার, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪, বিকালে	ছয়ফুল্লাকান্দি, বাঞ্ছারামপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।	মাজার কর্তৃপক্ষ নিজেরাই পাহারা দিয়ে কার্যক্রম চালু রেখেছেন।
১৬	বোবা শাহের মাজার	রাতে (২৮ নভেম্বর, ২০২৪	কুমিল্লার দেবিদ্বারের বরুড় গ্রামে অবস্থিত	আস্তানায় মাহফিল চলাকালে তৌহিদি জনতার হামলা, ১ জন আহত।
১৭	হযরত রহম আলী শাহ (র.) এর মাজার	বৃহস্প্রতিবার (৯ জানুয়ারী, ২০২৫) আনুমানিক দুপুর ২ টার সময়	পশ্চিম ফরহাদাবাদ জব্বারহাট বাজারস্ত, হাটহাজারী থানা, চট্টগ্রাম	মাজারের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।
১৮	ঘাসিপুর দরবার শরিফ, মধু দরবেশের মাজার	সোমবার, (১৭ ফেব্রুয়ারী, ২০২৫ বিকেল ৩টায়)	চাটখিল, নোয়াখালী।	১০ জন আহত
১৯	সৈয়দ মুহাম্মদ শায়ের মুহাম্মদ শাহ আল কাদেরী আল চিশতীর মাজার	১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ রাতে	পেকুয়া, কক্সবাজার	২০ জন আহত।
২০	শাহসূফী আইয়ুব আলী দরবেশের মাজার	বৃহস্পতিবার বিকেল তিনটার দিকে (২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৫), ওরশ চলাকালীন।	নোয়াখালী সদর উপজেলার কালাদরাফ ইউনিয়নে মুন্সির তালুক গ্রামে	হামলা করে মাজার সম্পূর্ণ গুড়িয়ে দেয়া হয়েছে।
২১	হযরত খাজা কালুশাহ (রহ:) মাজার ও মাদরাসা	৭ এপ্রিল ২০২৫ দুপুরে	চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে	আওয়ামী লীগ বনাম বিএনপি। কমিটির অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব।

২২	কফিল উদ্দিন শাহ	১৮ই সেপ্টেম্বর, ২০২৫ সকালে	কুমিল্লা জেলার হোমনা উপজেলার আসাদপুর গ্রামে	কুমিল্লায় একসাথে চারটি মাজার হামলা।
২৩	কালাই শাহ (কালু শাহ)			
২৪	আবদু শাহ			
২৫	হাওয়ালী শাহ			
২৬	হযরত আব্দুল্লাহ শাহ হুজুরের মাজার	৯ নভেম্বর ২০২৫	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নাসিরনগর উপজেলার ভুবন বড়ধলিয়া গ্রামে	ওরস চলাকালীন হামলা করা হয়েছে।
২৭	হযরত শাহ বদিউজ্জামান মুন্সী (রহ.) এর মাজার	১০ই আগস্ট, ২০২৪, রাতে	বোয়ালখালী কধুরখীল ইউনিয়নের	৮টি কোরআন শরীফ পুড়ে যায়।
২৮	শাহ মনোহর (ক.) মাজার	শুক্রবার (৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৫)	হাটহাজারী, চট্টগ্রাম	হামলা করা হয়েছে এবং তার প্রতিরোধ করা হয়েছে।

হামলার অভিযোগ/চেষ্টা/গুজব এমন ঘটনার তালিকা				
সংখ্যা	**মাজারের নাম**	**সময়**	**স্থান**	**ক্ষয়ক্ষতি ও মন্তব্য**
২৯	বারো আউলিয়ার মাজার	সেপ্টেম্বর ৯, ২০২৪	সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম	হামলার চেষ্টা।
৩০	নানা শাহ্ মাজার শরীফ	৫ই এপ্রিল ২০২৫	তেলিনগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া	স্রেফ অভিযোগ, তথ্য নেই।
৩১	হজরত সোলায়মান শাহর মাজার	৩০ই জুলাই ২০২৫	চাঁদপুর জেলার উত্তর উপজেলার বেলতলী এলাকার	প্রোপাগান্ডা ও গুজব।
৩২	হযরত লাল শাহ বাবা (রহ.)	২০ নভেম্বর ২০২৫	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় অবস্থিত	ঢাকা-সিলেট মহাসড়ককে ৬ লেনে উন্নীত করার প্রকল্পের অধীনে জমি অধিগ্রহণ।

চট্টগ্রাম বিভাগে সংঘটিত প্রমাণিত ২৮টি ঘটনার জেলাভিত্তিক সংখ্যা:

জেলা	সংখ্যা
কুমিল্লা	১৭
চট্টগ্রাম	০৪
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	০৩
নোয়াখালী	০৩
কক্সবাজার	০১
চাঁদপুর	০০
ফেনী	০০
লক্ষ্মীপুর	০০
রাঙ্গামাটি	০০
খাগড়াছড়ি	০০
বান্দরবান	০০

১. মালেক শাহ দরবার

(২০২৪ সালের ৫ আগস্ট সন্ধ্যায় কুমিল্লা জেলার লাকসাম উপজেলায়)

সার্বিক চিত্র:

২০২৪ সালের ৫ আগস্ট সন্ধ্যায় কুমিল্লা জেলার লাকসাম উপজেলায় মাইজভাণ্ডারী তরিকার বিখ্যাত পীর হযরত মালেক শাহ দরবেশের মাজারে একদল দুর্বৃত্ত হামলা চালিয়ে ব্যাপক ভাঙচুর করে। হামলার পর থেকে মাজারে সকল ধরনের আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড (সংগীতচর্চা, ওরস ইত্যাদি) বন্ধ রয়েছে।[1]

হামলার মূল কারণ:

স্পষ্টভাবে উল্লেখ না থাকলেও মাইজভাণ্ডারী তরিকার সংগীতভিত্তিক আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠান ও ওরসকে "বিদআত ও শিরক" বলে অভিযোগ তুলে স্থানীয় কট্টরপন্থী গোষ্ঠী এ হামলা চালিয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

ভিডিও বিশ্লেষণ:

ঘটনার কোনো ভিডিও প্রকাশ্যে আসেনি। হামলার সময় বা পরে কোনো ভিডিও ফুটেজ সামাজিক মাধ্যমে ছড়ায়নি।

অভিযুক্ত হামলাকারী:

হামলাকারীদের পরিচয় অজ্ঞাত। কোনো নাম-পরিচয় বা গ্রুপের নাম প্রকাশিত হয়নি। তবে হামলার কয়েক মাস পরও তারা মাজার কমিটিকে মুঠোফোনে ও সরাসরি হুমকি দিয়েছে।

প্রশাসনিক অবস্থান:

প্রকাশিত কোনো সংবাদে লাকসাম থানা বা প্রশাসনের আনুষ্ঠানিক কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি। হামলার পর কোনো মামলা বা গ্রেফতারের খবরও প্রকাশিত হয়নি।

কর্তৃপক্ষের অবস্থান:

মাজার পরিচালনা কমিটির সদস্য ও মালেক দরবেশের ভাতিজা শেখ সাদি বলেন, "আমরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি। হামলাকারীরা এখনো হুমকি দিয়ে বেড়াচ্ছে। তারা বলেছে, আমাদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেবে।"[2]

সর্বশেষ পরিস্থিতি (২৭ নভেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত):

- মাজারে সকল ধরনের সংগীতচর্চা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ।
- ৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪-এর বার্ষিক ওরস হয়নি।
- মাজার কমিটি ও মালেক দরবেশের পরিবার চরম নিরাপত্তাহীনতায় রয়েছে এবং হুমকির মুখে আছে।
- কোনো মামলা বা আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি।
- মাইজভাণ্ডারী অনুসারীরা ভয়ের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন

[1] পরিকল্পিতভাবে মাজারের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি ধ্বংস করা হচ্ছে জুলাই ১১, ২০২৫ • মানবাধিকার https://bddigest.com/news/28094/

[2]ডেইলি স্টার বাংলা প্রতিবেদন (২৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫) https://bangla.thedailystar.net/news/bangladesh/news-653331

২. আশরাফনগর দরবার শরীফ/ চাঁদপুরী দরবার শরীফ[3]

(২০২৪ সালের ৫ আগস্ট বিকেলে কুমিল্লার লাকসাম গ্রাম)

আশরাফনগর দরবার শরীফের চিত্র। (সংগৃহীত)

সার্বিক চিত্র:

২০২৪ সালের ৫ আগস্ট বিকেলে কুমিল্লার লাকসামে ১৩০ বছরেরও প্রাচীন সৈয়দ আশরাফ আলী চাঁদপুরী প্রতিষ্ঠিত আশরাফনগর দরবার শরীফে "তৌহিদী জনতা"র ব্যানারে একদল লোক হামলা চালায়। প্রথমে খাদেম ও ভক্তদের মারধর করে বের করে দেয়া হয়, তারপর ব্যাপক ভাঙচুর, লুটপাট ও শেষে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়। এর আগে ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ওরসের মেলা বসানো নিয়ে হুমকি ও নাশকতার কারণে মেলা বন্ধ রাখা হয়েছিল।

হামলার মূল কারণ:

দীর্ঘদিন ধরে ওরসে মেলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও সুফি তরিকার কার্যক্রমকে "শিরক-বিদআত" আখ্যা দিয়ে স্থানীয় কট্টরপন্থী গোষ্ঠীর ক্ষোভ। ২০২৪-এর ওরসের আগে থেকেই হুমকি দেয়া হচ্ছিলো।

ভিডিও বিশ্লেষণ:

হামলার পরবর্তী ফুটেজে মাজারের অভ্যন্তরে ব্যাপক ভাঙচুরের চিহ্ন দেখা যায়। আসবাবপত্র, আলমারি, ফ্যান-লাইট ভাঙা; মেঝেতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা কাগজপত্র ও ধ্বংসাবশেষ।[4] আগুনের কালো দাগ ও পোড়ার চিহ্ন রয়েছে।

অভিযুক্ত হামলাকারী:

স্থানীয় "তৌহিদী জনতা"র ব্যানারে কওমী মাদ্রাসার ছাত্র ও যুবকরা। সংবাদমাধ্যম ও মিডিয়ায় কোনো ব্যক্তির নাম প্রকাশ্যে আসেনি।

---

[3] নাশকতা ঠেকাতে চাঁদপুরীশাহ ওরছে মেলা ও দোকান না বসানোর আহ্বান https://www.jagolaksam.com/2024/02/bangladesh.html

[4] ঐতিহ্যবাহী চাঁদপুরীশাহ দরবার শরীফ (লাকসাম,কুমিল্লা) ভাংচুর ও অগ্নীসংযোগ। https://www.facebook.com/100076238341712/videos/2175257862891175/?app=fbl

প্রশাসনিক অবস্থান:
প্রকাশিত সংবাদে লাকসাম থানা বা জেলা প্রশাসনের কোনো আনুষ্ঠানিক বক্তব্য পাওয়া যায়নি। হামলার পর কোনো মামলা বা গ্রেফতারের খবরও নেই।

কর্তৃপক্ষের অবস্থান:
দরবার শরীফের কর্তৃপক্ষ ২০২৫ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি ডেইলি স্টারকে জানান, "হামলার সময় প্রথমেই মাজারের খাদেম ও ভক্তদের পিটিয়ে বের করে দেয়া হয়। তারপর চলে ভাঙচুর ও লুটপাট এবং শেষে আগুন দেয়া হয়।"[5]

সর্বশেষ পরিস্থিতি (ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত):

- মাজারের অভ্যন্তরীণ মেরামত করা হয়েছে
- ওরস-মিলাদসহ সকল বৃহৎ পরিসরের অনুষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ।
- দরবার শরীফের কার্যক্রম অত্যন্ত সীমিত পরিসরে চলছে।
- কোনো মামলা বা গ্রেফতার হয়নি।
- চাঁদপুরী দরবার কর্তৃপক্ষ নিরাপত্তার অভাবে ভুগছেন এবং ভবিষ্যতে বড় জমায়েতের সাহস পাচ্ছেন না।

---

[5] ডেইলি স্টার বাংলা প্রতিবেদন (২৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫) https://bangla.thedailystar.net/news/bangladesh/news-653331

৩. শামসুল হক শাহ (সামছু পাগলা) মাজার[6]

(৬-৭ আগস্ট ২০২৪, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বাঞ্ছারামপুর উপজেলা, ভবনাথপুর ইউনিয়ন)

হামলার পূর্বে শামসুল হক শাহর মাজারের চিত্র। (সংগৃহীত)

সার্বিক চিত্র:

২০২৪ সালের ৬ ও ৭ আগস্ট পরপর দুই দফায় ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বাঞ্ছারামপুরের ভবনাথপুরে অবস্থিত শামসুল হক শাহ'র (স্থানীয়ভাবে শামছু পাগলা) মাজারে ব্যাপক ভাংচুর, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে। মানবাধিকার সংস্কৃতি ফাউন্ডেশন (এমএসএফ)-এর সেপ্টেম্বর ২০২৪ মাসিক মানবাধিকার প্রতিবেদনে[7] এই ঘটনার উল্লেখ রয়েছে।

হামলার মূল কারণ:

সরেজমিনে যাচাইকৃত কোনো সুনির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায়নি। তবে স্থানীয় সূত্র ও এমএসএফ প্রতিবেদনের ভিত্তিতে, আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর সংখ্যালঘু ধর্মীয় স্থাপনা ও আওয়ামী লীগ-সম্পৃক্ত বলে চিহ্নিত

---

[6] মাজারের মৌন আর্তনাদ https://bangla.thedailystar.net/news/bangladesh/news-653331

[7] মানবাধিকার সংস্কৃতি ফাউন্ডেশন প্রতিবেদন, ৩০ই সেপ্টেম্বর ২০২৪ প্রকাশিত। https://www.facebook.com/share/p/1BP96wP4jd/

ব্যক্তি-প্রতিষ্ঠানের ওপর প্রতিশোধমূলক হামলার অংশ হিসেবে এই মাজারটিকে টার্গেট করা হয়েছে। মাজারের খাদেমদের রাজনৈতিক পরিচয় নিয়ে স্থানীয়দের অসন্তোষ ছিল বলে জানা যায়।

ভিডিও বিশ্লেষণ:
ঘটনার কোনো ভিডিও ফুটেজ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বা অন্য কোনো উৎস থেকে পাওয়া যায়নি। এমএসএফ প্রতিবেদনেও উল্লেখ আছে যে, "সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কোনো ধরনের ভিডিও ফুটেজ পাওয়া যায়নি"।

অভিযুক্ত হামলাকারী:
হামলাকারীদের পরিচয় শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি। মাজারের খাদেম ও স্থানীয় ইউপি সদস্য আলাউদ্দিন বলেছেন, হামলাকারীরা মুখোশ পরা ছিল এবং স্থানীয় কাউকে চিনতে পারেননি। কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর নাম উল্লেখ করা হয়নি।

প্রশাসনিক অবস্থান:
ঘটনার পরপরই স্থানীয় প্রশাসন ও পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে বলে জানা গেছে, কিন্তু এ বিষয়ে কোনো মামলা বা গ্রেপ্তারের খবর পাওয়া যায়নি (ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত)।

কর্তৃপক্ষের অবস্থান:
স্থানীয় ইউপি সদস্য আলাউদ্দিন (যিনি নিজেও হামলায় আহত) ডেইলি স্টারকে (৮ অক্টোবর ২০২৪) বলেন: "হামলাকারীরা তার মাথায় আঘাত করে পাশের একটি ডোবায় ফেলে দেয়। হামলার দুই ঘণ্টা পর জ্ঞান ফিরলে হাসপাতালে নেয়ার পর তার মাথায় ৩৫টি সেলাই পড়ে।"

সর্বশেষ পরিস্থিতি: (নভেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত)
মাজারটি আংশিক সংস্কার করা হয়েছে, তবে পুরোপুরি পুনর্নির্মাণ হয়নি। হামলার ঘটনায় কোনো মামলা বা তদন্তের অগ্রগতি জানা যায়নি। স্থানীয়ভাবে এখনো উত্তেজনা রয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে।

৪. শাহাজাহান পাগলার মাজার[৪]

(২০২৪ সালের ১৬ আগস্ট, কুমিল্লা জেলার দেবীদ্বার উপজেলার পৈইয়াবাড়ি গ্রামে)

সার্বিক চিত্র: কুমিল্লা জেলার দেবীদ্বার উপজেলার পৈইয়াবাড়ি গ্রামে অবস্থিত শাহাজাহান পাগলার নামে পরিচিত একটি কবরস্থান-সদৃশ স্থাপনা (যা স্থানীয়দের মতে মাজার নয়) ২০২৪ সালের ১৬ আগস্ট বুলডোজার দিয়ে সম্পূর্ণ গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। এই ঘটনা সাম্প্রতিক রাজনৈতিক অস্থিরতার প্রেক্ষাপটে ঘটেছে, যেখানে দেশজুড়ে বিভিন্ন স্থানে মাজার ভাঙচুরের ঘটনা দেখা দিয়েছে। স্থানীয় অভিযোগ অনুসারে, এটি কোনো ধর্মীয় স্থাপনা ছিল না বরং অবৈধ জমি দখল, সাপ্তাহিক গানবাজনা ও সুদখোরি-সংশ্লিষ্ট অর্থনৈতিক কার্যকলাপের কেন্দ্র ছিল। তবে, স্থানীয়দের একাংশ দীর্ঘদিন ধরে শাহাজাহান পাগলাকে সুফি বুজুর্গ হিসেবে সম্মান করে আসছিলেন, যা ঘটনাকে বিতর্কিত করে তুলেছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়ানো ভিডিওগুলো ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে।

হামলার মূল কারণ:

স্থানীয়দের অভিযোগ অনুসারে, মাজারটি অবৈধভাবে অন্যের জমি দখল করে নির্মিত হয়েছিল এবং সেখানে সপ্তাহে মঙ্গলবার গানবাজনা করে অর্থ সংগ্রহ করা হতো, যা সুদখোরদের অর্থায়নে পরিচালিত হতো। এটি কোনো প্রকৃত কবর বা ধর্মীয় স্থাপনা ছিল না, বরং অনৈতিক কার্যকলাপের আড়াল। স্থানীয় আবদুল্লাহ আল মামুন জানান, “এটা কোনো মাজার ছিলো না কেউ কখনো মাজার ভাঙা হয়েছে এমন কথা বলবেন না! এখানে মাজার নামকরণ করে এবং অন্যের জমি দখল করে একদল সপ্তাহে মঙ্গলবার গানবাজনা করে টাকা তুলতো! এখানে গ্রামের কিছু সুদখোরের টাকায় এটা পরিচালিত হতো! এবং অন্যের জায়গায় জোরপূর্বক দখল করে এইসব অনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালিত হতো।” এই অভিযোগের ভিত্তিতে স্থানীয় জনতা হামলা চালিয়েছে, যা দেশব্যাপী মাজার ভাঙার তরঙ্গের অংশ।

ভিডিও বিশ্লেষণ[৯]:

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়ানো ভিডিওগুলোতে স্পষ্টভাবে দেখা যায়, বুলডোজার দিয়ে মাজারের কাঠামো সম্পূর্ণ গুঁড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। কংক্রিটের টুকরো ছড়িয়ে পড়ছে এবং স্থানীয় জনতা এটিকে উল্লাসের সাথে দেখছেন। হামলাকারীদের মুখোশ ও নির্দেশনাকারী ভূমিকা স্পষ্ট।

অভিযুক্ত হামলাকারী:

ভিডিওতে হামলাকারীদের স্পষ্টভাবে দেখা যায়, তারা স্থানীয় জনতা এবং নির্দেশনাকারীর ভূমিকায় ছিলেন। কোনো নির্দিষ্ট নাম উল্লেখ না থাকলেও, মাজার সংলগ্ন স্থানীয় ব্যক্তিরা এতে জড়িত বলে ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তারা জমি দখলের শিকার এবং অনৈতিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলেন। হামলা স্থানীয় জনতার স্বতঃস্ফূর্ত উদ্যোগ বলে মনে হয়।

---

[8] bddigest প্রতিবেদন https://bddigest.com/news/28094/

[9] ফেসবুক ভিডিও, https://www.facebook.com/share/v/1AKGXv5KsL/

প্রশাসনিক অবস্থান:
কুমিল্লা জেলা প্রশাসন এবং দেবীদ্বার থানা ঘটনার পর তদন্ত শুরু করেছে, কিন্তু কোনো আনুষ্ঠানিক বিবৃতি বা গ্রেপ্তারের খবর পাওয়া যায়নি। স্থানীয় প্রশাসনের নীরবতা বিতর্ক সৃষ্টি করেছে, বিশেষ করে যখন দেশজুড়ে মাজার ভাঙার ঘটনায় প্রশাসনিক হস্তক্ষেপের অভাব দেখা যাচ্ছে। তবে, স্থানীয়রা জানান যে, ঘটনা জমি-সংক্রান্ত বিরোধের ফল, যা প্রশাসনের দৃষ্টিগোচর ছিল।

কর্তৃপক্ষের অবস্থান:
স্থানীয় প্রশাসন এই নির্দিষ্ট ঘটনায় কোনো স্পষ্ট অবস্থান প্রকাশ করেনি।

সর্বশেষ পরিস্থিতি:
২০২৫ সালের নভেম্বর পর্যন্ত ঘটনাস্থলে কোনো পুনর্নির্মাণ বা নতুন উত্তেজনা দেখা যায়নি। স্থানীয়রা শান্ত অবস্থায় রয়েছেন, কিন্তু সুফি ভক্তরা এটিকে দীর্ঘমেয়াদী ধর্মীয় আঘাত হিসেবে দেখছেন। দেশব্যাপী অনুরূপ ঘটনায় হাইকোর্টের হস্তক্ষেপ সত্ত্বেও, এই নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে কোনো আইনি পদক্ষেপের খবর নেই। স্থানীয়রা জানান, জমি উদ্ধারের পর এলাকায় শান্তি ফিরেছে।

কুমিল্লায় নাঙ্গলকোটে একসাথে ৮টি মাজার হামলা

সার্বিক চিত্র:

২০২৪ সালের ৯ সেপ্টেম্বর, সোমবার ফজরের নামাজের পর কুমিল্লা জেলার নাঙ্গলকোট উপজেলার হেসাখাল ও মৌকরা ইউনিয়নে ছোট ফতেপুর, তেতৈয়া ও খাঁটাচৌ গ্রামে কয়েকশ লোক মাদক সেবনের অভিযোগে জড়ো হয়ে একসাথে ৮টি মাজারে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করে।[10] আক্রান্ত মাজারগুলো হলো: পীর গোলাম মহিউদ্দিন টিপুর আস্তানা, আব্দুর রহিম হিয়াজুড়ীর মাজার, সৈয়দ দয়াল আবুল কাশেম হিয়াজুড়ী মাইজভাণ্ডারী, সৈয়দ নিজাম উদ্দিন হিয়াজুড়ী, ফকির আব্দুল জলিল হিয়াজুড়ির মাজার, সৈয়দ আব্দুল গনি হিয়াজুড়ির মাজার, তেতিপাড়া গ্রামের রৌশন শাহ মাজার এবং মৌকরা ইউপির ফতেহপুর প্যাটেন শাহ মাজার।[11] হামলাকারীরা নাঙ্গলকোট বাজার থেকে পায়ে হেঁটে মিছিল করে ঘটনাস্থলে পৌঁছে, যা এখনও ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থায় রয়েছে।

হামলার মূল কারণ:

মাজার পরিচালনাকারীদের ইসলামের মৌলিক স্তম্ভ যেমন নামাজ-রোজা নিয়ে অনীহা, অবজ্ঞা ও শিরকি কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা, যেমন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ না পড়া এবং জুমার নামাজও উপেক্ষা করা। এছাড়া মাদক সেবনের অভিযোগ, পূর্ব স্বৈরাচারী আওয়ামী শাসনকালে তাদের দাপুটে আচরণ এবং সম্পদ-ক্ষমতার অপব্যবহারের কারণে এলাকাবাসীর ক্ষোভ।

ভিডিও বিশ্লেষণ:

হামলা পরবর্তী বেশ কিছু ভিডিও পাওয়া গিয়েছে[12], কিন্তু তাতে হামলাকারীদের পরিচয় বা চেহারা দেখা যায়নি। তবে মাজার ও আস্তানাসমূহের বিভিন্ন আসবাবপত্র, দরজা, জানালা ভাংচুর করার দৃশ্য স্পষ্ট।[13] স্থানীয়রা মাকাম'র প্রতিনিধিকে জানান, হামলার সময় এলাকাবাসীকে ভিডিও করতে দেয়া হয়নি এবং ভিডিও করার সময় একজনের মোবাইল ভেঙ্গে দেয়া হয়েছে, যার ফলে হামলার সরাসরি ফুটেজ পাওয়া যায়নি।

অভিযুক্ত হামলাকারী:

আশুগঞ্জ বাজারের স্থানীয় হিফজখানার দায়িত্বরত একজন শিক্ষক মোহাম্মদ রবিউল হোসাইন মাকাম'র প্রতিনিধিকে জানান, "অধিকাংশ বহিরাগত চরমোনাই পন্থী, যারা নাঙ্গলকোট বাজার থেকে ৬-১০ কিলোমিটার পথ পায়ে হেঁটে মিছিল করে হিয়াজোড়ায় পৌঁছে। তারা মোটরসাইকেলসহ বিভিন্ন যানবাহন, হ্যামার, লাঠি ও

---

10 মাদক সেবনের অভিযোগে কুমিল্লায় গুঁড়িয়ে দেওয়া হলো ৮টি মাজার https://www.facebook.com/100003474099020/posts/pfbid0pPHg6WTL2jcWgdhc27g4Q774T1cvLvVYSndk4MjVKvUe9XQq3yKLgEze3j6oxJPSl/?app=fbl

11 নাঙ্গলকোটে টিপু পীরের আস্তানাসহ ৮ মাজার ভাঙচুর https://www.jugantor.com/country-news/850299

12 মাজার ভাঙচুর https://youtu.be/6F0IstZ6KQA?feature=shared

13 ভন্ড মাজার ভাঙচুর, https://youtu.be/QqTZxWsTm0U?feature=shared

অন্যান্য আক্রমণাত্মক সরঞ্জাম নিয়ে আসে। স্থানীয় অঞ্চলে চরমোনাইয়ের মাদ্রাসা ও সভা-মাহফিলের উপস্থিতি রয়েছে, যা তাদের সরব করে তুলেছে। কিছু স্থানীয় ক্ষুব্ধ জনতাও যুক্ত, যারা পূর্ব ক্ষোভের প্রতিশোধ নিয়েছে।”

প্রশাসনিক অবস্থান:
নাঙ্গলকোট থানা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা একে ফজলুল হক ঘটনার দিন জানান, মাজার ভাঙচুরের খবর শুনেছেন এবং লিখিত অভিযোগ পেলে তদন্ত সাপেক্ষে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে।[14] তবে মাজার পরিচালকরা এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ায় কোনো অভিযোগ দায়ের হয়নি এবং কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয়নি।

কর্তৃপক্ষের অবস্থান:
স্থানীয় মাদ্রাসার শিক্ষক মোহাম্মদ রবিউল হোসাইন মাকাম’র প্রতিনিধিকে জানান, হামলাকারীরা মূলত বহিরাগত চরমোনাইপন্থী এবং হামলার পূর্বপরিকল্পনা ছিল। তিনি হামলায় শরিক হতে অস্বীকার করেন এবং মাজারগুলোতে শিরকি কর্মকাণ্ডের অভিযোগ তুলে ধরেন, যদিও কিছু মাজারে এমন কিছু ছিল না। এলাকাবাসীর একাংশ মাজারগুলোকে নিষিদ্ধ করার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে।

সর্বশেষ পরিস্থিতি:
মাজারগুলোর কার্যক্রম সম্পূর্ণভাবে বন্ধ রয়েছে এবং ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থায় আছে। হামলাকারীরা মাসখানেক পর পুনরায় আসার চেষ্টা করেছিল কিন্তু স্থানীয়দের বিরোধিতায় তা ঘটেনি। মাজার পরিচালকরা এলাকা ছেড়ে পালিয়ে গিয়ে অদ্যাবধি ফিরে আসেননি।

---

[14] সমকাল প্রতিবেদন https://samakal.com/whole-country/article/255155/%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A6%B2%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A6%9F%E0%A7%87-%E0%A7%AC-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%99%E0%A6%9A%E0%A7%81%E0%A6%B0

৫. পীর গোলাম মহিন উদ্দিন ওরফে টিপুর আস্তানা

(০৯ ই সেপ্টেম্বর ২০২৪, কুমিল্লার নাঙ্গলকোট উপজেলার হেসাখাল ইউনিয়নে হিয়াজোড়া গ্রাম)

পীর গোলাম মহিন উদ্দিন ওরফে টিপুর ছবি (সংগৃহীত)

সার্বিক চিত্র:

২০২৪ সালের ৯ সেপ্টেম্বর সোমবার ফজরের নামাজের পর কুমিল্লা জেলার নাঙ্গলকোট উপজেলার হেসাখাল ইউনিয়নের হিয়াজোড়া গ্রামে পীর গোলাম মহিন উদ্দিন ওরফে টিপুর আস্তানায় কয়েকশ লোক মিছিল করে ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ এবং লুটপাট করে। এতে মাজারের গিলাফে আগুন ধরানো হয়, বাড়িঘর ভাঙচুর করা হয় এবং পরিবারের সদস্যদের মারধর করা হয়। টিপুর বাবার মাজারসহ ৪টি মাজার ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

হামলার মূল কারণ:

টিপুর বিতর্কিত কর্মকাণ্ড, যেমন তার ছোট ভাইয়ের দাফনে ঢোল পিটানো (যার ভিডিও ফেসবুকে ভাইরাল হয়)। সুফি বিষয়ক বিতর্কিত বক্তব্য এবং মাজারে রাতে মাদকের হাট বসানোর অভিযোগ। এলাকাবাসীর ক্ষোভ এবং আওয়ামী শাসনকালে তার দাপুটে আচরণের প্রতিশোধ।

ভিডিও বিশ্লেষণ:
হামলা পরবর্তী ভিডিওগুলোতে হামলাকারীদের মুখ দেখা যায়নি, কারণ হামলার সময় ভিডিও করতে দেয়া হয়নি এবং ভিডিও করা অবস্থায় একজনের মোবাইল ভেঙে দেয়া হয়েছে। তবে ঘটনার পরবর্তী ছবি ও ভিডিওতে ক্ষয়ক্ষতি দৃশ্যমান।[15]

অভিযুক্ত হামলাকারী:
গোত্রশাল গ্রামের মাওলানা জসিম উদ্দিন এবং নাগোদা গ্রামের মাওলানা সোলাইমানের নেতৃত্বে কয়েকশ লোক, যারা মূলত বহিরাগত চরমোনাইপন্থী। তারা মুখোশ পরে হামলা করে। অভিযোগের বিষয়ে মাওলানা জসিম উদ্দিন ও সোলাইমান বলেন, মাজার ভাঙচুরের বিষয়টি বিভিন্ন মাধ্যমে শুনেছি। আমরা মাজার ও বাড়িঘর ভাঙচুরের সঙ্গে জড়িত নয়। আমাদের বিরুদ্ধে উঠা অভিযোগটি মিথ্যা। টিপু ইসলামবিরোধী কর্মকান্ড করায় তার বিরুদ্ধে পূর্বে আমরা মামলা দিয়েছি। ওই মামলায় জেল খেটেছেন তিনি।

প্রশাসনিক অবস্থান:
নাঙ্গলকোট থানা পুলিশের ওসি জানান, লিখিত অভিযোগ পেলে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে, কিন্তু কোনো অভিযোগ দায়ের হয়নি।

কর্তৃপক্ষের অবস্থান:
টিপু বলেন, মাজারটি মুক্তিযুদ্ধের আগ থেকে আছে এবং তারা রাজনৈতিকভাবে নিরপেক্ষ। তিনি হামলাকারীদের শাস্তির দাবি করেন।[16] টিপুর মা রৌশন আরা বেগম এবং বোন জান্নাতুল ফেরদাউস জানান, সকালে গোত্রশাল গ্রামের মাওলানা জসিম উদ্দিন ও নাগোদা গ্রামের মাওলানা সোলাইমান হুজুরের নেতৃত্বে কয়েকশ লোকজন প্রথমে মাজার ভাঙচুর করে। পরে বাড়িঘরে এসে হামলা করে টাকা, স্বর্ণালংকার, আসবাবপত্র, প্রয়োজনীয় কাগজপত্র লুটপাট করে নিয়ে যায়।[17] মাওলানা রবিউল হোসাইন মাকামের প্রতিনিধিকে বলেন, টিপু ও তার পরিবার বিতাড়িত হয়েছে।

সর্বশেষ পরিস্থিতি:
টিপু ও তার পরিবার হিয়াজোড়া থেকে বিতাড়িত হয়ে ফিরে আসেননি। মাজার পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে। ২০২৫ সালের নভেম্বর পর্যন্ত কোনো নতুন হামলা বা পুনর্নির্মাণের খবর নেই।

---

[15] টিপুর মাজার ও আস্তানা https://www.facebook.com/share/v/16CPmJ9kDC/
[16] নাঙ্গলকোটে কথিত পীর টিপুর আস্তানাসহ ৮মাজার ভাংচুর। https://dailyinqilab.com/bangladesh/news/684953
[17] কালবেলা প্রতিবেদন https://www.kalbela.com/country-news/119630

৬. সুবেদার আব্দুর রহিম হিয়াজুড়ী মাজার

(০৯ ই সেপ্টেম্বর ২০২৪, কুমিল্লার নাঙ্গলকোট উপজেলার হেসাখাল ইউনিয়নে হিয়াজোড়া গ্রাম)

সুবেদার আব্দুর রহিম হিয়াজুড়ী মাজারে হামলার পরবর্তী চিত্র। (সংগৃহীত)

সার্বিক চিত্র: ২০২৪ সালের ৯ সেপ্টেম্বর সোমবার কুমিল্লা জেলার নাঙ্গলকোট উপজেলার হেসাখাল ইউনিয়নের হিয়াজোড়া গ্রামে সুবেদার আব্দুর রহিম হিয়াজুড়ী মাজারে হামলা করে ভাঙচুর করা হয়।[18] মাজারের পাকা এরিয়া ও রওজা ভেঙে আগুন ধরানো হয়। এটি কয়েক দশকের পুরনো মাজার এবং একই বংশধরের অন্যান্য মাজারের সঙ্গে যুক্ত।

[18] ০৯ ই সেপ্টেম্বর ২০২৪ সালে কিছু নামধারী মুসলিম উগ্রবাদী, হামলা ভাঙচুর লুটপাট করে https://www.facebook.com/share/p/16L8d2nmT9/

হামলার মূল কারণ: স্থানীয় সুফি প্রভাবিত এলাকায় শিরকি কর্মকাণ্ডের অভিযোগ, যেমন বাৎসরিক ওরশ এবং গানের আসর। পূর্ব ক্ষোভ এবং মাদক সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ।

ভিডিও বিশ্লেষণ: হামলা পরবর্তী ভিডিওগুলোতে হামলাকারীদের দেখা যায়নি, কারণ হামলার সময় ভিডিও ধারণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

অভিযুক্ত হামলাকারী: নাঙ্গলকোট বাজার থেকে আগত বহিরাগত চরমোনাইপন্থীদের বিশাল মিছিল, যারা মুখোশ পরে হামলা করে।

প্রশাসনিক অবস্থান: লিখিত অভিযোগ না পাওয়ায় কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

কর্তৃপক্ষের অবস্থান: এলাকাবাসী জানান, এটি বুজুর্গ ব্যক্তির মাজার এবং কোনো শিরকি কর্মকাণ্ড নেই, কিন্তু হামলা হয়েছে। অর্থাৎ, এলাকাবাসী মাজারের প্রতি সহানুভূতিশীল। কিন্তু মাজার কর্তৃপক্ষের কোনো তৎপরতা নেই।

সর্বশেষ পরিস্থিতি: মাজার পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে এবং কার্যক্রম বন্ধ। ২০২৫ সাল পর্যন্ত কোনো পুনর্নির্মাণের খবর নেই।

৭. সৈয়দ আবুল কাশেম মাইজভাণ্ডারী হিয়াজুড়ী মাজার

(০৯ ই সেপ্টেম্বর ২০২৪, কুমিল্লার নাঙ্গলকোট উপজেলার হেসাখাল ইউনিয়নে হিয়াজোড়া গ্রাম)

সৈয়দ আবুল কাশেম মাইজভাণ্ডারী হিয়াজুড়ী মাজারে হামলার পরবর্তী চিত্র। (সংগৃহীত)

সার্বিক চিত্র: ২০২৪ সালের ৯ সেপ্টেম্বর সোমবার কুমিল্লা জেলার নাঙ্গলকোট উপজেলার হেসাখাল ইউনিয়নের হিয়াজোড়া গ্রামে সৈয়দ আবুল কাশেম মাইজভাণ্ডারী হিয়াজুড়ী মাজারে হামলা করে ভাঙচুর করা হয়। মাজারের দেয়াল, জানালা, গম্বুজ ও রওজা ভেঙে আগুন ধরানো হয়।[19] এটি পীর গোলাম মহিন উদ্দিন ওরফে টিপুর বাবার মাজার এবং মাইজভাণ্ডারী মতাদর্শের।

হামলার মূল কারণ: মাইজভাণ্ডারী তরিকায় দীক্ষিত হওয়া এবং 'শিরকি' কর্মকাণ্ড যেমন ওরশ ও গানের আসর।

ভিডিও বিশ্লেষণ: হামলা পরবর্তী ভিডিওতে হামলাকারীরা অদৃশ্যমান।
অভিযুক্ত হামলাকারী: নাঙ্গলকোট থেকে আগত মুখোশধারী চরমোনাইপন্থীরা।
প্রশাসনিক অবস্থান: অভিযোগ না পাওয়ায় কোনো তদন্ত হয়নি।

কর্তৃপক্ষের অবস্থান: সৈয়দ আবুল কাশেমের স্ত্রী রৌশন আরা বেগম জানান, হামলাকারীরা টিপুর সন্ধান করে স্বামীর মাজার ও পরে বাড়িঘর ভাঙচুর করেছে। মাইজভাণ্ডারী ভক্তরা এটিকে ভক্তির স্থান বলে মনে করেন। কিন্তু তাদের কোনো তৎপরতা নেই।

---

[19] সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুক থেকে https://www.facebook.com/100068986871675/posts/pfbid0cwWGVFZUdzWrL2S2CmQiPAchZQgNrJJnib9Lu56FhDzvmctv42zqMkpRVK3cgGVEl/?app=fbl

সর্বশেষ পরিস্থিতি: মাজার পরিত্যক্ত এবং সকল কার্যক্রম বন্ধ।

৮. সৈয়দ নিজাম উদ্দিন হিয়াজুড়ী মাজার

(০৯ ই সেপ্টেম্বর ২০২৪, কুমিল্লার নাঙ্গলকোট উপজেলার হেসাখাল ইউনিয়নে হিয়াজোড়া গ্রাম)

সৈয়দ নিজাম উদ্দিন হিয়াজুড়ী মাজারে হামলার পরবর্তী চিত্র। (সংগৃহীত)

সার্বিক চিত্র: ২০২৪ সালের ৯ সেপ্টেম্বর সোমবার হিয়াজোড়া গ্রামে সৈয়দ নিজাম উদ্দিন হিয়াজুড়ী মাজারে হামলা করা হয়। ইটের নির্মিত অংশ হ্যামার দিয়ে গুড়িয়ে দেয়া হয়। এটি পীর গোলাম মহিন উদ্দিন ওরফে টিপুর পরিবার দেখাশোনা করতেন।[20]

হামলার মূল কারণ: ‘শিরকি’ কর্মকাণ্ডের অভিযোগ।

ভিডিও বিশ্লেষণ: ভিডিওতে হামলাকারীদের শনাক্ত করা যায়নি।

অভিযুক্ত হামলাকারী: বহিরাগত চরমোনাইপন্থীদের মিছিল।

প্রশাসনিক অবস্থান: কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয়নি।

কর্তৃপক্ষের অবস্থান: এলাকাবাসী হামলার নিন্দা করেন। কিন্তু মাজার কর্তৃপক্ষের কোনো তৎপরতা নেই।

সর্বশেষ পরিস্থিতি: মাজার পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে এবং সকল কার্যক্রম বন্ধ।

[20] নাঙ্গলকোটে টিপু পীরের আস্তানাসহ ৮ মাজার ভাঙচুর https://www.jugantor.com/country-news/850299

৯. ফকির আব্দুল জলিল হিয়াজুড়ি মাজার

(০৯ ই সেপ্টেম্বর ২০২৪, কুমিল্লার নাঙ্গলকোট উপজেলার হেসাখাল ইউনিয়নে হিয়াজোড়া গ্রাম)

সার্বিক চিত্র: ২০২৪ সালের ৯ সেপ্টেম্বর সোমবার হিয়াজোড়া গ্রামে ফকির আব্দুল জলিল হিয়াজুড়ি মাজারে হামলা। ইটের অংশ হ্যামার ও পায়ে মুড়িয়ে গুড়িয়ে দেওয়া হয়।[21] এটিও পীর গোলাম মহিন উদ্দিন ওরফে টিপুর ভক্তরা দেখাশোনা করতেন।

হামলার মূল কারণ: 'শিরকি' কর্মকাণ্ড।

ভিডিও বিশ্লেষণ: ভিডিওতে হামলাকারীদের শনাক্ত করা যায়নি।

অভিযুক্ত হামলাকারী: চরমোনাইপন্থীদের মিছিল।

প্রশাসনিক অবস্থান: কোনো তদন্ত নেই।

কর্তৃপক্ষের অবস্থান: এলাকাবাসী হামলার নিন্দা করেন। কিন্তু মাজার কর্তৃপক্ষের কোনো তৎপরতা নেই।

সর্বশেষ পরিস্থিতি: মাজার পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে এবং সকল কার্যক্রম বন্ধ।

---

[21] দৈনিক আমাদের সময় https://www.dainikamadershomoy.com/details/0191e273383e5

১০. সৈয়দ আব্দুল গনি হিয়াজুড়ির মাজার

(০৯ ই সেপ্টেম্বর ২০২৪, কুমিল্লার নাঙ্গলকোট উপজেলার হেসাখাল ইউনিয়নে হিয়াজোড়া গ্রাম)

সার্বিক চিত্র:
২০২৪ সালের ৯ সেপ্টেম্বর সোমবার হিয়াজোড়া গ্রামে সৈয়দ আব্দুল গনি হিয়াজুড়ির মাজারে হামলা। টিনের বেড়া ও উঁচু অংশ গুড়িয়ে দেওয়া হয়। এটি কয়েক দশকের পুরনো এবং সুফি বুজুর্গের মাজার।

হামলার মূল কারণ:
'শিরকি' কর্মকাণ্ডের অভিযোগ, যদিও মাজারে এমন কিছু নেই। বাৎসরিক ওরস আয়োজনের কারণে ক্ষোভ।

ভিডিও বিশ্লেষণ: হামলা পরবর্তী ভিডিও চিত্রে কোনো হামলাকারীদের দেখা যায়নি। তবে স্থানীয় একজন দোকানদারের ভিডিও-বার্তা থেকে জানা যায়, সৈয়দ আবদুল গণি শাহ বাস্তবিক পক্ষে একজন সুফি ও অত্যন্ত বুজুর্গ ব্যক্তি ছিলেন। জীবদ্দশায় তিনি একটি বিদ্যালয় ও মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেছেন। 'আবদুল গণি শাহ প্রাথমিক বিদ্যালয়'টি তার মাজার সংলগ্নেই অবস্থিত। এই মাজারে কোনো ধরনের শিরকি কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয় না।”[22]
অভিযুক্ত হামলাকারী: চরমোনাই পন্থী জনসমাগম, মৌলভি জসিম উদ্দিনের নেতৃত্বে।

প্রশাসনিক অবস্থান: কোনো ব্যবস্থা নেই।

কর্তৃপক্ষের অবস্থান:
হিফজখানার দায়িত্বরত শিক্ষক মোহাম্মদ রবিউল হোসাইন মাকাম'র প্রতিনিধিকে জানান, “পূর্বে পুর্ননির্মাণ ও সংস্কারের জন্য পুরাতন মাজারটি ভেঙে নতুন নির্মাণের জন্য প্রস্তুতি নেয়া হচ্ছিল এবং টিনের বেড়া দ্বারা ঘেরাও করা ছিল। এমতাবস্থায় নাঙ্গলকোট উপজেলার বিভিন্ন গ্রাম থেকে আগত চরমোনাইপন্থী ওই জনসমাগম দ্বারা উক্ত টিনের বেড়া, মাজারের উঁচু অংশসহ আশপাশটি সম্পুর্ণ গুড়িয়ে দেয়া হয়। প্রতিবছর ফাল্গুন মাসের ২০ তারিখ আবদুল গণি শাহের বিশাল ওরস অনুষ্ঠিত হয় এবং উক্ত দিনে দূরদুরান্ত থেকে হাজার হাজার মানুষ এই ওরসে শরিক হয়।” স্থানীয় মেম্বার মামুন বলেন, কোনো শিরক না থাকলেও হামলা হয়েছে। শাহ আবদুল গণির আওলাদ আহাম্মদ রতন মাইজভাণ্ডারী, আনোয়ার হোসেন ও বেলায়েত হোসেন সহ অন্তত ১০ জন গ্রামবাসী অভিযোগ করে বলেন, উপজেলার পৌরসভা এলাকার গোত্রশাল গ্রামের মৌলভি জসিম উদ্দিনের নের্তৃত্বে এ হামলা হয়েছে। এসময় তারা জসিম উদ্দিন সহ ঘটনার সাথে জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য প্রশাসনের দৃষ্টি কামনা করেছেন।

সর্বশেষ পরিস্থিতি: পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে। এলাকাবাসী ক্ষুব্ধ। কিন্তু মাজার কর্তৃপক্ষের কোনো তৎপরতা নেই।

---

[22] মাজার ভাঙচুর https://youtu.be/6F0IstZ6KQA?feature=shared

১১. রৌশন শাহ মাজার

(২০২৪ সালের ৯ সেপ্টেম্বর, সোমবার কুমিল্লার হেসাখাল ইউনিয়নের তেতিপাড়া গ্রামে)

হামলার পূর্বে রৌশন শাহ’র মাজারের চিত্র। (সংগৃহীত)

সার্বিক চিত্র: ২০২৪ সালের ৯ সেপ্টেম্বর সোমবার হেসাখাল ইউনিয়নের তেতিপাড়া গ্রামে রৌশন শাহ মাজারে হামলা। পাকা এরিয়া ও রওজা ভেঙে আগুন ধরানো হয়। এটি কয়েক দশকের পুরনো মাজার।[23]

হামলার মূল কারণ: বাৎসরিক ওরসের আয়োজন।

ভিডিও বিশ্লেষণ: হামলা পরবর্তী ভিডিওতে হামলাকারীদের শনাক্ত করা যায়নি।

অভিযুক্ত হামলাকারী: নাঙ্গলকোট থেকে আগত চরমোনাইপন্থীদের মিছিল।

প্রশাসনিক অবস্থান: কোনো তদন্ত নেই।

কর্তৃপক্ষের অবস্থান: এলাকাবাসী বিস্তারিত তথ্য না দিলেও হামলার নিন্দা করেন।

সর্বশেষ পরিস্থিতি: পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে। এলাকাবাসী ক্ষুব্ধ। কিন্তু মাজার কর্তৃপক্ষের কোনো তৎপরতা নেই।

---

[23] দৈনিক ইনকিলাব https://dailyinqilab.com/bangladesh/news/684953

১২. প্যাটেন শাহের মাজার

(২০২৪ সালের ৯ সেপ্টেম্বর সোমবার কুমিল্লার মৌকরা ইউনিয়নের ফতেপুর গ্রামে)

সার্বিক চিত্র: ২০২৪ সালের ৯ সেপ্টেম্বর সোমবার মৌকরা ইউনিয়নের ফতেপুর গ্রামে প্যাটেন শাহের মাজারে হামলা। পাকা এরিয়া ও রওজা ভেঙে আগুন ধরানো হয়।[24]

হামলার মূল কারণ: 'শিরক'র অভিযোগ।

ভিডিও বিশ্লেষণ: হামলা পরবর্তী ভিডিওগুলোতে মাজারটির ভাংচুরের দৃশ্য বিদ্যমান। কিন্তু হামলাকারী কাউকে শনাক্ত করা যায়নি। [25]

অভিযুক্ত হামলাকারী: নাঙ্গলকোট থেকে আগত চরমোনাইপন্থীদের মিছিল।

প্রশাসনিক অবস্থান: কোনো ব্যবস্থা নেই।

কর্তৃপক্ষের অবস্থান: মাজার কর্তৃপক্ষের কোনো তৎপরতা নেই।

সর্বশেষ পরিস্থিতি: মাজার পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে।

---

[24] কুমিল্লায় ৫ মাজার ভাঙচুর অগ্নিসংযোগলাকসাম (কুমিল্লা) প্রতিনিধি https://preprod.bd-pratidin.com/country-village/2024/09/10/1027048

[25] কালবেলা নিউজ https://youtu.be/KTBkFYTyVX0?feature=shared

১৩. কেরানী সাহেবের মাজার

(১০ ই সেপ্টেম্বর ২০২৪, কুমিল্লার নাঙ্গলকোট উপজেলার হেসাখাল ইউনিয়নে হিয়াজোড়া গ্রাম)

সার্বিক চিত্র: কুমিল্লার নাঙ্গলকোট উপজেলায় ২০২৪ সালের ৯ সেপ্টেম্বর সোমবার ৮টি মাজারে হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনার পরদিন ১০ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার হিয়াজোড়া গ্রামে কেরানী সাহেবের মাজারে একইভাবে হামলা ও ভাঙচুর চালানো হয়।[26] এলাকাবাসীর মতে, এটি আগের দিনের হামলার সঙ্গে সংযুক্ত, যেখানে মাজারগুলোতে ভোররাতে লোকজন এসে কবর ভেঙে ফেলে, গিলাফে আগুন ধরিয়ে দেয় এবং লুটপাট করে। ঘটনাস্থলে পুলিশ গিয়েও কাউকে হামলাকারীদের পায়নি এবং কোনো অভিযোগ দায়ের হয়নি।

হামলার মূল কারণ:

এলাকাবাসীর বর্ণনা অনুসারে, মাজারগুলোতে রাতে মাদক সেবন ও বিক্রির হাট বসে, যা যুব সমাজকে নষ্ট করছে। একাধিকবার বাধা দেয়া সত্ত্বেও এটি অব্যাহত ছিল, যার ফলে হামলা চালানো হয়।

ভিডিও বিশ্লেষণ:

সংবাদমাধ্যমের কিছু ভিডিওবার্তা ছাড়া হামলা চলাকালীন ভিডিও উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। তবে স্থানীয়রা জানান, ৯ই সেপ্টেম্বরের হামলার মতো পরদিনও ভিডিও ধারণে বাধা প্রদান করা হয়।

অভিযুক্ত হামলাকারী:

এলাকাবাসীর ভাষ্যমতে, আগেরদিনের অন্যান্য মাজারের ন্যায় একই টিম কর্তৃক পরদিন এই কেরানী সাহেবের মাজারে ভাংচুর চালানো হয়। ভোররাতে অনেক লোক হামলা চালিয়েছে, তবে কে বা কারা সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায়নি। কোনো গ্রেপ্তার হয়নি।

প্রশাসনিক অবস্থান:

নাঙ্গলকোট থানার ওসি একে ফজলুল হক ঘটনারদিন আমাদের সময়কে বলেন, “মাজারের হামলার ঘটনায় কাউকে গ্রেপ্তার করা যায়নি। কে বা কারা করছে সে বিষয়ে এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি। তবে আমরা সব জায়গায় খোঁজখবর রাখছি। সেভাবে কমিটিও করা হয়েছে। বেআইনি কাজ প্রতিরোধে স্থানীয় জনতাকে সংযুক্ত করা হচ্ছে। পুলিশের টিম নিয়মিত টহল দিচ্ছে।”

কর্তৃপক্ষের অবস্থান:

নাঙ্গলকোট থানার ওসি একে ফজলুল হক জানান, “৫টি মাজার ভাঙচুরের তথ্য এসেছে। তবে কেউ অভিযোগ দেননি। বিষয়টি তদন্ত করা হচ্ছে।” অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে, এবং পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে কাউকে না পেলেও খোঁজখবর চালাচ্ছে। কিন্তু মাজার কর্তৃপক্ষের কোনো তৎপরতা নেই।

সর্বশেষ পরিস্থিতি:

হামলার পর পুলিশ নিয়মিত টহল দিচ্ছে এবং স্থানীয় জনতাকে সংযুক্ত করে কমিটি গঠন করা হয়েছে। কোনো গ্রেপ্তার বা নতুন অভিযোগ নেই, তবে তদন্ত চলমান। পরবর্তী সময়ে (সেপ্টেম্বর মাসে) নাঙ্গলকোটে আবারও টিপু শাহ মাজারের মাহফিলে বাধা ও ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে, যা সার্বিক অস্থিরতা নির্দেশ করে।

---

[26] আমাদের সময় https://www.dainikamadershomoy.com/details/0191e273383e5

১৪. চাডু মিজি শাহ মাজার

(১৩ই সেপ্টেম্বর ২০২৪ শুক্রবার, নোয়াখালীর মহিলা কলেজ রোডস্থ লক্ষ্মীনারায়ণপুর বাড়ি)

চাডু মিজি শাহ মাজারে হামলার পরবর্তী চিত্র। (সংগৃহীত)

সার্বিক চিত্র:

২০২৪ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর (শুক্রবার) সকাল ৯টায় নোয়াখালী পৌরসভার মহিলা কলেজ রোডস্থ লক্ষ্মীনারায়ণপুরে প্রায় আড়াইশ বছরের প্রাচীন ঐতিহাসিক চাডু মিজি শাহ মাজারে ১৮-২০ জনের একটি দল ভাঙচুর চালায়।[27] মাজারের কবরস্থান ও দেয়াল গুঁড়িয়ে দেয়া হয়। এই মাজার ১৯শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে আরব থেকে আগত সুফি ফকির চাডু মিজি শাহ (রহ.)-এর কবরকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল এবং তৎকালীন ভুলুয়া স্টেটের জমিদার রাজা রায় বাহাদুর কর্তৃক দানকৃত জমিতে অবস্থিত। এখানে প্রতি বছর মাঘ মাসে সপ্তাহব্যাপী মেলা ও ওরস অনুষ্ঠিত হতো। স্থানীয়দের মতে, গত ২০০ বছরে এখানে শরিয়ত-বিরোধী কোনো কার্যক্রম হয়নি।

হামলার মূল কারণ:

মাজারকে “বিদআত” আখ্যা দিয়ে হামলার পটভূমি তৈরি করা হয়েছে। অভিযুক্ত বিজয় নিজেই তার বাবাকে বলেছে, “মাজার বিদআত, তাই এটা তারা ভাঙচুর করেছে” (মাজার কমিটির সভাপতি আবু নাছেরের বরাতে, সংবাদ সম্মেলন, ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪)।

---

[27] নোয়াখালী মিডিয়া, নোয়াখালীতে দরগাহ বাড়ীর মাজার ভাঙচুর https://noakhalimedia.com/archives/5262

ভিডিও বিশ্লেষণ:
হামলার কোনো ভিডিও ফুটেজ পাওয়া যায়নি। কেবল কিছু স্থিরচিত্রে পাঞ্জাবি পরিহিত কয়েকজন ও স্থানীয় কয়েকজনকে দেখা গেছে।

অভিযুক্ত হামলাকারী:
প্রধান অভিযুক্ত: মো. বিজয় (মাজার কমিটির সাধারণ সম্পাদক তাজুল ইসলামের ছেলে) – তার নেতৃত্বেই ১৮-২০ জনের দল হামলা চালায় (স্থানীয়দের অভিযোগ ও মাজার কমিটির সভাপতির বক্তব্য, ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৪)।[28]
বিজয় পূর্বে আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বলে অভিযোগ রয়েছে, তবে বর্তমানে তিনি "দেশ স্বাধীন করেছি" বলে দাবি করেন এবং বিদআতের অজুহাতে মাজার ধ্বংস করেছেন। অন্যান্য হামলাকারীদের পরিচয় প্রকাশ করা হয়নি।

প্রশাসনিক অবস্থান:
হামলার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায় এবং আইনি ব্যবস্থা নেয়ার আশ্বাস দেয়। সুধারাম মডেল থানার পরিদর্শক (তদন্ত) সাবজেল আহমেদ বলেন, "মাজার ভাঙচুরের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে"।[29] তবে এরপর কোনো গ্রেপ্তার বা মামলার অগ্রগতি প্রকাশ্যে আসেনি।

কর্তৃপক্ষের অবস্থান:
মাজার কমিটির সভাপতি ও নোয়াখালী পৌর বিএনপির সভাপতি আবু নাছের একইদিন সংবাদ সম্মেলন করে জানান, "বর্তমানে পরিস্থিতি স্বাভাবিক আছে। দোষীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ ও মাজারটি পুনরায় সংস্কারের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হবে"।[30] তবে এরপরও কোনো সংস্কার বা আইনি পদক্ষেপের খবর পাওয়া যায়নি।

সর্বশেষ পরিস্থিতি: হামলার পর স্থানীয় জনতা ক্ষুব্ধ হয়ে মাজার কমিটির সাধারণ সম্পাদক তাজুল ইসলামের বাড়ি ঘেরাও করে এবং তাকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মাজার পুনর্নির্মাণের আল্টিমেটাম দেয়। পরিস্থিতি সাময়িকভাবে

---

[28] ভাঙচুরের কথা স্বীকার করে সেক্রেটারির ছেলে বললো 'মাজার বিদআত' https://www.dhakatimes24.com/2024/09/13/365908
[29] নোয়াখালীতে মাজার ভাঙচুর https://www.itvbd.com/country/chittagong/170031/%E0%A6%A8%E0%A7%8B%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%96%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%99%E0%A6%9A%E0%A7%81%E0%A6%B0
[30] সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুক থেকে, https://www.facebook.com/100030283605810/posts/pfbid02hcfy622cWfC46yitnC5yTyLEtsCpWBA3RXkjC3KoT6dhmfznLQtyFVKrnWdpbzhnl/?app=fbl

শান্ত হলেও মাজার পুনর্নির্মাণ বা হামলাকারীদের শাস্তির কোনো অগ্রগতি নেই। ঐতিহাসিক দরগাহ মেলা ও ওরস অনুষ্ঠান বন্ধ রয়েছে এবং মাজারটি বর্তমানে ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থায় পড়ে আছে।

১৫. শাহান শাহ রাহাত আলি শাহ মাজার[31]

(২০২৪ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর (শনিবার), ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বাঞ্ছারামপুর উপজেলার ছয়ফুল্লাকান্দি গ্রামে)

হামলা পূর্বে রাহাত আলী শাহ মাজারের চিত্র। (সংগৃহীত)

রাহাত আলী শাহ মাজারে হামলাকালীন চিত্র। কয়েকজনকে বাঁশ হাতে দেখা যাচ্ছে। (সংগৃহীত)

সার্বিক চিত্র: ২০২৪ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর (শনিবার) বিকেলে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বাঞ্ছারামপুর উপজেলার ছয়ফুল্লাকান্দি গ্রামে অবস্থিত উনবিংশ শতাব্দীর বিখ্যাত অলি হযরত শাহ রাহাত আলী শাহ (রহ.)-এর মাজার সংলগ্ন আস্তানায় একদল উত্তেজিত লোক হামলা চালায়। তারা আস্তানার অস্থায়ী স্থাপনা ভাঙচুর করে, ফকির ও ভক্তবৃন্দদেরকে টেনে-হিঁচড়ে বের করে দেয় এবং মাজারের ইমামকে বিতাড়িত করে। ঘটনার পর মাজার সংশ্লিষ্ট ও ভক্তদের মধ্যে চরম নিরাপত্তাহীনতা ও আতঙ্ক বিরাজ করছে।

হামলার মূল কারণ: হামলাকারীরা দাবি করে যে, মাজার সংলগ্ন আস্তানায় “অসামাজিক কার্যকলাপ ও মাদক সেবন” চলে এবং মাজারের ইমাম আব্দুল্লাহ আল কাদরী কোরআন-হাদিসের ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে বিভেদ সৃষ্টি করেছেন। তারা “কুরআন-সুন্নাহর আলোকে” এসব বন্ধের দাবিতে হামলা চালিয়েছে বলে জানায়। তবে মাজার কর্তৃপক্ষ এ অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে দাবি করেন।

[31] ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় মাজারে গোলযোগ, আস্তানায় হামলা ভাঙচুর https://www.somoynews.tv/news/2024-09-14/zGBt3TvX

ভিডিও বিশ্লেষণ:
সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া দুটি প্রধান ভিডিওতে দেখা যায়:
১. টুপি-জুব্বা পরিহিত একদল তৌহিদী জনতা যুবক "কুরআন সুন্নাহর আলো – ঘরে ঘরে জ্বালো", "অসামাজিক কার্যকলাপ চলবে না চলবে না" ধ্বনি দিতে দিতে আস্তানার টিনের ঘর ভাঙচুর করছে এবং ফকিরদেরকে জোর করে টেনে বের করছে।[32]
২. হামলা পরবর্তীতে মাজারের মুরিদান ও ভক্তরা সমাবেত হয়ে মিছিল-সভা করে হামলাকারীদের হুঁশিয়ারি দিচ্ছেন।[33]

অভিযুক্ত হামলাকারী:
স্থানীয় কওমী মাদ্রাসার ছাত্র ও তৌহিদী জনতা (জামায়াতে ইসলামী ও চরমোনাই অনুসারী বলে ধারণা করা হয়েছে)। তারা নিজেরাই ভিডিওতে "তৌহিদী জনতা" বলে পরিচয় দিয়েছে। কোনো ব্যক্তির নাম প্রকাশ্যে আসেনি; তবে মাজার কমিটি তাদের বিরুদ্ধে মামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

প্রশাসনিক অবস্থান: বাঞ্ছারামপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) জনাব আবুল মনসুর বলেন, "ঘটনাটি আমি শুনেছি। বেশি ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে পুলিশ। বিষয়টি স্থানীয়ভাবে সমাধান হচ্ছে। এলাকাবাসী মাজারকে রক্ষায় ঐকমত্যে পৌঁছেছেন। (...) সরকার মাজারে হামলার বিষয়ে বেশ কঠোর অবস্থানে। যারা অযাচিতভাবে হামলা চালাবে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে।" (সূত্র: স্থানীয় সংবাদমাধ্যম ও ইউএনও'র সরাসরি বক্তব্য, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪)

কর্তৃপক্ষের অবস্থান: ভুক্তভোগী মাজার সংশ্লিষ্ট একজন বলেন, ""মাজারে হঠাৎ এমন হামলা কোনোভাবেই কাম্য নয়। কোনো কিছু বুঝার আগেই ভাড়া করা একদল লোক আমাদের আস্তানায় হামলা করে। তাদের সাথে কথা বলতে চাইলে সেই সুযোগও দেয়নি আমাদের। আমাদের কি দেশে কোনো নিরাপত্তা নেই? কাল থেকে বোধ হয় বের হতে পারবো না রাস্তায়। ভিন্ন মতের হলেই আক্রমণের শিকার কেন হতে হবে আমাদের? এর প্রতিকার চাই, এ দেশ সবার।" হামলার পর মাজার কমিটি ও মুরিদানরা সমাবেত হয়ে হুঁশিয়ারি দেন যে, পুনরাবৃত্তি হলে কঠোর প্রতিরোধ গড়ে তোলা হবে।

সর্বশেষ পরিস্থিতি (ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত):
ঘটনার পর থেকে মাজার এলাকায় উভয় পক্ষের মধ্যে চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে। মাজার সংশ্লিষ্টরা নিজেরাই পাহারার ব্যবস্থা করেছেন। প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোনো মামলা বা গ্রেফতারের খবর পাওয়া যায়নি।

---

[32] হামলা চলাকালীন ভিডিও https://www.facebook.com/JahirAhmedHero/videos/966173998580569/?app=fbl
[33] শাহেন শা শাহ রাহাত আলী (রাহঃ) মাজার ভাঙ্গায় প্রতিবাদী সভা অনুষ্ঠিত (পাট - ১) https://www.facebook.com/100012994906564/videos/3984329898453504/

মাজার কমিটি স্থায়ী পুলিশ পাহারা ও আইনি ব্যবস্থার দাবি জানিয়ে আসছে। এলাকায় যে-কোনো সময় বড় ধরনের সংঘাতের আশঙ্কা রয়েছে।

১৬. বোবা শাহের মাজার

রাতে (২৮ নভেম্বর, ২০২৪), কুমিল্লার দেবিদ্বারের বরুড় গ্রামে অবস্থিত

বোবা শাহ মাজারের প্রবেশদ্বার (ছবি: মাকাম)

মাজারে হামলায় গুরুতর আহত একজন (সংগৃহীত)

সার্বিক চিত্র: কুমিল্লা জেলার দেবিদ্বার উপজেলার বরুর গ্রামে অবস্থিত বোবা শাহের মাজার (বারুর দরবার শরীফ হিসেবেও খ্যাত) প্রাঙ্গণের আস্তানায় ২৮ নভেম্বর ২০২৪ রাতে (বৃহস্পতিবার) জিকির-সামা মাহফিল

চলাকালীন হামলার ঘটনা ঘটে। হামলাকারীরা মাজারের আস্তানায় ভাঙচুর চালায় এবং একজন ব্যক্তি গুরুতর আহত হয়।[34]

হামলার মূল কারণ: সুফি-পীর-ফকির-দরবেশের ভাবধারা, মাজারে জিকির-সামা-মিলাদ অনুষ্ঠানকে শিরক-বিদআত মনে করা। হামলাকারীরা ওহাবি-সালাফি-আহলে হাদিস মতাদর্শ অনুসরণ করে এসবকে ইসলামবিরোধী বলে দাবি করে।

ভিডিও বিশ্লেষণ: সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে হামলার সরাসরি ভিডিও পাওয়া যায়নি। তবে আহত ব্যক্তির ছবি এবং ভাঙচুরের কিছু প্রমাণ (ছবি/পোস্ট) বিদ্যমান রয়েছে, যা ঘটনার সত্যতা নির্দেশ করে।

অভিযুক্ত হামলাকারী: 'তৌহিদি জনতা' নামধারী উগ্রবাদী গোষ্ঠী, যারা ওহাবি-সালাফি-আহলে হাদিস মতানুসারী বলে অভিযোগ। কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির নাম শনাক্ত করা যায়নি।

প্রশাসনিক অবস্থান: কোনো আনুষ্ঠানিক প্রশাসনিক বিবৃতি বা তদন্তের খবর নেই। সাধারণভাবে মাজার হামলার প্রেক্ষিতে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার হামলার নিন্দা জানিয়েছে এবং কঠোর ব্যবস্থার ঘোষণা দিয়েছে, তবে এ নির্দিষ্ট ঘটনায় কোনো গ্রেপ্তার বা মামলার তথ্য পাওয়া যায়নি।

কর্তৃপক্ষের অবস্থান: মাজার কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে কোনো আনুষ্ঠানিক বিবৃতি প্রকাশিত হয়নি। তবে ঘটনাকে উগ্রবাদীদের সম্মিলিত আক্রমণ হিসেবে বর্ণনা করে প্রতিবাদ জানানো হয়েছে এবং এ ধরনের হামলার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছে সুফি-সমর্থক গোষ্ঠী।

সর্বশেষ পরিস্থিতি: হামলার পর মাজারে ভাঙচুরের ক্ষতি হয়েছে এবং একজন গুরুতর আহত হয়েছে। পরবর্তী কোনো বড় ঘটনা বা মেরামত/তদন্তের আপডেট নেই। মাজারের কার্যক্রম স্বাভাবিক রয়েছে।

---

[34] মাজার এবং সুফি–সাধু–ফকিরদের ভাবধারার বিরুদ্ধে উগ্রবাদী ধর্মান্ধদের সম্মিলিত আক্রমণ শুরু হয়েছে ৫ অগাস্ট ২০২৪ থেকে// https://www.facebook.com/100006002226268/posts/pfbid0qnSFJgFz3RNuoAPawB3Bf1LmXuZxGn6FYnFp1RHnDdZRZJHCQs5dnYuMiZzbmkozl/?app=fbl

১৭. হযরত রহম আলী শাহ (র.) এর মাজার

৯ জানুয়ারী, ২০২৫ আনুমানিক দুপুর ২ টার সময়, পশ্চিম ফরহাদাবাদ জব্বারহাট বাজারস্ত, হাটহাজারী থানা, চট্টগ্রাম

হামলার পূর্বে রহম আলী শাহ মাজারের বাহ্যিক চিত্র। (সংগৃহীত)

হামলার পর রহম আলী শাহ মাজারের অভ্যন্তরীণ চিত্র। (সংগৃহীত)

সার্বিক চিত্র: চট্টগ্রামের হাটহাজারী থানার পশ্চিম ফরহাদাবাদ জব্বারহাট বাজারস্থ এলাকায় গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারীর ফয়েজপ্রাপ্ত খলিফা হযরত রহম আলী শাহ'র নবনির্মিত মাজার শরীফে ৯ জানুয়ারি ২০২৫ (বৃহস্পতিবার) দুপুর আনুমানিক ২টার দিকে একদল দুর্বৃত্ত হামলা চালায়।[35] হামলাকারীরা মাজারে প্রবেশ করে গিলাফ এবং নির্মাণাধীন কাজের মূল্যবান জিনিসপত্রে অগ্নিসংযোগ ও ভাঙচুর করে।

---

[35] ফরহাদাবাদে রহম আলী শাহ'র মাজারে হামলা ও অগ্নিসংযোগ https://dainikpriyosomoy.com/news-view/7175/%C2%A0%E0%A6%AB%E0%A6%B0%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%87-%E0%A6%B0%E0%A6%B9%E0%A6%AE-%E0%A6%86%E0%A6%B2%E0%A7%80-%E0%A6%B6%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E2%80%99%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE-%E0%A6%93-

হামলার মূল কারণ: অজ্ঞাত। কোনো নির্দিষ্ট কারণ বা উদ্দেশ্য শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি। তবে সাম্প্রতিক সময়ে সুফি-মাজার-দরবারের প্রতি উগ্রবাদী মনোভাবের প্রেক্ষিতে এটি ধর্মীয় ভাবধারার বিরোধিতার অংশ হতে পারে বলে অনুমান করা যায়।

ভিডিও বিশ্লেষণ: সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে হামলার কোনো সরাসরি ভিডিও পাওয়া যায়নি। তবে হামলা-পরবর্তী কিছু স্থির ছবি বিদ্যমান, যাতে অগ্নিসংযোগের প্রমাণ দেখা যায়।[36]

অভিযুক্ত হামলাকারী: অজ্ঞাত। একদল 'দুর্বৃত্ত' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর নাম বা পরিচয় শনাক্ত করা যায়নি।

প্রশাসনিক অবস্থান: হাটহাজারী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. কাওছার হোসাইন জানিয়েছেন, এখনও কোনো অভিযোগ পাওয়া যায়নি। তিনি বিষয়টি খতিয়ে দেখছেন। কোনো তদন্ত বা গ্রেপ্তারের খবর নেই।

কর্তৃপক্ষের অবস্থান: মাজার কর্তৃপক্ষ বা মাইজভাণ্ডারী অনুসারীদের পক্ষ থেকে ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানানো হয়েছে। তারা বলেছেন, 'জুলুমের দিনের অবসান অতিশীঘ্রই হবে ইনশাআল্লাহ'।

সর্বশেষ পরিস্থিতি: অগ্নিসংযোগ ও ভাঙচুরের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, বিশেষ করে গিলাফ ও নির্মাণ সামগ্রীতে। পরবর্তী কোনো বড় ঘটনা, মেরামত বা তদন্তের আপডেট নেই। মাজারের কার্যক্রমে উদ্বেগ অব্যাহত, তবে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসছে।

%E0%A6%85%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97

36 ফরহাদাবাদে হজরত রহম আলী শাহ'র মাজারে হামলা ও অগ্নিসংযোগঃ https://www.facebook.com/100009701717308/posts/pfbid02U3AePcHZ2gnzDg212js5RSiMYTztcZS8ZyziZrK8ZUznCNcpnyxHjtZ6KVzic3wal/?app=fbl

১৮. ঘাসিপুর দরবার শরিফ, মধু দরবেশের মাজার

(২০২৫ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারী, নোয়াখালী জেলার চাটখিল উপজেলার ৮নং নোয়াখোলা ইউনিয়নের শ্রীনগর ঘাসিপুর গ্রাম)

হামলাকা চলাকালীন দৃশ্য (সংগৃহীত)

হামলার পরবর্তী মাজারের অভ্যন্তরীণ চিত্র (সংগৃহীত)

সার্বিক চিত্র: নোয়াখালী জেলার চাটখিল উপজেলার ৮নং নোয়াখোলা ইউনিয়নের শ্রীনগর ঘাসিপুরে প্রায় ৮০ বছরের পুরোনো "ঘাসিপুর দরবার শরীফ" বা মধু দরবেশের মাজারে ২০২৪ সালের ২০২৫ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারী স্থানীয় জনতা হামলা চালিয়ে ব্যাপক ভাঙচুর করে।[37] ঢাক-ঢোল, নাচ-গানসহ বার্ষিক ওরসের নামে চলা কার্যক্রম বন্ধের দাবিতে গঠিত

[37] চাটখিলে ঘাসিপুর দরবার শরীফ ভাংচুর https://enggit.net/%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%9F%E0%A6%96%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%98%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0-%E0%A6%A6%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A6%B0/

"মাজার উচ্ছেদ কমিটি"র ডাকে উত্তেজিত জনতা মাজারে হামলা করে।[38] পরে পুলিশ ও সেনাবাহিনী গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এই হামলায় নারী সহ কমপক্ষে ১০ জন মানুষ আহত হয়েছে।[39]

হামলার মূল কারণ:
স্থানীয়দের দাবি: মাজারে ইসলাম-বিরোধী বিদআত, মাদক সেবন, জুয়ার আসর, নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা ও অশ্লীল নাচ-গানের মাধ্যমে যুবসমাজ ধ্বংস হচ্ছে। "মাজার উচ্ছেদ কমিটি"র সভাপতি ও স্থানীয় বিএনপি নেতা মো. দেলোয়ার হোসেন বলেন, "এই মাজারে সম্পূর্ণ অবৈধ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। এখানে ইবাদত বলতে তেমন কিছুই নেই, যা আছে সবই বিদআত।"[40]

ভিডিও বিশ্লেষণ:
সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা যায়, শত শত স্থানীয় যুবক ও তৌহিদী জনতা "লিল্লাহি তাকবীর আল্লাহু আকবার" ধ্বনি দিতে দিতে মাজারের টিনের ঘর, সাইনবোর্ড ও অস্থায়ী স্থাপনা ভাঙচুর করছে। কিছু হামলাকারীর মুখ স্পষ্ট দেখা গেলেও কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি।

অভিযুক্ত হামলাকারী:
- "মাজার উচ্ছেদ কমিটি"র নেতৃত্বে স্থানীয় মুখোশধারী তৌহিদী জনতা।
- মামলায় নামীয় আসামি: ৭ জন (মূলত স্থানীয় বিএনপি ও 'তৌহিদী জনতা'র নেতৃবৃন্দ)।
- অজ্ঞাত আসামি: আরও প্রায় ৩৫ জন।
- মামলার বাদী: দরবারের খাদেম মো. বাহার।

প্রশাসনিক অবস্থান:
চাটখিল থানার ওসি (তদন্ত) আব্দুস সুবহান বলেন, "মাজারের কার্যক্রমের বিষয়ে এলাকার স্থানীয় মানুষের আপত্তি রয়েছে। শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষায় আমাদের পুলিশি টহল জোরদার করা হয়েছে।"[41] ঘটনার দিন সেনাবাহিনীর একটি টিমও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে কাজ করে।

কর্তৃপক্ষের অবস্থান:
মো. জামাল উদ্দিন (মাজারের তত্ত্বাবধায়ক) বলেন, "স্থানীয় কিছু রাজনৈতিক নেতার ইন্ধনে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আগে থেকে ঘোষণা দিয়ে একদল লোক মাজারে হামলা-ভাঙচুর করেছেন। তারপরেও পুলিশ ও সেনাবাহিনী আঙ্গুল চুষা বাদে কিছুই করেন নাই।"

---

[38] The News 24 ।। দ্য নিউজ ২৪ নোয়াখালীতে ঘাসিপুর দরবার শরীফ উচ্ছেদের আল্টিমেটাম https://thenews24.com/country/news/34180

[39] নোয়াখালীতে ওরসের অনুষ্ঠানে হামলা, মাজার ভাঙচুর https://www.facebook.com/61570942695507/posts/pfbid02EZ7Le6et4CaWs8piK6GsQWEDaDdP2QMbSqUUZmgYmvkU2qkfCSqcDTpSSCdpjg42l/?app=fbl

[40] চাটখিলে ঘাসিপুর দরবার শরীফ ভাংচুর https://www.anantabangla.com/%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%9F%E0%A6%96%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%98%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0-%E0%A6%A6%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A6%B0/4035/

[41] নোয়াখালীতে ওরসের অনুষ্ঠানে হামলা, মাজার ভাঙচুর https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/m266o6x0us

সর্বশেষ পরিস্থিতি (ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত):

- মাজারের কার্যক্রম প্রায় বন্ধ। ওরস চলমান থাকলেও, ওরসকে কেন্দ্র করে মেলার বসানো অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত।
- "মাজার উচ্ছেদ কমিটি" এক সপ্তাহের আল্টিমেটাম দিয়েছিল; তা পেরিয়ে গেলেও পুনরায় বড় ধরনের হামলা হয়নি।
- মামলাটি তদন্তাধীন; কোনো আসামি গ্রেফতার হয়নি।
- এলাকায় পুলিশ টহল অব্যাহত থাকলেও মাজার সংশ্লিষ্টরা চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন এবং পুনরায় হামলার আশঙ্কা করছেন।
- স্থানীয় প্রশাসন উভয়পক্ষকে বৈঠকে বসার আহ্বান জানিয়েছে; কিন্তু এখনও কোনো সমাধান হয়নি।

১৯. সৈয়দ মুহাম্মদ শায়ের মুহাম্মদ শাহ কাদেরী চিশতীর মাজার

(২০২৫ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি রাতে, কক্সবাজার জেলার পেকুয়া উপজেলায়)

হামলার পূর্বে মুহাম্মদ শায়ের মুহাম্মদ শাহ কাদেরী চিশতীর মাজার (সংগৃহীত)

সার্বিক চিত্র: কক্সবাজার জেলার পেকুয়া উপজেলায় দক্ষিণ মেহেরপাড়া, মোরারনামায় অবস্থিত সৈয়দ মুহাম্মদ শায়ের মুহাম্মদ শাহ কাদেরী চিশতীর মাজারে ২০২৫ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি রাতে হামলা ও ভাংচুর করা হয়। "তৌহিদী জনতা" নামক ব্যানারে স্থানীয় একটি গ্রুপ এই হামলা চালায়। ঘটনাটি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচারিত কিছু স্থিরচিত্র, বিভিন্ন তালিকা এবং bddigest-এ প্রকাশিত একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদনের মাধ্যমে নিশ্চিত করা গেছে।[42] তবে হামলার বিস্তারিত তথ্য, ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বা প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্য এখনো উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

হামলার মূল কারণ: হামলার সুনির্দিষ্ট কারণ সম্পর্কে কোনো স্পষ্ট তথ্য প্রদত্ত উৎসে পাওয়া যায়নি। তবে "তৌহিদী জনতা" ব্যানার ব্যবহার থেকে অনুমেয় যে, মাজারকে 'শিরক ও বিদআত'র প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত করে এই হামলা পরিচালিত হয়েছে।

ভিডিও বিশ্লেষণ: ঘটনার কোনো ভিডিও ফুটেজ পাওয়া যায়নি। কেবল স্থিরচিত্র ও সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে হামলার সত্যতা নিশ্চিত করা হয়েছে। তাই ভিডিও বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয়নি।

অভিযুক্ত হামলাকারী: হামলাকারীরা স্থানীয় "তৌহিদী জনতা" নামক ব্যানারে পরিচালিত একটি গ্রুপ। কোনো ব্যক্তির নাম বা নেতৃত্বের পরিচয় নেই।

প্রশাসনিক অবস্থান: ঘটনাস্থল কক্সবাজার জেলার পেকুয়া উপজেলার অধীন। প্রশাসনের পক্ষ থেকে এখনো কোনো প্রতিক্রিয়া বা তদন্তের খবর পাওয়া যায়নি।

কর্তৃপক্ষের অবস্থান: স্থানীয় প্রশাসন বা পুলিশের পক্ষ থেকে এই হামলা নিয়ে কোনো অফিসিয়াল বিবৃতি বা মামলা দায়েরের তথ্য নেই। কর্তৃপক্ষের অবস্থান সম্পূর্ণ নীরব।

সর্বশেষ পরিস্থিতি: হামলার পর মাজারের বর্তমান অবস্থা বা ক্ষয়ক্ষতির বিস্তারিত পরিমাণ সম্পর্কে কোনো হালনাগাদ তথ্য নেই। ঘটনাটি নিয়ে স্থানীয় পর্যায়ে কোনো প্রতিবাদ বা পুনর্নির্মাণের খবরও পাওয়া যায়নি।

---

[42] bddigest প্রতিবেদন: ১১জুলাই, ২০২৫ https://bddigest.com/news/28094/

২০. শাহসূফী আইয়ুব আলী দরবেশের মাজার[43]

(২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, নোয়াখালী সদর উপজেলার কালাদরাপ ইউনিয়নের মুন্সির তালুক গ্রামে)

হামলার পূর্বে শাহসূফী আইয়ুব আলী দরবেশের মাজারের অভ্যন্তরীণ চিত্র। (সংগৃহীত)

হামলার পর ক্ষতিগ্রস্থ অবস্থায় শাহসূফী আইয়ুব আলী দরবেশের মাজারের চিত্র। (সংগৃহীত)

সার্বিক চিত্র: ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, বৃহস্পতিবার বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে নোয়াখালী সদর উপজেলার কালাদরাপ ইউনিয়নের মুন্সির তালুক গ্রামে অবস্থিত শাহসূফী আইয়ুব আলী দরবেশের মাজারে 'তৌহিদী জনতা'র ব্যানারে ১৫০০-২০০০ সদস্যের একটি দল হামলা চালায়। তারা পুরো মাজার গুঁড়িয়ে দেয়, ওরসের

---

43 ওরশের প্রস্তুতিকালে মাজারে হামলা–ভাঙচুর, আহত ১০ https://www.channel24bd.tv/countries/article/254008/%E0%A6%93%E0%A6%B0%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%81%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE-%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%99%E0%A6%9A%E0%A7%81%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%B9%E0%A6%A4-%E0%A7%A7%E0%A7%A6

প্যান্ডেল ভেঙে ফেলে এবং একটি টিনের ঘরে আগুন ধরিয়ে দেয়। এতে নারীসহ অন্তত ১০ জন আহত হয়।[44] সেনাবাহিনী ও পুলিশ উপস্থিত থাকলেও তারা হামলা ঠেকাতে পারেনি।

হামলার মূল কারণ:

- প্রতি বছরের ওরসে ঢাক-ঢোল, বাদ্যযন্ত্র ও রাতভর শব্দদূষণ।
- স্থানীয় মসজিদের পাশে অবস্থানের কারণে মুসুল্লিদের অসন্তোষ।
- হামলাকারীদের ধারণা: মাজারটি "শিরকের আস্তানা" ও "ভণ্ড পীরের আস্তানা"।

কালাদরাপ ইউপি চেয়ারম্যান শাহাদাৎ উল্যাহ সেলি বলেন, "মাজার মানেই ঢোল বাদ্য বাজানো। স্থানীয় মুন্সীর তালুক গ্রামের জামে মসজিদের পাশেই মাজারের অবস্থান। প্রতিবছর মাজারের ওরসের ঢোল বাদ্য বাজনার কারণে রাতে গ্রামবাসী ঘুমাতে পারেন না। ইউনিয়নের লোকজন ও বিভিন্ন মসজিদের ইমাম-মুসুল্লিরা আমার কাছে এসে ওরস বন্ধ করার অনুরোধ জানান। আমি ওরসের আয়োজকদের চলতি বছর ওরস না করার জন্য অনুরোধ করলেও তারা শোনেননি। বৃহস্পতিবার দুপুরে তারা ওরস শুরু করলে এক-দেড় হাজার লোক বিকাল সাড়ে তিনটার দিকে মাজারের ওরসে হামলা করে ভাঙচুর করেন।"[45]

ভিডিও বিশ্লেষণ: সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া একাধিক ভিডিওতে স্পষ্ট দেখা যায়:

- পাঞ্জাবি-টুপি পরিহিত 'তৌহিদী জনতা' হাতুড়ি, লোহার রড, লাঠি নিয়ে মাজারের উঁচু গম্বুজ ভেঙে মাটির সাথে মিশিয়ে দিচ্ছে।[46]
- স্লোগান: "ভন্ড পীরের আস্তানা জ্বালিয়ে দাও, গুঁড়িয়ে দাও", "লিল্লাহি তাকবীর – আল্লাহু আকবার"[47]
- একজন হামলাকারী শুকরিয়া জ্ঞাপনার্থে বলছে: "আলহামদুলিল্লাহ ... আমাদের দীর্ঘদিনের তামান্না আজকে পূরণ হচ্ছে ... সব জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেয়া হচ্ছে। আজকে আমরা সফল।"[48]
- পটভূমিতে সেনাবাহিনীর টহল দেখা গেলেও তারা ঘটনা নিয়ন্ত্রনে নেয়ার চেষ্টা করেনি।[49]

অভিযুক্ত হামলাকারী:

'তৌহিদী জনতা'র ব্যানারে স্থানীয় কওমী মাদ্রাসার ছাত্র, মসজিদের মুসুল্লি ও যুবকরা। কোনো ব্যক্তির নাম প্রকাশ্যে আসেনি। এখন পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি।

---

[44] নোয়াখালীতে মাজারে হামলা–ভাঙচুর, আহত ১০ 21st February, 2025 https://jamuna.tv/news/595274
[45] নোয়াখালীতে মাজারে ভাঙচুর–অগ্নিসংযোগ, 'আহত ১০' বিডিনিউজ https://bangla.bdnews24.com/samagrabangladesh/4693f48afa20
[46] ইনকিলাব জিন্দাবাদ। তৌহিদি জনতা জিন্দাবাদ। https://www.facebook.com/syed.tarik.2024/videos/1426722141639917/?app=fbl
[47] হামলার ফুটেজ https://www.facebook.com/61558720033373/videos/1003123571679537/?app=fbl
[48] আলহামদুলিল্লাহ, শিরিকের কারখানা গুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। https://www.facebook.com/share/v/1Af9mpsgwP/
[49] নোয়াখালীতে তৌহিদী জনতার ব্যানারে হামলা চালানো হয়। https://youtu.be/LgyVDqDsmC8?feature=shared

প্রশাসনিক অবস্থান:
সুধারাম মডেল থানার ওসি মো. কামরুল ইসলাম বলেন, “স্থানীয়রা মাজার ভাঙচুর করেছে। ঘটনাস্থলে সেনাবাহিনী ও পুলিশ উপস্থিত থাকলেও ১৫০০-২০০০ লোকের সঙ্গে কিছু করা সম্ভব ছিল না ... লিখিত অভিযোগ পেলে তদন্ত করে আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।” উপজেলা এসিল্যান্ড শাহ নেয়াজ তানভীর বলেন, “আইনশৃঙ্খলা বাহিনী পৌঁছার আগেই হামলা শেষ হয়ে গেছে। বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে।”[50]

কর্তৃপক্ষের অবস্থান:
মাজার কমিটির কোনো সদস্যের সরাসরি বক্তব্য পাওয়া যায়নি। তবে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মাজার কমিটি ওরসের অনুমতি নিয়ে প্রস্তুতি নিয়েছিল এবং হামলার পর তারা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। এখন পর্যন্ত মাজার কমিটির পক্ষ থেকে কোনো লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়নি।[51]

সর্বশেষ পরিস্থিতি (ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত):
- মাজার সম্পূর্ণ গুঁড়িয়ে দেয়া হয়েছে; কোনো স্থাপনা অবশিষ্ট নেই।
- ৫৭তম ওরস মাহফিল অনির্দিষ্টকালের জন্য বাতিল।
- এখন পর্যন্ত কোনো মামলা বা গ্রেফতার হয়নি।
- এলাকায় থমথমে পরিবেশ বিরাজ করছে; মাজার সংশ্লিষ্টরা মুখ খুলতে ভয় পাচ্ছেন।
- প্রশাসন শান্তি কমিটির বৈঠকের মাধ্যমে বিষয়টি সমাধানের চেষ্টা করছে।

---

[50] নোয়াখালীতে মাজারে ভাঙচুর–অগ্নিসংযোগ, আহত ১০ সমকাল https://samakal.com/whole-country/article/281840/%E0%A6%A8%E0%A7%8B%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%96%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%99%E0%A6%9A%E0%A7%81%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97-%E0%A6%86%E0%A6%B9%E0%A6%A4-%E0%A7%A7%E0%A7%A6

[51] নোয়াখালীতে ওরসের অনুষ্ঠানে হামলা, মাজার ভাঙচুর https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/m266o6x0us?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR6ploMQzjIDu6lY7ulF80quS8UhwZyP0W0Rp3aH9SWIavvzg-RjQUuT_W6xuw_aem_b4TlDpMmOpFvqXIJ4_mRMw

২১. হযরত খাজা কালু শাহ মাজার, মসজিদ ও এতিমখানা[52]

(২০২৫ সালের ৭ এপ্রিল, চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড উপজেলার উত্তর সলিমপুরে)

হযরত খাজা কালু শাহ মাজারের প্রবেশদ্বার। (সংগৃহীত)

সংবাদ সম্মেলনে মাজার কর্তৃপক্ষ ভাঙচুর ও লুটপাটের অভিযোগ করেছেন। (ছবি : নয়া দিগন্ত)

সার্বিক চিত্র:

চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড উপজেলার উত্তর সলিমপুরে অবস্থিত হযরত খাজা কালু শাহ মাজার, মসজিদ ও এতিমখানা কমপ্লেক্স নিয়ে দীর্ঘদিনের মালিকানা ও পরিচালনা নিয়ে বিরোধ চলছে। দুটি পৃথক ওয়াকফ এস্টেট (ইসি নং ১৭৭৪৩ ও ১৫৮৩৯) দাবিদার দুই পক্ষের মধ্যে আদালতে একাধিক মামলা বিচারাধীন। ২০২৫ সালের ৭ এপ্রিল দুপুরে খন্দকার শওকত আলী ও খন্দকার মোহাম্মদ আলী গং দেশীয় অস্ত্রসহ সন্ত্রাসী নিয়ে কমপ্লেক্সে প্রবেশ করে দানবাক্স ভাঙচুর, লুটপাট ও কর্মকর্তাদের হুমকি দেয় বলে বর্তমান কমিটি (ইসি ১৭৭৪৩) অভিযোগ করে।[53] পরবর্তী এক সপ্তাহ ধরে দানের টাকা, গবাদি পশু, হাঁস-মুরগি ও এতিমখানার রান্না করা খাবারও লুট করা হয়েছে বলে তারা দাবি করে। এর প্রতিবাদে ২০ এপ্রিল ২০২৫ সালে মাজার প্রাঙ্গনে সংবাদ সম্মেলন করা হয়। অন্যদিকে খন্দকার পরিবার দাবি করে, তাদের ওয়াকফ এস্টেট (ইসি ১৫৮৩৯) বৈধ এবং বর্তমান কমিটি (ইসি ১৭৭৪৩) আওয়ামী লীগ আমলে গঠিত ভুয়া কমিটি।

---

52 সীতাকুণ্ড কালুশাহ কমপ্লেক্সে ভাঙচুর ও লুটপাটের অভিযোগ নয়াদিগন্ত https://www.dailynayadiganta.com/bangladesh/country-news/cMsLaEhdVLaN

53 সীতাকুণ্ডে মাজার কমপ্লেক্স ভাঙচুর ও লুটপাটের অভিযোগ সমকাল https://samakal.com/whole-country/article/291346

হামলার মূল কারণ:
মাজার কমপ্লেক্সের মালিকানা ও মোতাওয়াল্লি পদ নিয়ে দীর্ঘদিনের বিরোধ। দুই পক্ষের মধ্যে একাধিক দেওয়ানি মামলা চলমান থাকলেও হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন বিষয়ে স্থগিতাদেশের সুযোগ নিয়ে খন্দকার পরিবার জোর করে দখলের চেষ্টা করেছে বলে বর্তমান কমিটি অভিযোগ করে। অন্যদিকে খন্দকার পরিবারের দাবি, "ফ্যাসিস্ট আওয়ামীলীগ আমলে গঠিত ভুয়া ই.সি ১৭৭৪৩" কমিটি ৪০ বছর ধরে তাদের বংশের সম্পত্তি দখল করে রেখেছে এবং কোটি কোটি টাকা লুটপাট করেছে।

ভিডিও বিশ্লেষণ:
বর্তমান কমিটির দাবি অনুযায়ী ভাঙচুর ও লুটপাটের সিসিটিভি ফুটেজ তাদের কাছে সংরক্ষিত আছে, তবে জনসম্মুখে প্রকাশ করা হয়নি।[54] খন্দকার পরিবারের মানববন্ধনের ভিডিও বার্তা থেকে তাদের বক্তব্য পাওয়া গেছে।[55]

অভিযুক্ত হামলাকারী:
বর্তমান কমিটির (ইসি ১৭৭৪৩) অভিযোগ অনুযায়ী:

- খন্দকার শওকত আলী
- খন্দকার মোহাম্মদ আলী
- মোহাম্মদ মিনহাজ গং
- তারা দেশীয় অস্ত্রসহ কিশোর গ্যাং ও সন্ত্রাসী নিয়ে ৭ এপ্রিল ২০২৫ থেকে এক সপ্তাহব্যাপী দখল, ভাঙচুর ও লুটপাট চালিয়েছে বলে অভিযোগ।

প্রশাসনিক অবস্থান:
সীতাকুণ্ড উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো: ফখরুল ইসলাম (কমপ্লেক্সের সভাপতি): "হযরত কালুশাহ মাজার ওয়াকফ এস্টেট নিয়ে আদালতে মামলা হয়েছে। আদালতের সিদ্ধান্ত অনুসারে বর্তমান কমিটি মাজার কমপ্লেক্স পরিচালনা করছেন।"[56] সীতাকুণ্ড মডেল থানার ওসি মজিবুর রহমান বলেন: "এ সংক্রান্ত একটি সাধারণ ডায়েরি হয়েছে (জিডি নং ৩৬৮, তারিখ ০৮/০৪/২০২৫)। বিষয়টি তারা তদন্ত করে দেখছেন।"

কর্তৃপক্ষের অবস্থান:

- উপজেলা প্রশাসন ও পুলিশ: বিষয়টি আদালতে বিচারাধীন হওয়ায় তারা শুধু জিডি গ্রহণ করেছে এবং তদন্ত করছে। কোনো গ্রেপ্তার বা মামলা হয়নি।
- পরবর্তীতে বিএনপি নেতা মোহাম্মদ লায়ন আসলাম চৌধুরীর হস্তক্ষেপে খন্দকার গং কমপ্লেক্স ছেড়ে চলে যায় এবং পূর্বের কমিটি (ইসি ১৭৭৪৩) পুনরায় দায়িত্ব গ্রহণ করে।

---

[54] মাজার রক্ষার দাবিতে এলাকাবাসীর মানববন্ধন https://www.facebook.com/share/v/1FcbMnAUSt/
[55] হযরত কালু শাহ রহঃ এর মাজার মসজিদ, মাদ্রাসা ও ওয়াকফ এসেস্ট , ভুয়া ও অবৈধ তৎকালীন স্বৈরাচারপন্থী মাজার https://youtu.be/JebFNgSE1b0?feature=shared
[56] সলিমপুরস্থ খাজা কালু শাহ মাজার শরীফে হামলার প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন/ C plus tv https://youtu.be/RSTrWJolaug?feature=shared

সর্বশেষ পরিস্থিতি:

বর্তমানে (নভেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত) হযরত খাজা কালু শাহ মাজার কমপ্লেক্স ইসি নং ১৭৭৪৩ কমিটির নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। খন্দকার পরিবার আদালতের চূড়ান্ত রায়ের অপেক্ষায় রয়েছে এবং তারা দাবি করছে যে, নতুন প্রশাসনের আমলে তাদের সুবিচার মিলবে। কোনো নতুন সহিংসতার খবর পাওয়া যায়নি। মামলাগুলো হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন।

অভিযোগপত্র[57]:

বিবেচনার সুবিধার্থে বর্তমান কমিটির (ইসি ১৭৭৪৩) অভিযোগপত্রটি দাখিল করা হলো।

“বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম
আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ্,
চট্টগ্রাম সীতাকুন্ড থানাধীন ঐতিহ্যবাহী হযরত খাজা কালুশাহ্ (রহঃ) মসজিদ, মাজার ওয়াক্ফ এষ্টেট (ইসি নং: ১৭৭৪৩) কর্তৃক পরিচালিত হযরত খাজা কালুশাহ্ (রহঃ) মাজার শরীফ, মসজিদ ও মাদরাসায় সন্ত্রাসী হামলা, দান বাক্স ভাংচুর, এতিমখানার দানকৃত মালামাল লুটপাটকারী খন্দকার শওকত আলী, খন্দকার মোহাম্মদ আলী ও মোহাম্মদ মিনহাজ গংদের বিচার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে সংবাদ সম্মেলন

স্থান: হযরত খাজা কালুশাহ্ (রহঃ) মাজার প্রাঙ্গন
তারিখ: ২০ এপ্রিল ২০২৫ইং রবিবার, সকাল ১১ ঘটিকা
আয়োজনে: হযরত খাজা কালুশাহ্ (রহঃ) মসজিদ, মাজার ওয়াক্ফ এষ্টেট
(ইসি নং: ১৭৭৪৩) ও এলাকাবাসী।
কালুশাহ নগর, উত্তর সলিমপুর, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম।

১) চট্টগ্রাম সীতাকুন্ড থানাধীন হযরত খাজা কালুশাহ (রহঃ) নামক একজন কামেল অলি ছিলেন। তিনি ইন্তেকাল করলে ওনাকে উক্ত থানার সলিমপুর মৌজাস্থ আর এস ২২০৯ নং খতিয়ানের অধীন আর এস ৭৪৪৬ নম্বর দাগের জমিতে দাফন করা হয়। দূরদূরান্ত হইতে প্রচুর লোক তাঁহার মাজার শরীফ যিয়ারতের উদ্দেশ্যে আসেন এবং ভক্তি শ্রদ্ধা স্বরূপ নজরানা দিয়ে থাকেন। এইরূপ অবস্থায় স্থানীয় জনগনের ঐকান্তিক ইচ্ছায় মাজার শরীফের জায়গা সহ অন্যান্য জায়গা নিয়ে একটি মাজার কমপ্লেক্সে রুপ দেয়া হয় এবং হযরত খাজা কালুশাহ (রহঃ) মসজিদ, মাজার নামে ওয়াকফ এস্টেট মাননীয় ওয়াকফ প্রশাসক কর্তৃক অর্ন্তভুক্ত যার ইসি নম্বর ১৭৭৪৩।

উক্ত মাজার শরীফ সুষ্ঠভাবে পরিচালনার জন্য স্থানীয় জনগন একটি সংবিধান তথা গঠনতন্ত্র প্রস্তুত করেন। উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাহেবকে পদাধিকার বলে সভাপতি অন্তর্ভুক্ত করে মনোনয়নের মাধ্যমে কার্যকরী কমিটি গঠন করে বাংলাদেশ ওয়াকফ প্রশাসক কর্তৃক অনুমোদন প্রাপ্ত হয়ে মাজার শরীফ সহ কমপ্লেক্স পরিচালনা করছেন। যাহা প্রতি দুই বৎসর অন্তর নিয়মিতভাবে ওয়াকফ অফিস হইতে অনুমোদন প্রাপ্ত হয়ে আসছে।

উক্ত কার্যকরী কমিটির সততা, দক্ষতা ও ন্যায় নিষ্ঠতার ফলে বর্তমানে হযরত খাজা কালুশাহ্ (রহঃ) মসজিদ, মাজার ওয়াক্ত এষ্টেট (ইসি নং: ১৭৭৪৩) অধীন নিম্ন বর্ণিত প্রতিষ্ঠানগুলি পরিচালিত হয়ে আসছে।

---

[57] অভিযোগপত্র
https://www.facebook.com/100030407123950/posts/pfbid0EHi1MA6iMRkGXMapdwHYsf9F6ihwCk9No1wC2hixGjv7g3xADioCEef7hKjGMZJVl/?app=fbl

ক। হযরত খাজা কালুশাহ (রহঃ) জামে মসজিদ।
খ। হযরত খাজা কালুশাহ (রহঃ) সুন্নিয়া ফাজিল (ডিগ্রি) মাদরাসা।
গ। হযরত খাজা কালুশাহ (রহঃ) লিল্লাহ বোর্ডিং ও এতিমখানা।
ঘ। হযরত খাজা কালুশাহ (রহঃ) হেফজখানা।
৬। হযরত খাজা কালুশাহ (রহঃ) দাতব্য চিকিৎসালয়।

চ। হযরত খাজা কালুশাহ (রহঃ) বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়। নজরানার প্রতি লোভের বশবর্তী হয়ে কতেক স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি তাহাদের হীন উদ্দেশ্য চরিতার্থে জনৈক খন্দকার সিরাজুদ্দৌলা এবং খন্দকার লুৎফুল কবীরকে দাড় করাইয়া হযরত "কালুশাহ" নাম বিকৃত করিয়া "কালু ফকির" উল্লেখে তাহার ওয়ারিশ সাজিয়া একখানা ভূয়া ওয়াকফ এস্টেট গঠন করেন। যাহার ইসি নং: ১৫৮৩৯। মাজার শরীফে জমির মালিকানা এবং মাজার পরিচালনার ও তত্ত্বাবধানের দাবী করে, তার ফলশ্রুতিতে বিভিন্ন মামলা মোকদ্দমার উদ্ভব হয়।

৩। হজরত খাজা কালুশাহ (রহ.) মসজিদ, মাজার ওয়াকফ এস্টেট নামে যার ইসি নং- ১৭৭৪৩। জনৈক খন্দকার শওকত আলী ও খন্দকার মোহাম্মদ আলী ভুয়া মোতাওয়াল্লি সেজে বিভিন্ন মামলা সম্বন্ধে ভুল তথ্য প্রদান করেছে। মরহুম আবদুল কুদ্দুস ২৫ অক্টোবর ১৯৯৪ ওয়াকফ স্মারক নং-১৭৯৮ চট্টগ্রাম মূলে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সভাপতিসহ ১৩ সদস্য বিশিষ্ট পরিচালনা কমিটি অনুমোদন লাভকরে। এরপর ১ নভেম্বর '২০০৭ ওয়াকফ আদেশে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে সভাপতিসহ ১৯ সদস্যবিশিষ্ট অনুমোদিত কমিটি হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। সর্বশেষ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে পদাধিকার বলে সভাপতি রেখে বিগত ১৩/০১/২০২১ইংরেজী তারিখে ৩৯জন সদস্য বিশিষ্ট কমিটির অনুমোদন প্রদান করেন। বর্তমানে উক্ত কমিটির মাধ্যমে উপরোক্ত প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হয়ে আসছে। ৪। এখানে ওই তথাকথিত খন্দকার শওকত আলী ও মোহাম্মদ আলী গংদের মোতাওয়াল্লি দাবি করার কোন ধরনের আইনগত অধিকার নেই। চট্টগ্রাম ৩য় সিনিয়র সহকারী জজ আদালতে ২৫২/৯০ ও ২৫/৯২ নম্বর দুটি মামলায় ১৮ নভেম্বর ১৯৯৩ ইংরেজী তারিখের রায় মতে তাদের দাবি অগ্রাহ্য করে আমাদের পক্ষে তথা হজরত খাজা কালুশাহ (রহ.) মসজিদ, মাজার ওয়াকফ এস্টেটকে রায় দেয়। খন্দকার শওকত আলী ও মোহাম্মদ আলী গংদের দাবিকৃত ইসি নং ১৫৮৩৯-এর কার্যক্রম পরিচালনা অবৈধ, বে-আইনি, ক্ষমতা বহির্ভূত ও অকার্যকর বলে আদালত বায় প্রদান করেন।

৫। রায়ের বিরুদ্ধে খন্দকার শওকত আলী ও খন্দকার মোহাম্মদ আলী গং আমমোক্তার দাবি করে ১২০৭ ও ১২৫৯নং সিভিল রিভিশন মামলা করলে হাইকোর্ট ২৬ এপ্রিল '৯৯ রুল এবং স্থগিতাদেশ দেন। এই আদেশ দেখিয়ে ওয়াকফকে ভুল বুঝিয়ে ২২ জুলাই '১৯৯৯ ওয়াকফ অফিস থেকে হাসিল করে। এ আদেশের বিরুদ্ধে আমাদের সাবেক মোতাওয়াল্লি মরহুম আবদুল কুদ্দুস হাইকোর্টের ২৯৯৯/৯৯ রিট পিটিশন করে স্থগিতাদেশ পান। পরবর্তী সময়ে হাইকোর্ট বিভাগের দ্বৈত বেঞ্চ বে-আইনিভাবে ৬ নভেম্বর ২০০০ ইংরেজী তারিখের আদেশে রিট পিটিশন খারিজের আদেশ রহিত করে রিট মামলা পুনঃশুনানির জন্য হাইকোর্টে পাঠায়।

যেহেতু ৪৪১নং সিভিল আপিল বর্তমানে হাইকোর্টে শুনানির অপেক্ষায় আছে সুতরাং ওই শুনানি না হওয়া পর্যন্ত এই আদেশ এখনও বলবৎ আছে, (আদেশ ১৩/০৫/২০০২ তারিখ)। মাজার পরিচালনার স্বত্ব নিয়ে যে দেয়ানি মোকদ্দমায় নিম্ন এবং আপিল আদালতে অত্র কমিটির পক্ষে রায় ও ডিক্রি দেয়। যার বিরুদ্ধে ১২০৭ও ১২৫৯নং সিভিল রিভিশন মোকদ্দমা হাইকোর্টে বিচারাধীন আছে তা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত ওয়াকফ অফিস অভিযোগকারীর স্বত্ব বিষয়ে কোন ধরনের সিদ্ধান্ত দিতে পারবে না জানালেও তারা তথ্য গোপন করে বানোয়াট অভিযোগে সম্পত্তি দখলের চেষ্টা চালাচ্ছে।

উল্লেখ্য যে, গত ৭ই এপ্রিল ২০২৫ইংরেজী তারিখে আনুমানিক দুপুর ২ টা ৩০ মিনিটে কথিত মোতাওয়াল্লী দাবীদার খন্দকার শওকত আলী ও খন্দকার মোহাম্মদ আলী গং চিন্নিত সন্ত্রাসী ও কিশোর গ্যাং নিয়ে দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র সহকারে মাজার, মসজিদ, মাদরাসা ও এতিমখানার কর্মকর্তা কর্মচারীদের হুমকি দমকি দিয়ে জোর পূর্বক অফিস হতে বের করে দিয়ে অফিস ও দান বাক্স ভাংচুর চালায়।

এতে মাজার মসজিদ ও এতিমখানার চলমান খরচের জন্য সংরক্ষিত টাকা পয়সা ও দান বাক্সে দানকৃত অর্থ তার সন্ত্রাসী বাহিনী দ্বারা লুটপাট করে। শুধু তাই নয়, কথিত সন্ত্রাসীর গডফাদার খন্দকার শওকত আলী ও খন্দকার মোহাম্মদ আলী গং ০৭/০৪/২০২৫ইং তারিখ সোমবার হতে ১২/০৪/২০২৫ইংরেজী তারিখ পর্যন্ত দীর্ঘ ১ সপ্তাহে মাজার মসজিদ ও এতিমখানার দানকৃত অর্থ, গরু, ছাগল

ও মুরগী পর্যন্ত আত্মসাৎ করে। দীর্ঘ এক সপ্তাহে দানকৃত অর্থ আত্মসাৎ করে কিশোর গ্যাং এর সদস্যদের খাবার, দৈনিক হাজিরা অনুসারে আত্মসাৎকৃত অর্থ ব্যয় করেছে। যা আমাদের কমপ্লেক্সের ভিডিও ফুটেজে সংরক্ষিত সিসি ক্যামেরায় আছে। দীর্ঘ ১ সপ্তাহে মাজারে আগত ভক্ত, কালুশাহ নগর এলাকার বাসিন্দাদের বিভিন্নভাবে ভয়ভীতি ও এলাকার নারীদের হেনস্তা সহ বিভিন্ন অপকর্ম চালিয়েছে।

খন্দকার শওকত আলী ও খন্দকার মোহাম্মদ আলী তার কিশোর গ্যাং সদস্যদের নিয়ে ছেলে মিনহাজ কে দিয়ে ২৪ ঘন্টা মাজার কমপ্লেক্সের অফিস ও মাদরাসার ২য় তলার সেমিনার কক্ষ দখল করে রাতে পবিত্র স্থানে ইয়াবা-গাজা সহ মাদক সেবনের আসর বসাতো। এতে তাদের আরো সহযোগীরা অংশগ্রহণ করতো। ফলে কালুশাহ নগর এলাকাবাসী, মুসল্লীবৃন্দ, আগত আশেক-ভক্তবৃন্দ তীব্র নিন্দা ও মিশ্র প্রতিক্রিয়া জানান। উক্ত খন্দকার মোহাম্মদ শওকত আলী ও খন্দকার মোহাম্মদ আলী গংদের সন্ত্রাসী আক্রমণে অতিষ্ট হয়ে, এর প্রতিকার চেয়ে সীতাকুন্ড মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ও স্থানীয় রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের সহযোগিতা কামনা করে। উপজেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় ও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)'র চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা ও সাবেক যুগ্ম মহাসচিব জনাব মোহাম্মদ লায়ন আসলাম চৌধুরী (এফসিএ) এর হস্তক্ষেপে হযরত খাজা কালু শাহ্ (রহঃ) কমপ্লেক্স দখলদার খন্দকার মোহাম্মদ শওকত আলী ও খন্দকার মোহাম্মদ আলী গংদের থেকে উদ্ধার করে কমপ্লেক্স এর মোতাওয়াল্লী জনাব আলহাজ্ব সিরাজ-উদ-দৌলা সওদাগরকে পূর্বের ন্যায় যথারীতি দায়িত্ব পালন করার জন্য আহবান জানান, এবং কমপ্লেক্স এর পরবর্তী কার্যক্রমে তিনি সহযোগিতা করবেন বলে আশ্বস্ত করেন।

উপরোক্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বিগত ০৮/০৪/২০২৫ইং মঙ্গলবার তারিখে সীতাকুন্ড মডেল থানায় সাধারণ ডায়েরী করা হয়। জিডি নং ৩৬৮, তারিখ ০৮/০৪/২০২৫ইং

নিবেদক--
আলহাজ্ব সিরাজ উদ-দৌলা সওদাগর।
সেক্রেটারি /মোতাওয়াল্লী।
হযরত খাজা কালুশাহ (রহঃ) মসজিদ, মাজার ওয়াকফ এস্টেট-ইসি নং- ১৭৭৪৩।
কালুশাহ নগর, সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম।

সংবাদ পাঠ করেন --
আলহাজ্ব মোহাম্মদ আবু সালেহ,সহ-সভাপতি
হযরত খাজা কালুশাহ (রহঃ) মসজিদ, মাজার ওয়াকফ এস্টেট-
ইসি নং- ১৭৭৪৩।কালুশাহ নগর, সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম।

দোয়া ও মুনাজাত পরিচালনা করেন---
মাওলানা মুহাম্মদ আবুল কালাম আমিরী (মাঃজিঃআঃ)
অধ্যক্ষ ও সচিব,
হযরত খাজা কালু শাহ (রহঃ) সুন্নিয়া ফাজিল(ডিগ্রি) মাদরাসা।
কালুশাহ নগর, সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম।”

কুমিল্লায় একসাথে চারটি মাজার হামলা।

সার্বিক চিত্র:
কুমিল্লা জেলার হোমনা উপজেলার আসাদপুর গ্রামে ২০২৫ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার সকাল ১০টা থেকে ১১টার মধ্যে একসঙ্গে চারটি মাজারে হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে।[58] হামলার শিকার মাজারগুলো হলো:
১. কফিল উদ্দিন শাহের মাজার,
২. আবদু শাহের মাজার,
৩. কালাই (কানু) শাহের মাজার,
৪. হাওয়ালি শাহের মাজার।
এর মধ্যে কফিল উদ্দিন শাহের মাজার সংলগ্ন তিনটি বসতঘরে ভাঙচুরের পর অগ্নিসংযোগ করা হয়। পরে অন্য তিনটি মাজারেও ভাঙচুর ও আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়। ঘটনার পর সেনাবাহিনী ও পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়।

হামলার মূল কারণ:
আসাদপুর গ্রামের বাসিন্দা মহসিন (৩৫) নামে এক যুবকের ফেসবুক আইডি "বেমজা মহসিন" থেকে ১৭ সেপ্টেম্বর সকাল ১০:৫২ মিনিটে নবীজীকে নিয়ে কটূক্তিমূলক পোস্ট করা হয়। পোস্টে লেখা হয়েছিল: "যারা আউলিয়া তাদের পুত্র সন্তান হয়, যারা দেউলিয়া তাদের কন্যা সন্তান হয়, নবী মোহাম্মদ খুব খারাপ মানুষ ছিলেন তাই তার পুত্র সন্তান হয়নি, বর্তমান পীর সাহেব নবীর চেয়ে বেশী পবিত্র, তাই তাদের পুত্র সন্তান হইছে।"[59] এর আগে ২৯ আগস্টও একই আইডি থেকে মাজারের দানবাক্স চুরি নিয়ে বিতর্কিত পোস্ট করা হয়। এই পোস্ট ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানায় স্থানীয় 'তৌহিদী জনতা' ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে এবং মহসিনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভের পর তাকে গ্রেপ্তার করা হলেও পরদিন মাজারগুলোতে হামলা চালানো হয়।

পার্শ্বস্থানীয় মসজিদের মুয়াজ্জিন হাফেজ রাকিবুল ইসলাম মাকাম'র প্রতিনিধিকে বলেন, আসাদপুর বাজার সংলগ্ন এলাকার অধিকাংশই অধিবাসী সুন্নি মতাদর্শী ও মাজারপন্থি। প্রিয় রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে কটুক্তি এলাকাবাসীর ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করার কারণে বহু মাজারপন্থি লোকও উক্ত কর্মকাণ্ড অংশগ্রহণ করেন। এলাকাবাসী মাজার ভাঙচুরসহ, অগ্নিসংযোগর মাধ্যমে এই আঘাতের প্রতিক্রিয়া জানায়। এখনো মাজারের অগ্নিসংযোগ চিহ্ন বিদ্যমান।

ভিডিও বিশ্লেষণ:
ভাইরাল ভিডিওগুলোতে দেখা যায়:

---

58 প্রথম আলো, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫ https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/3uwlwb3tus
59 কুমিল্লায় মাইকে ঘোষণা দিয়ে ৪ মাজারে হামলা–ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ https://www.ittefaq.com.bd/752571/%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%98%E0%A7%8B%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A6%BE-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A7%AA-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE-%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%99%E0%A6%9A%E0%A7%81%E0%A6%B0-%E0%A6%93

- অগ্নিসংযোগ চলাকালীন সেনাবাহিনীর গাড়ি টহল দিচ্ছে।[60]
- পাঞ্জাবি-টুপি পরিহিত হাজার হাজার লোকের মিছিল ও বিক্ষোভ। এবং মাইকে 'সম্মানিত তৌহিদী জনতা'কে আহ্বান করে বলা হয়, "যারাই নবীকে নিয়ে কটুক্তি করবে তাদের প্রত্যেকের বিচার করা হবে।"[61]
- মাজার ও বাড়িঘরে আগুন জ্বলছে, ধোঁয়া উঠছে।[62]
- মাইকে ঘোষণা দিয়ে মানুষ জড়ো করা হচ্ছে।

মাজারে ভাঙচুরের পাশাপাশি বসতবাড়িতে আগুন দেয়ার পরবর্তী চিত্র। (ছবি: প্রথম আলো)

অভিযুক্ত হামলাকারী:
হামলায় অংশ নেয়া বিক্ষুব্ধ জনতা (তৌহিদী জনতার ব্যানারে), যাদের সংখ্যা ৫০০ থেকে ৫ হাজারের বেশি ছিল।[63] মাইকে ঘোষণা দিয়ে উক্ত মাজারগুলোতে হামলা করা হয়। অনেকে বহিরাগত বলে স্থানীয়দের অভিযোগ। গ্রেপ্তারকৃতরা[64]:

- মো. ইব্রাহিম (২৪)
- মো. শহিদুল্লাহ (৩৩)

---

60 মাইকে ঘোষণা দিয়ে কুমিল্লায় চারটি মাজারে হামলা–অগ্নিসংযোগ https://www.facebook.com/JamunaTelevision/videos/2293070617814212/?mibextid=rS40aB7S9Ucbxw6v

61 ৪টি মাজার ভাঙচুর ও বসৎবাড়ী-ঘরে লুটপাট অগ্নিসংযোগের ঘটনায় আটক-২ https://www.facebook.com/sambadika.kasema.bhumiya/videos/1404758103954435/?app=fbl

62 কুমিল্লায় হোমনায় মাইকে ঘোষণা দিয়ে কপিল শাহর মাজার সহ মোট চারটি মাজারে হামলা ভাঙচুর আগুন দিয়েছে https://www.facebook.com/reel/822695337586549/?app=fbl

63 কুমিল্লায় ধর্ম নিয়ে কটূক্তির অভিযোগে চার মাজারে হামলা, অগ্নিসংযোগ https://www.tbsnews.net/bangla/bangladesh/news-details-391431

64 কুমিল্লায় মাজারে হামলার তিন দিন পর গ্রেপ্তার ২ ইত্তেফাক ডিজিটাল রিপোর্ট https://www.ittefaq.com.bd/753130/%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%A8-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%A8-%E0%A6%AA%E0%A6%B0-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A7%A8

- মামলায় অজ্ঞাতনামা ২২শ (২২০০) জনকে আসামি করা হয়েছে।[65]

প্রশাসনিক অবস্থান:
হোমনা থানার ওসি মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম বলেন, "আমরা ভেবেছিলাম মহসিনকে গ্রেপ্তারের পর পরিস্থিতি স্বাভাবিক। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে মব শুরু হবে, এটা আমাদের ধারণার বাইরে ছিল।" "এলাকায় এখন থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে। অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।" ১৮ সেপ্টেম্বর রাতে এসআই তাপস কুমার সরকার বাদী হয়ে মামলা দায়ের করেন।

কর্তৃপক্ষের অবস্থান:
- মহসিনকে ১৭ সেপ্টেম্বরই গ্রেপ্তার করে ১৮ সেপ্টেম্বর আদালতে প্রেরণ করা হয়। তার বিরুদ্ধে ধর্মীয় অবমাননার মামলা রয়েছে।
- হামলার ঘটনায় পুলিশ বাদী হয়ে মামলা করেছে এবং ২১ সেপ্টেম্বর দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অন্যদের গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে।
- সেনাবাহিনী ও ফায়ার সার্ভিস ঘটনাস্থলে কাজ করেছে।

১৯ই সেপ্টেম্বর (হামলার পরদিন) প্রথম আলোর নিকট আলেক শাহের একমাত্র মেয়ে কানন বেগম বলেন, 'আমরা তিন ভাই, এক বোন। আমাদের কাছে মনে হয়েছে, মহসিন ভাই স্বাভাবিক না। তাঁর এই অপকর্মের কারণে আমরা লজ্জিত। পরিবারের সদস্যরা তাঁকে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে। আমরাও মহসিনের বিচার চাই, সর্বোচ্চ শাস্তি চাই। কিন্তু কেন আমাদের সবকিছু শেষ করে দেয়া হলো?'

সর্বশেষ পরিস্থিতি:
এলাকায় থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে। অতিরিক্ত পুলিশ ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনী মোতায়েন রয়েছে। ২১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দুজন গ্রেপ্তার হয়েছে, বাকি আসামিদের ধরতে অভিযান চলছে। মাজারের ভক্ত ও স্থানীয় মাজারপন্থি পরিবারের মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছে। নভেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত দায়েরকৃত মামলাটি চলমান রয়েছে।

---

[65] কুমিল্লায় চার মাজারে হামলা–অগ্নিসংযোগ: ২২ শ জনের বিরুদ্ধে মামলা https://www.tbsnews.net/bangla/bangladesh/news-details-391706

২২. কফিল উদ্দিন শাহ

(২০২৫ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর, কুমিল্লার হোমনা উপজেলার আসাদপুর গ্রামের আলেক শাহ বাড়িতে)

১. মাজারে আগুন দেয়া হলে সেখানে ধোঁয়া উড়তে দেখা যায়। (ছবি: টিবিএস)

২. কুমিল্লার হোমনায় মাজারে আগুন দেয়া হয়। (ছবি: সংগৃহীত)

৩-৪. কুমিল্লার হোমনা উপজেলার আসাদপুর গ্রামের কফিল উদ্দিন শাহের মাজার ভাঙচুরের পাশাপাশি তাঁর ছেলে, নাতি ও ভক্তদের থাকার তিনটি ঘর হামলার সময় আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেয়া হয়।

সার্বিক চিত্র:

২০২৫ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর সকাল ১০–১১টার মধ্যে হোমনা উপজেলার আসাদপুর গ্রামের আলেক শাহর বাড়িতে অবস্থিত কফিল উদ্দিন শাহের মাজারে ব্যাপক ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করা হয়। এটিই ছিল চার মাজারের মধ্যে প্রথম ও সবচেয়ে বড় হামলা। মাজারের সঙ্গে অবস্থিত তিনটি টিনশেড বসতঘর পুড়িয়ে দেয়া হয়।[66] কফিল উদ্দিন শাহ অভিযুক্ত মহসিনের দাদা এবং আলেক শাহের পিতা। এলাকাবাসী কফিল উদ্দিন শাহকে সুফি বুজুর্গ হিসেবে সম্মান করলেও তাঁর উত্তরসূরীদের প্রতি অসন্তোষ ছিল।

হামলার মূল কারণ:

‘বেমজা মহসিন’ নামীয় ফেসবুক আইডি[67] থেকে মহানবী (সা.)-কে নিয়ে কটূক্তিমূলক পোস্ট। মহসিন এই মাজার পরিবারের সদস্য হওয়ায় সরাসরি এই মাজারকে টার্গেট করা হয়। এছাড়া মহসিনের আওয়ামী লীগ-সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডকে অনেকে হামলার অন্যতম প্রভাবক মনে করেন।

---

[66] অগ্নিসংযোগের ভিডিও https://www.facebook.com/reel/1150957103587493/?app=fbl

[67] বেমজা মহসিনের ফেবুক আইডি https://www.facebook.com/anu.malik.13177

বেমজা মহসিন।

ভিডিও বিশ্লেষণ:
জমায়েতের মাইকিং, মাজারে আগুন দেয়ার দৃশ্য, বাড়িঘর পোড়ানোর ফুটেজ বিভিন্ন নিউজ চ্যানেল ও সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়। যমুনা টেলিভিশনের সংবাদ ভিডিওতে দেখা যায়, একজন মাওলানা উপস্থিত সকল জনতাকে আহ্বান করে বলেন, যারাই নবীকে নিয়ে কটুক্তিমূলক কথা বার্তা বলবে প্রত্যেকেই বিচার আওতায় আনা হবে।[68]

অভিযুক্ত হামলাকারী:
বিক্ষুব্ধ জনতা (৫০০–৫০০০ জনের মধ্যে অনেক বহিরাগত), তৌহিদী জনতার ব্যানারে মাইকে ঘোষণা দিয়ে হামলা। কয়েকজন স্থানীয় মাওলানা এর নেতৃত্ব দেন।

প্রশাসনিক অবস্থান:
হোমনা থানার এসআই তাপস কুমার সরকার বাদী হয়ে অজ্ঞাতনামা আসামি করে মামলা দায়ের করেন। পরে অজ্ঞাত ২২০০ জনকে আসামি করা হয় এবং দুইজনকে আটক করা হয়।[69]

কর্তৃপক্ষের অবস্থান:
হোমনা থানার ওসি মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম জানান, মহসিন গ্রেপ্তারের পর পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে ভেবেছিলেন, কিন্তু “মুহূর্তের মধ্যে মব” শুরু হয়ে যাওয়া তাদের ধারণার বাইরে ছিল।

সর্বশেষ পরিস্থিতি:
মাজার ও বাড়িঘর পুরোপুরি ধ্বংস। মহসিনসহ চারজন গ্রেপ্তার। এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন। ফতেরকান্দি উপজেলার বাসিন্দা ভক্ত মনির হোসেন বলেন, “১৫ বছর ধইরা এই মাজারের মুরিদ আমি। এইখানে খারাপ কিছু হয় না। আমরা জানতাম চাই, মাজারের অপরাধডা কী? তাঁরায় মাজারে হামলা করলো ক্যারে?”[70]

---

[68] যমুনা টিভি https://youtu.be/pPwmsUyqzfA?si=jA-h6-pIu45ihHBc

[69] কুমিল্লায় চার মাজারে হামলা–অগ্নিসংযোগ: ২২ শ জনের বিরুদ্ধে মামলা https://www.tbsnews.net/bangla/bangladesh/news-details-391706

[70] কুমিল্লার হোমনা ‘মাজারের অপরাধডা কী, তাঁরায় মাজারে হামলা করলো ক্যারে’ https://www.prothomalo.com/amp/story/bangladesh/district/dst0ii7ya7#amp_tf=From%20%251%24s&aoh=17640212189271&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com

২৩. কালাই শাহ মাজার (কালু/কানু)[71]

(২০২৫ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর, কুমিল্লার আসাদপুর নোয়াগাঁও, তিতাস নদীর তীরে)

হামলার পর কালাই শাহের মাজারের অভ্যন্তরীণ চিত্র। (সংগৃহীত)

সার্বিক চিত্র:

আসাদপুর নোয়াগাঁও, তিতাস নদীর তীরে অবস্থিত কালাই শাহের মাজার ১৮ সেপ্টেম্বর একই সময়ে হামলার শিকার হয়। মাজারটি দশক দুই ধরে সক্রিয়, প্রতি বছর ক্ষুদ্র পরিসরে ওরস অনুষ্ঠিত হয়। মহসিন বা তার পরিবারের সঙ্গে এই মাজারের কোনো সরাসরি সম্পর্ক নেই।

হামলার মূল কারণ:

মহসিনের পোস্টকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট উত্তেজনার জের। কফিল উদ্দিন শাহের মাজার ভাঙার পর উসকানি দেয়া হয় "বাকিগুলোও ভাঙতে হবে"।

ভিডিও বিশ্লেষণ: মাইকিংয়ের অডিও-ভিডিও ও ভাঙচুরের ফুটেজ সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়েছে।[72] এলাকাবাসী ভিডিও করতে চাওয়ায় বেশ কিছু মোবাইল ফোন ভেঙে ফেলার তথ্য পাওয়া যায়।

অভিযুক্ত হামলাকারী:

একই জনতা, যারা কফিল উদ্দিন শাহের মাজারে হামলা করে পরে এখানে আসে। খাদেম রফিকুল ইসলাম বলেন, '৫০০ থেকে ৭০০ মানুষ একসঙ্গে এই মাজারে হামলা চালিয়েছে। একই সময়ে অন্য মাজারগুলোতে হামলা চালানো হয়। কয়েকজন হুজুর হামলায় নেতৃত্ব দিয়েছেন। তাঁরা বলেছেন, "সবকিছু ভেঙে ফেল, আর যা পাবি নিয়ে নে।" ঘটনার সময় কয়েকজন ভিডিও করতে চেয়েছিল। ভিডিও করতে গেলে ১০ থেকে ১২ জনের মোবাইলও হামলাকারীরা ভেঙে ফেলেছে।' মাজার-মতাদর্শ বিরোধী একটি ইসলামী রাজনৈতিক দলের প্রভাবের অভিযোগ উঠেছে।

প্রশাসনিক অবস্থান: একই মামলায় (হোমনা থানা) অন্তর্ভুক্ত। পুলিশ সংখ্যায় কম থাকায় প্রতিরোধ করতে পারেনি।

কর্তৃপক্ষের অবস্থান: মাজার কর্তৃপক্ষের তৎপরতা নেই।

সর্বশেষ পরিস্থিতি: মাজার পুরোপুরি ধ্বংস হয়েছে। খাদেম এমদাদুল হক বলেন, "সারাদেশে হাজার হাজার ভক্তের হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হয়েছে। এর বিচার চাই।"

২৪. আবদু শাহ

---

[71] কুমিল্লায় মাইকে ঘোষণা দিয়ে ৪ মাজারে হামলা–ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ https://www.tbsnews.net/bangla/bangladesh/news-details-391431

[72] মসজিদের মাইকে ঘোষণা দিয়ে মাজারে হা'মলা আগুন! https://www.facebook.com/thebdbulletin/videos/1434989124474321/?app=fbl

(২০২৫ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর, আসাদপুর হোমনা উপজেলার কফিল উদ্দিন শাহের মাজার থেকে প্রায় ৫০০ মিটার দূরে)

হামলার পর আবদু শাহ’র মাজারের চিত্র। (সংগৃহীত)

সার্বিক চিত্র:
কফিল উদ্দিন শাহের মাজার থেকে প্রায় ৫০০ মিটার দূরে আবদু শাহ’র মাজার অবস্থিত। ১৮ সেপ্টেম্বর একই সময়ে হামলা হয়েছে। দানবাক্স ভেঙে টাকা লুট, মাজার ভাঙচুর। মহসিনের পরিবারের সঙ্গে এই মাজারের কোনো সম্পর্ক নেই।
হামলার মূল কারণ:
কফিল উদ্দিন মাজার ভাঙার পর সিরিজ হামলার অংশ। স্থানীয় উসকানি, “যেহেতু একটা ভেঙেছিস, বাকিগুলোও ভাঙ”।
ভিডিও বিশ্লেষণ: ভাঙা দানবাক্স ও পরিস্কারের ভিডিও দৃশ্য প্রথম আলোসহ নানা সংবাদ মাধ্যমে বিদ্যমান রয়েছে।

অভিযুক্ত হামলাকারী: একই জনতা।
প্রশাসনিক অবস্থান: একই মামলায় হোমনা থানার অন্তর্ভুক্ত।
কর্তৃপক্ষের অবস্থান: মাজার কর্তৃপক্ষের কোনো বর্ণনা উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

সর্বশেষ পরিস্থিতি: ভক্তরা মাজার পরিষ্কার করেছেন। ভক্ত খায়ের মিয়া বলেন, “আবদু শাহ কেমন জ্ঞানী ও নামাজি লোক ছিলেন। এমন একজন ব্যক্তির মাজারে হামলা, আমরা কিছুতেই মেনে নিতে পারছি না। তাঁর মূল বাড়ি পাশের মুরাদনগরের বেনিখোলা গ্রামে। আসাদপুর গ্রামে কালু দরবেশের মুরিদ হয়ে তিনি এই গ্রামে আসেন। যার কারণে মানুষ তাঁকে এখানেই সমাহিত করেছে।”

২৫. হাওয়ালী শাহ[73]

(২০২৫ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর, কুমিল্লার হোমনা উপজেলার আসাদপুর গ্রামে)

হওয়ালি শাহ’র মাজারে হামলার পর আগত পুলিশ সদস্যরা। (সংগৃহীত)

সার্বিক চিত্র:
হাওয়া বেগম নামে এক নারী পরিচালিত ‘হাওয়ালি শাহ’ মাজার। এখানে কারো কবর নেই, শুধু মাজারসদৃশ স্থাপনা। ১৮ সেপ্টেম্বর আগুন দেয়া হয়। আবদু শাহ মাজারের পাশেই অবস্থিত।

হামলার মূল কারণ:
মহসিনের পোস্টের সঙ্গে এই মাজারের কোনো সম্পর্ক নেই। স্থানীয়দের একাংশ এটিকে ‘ভণ্ড মাজার’ মনে করতেন। সিরিজ হামলার অংশ হিসেবে এখানে আগুন দেয়া হয়।

ভিডিও বিশ্লেষণ: অগ্নিসংযোগের দৃশ্য কয়েকটি ভাইরাল ভিডিওতে আছে।

অভিযুক্ত হামলাকারী: একই জনতা।

প্রশাসনিক অবস্থান: একই মামলায় অন্তর্ভুক্ত। পুলিশ টহল জোরদার করেছে।

কর্তৃপক্ষের অবস্থান: কর্তৃপক্ষের তৎপরতা দৃশ্যমান নয়।

সর্বশেষ পরিস্থিতি: স্থাপনা পুরোপুরি পুড়ে গেছে। এলাকায় এখনো আতঙ্ক বিরাজ করছে।

---

[73] কুমিল্লায় ধর্ম নিয়ে কটূক্তির অভিযোগে চার মাজারে হামলা, অগ্নিসংযোগ https://www.tbsnews.net/bangla/bangladesh/news-details-391431

২৬. হযরত আব্দুল্লাহ শাহ হুজুরের মাজার

(৯ নভেম্বর ২০২৫ রাতে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নাসিরনগর উপজেলার ভুবন বড়ধলিয়া গ্রামে)

মাজারে ভাঙচুর করতে আসা হামলাকারীরা। (ছবি: সংগৃহীত)

সার্বিক চিত্র: ৯ নভেম্বর ২০২৫ রাতে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নাসিরনগর উপজেলার ভুবন বড়ধলিয়া গ্রামে হযরত আব্দুল্লাহ শাহ হুজুরের মাজারে ওরশ/মেলা চলাকালীন সময়ে তৌহিদী জনতা নামে একদল লোক মাজারে হামলা চালায়। হামলাকারীরা মূলত মাদ্রাসা শিক্ষার্থী ও আলেম-উলামা বলে বর্ণিত, যারা জুব্বা-পাঞ্জাবি পরিহিত অবস্থায় 'নারায়ে তাকবীর আল্লাহু আকবার' স্লোগান দিতে দিতে এগিয়ে যায়। ঘটনাস্থলে ভিডিও রেকর্ড করা হয়েছে যাতে হামলাকারীদের বক্তব্য ও কর্মকাণ্ড দেখা যায়।

হামলার মূল কারণ: হামলার প্রধান অভিযোগ ছিল মাজারে নারীদের জিয়ারত করতে দেওয়া এবং পর্দা দিয়ে নারী প্রবেশের ব্যবস্থা করা। হামলাকারীরা এটিকে বিদআতি ও ভণ্ডামি বলে অভিহিত করেছে। এছাড়া ওরসের নামে মাদক সেবন (গাঁজা খাওয়া), নারীবাজি ইত্যাদি অভিযোগও তুলে ধরা হয়েছে। তারা দাবি করেছে যে মাজারকে অপবিত্র করা হচ্ছে এবং এসব অপকর্ম বন্ধ করতে হবে।

ভিডিও বিশ্লেষণ: হামলা চলাকালীন ভিডিওতে দেখা যায়, তৌহিদী জনতার একজন বক্তা বলছেন: "মাজার এরিয়ার মধ্যে কোনো নারী থাকতে পারবে না। এখানে পর্দা দিয়ে নারী ঢোকানো হয়েছে।"[74] কয়েক শতাধিক আলেম ও মাদ্রাসা শিক্ষার্থী জুব্বা-পাঞ্জাবি পরে নারায়ে তাকবীর আল্লাহু আকবার স্লোগান দিতে দিতে মাজারের দিকে এগোচ্ছে। তৌহিদী জনতার আরেকজন বলেন: "ওরসের নামে আব্দুল্লাহ শাহের মাজারে নারীদের নিয়ে ভন্ডামি ও বিদাতি কাজ করা হচ্ছে। এখানে এক জায়গায় আমরা কিছু ব্যক্তিদের হাতেনাতে ধরি যারা মাদক সেবন করে গাঞ্জা খায়। এখানে মাদক দমন না করতে পারার জন্য প্রশাসনের সুস্পষ্ট ব্যর্থতা রয়েছে। এর দায়ভার সরকার ও প্রশাসনের উপর বর্তাবে। যদি এদের আগামী ১২ ঘন্টার মধ্যে ধরা না হয়, আমরা কঠোর থেকে কঠোরতর আন্দোলনে যেতে বাধ্য হবো। তৌহিদী জনতাকে সাথে নিয়ে যারা এই পবিত্র মাজারকে

---

[74] https://www.facebook.com/groups/234226440967831/permalink/1522139262176536/?app=fbl

অপবিত্র করেছে, তাদের দ্রুত আইনের আওতায় আনার আহ্বান জানাচ্ছি।”[75] তৌহিদী জনতার আরেকজনের বক্তব্য: “এখানে ওরসের নামে গাঞ্জা সেবন করা হয়, নারীবাজী করা হয়, এখানে তোমরা যদি সুশীলগিরি দেখাইতে আসো, তোমার কেউ ছাড় পাবা না। আমরা তৌহিদী জনতা সবসময় মাঠে ছিলাম সবসময় থাকবো।”

অভিযুক্ত হামলাকারী: তৌহিদী জনতা নামে পরিচিত দল (যাদের স্থানীয়ভাবে সংগঠিত বলে মনে হয়েছে), যাদের মধ্যে জুব্বা-পাঞ্জাবি পরিহিত মাদ্রাসা শিক্ষার্থী ও আলেমরা ছিলেন। নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তির নাম বা নেতার পরিচয় উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। তবে ভিডিও বার্তায় চেহারা অবয়ব স্পষ্ট।

প্রশাসনিক অবস্থান: হামলাকারীরা ভিডিওতে প্রশাসনের ব্যর্থতার অভিযোগ তুললেও পুলিশ, প্রশাসন বা সরকারের কোনো পক্ষ থেকে এখনও কোনো প্রতিক্রিয়া বা বিবৃতি পাওয়া যায়নি।

কর্তৃপক্ষের অবস্থান: মাজার কর্তৃপক্ষ বা ওরস আয়োজকদের পক্ষ থেকে কোনো বিবৃতি বা প্রতিক্রিয়া প্রদত্ত তথ্যে উল্লেখ নেই।

সর্বশেষ পরিস্থিতি: ঘটনার পর মাজারের বর্তমান অবস্থা, কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে কি না, ওরস চলমান আছে কি না বা আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর হস্তক্ষেপ হয়েছে কি না—এসব বিষয়ে কোনো নিশ্চিত তথ্য পাওয়া যায়নি।

[75] https://www.facebook.com/reel/25046804414982965/?mibextid=rS40aB7S9Ucbxw6v

২৭. হযরত শাহ বদিউজ্জামান মুন্সীর মাজার

(১০ই আগস্ট, ২০২৪, রাতে বোয়ালখালী উপজেলার কধুরখীল ইউনিয়নের)

শাহ বদিউজ্জামান মুন্সির মাজারের বাহ্যিক চিত্র। (সংগৃহীত)

শাহ বদিউজ্জামান মুন্সির মাজারে আগুন লাগার পর অভ্যন্তরীণ চিত্র। (সংগৃহীত)

সার্বিক চিত্র: চট্টগ্রামের বোয়ালখালী উপজেলার কধুরখীল ইউনিয়নের মধ্য কধুরখীল গ্রামে অবস্থিত হযরত শাহ বদিউজ্জামান মুন্সি (রহ.) এর মাজার প্রাঙ্গনে একটি অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। ঘটনাটি ১০ আগস্ট ২০২৪ রাতে বা রবিবার ভোররাতে সংঘটিত হয়।[76] আগুনে মাজারের ভেতরে রক্ষিত ৮টি পবিত্র কোরআন শরীফ পুড়ে যায়।[77] সকালে দোকান খুলতে আসা এক স্থানীয় বাসিন্দা আগুন দেখতে পেয়ে অন্যদের জানালে

---

[76] একুশে পত্রিকা থেকে, আগুন লাগার ঘটনা https://www.ekusheypatrika.com/archives/222092

[77] ৮ টি পবিত্র কোরআন শরীফ পুড়ে গিয়েছে। https://www.facebook.com/100028822248429/posts/pfbid0kzGrP3LLj4RebPaWM9uFJUsvdn2TGHAnLSKoCb3DZ6rPnyW7jV88trUuBTKmydMGl/?app=fbl

এলাকাবাসী মিলে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। মাজারের দরজা বন্ধ থাকা অবস্থায় ভেতরে আগুন লাগা এবং দরজার পাশে টাইলস ভাঙা থাকায় স্থানীয়দের মধ্যে নাশকতার সন্দেহ দেখা দেয়।[78]

হামলার মূল কারণ: অজ্ঞাত। স্থানীয় বাসিন্দারা নাশকতার অভিযোগ তুললেও কোনো নির্দিষ্ট কারণ বা উদ্দেশ্য শনাক্ত করা যায়নি। ঘটনার পটভূমিতে কোনো রাজনৈতিক বা ধর্মীয় সংঘাতের উল্লেখ নেই।

ভিডিও বিশ্লেষণ: কোনো ভিডিও প্রকাশিত হয়নি।

অভিযুক্ত হামলাকারী: অজ্ঞাত। কে বা কারা আগুন লাগিয়েছে তা শনাক্ত করা যায়নি। কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর নাম উল্লেখ নেই।

প্রশাসনিক অবস্থান: সেনাবাহিনী ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে প্রাথমিকভাবে মোমবাতির আগুন থেকে অগ্নিকাণ্ডের সম্ভাবনা উল্লেখ করেছে। তবে কোনো আনুষ্ঠানিক তদন্ত বা মামলার খবর পাওয়া যায়নি।

কর্তৃপক্ষের অবস্থান: মাজার কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে কোনো আনুষ্ঠানিক বিবৃতি বা অবস্থান প্রকাশিত হয়নি। স্থানীয় বাসিন্দা দিদারুল আলম রিপনসহ অন্যরা মোমবাতির দাবি নাকচ করে তদন্তের দাবি জানিয়েছেন, যা মাজার-সংশ্লিষ্টদের উদ্বেগ প্রতিফলিত করে।

সর্বশেষ পরিস্থিতি: আগুন নিয়ন্ত্রণে আসার পর মাজারে স্বাভাবিক কার্যক্রম চলছে বলে স্থানীয়রা জানান। কিছু কোরআন শরীফের ক্ষতি ছাড়া অন্য কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি।

---

[78] বোয়ালখালীতে মাজারে আগুন ❗ https://www.facebook.com/100057037794501/posts/pfbid0Z4Y7hLqrS8q7357yh2zSbfcama5RnYupsnFZR9vpmvGnKxqjRgR7AUFY1qMfHJxBl/?app=fbl

২৮. শাহ মনোহর মাজার

(৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, চট্টগ্রামের হাটহাজারী উপজেলার ধলই ইউনিয়নের কাটিরহাট পশ্চিম ধলই গ্রাম)

সার্বিক চিত্র:

শুক্রবার ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, রাত আনুমানিক ১০টার দিকে চট্টগ্রামের হাটহাজারী উপজেলার ধলই ইউনিয়নের কাটিরহাট পশ্চিম ধলই (সফিনগর) গ্রামে প্রায় ৫০০ বছরের প্রাচীন হযরত শাহ মনোহর'র মাজারে একদল দুর্বৃত্ত মাজার ভাঙতে ও রওজায় আগুন ধরিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে হামলার প্রচেষ্টা চালায়।[79] মসজিদের খাদেমের মাইকিংয়ে সজাগ হয়ে হাজারো এলাকাবাসী একত্রিত হলে হামলাকারীরা পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। ঘটনার পর সারারাত মাজার পাহারায় ছিলেন স্থানীয়রা।

হামলার চেষ্টার কারণ:

মাজারটি সুন্নি-বিশেষ করে কাদেরিয়া-গাউসিয়া তরিকার অনুসারীদের কাছে অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় এবং প্রতি বছর ২২ মাঘ (৫-৭ ফেব্রুয়ারি) ওরসে লাখো ভক্তের সমাগম হয়। হামলার কয়েকদিন আগেই ওরস সম্পন্ন হয়েছিল। ধারণা করা হচ্ছে, ওরসের ব্যাপক জমায়েত ও মাজারের প্রাচীনত্বকে কেন্দ্র করে কট্টর ওহাবি/সালাফি মতাদর্শের কোনো গোষ্ঠী এ হামলার পরিকল্পনা করেছিল।[80]

ভিডিও বিশ্লেষণ:

সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা যায়[81], হাজারো জনতা "নারায়ে তাকবীর – আল্লাহু আকবার", "নারায়ে রিসালাত – ইয়া রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম", "নারায়ে গাউসিয়া – ইয়া গাউসুল আযম দস্তগীর" "অলি আল্লাহর দুশমনেরা হুঁশিয়ার সাবধান" ধ্বনি দিয়ে হামলাকারীদের প্রতিহত করছে।[82] কোনো হামলাকারীকে শনাক্ত করা যায়নি।

অভিযুক্ত হামলাকারী:

এখনও কেউ শনাক্ত বা গ্রেফতার হয়নি। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, হামলাকারীরা বাইরের লোক এবং মুখোশ/কাপড় দিয়ে মুখ ঢেকে এসেছিল। কোনো নাম-পরিচয় প্রকাশ পায়নি।

---

[79] এবার হাটহাজারীতে ৫০০ বছরের পুরোনো মাজার ভাঙার চেষ্টা https://www.amadershomoy.com/country/article/137302#gsc.tab=0

[80] হাটহাজারীতে ৫০০ বছরের পুরোনো মাজার ভাঙার চেষ্টা। চট্টগ্রাম ব্যুরো https://www.khaborerkagoj.com/country/849873

[81] হাটহাজারী কাটিরহাট–সফিনগরের মোগল আমলের ওলী হযরত শাহ মনোহর (রহ.)'র মাজারে হামলার কথা শুনে মুহূর্তে হাজার হাজার মানুষের ঢল https://www.facebook.com/jiya.ula.haka.riyada.777445/videos/1703915616867480/?app=fbl

[82] হামলার কথা শুনে মানুষের ঢল। https://youtu.be/x4ReRjJi8VQ?feature=shared

প্রশাসনিক অবস্থান:

হাটহাজারী মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবু মাহমুদ কাওসার হোসেন বলেন, “ধলই ইউনিয়নের পশ্চিম ধলই সফিনগর গ্রামের হযরত শাহ মনোহর’র মাজার ভাঙতে আসার খবরটি আমি শুনেছি। কিন্তু যারা ভাঙতে এসেছে, তাদের চিনতে পারেনি এলাকাবাসী। চিনতে পারলে ব্যবস্থা নেয়া যেত।”[83]

কর্তৃপক্ষের অবস্থান:

হযরত শাহ মনোহর মাজার পরিচালনা কমিটির সভাপতি জনাব অহিদুল আলম চৌধুরী বলেন, “মাজার ভাঙতে আসা লোকজন এলাকাবাসীর প্রতিরোধের মুখে পালিয়ে গেছে। আমাদের শরীরে একফোটা রক্তবিন্দু থাকা পর্যন্ত আমরা এসব দুর্বৃত্ত হায়েনাদের প্রতিরোধ করে যাবো। আমি প্রশাসনের লোকদের প্রতি মাজারের নিরাপত্তা নিশ্চিতের দাবি জানাচ্ছি।”

সর্বশেষ পরিস্থিতি (ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত):

ঘটনার পর থেকে মাজারে স্থানীয় জনতা ও যুবকরা নিয়মিত পাহারা দিচ্ছেন। প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোনো স্থায়ী নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। কোনো মামলা বা গ্রেফতারের খবর পাওয়া যায়নি। মাজার কমিটি ও স্থানীয় আলেম সমাজ প্রশাসনের কাছে স্থায়ী পুলিশ ফাঁড়ি বা নিরাপত্তা চৌকির দাবি জানিয়ে আসছে।

---

[83] মাজার ভাঙতে আসা দুর্বৃত্তরা পালালো এলাকাবাসীর প্রতিরোধে https://dainikazadi.net/%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%99%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%B8%E0%A6%BE-%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A7%83%E0%A6%A4%E0%A7%8D/

চট্টগ্রাম বিভাগে মাজার/দরবার/আস্তানায় হামলার অভিযোগ বা হামলার চেষ্টা

নিম্নোক্ত মাজার বা দরবার শরীফে হামলার অভিযোগ উঠেছে প্রধানত সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া বিভিন্ন তালিকা[84], মাজার দরগাহ ঐক্য পরিষদের প্রতিবেদন[85], ডেইলি স্টারের প্রতিবেদন "মাজারের মৌন আর্তনাদ"[86] বিডি ডাইজেস্টের প্রতিবেদন "পরিকল্পিতভাবে মাজারের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি ধ্বংস করা হচ্ছে"[87] বিবিসি বাংলার প্রতিবেদন "দেশের বিভিন্ন জায়গায় মাজার ভাঙ্গার ঘটনাগুলো কেন ঘটছে? কারা ঘটাচ্ছে?"[88] মানবাধিকার সংগঠন মানবাধিকার সংস্কৃতি ফাউন্ডেশন (এমএসএফ) এর হামলার মাসিক প্রতিবেদন[89], Religion Unplugged[90] পত্রিকার প্রতিবেদনসহ ইত্যাদি[91] সংবাদমাধ্যমের সংক্ষিপ্ত উল্লেখ থেকে। তবে এসব ঘটনার বিস্তারিত প্রতিবেদন, প্রত্যক্ষদর্শীর বক্তব্য, প্রশাসনিক রেকর্ড বা নির্ভরযোগ্য ভিডিও ফুটেজ উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। কিছু ক্ষেত্রে হামলা-পরবর্তী ছবি বা সংক্ষিপ্ত ভিডিও ক্লিপ পাওয়া গেছে, যেখানে ধ্বংসাবশেষ ছাড়া বিশেষ কিছু নেই। এমন ঘটনাগুলোকে আমরা অভিযোগ হিসেবে বিবেচনা করছি।

---

84 বিশেষত সৈয়দ তারিকের দেওয়া তালিকা, তিনি দাবি করেন, এসবের প্রতিটি মাজার হামলার প্রমাণ ও ডিটেইলস তার কাছে মওজুদ আছে) https://www.facebook.com/share/p/1AxsjT2UuG/

85 মাজার দরগাহ ঐক্য পরিষদের প্রতিবেদন https://www.facebook.com/100006913590857/posts/pfbid034CTUfeKwMLvAQdqgKewihr3zeD6VfguUP8zoHxG3kbKbgtKvcYQ18PgLa6c8qjW6l/?app=fbl

86 মাজারের মৌন আর্তনাদ https://bangla.thedailystar.net/news/bangladesh/news-653331

87 পরিকল্পিতভাবে মাজারের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি ধ্বংস করা হচ্ছে জুলাই ১১, ২০২৫ • মানবাধিকার https://bddigest.com/news/28094/

88 দেশের বিভিন্ন জায়গায় মাজার ভাঙ্গার ঘটনাগুলো কেন ঘটছে? কারা ঘটাচ্ছে? https://www.bbc.com/bengali/articles/ckg2xygly1no

89 সেপ্টেম্বরে মাজারে হামলা ও অগ্নিসংযোগের ১২ ঘটনা: এমএসএফ। https://www.prothomalo.com/bangladesh/nyobcrx1et

90 In Bangladesh, Intra-Muslim Conflict Results In Death And Destroyed Shrines https://religionunplugged.com/news/sufi-shrines-face-wave-of-attacks-in-bangladesh

91 আর যদি কোন মাজার ভাঙ্গা হয় কাপনের কাপড় পড়ে রাস্তায় নেমে পড়বো আমরা স্বাধীন কাগজ https://swadhinkagoj.com/crime/%E0%A6%86%E0%A6%B0-%E0%A6%AF%E0%A6%A6%E0%A6%BF-%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A6%A8-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A6%BE-%E0%A6%B9%E0%A6%AF/3153/

২৯. বারো আউলিয়ার মাজার[92]

(২০২৪ সালের ৬ আগস্ট রাতে চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড উপজেলায়)

ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কের মাঝখানে অবস্থিত বার আউলিয়ার দরগাহ। (সংগৃহীত)

সার্বিক চিত্র:

২০২৪ সালের ৬ আগস্ট রাতে চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড উপজেলার ঐতিহাসিক “বারো আউলিয়ার মাজার” এলাকায় একদল দুর্বৃত্ত ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের উদ্দেশ্যে হামলার চেষ্টা চালায়। স্থানীয় মাজারপন্থী ও এলাকাবাসীর প্রতিরোধের মুখে হামলাকারীরা মূল মাজারে আঘাত হানতে ব্যর্থ হয়। তবে মাজার সংলগ্ন কিছু

92 স্বাধীন কাগজ https://swadhinkagoj.com/crime/%E0%A6%86%E0%A6%B0-%E0%A6%AF%E0%A6%A6%E0%A6%BF-%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A6%A8-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A6%BE-%E0%A6%B9%E0%A6%AF/3153/

স্থাপনায় সামান্য ভাঙচুর ও আগুন দেয়ার ঘটনা ঘটে। ঘটনাটি মূলত সামাজিক মাধ্যম ও কয়েকটি অনলাইন পত্রিকায় প্রকাশিত তালিকার মাধ্যমে জানা যায়।

হামলার মূল কারণ: প্রকাশিত কোনো সংবাদে সুনির্দিষ্ট কারণ উল্লেখ নেই। তবে গত দেড় বছরে দেশব্যাপী মাজার-বিরোধী তৎপরতার অংশ হিসেবে “শিরক-বিদআত” অজুহাতে এই হামলার প্রচেষ্টা চালানো হয়েছিল বলে ধারণা করা হচ্ছে।

ভিডিও বিশ্লেষণ: ঘটনার কোনো ভিডিও পাওয়া যায়নি।

অভিযুক্ত হামলাকারী: অজ্ঞাত। কোনো নাম-পরিচয় বা গ্রুপ শনাক্ত করা যায়নি। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বাইরে থেকে আগত কিছু লোক হামলার চেষ্টা করেছিল।

প্রশাসনিক অবস্থান: প্রকাশিত কোনো সংবাদে সীতাকুণ্ড থানা বা প্রশাসনের কোনো আনুষ্ঠানিক বক্তব্য পাওয়া যায়নি। ঘটনার গুরুত্ব কম হওয়ায় এবং স্থানীয় প্রতিরোধে হামলা ব্যর্থ হওয়ায় কোনো মামলা বা তদন্ত হয়নি।

কর্তৃপক্ষের অবস্থান: মাজার কমিটির বক্তব্য পাওয়া যায়নি। তবে স্থানীয় মাজার সংশ্লিষ্টরা সামাজিক মাধ্যমে জানিয়েছেন, তারা সজাগ ছিলেন বলেই মূল মাজার রক্ষা পেয়েছে।

সর্বশেষ পরিস্থিতি (ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত):

- বারো আউলিয়ার মূল মাজার অক্ষত রয়েছে।
- হামলায় মাজার কিছু সংলগ্ন অস্থায়ী স্থাপনার ক্ষতি হয়েছিল, তা মেরামত করা হয়েছে।
- কোনো মামলা বা গ্রেফতারের খবর নেই।
- এলাকায় পরিস্থিতি স্বাভাবিক। মাজারে নিয়মিত জিয়ারত ও ওরস অব্যাহত আছে।
- ঘটনাটি তুলনামূলকভাবে কম আলোচিত থাকায় এবং মূল মাজারে হামলা না হওয়ায় পরবর্তীতে কোনো উত্তেজনা সৃষ্টি হয়নি।

৩০. নানা শাহ মাজার[93]

(২০২৪ সালের ৫ এপ্রিল ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার তেলিনগর গ্রামে)

সার্বিক চিত্র:

২০২৪ সালের ৫ এপ্রিল ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার তেলিনগর গ্রামে নানা শাহের মাজারে ভাংচুরের ঘটনা ঘটে। মাজারের খাদেম হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নেতিবাচক অর্থে ভাইরাল বক্তা মৌলভী সুজন শাহ। এই ঘটনাটি এখন পর্যন্ত কেবল অভিযোগ পর্যায়ে রয়েছে এবং বিস্তারিত কোনো তথ্য-প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

হামলার মূল কারণ:

ধারণা করা হচ্ছে, মাজারের খাদেম সুজন শাহ-এর ওয়াজ মাহফিলে কুরুচিপূর্ণ ও বিতর্কিত মন্তব্যের কারণেই এই ভাংচুর সংঘটিত হয়েছে। তবে এটি কেবল অনুমান, কোনো নিশ্চিত প্রমাণ নেই।

ভিডিও বিশ্লেষণ:

ভিডিও সংক্রান্ত কোনো উপাদান পাওয়া যায়নি। শুধুমাত্র কিছু স্থিরচিত্র ও ফেসবুকে প্রকাশিত পোস্টের মাধ্যমে অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে।

অভিযুক্ত হামলাকারী:

হামলাকারীদের পরিচয় সম্পর্কে কোনো নির্দিষ্ট তথ্য বা নাম উল্লেখ করা হয়নি।

প্রশাসনিক অবস্থান:

প্রশাসনের পক্ষ থেকে এই ঘটনা সম্পর্কে কোনো অফিসিয়াল বিবৃতি বা পদক্ষেপের খবর পাওয়া যায়নি।

কর্তৃপক্ষের অবস্থান:

স্থানীয় প্রশাসন বা অন্য কোনো কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে এখনো কোনো প্রতিক্রিয়া বা তদন্তের খবর প্রকাশিত হয়নি।

সর্বশেষ পরিস্থিতি:

ঘটনাটি এখনো অভিযোগ পর্যায়েই রয়েছে। অল্প কিছু স্থিরচিত্র ও ফেসবুকে তীব্র নিন্দা জানানো পোস্ট ছাড়া বিস্তারিত কোনো তথ্য বা আপডেট উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

---

93 নানা শাহ মাজার ভাঙচুর https://www.facebook.com/mdeamin.hasan.16/posts/%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%B6%E0%A6%BE%E0%A6%B9-%E0%A6%AC%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A6%BF-%E0%A6%B0%E0%A6%B9%E0%A6%83%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%AB-%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%99%E0%A6%9A%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A4%E0%A7%80%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A6%BE-%E0%A6%93-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A6-%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%9A%E0%A7%8D%E0%A6%9B%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A6%BF-%E0%A6%A8/1721915905427967/

হামলার গুজব

৩১. সোলাইমান শাহ (লেংটা বাবা) মাজার

(২০২৫ সালের ৩০ই জুলাই, চাঁদপুর জেলার মতলব উত্তর উপজেলার বেলতলী ইউনিয়নের বদরপুর গ্রামে)

সার্বিক চিত্র:

চাঁদপুর জেলার মতলব উত্তর উপজেলার বেলতলী ইউনিয়নের বদরপুর গ্রামে অবস্থিত শাহ সুফি সোলেমান শাহ (র.)-এর মাজার, যিনি স্থানীয়ভাবে "লেংটা বাবা" নামে পরিচিত। এটি একটি ঐতিহ্যবাহী সুফি মাজার, যেখানে প্রতি বছর চৈত্র মাসের ১৭ তারিখে ওরস ও মেলা অনুষ্ঠিত হয় এবং দূর-দূরান্ত থেকে ভক্তরা সমবেত হন। ২০২৫ সালের জুলাই মাসে সামাজিক মাধ্যমে "তৌহিদি জনতা কর্তৃক লেংটা বাবার মাজারে ভাংচুর" শিরোনামে একটি খবর ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে, যা পরবর্তীতে সম্পূর্ণ মিথ্যা ও প্রোপাগান্ডা বলে প্রমাণিত হয়।[94]

ভিডিও বিশ্লেষণ: কোনো ভিডিও ডকুমেন্ট নেই।

অভিযুক্ত হামলাকারী:

কোনো হামলাকারী নেই। "তৌহিদি জনতা" নাম ব্যবহার করে অজ্ঞাত একটি মহল মিথ্যা প্রোপাগান্ডা ছড়িয়েছে।

প্রশাসনিক অবস্থান:

চাঁদপুর জেলা প্রশাসক নিজে সরাসরি এই খবরের মিথ্যাচার প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং জনগণকে প্রোপাগান্ডায় কান না দেওয়ার জন্য সতর্ক করেছেন।

কর্তৃপক্ষের অবস্থান:

চাঁদপুরের জেলা প্রশাসক তাঁর নিজস্ব ফেসবুক আইডি থেকে ৩০ জুলাই ২০২৫ তারিখে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন: "চাঁদপুরে সোলাইমান শাহ (লেংটা বাবা) মাজারে তৌহিদি জনতার ভাংচুর, ফেসবুকে প্রচারিত এই নিউজটি একটি প্রোপাগাণ্ডা। আপনারা প্রোপাগাণ্ডায় কান দিবেন না।" (সূত্র: চাঁদপুর খবর রিপোর্ট, ৩০ জুলাই ২০২৫)

সর্বশেষ পরিস্থিতি:

মাজার সম্পূর্ণ নিরাপদ ও অক্ষত আছে। কোনো ভাংচুর বা হামলার ঘটনা ঘটেনি। স্থানীয় প্রশাসনের সতর্কতায় মিথ্যা প্রোপাগান্ডা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে এবং মাজারে স্বাভাবিক কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

---

[94] চাঁদপুর খবর রিপোর্ট https://chandpurkhobor.com/107571/%E0%A6%B8%E0%A7%8B%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8-%E0%A6%B6%E0%A6%BE%E0%A6%B9-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%9A/

৩২. হযরত লাল শাহ বাবা[95]

(২০ নভেম্বর ২০২৫, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় অবস্থিত)

এক্সক্যাভেটর দিয়ে ভাঙারত অবস্থায় হযরত লাল শাহ বাবার মাজার স্থাপনা। (সংগৃহীত)

সার্বিক চিত্র: ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় অবস্থিত হযরত লাল শাহ বাবার মাজারটি ২০ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে এক্সক্যাভেটর দিয়ে ভাঙা হয়েছে। মাজারটি সরকারি জমিতে অবস্থিত এবং ঢাকা-সিলেট মহাসড়ককে ৬ লেনে উন্নীত করার প্রকল্পের অধীনে জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। এ কারণে মাজারসহ আশেপাশের মসজিদ, ঘরবাড়ি ও অন্যান্য স্থাপনা ভাঙা হয়েছে। স্থানীয়দের দাবি অনুযায়ী, দু'মাস আগে লিখিত সতর্কতা ও চিঠি দেওয়া হয়েছে এবং ক্ষতির পরিমাণ অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়েছে, যদিও কেউ কেউ এখনো ক্ষতিপূরণ পাননি। এটি কোনো হামলা বা নাশকতা নয়, বরং সরকারি উন্নয়ন প্রকল্পের অংশ।

হামলার মূল কারণ: কোনো হামলা নয়। ঢাকা-সিলেট মহাসড়ককে ৬ লেনে উন্নীত করার জন্য সরকারি জমি অধিগ্রহণ এবং রাস্তা সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয়তা। মাজারটি রাস্তার জায়গায় পড়ায় ভাঙা হয়েছে।

ভিডিও বিশ্লেষণ: ফেসবুক লিঙ্কে প্রকাশিত ভিডিওতে দেখা যায়, এক্সক্যাভেটর দিয়ে মাজার ভাঙা হচ্ছে। ভিডিওতে সরকারি কর্মকর্তা ও করপোরেশনের লোকজনের উপস্থিতি ও নেতৃত্ব দেখা যায়। এটি আইনি জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়ার অংশ বলে নিশ্চিত হয়।

অভিযুক্ত হামলাকারী: কোনো অভিযুক্ত নেই। এটি হামলা নয়; সরকারি রোডস অ্যান্ড হাইওয়েজ ডিপার্টমেন্টের অধীনে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের লোকজন এক্সক্যাভেটর ব্যবহার করে ভেঙেছে।

প্রশাসনিক অবস্থান: প্রশাসনের অবস্থান হলো, জমি অধিগ্রহণ আইনি প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন হয়েছে। পূর্বেই কর্তৃপক্ষকে সতর্ক করা হয়েছে এবং ক্ষতিপূরণ প্রদানের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। উন্নয়ন প্রকল্পের স্বার্থে ভাঙা অপরিহার্য ছিল।

কর্তৃপক্ষের অবস্থান: মাজার কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে কোনো আনুষ্ঠানিক বিবৃতি নেই। স্থানীয়রা এটিকে উন্নয়ন কাজের অংশ হিসেবে স্বীকার করেছেন, যদিও ক্ষতিপূরণ না পাওয়ার অভিযোগ রয়েছে।

সর্বশেষ পরিস্থিতি: মাজারটি সম্পূর্ণ ভাঙা হয়েছে। আশেপাশের অন্যান্য স্থাপনাও ভাঙা সম্পন্ন। রাস্তা সম্প্রসারণ কাজ চলমান। কোনো বিরোধ বা পরবর্তী ঘটনার খবর নেই।

---

[95] ব্রাহ্মণবাড়িয়া লাল শাহ বাবার মাজার আজ ২০ নভেম্বর এক্সক্যাভেটর নিয়ে ভেঙ্গে ফেলা https://www.facebook.com/share/v/19nW5c7RhA/

“২০২৪-২০২৫ সালে ঢাকা বিভাগে সংঘটিত মাজারে হামলা” বিষয়ে প্রতিবেদন

সার্বিক তত্ত্বাবধান ও সম্পাদনা: মোহাম্মদ আবু সাঈদ

পেপারওয়ার্ক: মুহাম্মদ তৌহিদুল ইসলাম
ফিল্ডওয়ার্ক: আবু হাসান মোহাম্মদ মুখতার

প্রকাশ:
জানুয়ারি, ২০২৬
মাকাম: সেন্টার ফর সুফি হেরিটেজ
মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
maqambd.org@gmail.com
01878-431312

মাকাম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

ভূমিকা

ঢাকা বাংলাদেশের রাজধানী। বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক বিভাগ। এই বিভাগ ১৯৮৪ সালে গঠিত হয় এবং বর্তমানে ১৩টি জেলা নিয়ে গঠিত: ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, নরসিংদী, মানিকগঞ্জ, গাজীপুর, কিশোরগঞ্জ, টাঙ্গাইল, ফরিদপুর, মাদারীপুর, রাজবাড়ী, শরীয়তপুর, গোপালগঞ্জ এবং মুন্সীগঞ্জ। ভৌগোলিকভাবে, বিভাগটি পদ্মা, মেঘনা, যমুনা এবং ব্রহ্মপুত্র নদীসমূহ দিয়ে ঘেরা। এগুলো এই অঞ্চলের উর্বরতা এবং যোগাযোগ ব্যবস্থাকে সমৃদ্ধ করেছে। এর আয়তন প্রায় ২০,৫৯৪ বর্গকিলোমিটার এবং জনসংখ্যা ৪ কোটিরও বেশি (২০২২ সালের আদমশুমারি অনুসারে), বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ২৫%।

ঐতিহাসিকভাবে, ঢাকা বিভাগ মুঘল যুগ থেকে (১৬শ শতাব্দী) বাংলার রাজধানী হিসেবে পরিচিত, যেখানে সোনারগাঁও, ঢাকা এবং নারায়ণগঞ্জের মতো এলাকায় সুফি সাধকদের প্রভাব অদ্যাবধি বিরাজমান। সুফি ঐতিহ্য এখানে গভীরভাবে প্রোথিত। যেমন মিরপুরের শাহ আলী বাগদাদী, নারায়ণগঞ্জের শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা এবং অন্যান্য আউলিয়াদের মাজারসমূহ এই অঞ্চলের সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় পরিচয়ের অংশ। অর্থনৈতিকভাবে, এটি বাংলাদেশের অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি— ঢাকা শহর দেশের জিডিপির ৩৫% অবদান রাখে, যেখানে গার্মেন্টস, টেক্সটাইল, ব্যাংকিং, আইটি এবং বাণিজ্যিক কেন্দ্রসমূহের অবস্থান। সাংস্কৃতিকভাবে, এখানে লোকসংস্কৃতি, বাউল গান, সুফি মাহফিল এবং মাজার সংস্কৃতি (যেমন: ওরস, মেলা) প্রচলিত। এসব বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তিমূলক ইসলামী ঐতিহ্যকে প্রতিফলিত করে। তবে সাম্প্রতিক রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং ধর্মীয় উগ্রতা এই ঐতিহ্যকে হুমকির মুখে ফেলেছে, যার প্রমাণ মাজার হামলাসমূহ। ঐতিহাসিক ৫ আগস্ট থেকে জুলাই অভ্যুত্থান পরবর্তী সময়ে সারাদেশে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির সুযোগ নিয়ে মাজার, দরগাহ সর্বোপরি মাজার সংস্কৃতির উপর ধারাবাহিক ও সঙ্ঘবদ্ধভাবে আক্রমণ পরিচালিত হয়। এর অংশ হিসেবে ঢাকা বিভাগে ৪৯টি হামলার খবর পাওয়া গিয়েছে।

ঐতিহাসিক ৫ আগস্ট থেকে ডিসেম্বর-২০২৫ পর্যন্ত সময়কালের মধ্যে প্রতিবেদনটি সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। ব্যবহৃত সকল তথ্যের যথাযথ সূত্র প্রদান করা হয়েছে।

এই প্রতিবেদনে ঢাকা বিভাগে মাজারে হামলা সংক্রান্ত যত ঘটনা সংগঠিত হয়েছে প্রায় সকল ঘটনার বিস্তারিত তুলে ধরা হয়েছে। ঘটনার সার্বিক চিত্র, কারণ, ভিডিও ফুটেজ, প্রশাসন, মাজার কর্তৃপক্ষ, মাজারের সর্বশেষ অবস্থান ইত্যাদি সকল বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে।

এটি ‘তদন্ত প্রতিবেদন’ নয়। ঢাকা বিভাগে মাজারে হামলার সার্বিক চিত্র, হামলার শিকার মাজারগুলোর বর্তমান অবস্থা ও বিভিন্ন পরিসংখ্যান হাজির করাই আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য। উদ্দেশ্য হলো, এর মাধ্যমে সরকার, আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে এ ব্যাপারে সচেতন করে তোলা। পাশাপাশি, দেশের সরকার, মিডিয়া সর্বোপরি জনসাধারণের নিকট মাজার হামলার একটি সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরা।

প্রতিবেদনে সংখ্যা, পরিসংখ্যান, শব্দচয়ন ও বানানের বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। তবুও অসতর্কতাবশত কোনো ভুল হয়ে থাকলে তা পাঠকের চোখে পড়লে আমাদেরকে জানানোর সাথে সাথে সংশোধনের সর্বোচ্চ চেষ্টা করা হবে।

সারাংশ

ঢাকা বিভাগে ২০২৪-২০২৫ সালে মাজার-সংক্রান্ত হামলা ও সম্পর্কিত ঘটনার সংখ্যা উল্লেখযোগ্য। ঐতিহাসিক ৫ আগস্ট থেকে ২০২৫ সালের নভেম্বর অবধি চট্টগ্রাম বিভাগে ৩৭টি মাজারে হামলার ঘটনা ঘটেছে। জেলাভিত্তিক বিবরণে দেখা যায়: নরসিংদীতে ১০টি, ঢাকায় ৯টি, নায়ারণগঞ্জে ৫টি, কিশোরগঞ্জ ৩টি, শরিয়তপুরে ২টি, মানিকগঞ্জ ৩টি, গাজীপুর ২টি, এবং রাজবাড়ী, টাঙ্গাইলে ১টি করে- মোট ৩৬টি হামলার ঘটনা প্রমাণিত হয়েছে। পাশপাশি এমন ১৩টি খবর পাওয়া গিয়েছে যার মধ্যে ১টি গুজব, ১টি হামলার হুমকি ও ১১টির বিস্তারিত তথ্য-প্রমাণ পাওয়া যায়নি। অর্থাৎ, প্রমাণিত ঘটনা ৩৬টি এবং অপ্রমাণিত, হুমকি ও গুজব ১৩টি, মোট ৪৯টি।

হামলাগুলোর প্রধান কারণ ধর্মীয় মতাদর্শগত বিরোধ (যেমন: মাজারকে 'শিরক-বিদআত' আখ্যা দিয়ে হামলার পটভূমি তৈরি ও বৈধতা উৎপাদন), রাজনৈতিক প্রতিহিংসা (যেমন: আওয়ামী লীগ-সংশ্লিষ্টতা), সামাজিক অসন্তোষ (যেমন: মাদক সেবন বা অসামাজিক কার্যকলাপের অভিযোগ) এবং জমি-সংক্রান্ত বিরোধ। উদাহরণস্বরূপ: ঢাকা, নরসিংদী ও নারায়ণগঞ্জের ঘটনাগুলোতে 'তৌহিদী জনতা' ব্যানারে সংগঠিত হামলায় ওরস, মেলা বা সুফি সমাজের অনুষ্ঠানকে হামলার লক্ষ্যবস্তু বানানো হয়েছে, যাকে স্থানীয় যুবকদের চারিত্রিক স্থলনের কারণ হিসেবে অভিযোগের মাধ্যমে ন্যায্যতা দেয়া হয়েছে। প্রভাবের দিক থেকে, মাজারগুলোর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান (ওরস, মেলা, মিলাদ) অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ, এবং স্থানীয় সম্প্রদায়ের নিরাপত্তাহীনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে হামলাকারীরা স্থানীয় এলাকার বহিরাগত (যেমন: জামায়াতপন্থী, চরমোনাইপন্থী বা কওমী মাদ্রাসার ছাত্র)। এছাড়া, প্রশাসনিক নিষ্ক্রিয়তা স্পষ্ট: বেশিরভাগ ঘটনায় কোনো মামলা, গ্রেফতার বা তদন্তের অগ্রগতি নেই, যা হামলাকারীদেরকে প্রকারান্তরে উৎসাহিত করেছে। কেবল ৬টি ক্ষেত্রে (যেমন: রাজবাড়ীর নুরাল পাগলার দরবার শরিফ, নরসিংদির হকসাব শাহের মাজার, ঢাকার শুক্কুর আলী শাহ ও বুচাই পাগলার মাজারসহ ইত্যাদি) প্রশাসন সক্রিয়তা প্রদর্শন করেছে, যেখানে মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

হামলার পর অদ্যাবধি অন্তত ১৭টি মাজার পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে। অন্তত ১৪টি মাজারের বাৎসরিক উরসের আয়োজন বন্ধ রয়েছে। এ-সকল হামলায় নারীসহ অন্তত ১৮০জন+ আহত ও ২জন নিহত হয়েছে। হামলার সময় মাজার সংশ্লিষ্ট অন্তত ৪টি মসজিদেও হামলা করা হয়েছে।

সময়কালীনভাবে, ২০২৪ সালের আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে ঘটনার ৭০% এর বেশি কেন্দ্রীভূত ছিল, এসব ঘটনা মোটাদাগে রাজনৈতিক অস্থিরতা (প্রশাসনিক শূন্যতা এবং আইনশৃঙ্খলার দুর্বলতা) থেকে উদ্ভূত। ২০২৫ সালে জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে ওরস বা মিলাদুন্নবী উপলক্ষে হামলা পুনরায় বৃদ্ধি পায়।

পরিসংখ্যান

বিভাগের সবচেয়ে বেশি ঘটনা ঘটেছে নরসিংদীতে, ১০টি। দ্বিতীয় বেশি সংখ্যক ঘটনা ঘটেছে ঢাকায়, ৯টি। প্রধান কারণসমূহ: ধর্মীয় অভিযোগ (বিদআত-শিরক, ৬৫%), স্থানীয় বিরোধ (মাদক-জমি, ১৫%) এবং রাজনৈতিক প্রতিহিংসা (২০%)। হামলাকারী হিসেবে 'তৌহিদী জনতা'র নেতৃত্বই প্রধান (৯০%)। হামলার ঘটনায় প্রশাসনের সক্রিয়তা ২০%; নিষ্ক্রিয়তা ৮০%।

হামলায় আক্রান্ত মাজারসমূহের তালিকা

নিম্নে হামলার শিকার মাজারসমূহের তালিকা প্রদান করা হয়েছে। তালিকাটি দু'টি ছকে বিভক্ত। ১ম ছকে যে সকল মাজারে হামলার ঘটনা প্রমাণিত হয়েছে এবং ক্ষয়ক্ষতি যাচাই করা সম্ভব হয়েছে। ২য় ছকে সে-সকল মাজার যেগুলোতে হামলার অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে কিন্তু প্রমাণিত হয়নি, হুমকি প্রদান করা হয়েছে, হামলার ব্যর্থ চেষ্টা ও হামলার গুজবের ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে।

ছক: ০১

সংখ্যা	মাজারের নাম	সময়	স্থান	ক্ষয়ক্ষতি ও মন্তব্য
১	কোপ্পা/কফা পাগলার মাজার	৫ই আগস্ট ২০২৪	নরসিংদীর পলাশ উপজেলার পারুলিয়ায় অবস্থিত	উগ্রবাদী, জামাতপন্থী কিছু মানুষ এবং তৌহিদি জনতা নামে পরিচিত গ্রুপ কর্তৃক হামলা
২	শাহ সুফি সৈয়দ রেজা সারোয়ার রাজাজীর মাজার	৫ই আগস্ট ২০২৪	নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ উপজেলার দাউদপুর ইউনিয়নের কালনি এলাকায়	৫ই আগস্ট পূর্ববর্তী সময়েও একাধিকবার আক্রান্ত
৩	বোরহান উদ্দিন বৈরাম শাহের মাজার	৫ আগস্ট, ২০২৪	ঢাকার তেজগাঁও কলোনি বাজার এলাকায় অবস্থিত	বর্তমানে মাজারটি এককক্ষে সীমাবদ্ধ।
৪	দেওয়ান শরীফ খানের মাজার/ পারুলিয়া দরবার শরিফ	৫ই আগস্ট ২০২৪ রাতে	নরসিংদীর পলাশ উপজেলায় অবস্থিত	প্রায় ৪লক্ষ টাকার মালামাল ধ্বংস ও সিন্দুক অপহরণ।
৫	শাহ সুফি হযরত হকসাব শাহ (হক পাগলা) মাজার	২০২৪ সালের ৫ই আগস্টে	নরসিংদী জেলার দড়ীনবিপুর গ্রামে	
৬	হজরত হায়দার আলী ইয়ামেনী মাজার	২০২৪ সালের ৬ই আগস্ট	ঢাকার হাজারীবাগ এলাকায় অবস্থিত	
৭	আয়না দরগাহ মাজার	২৫ই আগস্ট ২০২৪ রবিবার বিকেলে,	নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁ উপজেলার সনমান্দি ইউনিয়নের পশ্চিম সনমান্দি গ্রামে	
৮	দেওয়ানবাগী পীরের আস্তানা	৬ই সেপ্টেম্বর ২০২৪	নারায়ণগঞ্জের বন্দর	৪ জন আহত ও

		ভোরে	উপজেলার মদনপুর, দেওয়ান মনোহর খাঁর বাগ এলাকায়	আশেপাশের টিনের ঘরে অগ্নিসংযোগ
৯	হজরত হোসেন আলী শাহের মাজার, লেংটার মাজার	১০ই সেপ্টেম্বর ২০২৪ মঙ্গলবার দিবাগত রাত সাড়ে ১২টার দিকে	নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ উপজেলার পূর্বাচল ১১ নম্বর সেক্টরে	২০০-৩০০ জনের একটি দল দেশীয় অস্ত্র দ্বারা হামলা
১০	উদাম শাহ মাজার	১০ই সেপ্টেম্বর ২০২৪	নরসিংদী জেলার বেলাব উপজেলায়)	
১১	বুচাই পাগলার মাজার	১১ই সেপ্টেম্বর ২০২৪ দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে	ঢাকার ধামরাই উপজেলার সানোড়া ইউনিয়নের বাটুলিয়া এলাকায় কালামপুর-সাটুরিয়া আঞ্চলিক সড়কের পাশে	
১২	আলীম উদ্দিন চিশতিয়া (রঃ)	২০২৪ সালের ১১ সেপ্টেম্বর রাতে,	নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ উপজেলার ভুলতা বাজারের কাছে পোনাবো এলাকায়	
১৩	শাহ সূফি ফসিহ পাগলার মাজার	২০২৪ সালের ১৩ই সেপ্টেম্বর শুক্রবার বিকেল ৩টার দিকে,	গাজীপুর মহানগরের পোড়াবাড়ি এলাকায় ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের পাশে	৮-১০ জন আহত ও ৮টি ঘর পোড়া ও মালামাল লুটপাট
১৪	ফকির করিম শাহ মাজার/ আরশেদ পাগলার মাজার	১৩ই সেপ্টেম্বর ২০২৪ শুক্রবার জুমার নামাজের পর	শরীয়তপুরের জাজিরা উপজেলার বিলাশপুর ইউনিয়নের মেহের আলী মাদবরকান্দি গ্রামে	
১৫	সৈয়দ আবু মোহাম্মদ মঞ্জুরুল হামিদ (রহ.) মাজার (গাউছিয়া দরবার শরীফ)	১৬ই সেপ্টেম্বর ২০২৪ সোমবার	কিশোরগঞ্জের কুলিয়ারচর উপজেলার ছয়সূতী ইউনিয়নের প্রথাবনাথ বাজার সংলগ্ন	১ জন নিহত, ৫০ জন আহত।

১৬	মাওলানা আফসার উদ্দিনের মাজার	২৯ই সেপ্টেম্বর ২০২৪ রাত সাড়ে ১১টা থেকে দুই ঘণ্টার	সাভারের বনগাঁও ইউনিয়নের চাকলিয়া এলাকায়	২০+ আহত।
১৭	বরকত মা মাজার	২০২৪ সালের সেপ্টেম্বর	ঢাকার ধামরাই উপজেলার ইসলামপুর এলাকায়	
১৮	মজিদিয়া দরবার শরিফ (শালু শাহ মাজার)	২০২৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে	শরীয়তপুরের নড়িয়া উপজেলার মোক্তারেরচর ইউনিয়নের পোড়াগাছা গ্রামে	
১৯	হজরত হাজী খাজা শাহবাজ (রাহ.) মাজার-মসজিদ	৫ই নভেম্বর ২০২৪ মঙ্গলবার সকাল ১১টা থেকে ১২টা	ঢাকার দোয়েল চত্বর সংলগ্ন (বাংলা একাডেমির বিপরীত পার্শ্বে	৪-৫ জন আহত। মহিলাসহ
২০	বেলাল পীরের মাজার	২২ই নভেম্বর ২০২৫ তারিখে	টাঙ্গাইল সদর উপজেলার চরপৌলী এলাকায়	
২১	হযরত খেতা শাহ (ওরফে আইয়ুব আলী) মাজার	২০২৫ সালের ২৩ই জানুয়ারি	নরসিংদী সদর উপজেলার করিমপুর ইউনিয়নের শ্রীনগর রসুলপুর কান্দাপাড়া এলাকায়	পূর্ব প্রচারণা ও পোস্টার বিলি করে মাজার হামলা।
২২	মোহাম্মদ আলী মুন্সীর কবর	২৪ই জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে	নরসিংদী জেলার চম্পকনগর গ্রামে	
২৩	শাহ সুফি হযরত ফজলু শাহের মাজার	২৪ই জানুয়ারি ২০২৫	নরসিংদী জেলার কালাইগোবিন্দপুর গ্রাম	
২৪	কুতুববাগ দরবার শরিফ	২০২৫ সালের ২৭ই জানুয়ারি	ঢাকার তেজগাঁওয়ে ফার্মগেটের ৩৪ ইন্দিরা রোডে	ওরস ও অন্যান্য কার্যক্রম সম্পূর্ণ স্থগিত।
২৫	শুক্কুর আলী শাহ ফকিরের মাজার	জানুয়ারি ২০২৫ (বৃহস্পতিবার) রাতে	ঢাকার ধামরাই উপজেলার গাঙ্গুটিয়া ইউনিয়নের অর্জুন নালাই গ্রামে	

২৬	ফকির মওলা দরবার শরিফ	২০২৫ সালের ২১ই ফেব্রুয়ারি	মানিকগঞ্জের সিঙ্গাইর উপজেলার আজিমপুরে	৭-১২ জনকে গ্রেপ্তার ও পরে মুচলেকা দিয়ে মুক্তি
২৭	গাউছে হক দরবার শরীফ	৩১ই মার্চ ২০২৫ এর রাতে	নরসিংদীর রায়পুরা উপজেলায় অবস্থিত	
২৮	নুরাল পাগলার দরবার শরিফ	৫ই সেপ্টেম্বর ২০২৫ জুমার নামাজের পর	রাজবাড়ী জেলার গোয়ালন্দ উপজেলার জুড়ান মোল্লাপাড়া এলাকায়	কবর থেকে লাশ তুলে পুড়িয়ে ফেলা
২৯	পাঁচ পীরের মাজার	১৩ই সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে	ইটনা উপজেলার (কিশোরগঞ্জ জেলা)	
৩০	বিগচান আল জাহাঙ্গীরের মাজার	১৭ই আগস্ট ২০২৪	ঢালুয়ার চর, পলাশ, নরসিংদী	মূলত কবরস্থানের পাশে একটি পাকা কবর; মাজার মনে করে ভাঙচুর হয়।
৩১	আয়নাল শাহ মাজার	৩ই সেপ্টেম্বর ২০২৪	খোটমোড়া, গোতাশিয়া, মনোহরদী, নরসিংদী	বিস্তারিত তথ্য নেই।
৩২	ওয়াইসিয়া/উয়ায়েসি দরবার শরীফ	৯ই সেপ্টেম্বর ২০২৪	ঘিওর, মানিকগঞ্জ	একটি ভিডিওতে মাজারের গ্লাস জানালা ও অভ্যন্তর ভাঙচুরের দৃশ্য দেখা যায়।
৩৩	মা জটালীর মাজার	২০২৪ এর সেপ্টেম্বর মাসে	বাংলা একাডেমি এলাকা, ঢাকা	হামলা ও ভাংচুর
৩৪	ওয়ারিশ পাগলার মাজার	২০২৫ সালের জানুয়ারি মাসে	দড়িগাঁও গ্রাম, সালুয়া ইউনিয়ন, কিশোরগঞ্জ	ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগ হয়েছে।
৩৫	শ্রীপুরের হেরাবন পাক দরবার শরীফ	৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ দুপুরে	শ্রীপুর, গাজীপুর	পীর সাহেবকে মারধর
৩৬	খাজা শাহ সুফি দেওয়ান আব্দুর রশিদ আল চিশতি নিজামি (রা.) দরবার শরীফ	২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪ রাতে	মানিকগঞ্জ	ওরস চলাকালে হামলা

ছক: ০২

হামলার অভিযোগ/ চেষ্টা/ গুজব এমন ঘটনার তালিকা				
সংখ্যা	**মাজারের নাম**	**সময়**	**স্থান**	**ক্ষয়ক্ষতি ও মন্তব্য**
৩৭	গোলাপ শাহ মাজার	১১ই সেপ্টেম্বর ২০২৪	ঢাকার গুলিস্তানে অবস্থিত	হামলার হুমকি।
৩৮	আকবর পাগলার মাজার	৫ আগস্ট ২০২৪	নরসিংদী	স্রেফ অভিযোগ, বিস্তারিত তথ্য নেই।
৩৯	আয়েজ পাগলার মাজার	৫ আগস্ট ২০২৪	নরসিংদী	
৪০	শাহসূফি চানমিয়া দরবার শরীফ	৫ আগস্ট ২০২৪-এর পরপর	নয়াপাড়া, গাজীপুর	
৪১	ফকির মার্কেট মাজার	৫ আগস্ট ২০২৪-এর পরপর	গাজীপুর	
৪২	জাবের পাগলার মাজার	৫ আগস্ট ২০২৪-এর পরপর	গাজীপুর	
৪৩	হাসেন আলী ফকিরের মাজার	৫ আগস্ট ২০২৪-এর পরপর	বেলাব, নরসিংদী	
৪৪	করমদী ফকিরের মাজার	১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪	ভাওয়াল মির্জাপুর বাজার, গাজীপুর	ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের অভিযোগ।
৪৫	আক্কেল আলী শাহের মাজার	সেপ্টেম্বর ২০২৪	রায়পুরা, নরসিংদী	স্রেফ অভিযোগ, তথ্য নেই।
৪৬	আমিনুল হক পাগলার মাজার/আস্তানা	২৩ নভেম্বর ২০২৪	দিলালপুর, নরসিংদী	আস্তানা উচ্ছেদ
৪৭	হানিফ শাহ মাজার	২৪ জানুয়ারি ২০২৫	খোটমোড়া, গোতাশিয়া,	স্রেফ অভিযোগ, তথ্য নেই।

			মনোহরদী, নরসিংদী	
৪৮	শাহ সুফি হযরত আইয়ুব আলী শাহের আস্তানা	২৪ই জানুয়ারি ২০২৫	শ্রীনগর গ্রাম, নরসিংদী	স্রেফ অভিযোগ, তথ্য নেই।
৪৯	হজরত হায়দার শাহ বাবার মাজার		মুহাম্মদপুর, ঢাকা	হামলার গুজব

ঢাকা বিভাগে সংগঠিত প্রমাণিত ৩৬টি ঘটনার জেলাভিত্তিক সংখ্যা:

জেলা	**সংখ্যা**
নরসিংদী	১০
ঢাকা	০৯
নারায়ণগঞ্জ	০৫
কিশোরগঞ্জ	০২
শরিয়তপুর	০৩
মানিকগঞ্জ	০৩
গাজীপুর	০২
রাজবাড়ী	০১
টাঙ্গাইল	০১
ফরিদপুর	০০
মাদারিপুর	০০
মুন্সিগঞ্জ	০০
গোপালগঞ্জ	০০

১. কোপ্পা/কফা পাগলার মাজার

(৫ই আগস্ট ২০২৪, নরসিংদীর পলাশ উপজেলার পারুলিয়ায় অবস্থিত)

মাজারটি বাড়ির অভ্যন্তরে। হামলা পরবর্তী দৃশ্য। এখনো ভাঙা অবস্থায় বিদ্যমান। (ছবি: মাকাম প্রতিনিধি।)

সার্বিক চিত্র: কোপ্পা/কফা পাগলার মাজার[96] (যা কফিল উদ্দিন শাহের আস্তানা নামেও পরিচিত) নরসিংদীর পলাশ উপজেলার পারুলিয়ায় অবস্থিত। এটি একটি ঐতিহ্যবাহী সুফি দরবার শরিফ, যেখানে ওরস এবং অন্যান্য অনুষ্ঠানে ভক্তদের সমাগম হয়। ৫ আগস্ট ২০২৪-এ আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পরবর্তী অস্থিরতায় এই মাজার হামলা, ভাঙচুর এবং লুটপাটের শিকার হয়। মাজারের বিভিন্ন স্থাপনা ধ্বংস করা হয়, পাশের মসজিদেও হামলা চালানো হয়। যার মাজার তার বংশধর এবং পরিবার দেখাশোনার দায়িত্বে আছেন। হামলার পর এলাকায় আতঙ্ক বিরাজ করে।

হামলার মূল কারণ: মাজার অনৈসলামিক কর্মকাণ্ড হিসেবে বিবেচিত হওয়া, যেমন সুফি অনুশীলন, ওরস এবং ভক্তদের সমাগমকে শিরক-বেদাতি মনে করা। এটি ২০২৪-এর রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর সুফি মাজারগুলোকে লক্ষ্য করে চালানো ব্যাপক হামলার অংশ। 'তৌহিদী জনতা' ও 'সর্বস্তরের মুসলমান' দাবি করে একদল 'উগ্রবাদী মুসলিম' এই হামলার নেতৃত্ব দেয়।

ভিডিও বিশ্লেষণ: হামলা চলাকালীন কোনো ভিডিও ও ছবি উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। তবে মাকামের প্রতিনিধি কর্তৃক গৃহীত হামলা পরবর্তী ভিডিওতে দেখা যায়, মাজারটি বিধ্বস্ত অবস্থায় রয়েছে। মাজারের দরজা, জানালা ও মূল মাজারটি আক্রান্ত অবস্থায় দেখা যায়। বেশ কিছু জায়গায় অগ্নিসংযোগের ছাপ পাওয়া যায়।

অভিযুক্ত হামলাকারী: মাজারের খাদেম ও ভক্তরা মাকামের প্রতিনিধিকে জানান, এলাকার ও পার্শ্ববর্তী গ্রামের কিছু উগ্রবাদী 'জামাতপন্থী' কিছু মানুষ এবং 'তৌহিদি জনতা' নামে পরিচিত গ্রুপ এই হামলা পরিচালনা করে। অনেক ক্ষেত্রে কওমী মাদ্রাসার শিক্ষক-শিক্ষার্থী এবং স্থানীয় উগ্রবাদী গ্রুপ জড়িত বলে অভিযোগ করেন।

---

[96] আর যদি কোন মাজার ভাঙ্গা হয় কাপনের কাপড় পড়ে রাস্তায় নেমে পড়বো আমরা। স্বাধীন কাগজ। [https://swadhinkagoj.com/crime/%E0%A6%86%E0%A6%B0-%E0%A6%AF%E0%A6%A6%E0%A6%BF-%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A6%A8-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A6%BE-%E0%A6%B9%E0%A6%AF%E0%A6%AF/3153/]

প্রশাসনিক অবস্থান: প্রশাসন তৎক্ষণাৎ মীমাংসার চেষ্টা করলেও মামলা নিতে অনিচ্ছুক ছিল। অতীতে ওরসের সময় পুলিশ অনুমতি এবং নিরাপত্তা দিত, কিন্তু এবার তার ব্যত্যয় ঘটেছে। সার্বিকভাবে মাজার হামলায় পুলিশ জিডি বা মামলা নিয়েছে, কিন্তু কাউকে গ্রেপ্তার বা শাস্তির আওতায় আনা হয়নি।

কর্তৃপক্ষের অবস্থান: মাজারের বংশধর ও পরিবার দেখাশোনা করেন। তারা অভিযোগ করেন যে, হামলা অনৈসলামিক কর্মকাণ্ডের অজুহাতে চালানো হয়েছে, যদিও মাজারে কোনো শরিয়াহবিরোধী কাজ হয় না। তারা প্রশাসনের কাছে নিরাপত্তা চেয়েছেন।

সর্বশেষ পরিস্থিতি: বর্তমানে (২০২৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত) পরিস্থিতি স্বাভাবিক, কিন্তু বড় অনুষ্ঠান (যেমন ওরস) আয়োজনে হুমকির সম্মুখীন। এ বছর ওরসের সময় হুমকি দেয়া হয়েছে। মাজার পুনর্নির্মাণ বা বড় সমাগমের খবর নেই, ভক্তরা আতঙ্কের মাঝে আছে।

২. শাহ সুফি সৈয়দ রেজা সারোয়ার রাজাজীর মাজার[97]

(৫ই আগস্ট ২০২৪, নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ উপজেলার দাউদপুর ইউনিয়নের কালনি এলাকায়)

শাহ সুফি সৈয়দ রেজা সারোয়ার রাজাজীর মাজারের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছেন তার স্ত্রী অ্যাডভোকেট সৈয়দা জাহিদা সুলতানা। (ছবি: ডেইলি স্টার।)

সার্বিক চিত্র: নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ উপজেলার দাউদপুর ইউনিয়নের কালনি এলাকায় অবস্থিত শাহ সুফি সৈয়দ রেজা সারোয়ার রাজাজীর মাজার একটি ঐতিহ্যবাহী সুফি দরবার, আধ্যাত্মিক কবি ও সুফি সাধকের সমাধিস্থল। মাজারটি কয়েকবার ভাঙচুরের শিকার হয়েছে, যার মধ্যে ২০২৪ সালের ৮ মার্চ ওরসের পরদিন ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা উল্লেখযোগ্য; এতে দানবাক্স লুটপাট হয়েছে এবং এর আগে দুইবার অনুরূপ হামলা ঘটেছে। সর্বশেষ ৫ আগস্ট ২০২৪-এ মাজারটি গুড়িয়ে দেয়া হয় এবং অগ্নিসংযোগ করা হয়, যা দেশব্যাপী সুফি মাজার হামলার তরঙ্গের অংশ। হামলার পর মাজারের ধ্বংসাবশেষে তার স্ত্রী অ্যাডভোকেট সৈয়দা জাহিদা সুলতানা দাঁড়িয়ে ছিলেন। এটি ২০২৪-এর আগস্ট থেকে ২০২৫-এর ডিসেম্বর পর্যন্ত দেশে ঘটে যাওয়া অন্তত দেড়শতাধিক মাজার হামলার একটি, যেখানে অনেক মাজার পরিত্যক্ত এবং অনিরাপদ হয়ে পড়েছে।
উল্লেখ্য যে, শাহ সৈয়দ মোহাম্মদ রেজা সারোয়ার রাজাজী সেন্টার পয়েন্ট তাত্ত্বিক ল্যাবের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ছিলেন। দাবি করা হয়, তিনি স্পেস পয়েন্ট থিওরি, মোদি ও রেজাই শূণ্য তত্ত্ব আবিষ্কার করেছেন।

হামলার মূল কারণ: হামলাগুলোর পেছনে স্থানীয় রাজনৈতিক বা ব্যক্তিগত শত্রুতা থাকতে পারে, কিন্তু বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে ৫ আগস্ট ২০২৪-এর ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের পর প্রশাসনিক শূন্যতা মূল ভূমিকা পালন করে। এতে আইনশৃঙ্খলার দুর্বলতায় কট্টরপন্থী গোষ্ঠী সুফি অনুশীলনকে (যেমন সংগীত, ওরস) অনৈসলামিক মনে করে হামলা চালায়। ৮ মার্চের হামলা ওরসের সাথে যুক্ত, ওরস কিছু গোষ্ঠীকে অসহিষ্ণু করে তোলে।

ভিডিও বিশ্লেষণ: হামলা-পরবর্তী ভিডিওতে[98] মাজারের টিনের ছাদ, গিলাফ, ফুল এবং বিভিন্ন আসবাবপত্র আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে মেঝেতে পড়ে থাকতে দেখা যায়। মাজারের গায়ে এবং সদর দরজাসহ বিভিন্ন দেয়াল-প্রাচীরে অগ্নিসংযোগের স্পষ্ট চিহ্ন বিদ্যমান।

---

[97] মাজারের মৌন আর্তনাদ তরুণ সরকার [https://bangla.thedailystar.net/news/bangladesh/news-653331]

[98] হামলা পরবর্তী ভিডিও (১) https://www.facebook.com/share/v/1AoLfTRNaR/। (২) https://www.facebook.com/share/v/1Lo6JZnMah/

অভিযুক্ত হামলাকারী: হামলাকারীদের নির্দিষ্ট নাম উদ্ধার সম্ভব হয়নি, কিন্তু ৮ মার্চের হামলায় অজ্ঞাত দুর্বৃত্তরা জড়িত বলে জানা যায়। মাজার হামলায় জড়িতদের বিস্তারিত পরিচয় নিশ্চিত করা যায়নি। এ ঘটনায় মামলা হয়েছে এবং এক আসামি গ্রেপ্তার, অন্যরা পলাতক।

প্রশাসনিক অবস্থান: হামলার পর মাজার ধ্বংসপ্রাপ্ত এবং পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে। থানায় মামলা দায়ের হয়েছে এবং একজন গ্রেপ্তার হয়েছে, কিন্তু অন্যরা পলাতক।

কর্তৃপক্ষের অবস্থান: মাজার কর্তৃপক্ষ বা ভক্তদের পক্ষ থেকে সুনির্দিষ্ট অবস্থানের তথ্য নেই, কিন্তু ৮ মার্চের হামলার পর জড়িতদের গ্রেপ্তার ও শাস্তির দাবিতে ১৬ মার্চ ২০২৪-এ রূপগঞ্জ প্রেসক্লাবের সামনে মানববন্ধন হয়েছে।[99] ৫ই আগস্ট পরবর্তী হামলায় কতৃপক্ষ কোনো পদক্ষেপ নেয়নি।

সর্বশেষ পরিস্থিতি: মাজারটি ধ্বংসপ্রাপ্ত এবং পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে, কোনো পুনর্নির্মাণ বা সক্রিয়তা নেই। মাজারটি বর্তমানে তার স্ত্রী অ্যাডভোকেট সৈয়দা জাহিদা সুলতানার নিয়ন্ত্রণাধীন আছে বলে জানা যায়।

---

[99] রূপগঞ্জে মাজার হামলার জড়িতদের গ্রেপ্তারের দাবিতে মানববন্ধন।
[https://www.narayanganjtimes.com/outsite-city/news/23496#google_vignette]

৩. বোরহান উদ্দিন বৈরাম শাহের মাজার[100]

(৫ আগস্ট, ২০২৪, ঢাকার তেজগাঁও কলোনি বাজার এলাকায় অবস্থিত)

সার্বিক চিত্র: ২০২৪ সালের ৫ আগস্টে দেশব্যাপী সুফি মাজার হামলার শুরুর দিনে আক্রান্ত চারটি ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন মাজারের মধ্যে অন্যতম ঢাকার ‘বৈরাম শাহের মাজার’ (বোরহান উদ্দিন বৈরাম শাহ নামেও পরিচিত, তেজগাঁও কলোনি বাজার এলাকায় অবস্থিত)। এটি পাঠান আমলের (আনুমানিক ১৩-১৬ শতক) প্রাচীন মাজার, যার উল্লেখ আছে হাকিম হাবিবুর রহমানের গ্রন্থ 'আসুদেগানে ঢাকা'য়; একসময় এখানে শিলালিপিও ছিল। বর্তমানে মাজারটি একটি কক্ষে সীমাবদ্ধ।

হামলার মূল কারণ: ৫ আগস্ট’র পর সৃষ্ট প্রশাসনিক শূন্যতা ও আইনশৃঙ্খলার দুর্বলতার সুযোগে কট্টরপন্থী গোষ্ঠীর দ্বারা সংঘটিত। নির্দিষ্ট কারণ খুঁজে পাওয়া যায়নি।

ভিডিও বিশ্লেষণ: সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এই মাজারের হামলার পূর্ণ ভিডিও পাওয়া যায়নি; শুধু কিছু বিক্ষিপ্ত স্থিরচিত্র ও ফেসবুক লাইভের অংশ উদ্ধার সম্ভব হয়েছে, যাতে মাজারের বিভিন্ন অংশে অগ্নিসংযোগ ও ভাঙচুরের স্পষ্ট চিত্র দেখা যায়।

অভিযুক্ত হামলাকারী: হামলাকরীদের নির্দিষ্ট নাম বা পরিচয় উল্লেখ নেই; সংঘবদ্ধ দুর্বৃত্ত বা কট্টরপন্থী মব হামলা চালায়। এই মাজারটির হামলার বিস্তারিত ও নির্দিষ্ট অভিযুক্তের তথ্য নেই।

প্রশাসনিক অবস্থান: এই ঘটনায় প্রশাসনের সুনির্দিষ্ট কোনো পদক্ষেপের বিষয়ে জানা যায়নি।

কর্তৃপক্ষের অবস্থান: মাজার কর্তৃপক্ষ বা ভক্তদের পক্ষ থেকে সুনির্দিষ্ট অবস্থানের তথ্য নেই। মাজার কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোনো মামলার খবরাখবর পাওয়া যায়নি।

সর্বশেষ পরিস্থিতি: মাজারটি ধ্বংসপ্রাপ্ত এবং পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে, কোনো পুনর্নির্মাণ বা সক্রিয়তা নেই। মাজারটি বর্তমানে কতৃপক্ষসহ কারো নিয়ন্ত্রণাধীন নেই বলে জানা যায়।

---

[100] মাজারের মৌন আর্তনাদ তরুণ সরকার [https://bangla.thedailystar.net/news/bangladesh/news-653331]

৪. দেওয়ান শরীফ খানের মাজার/ পারুলিয়া দরবার শরিফ

(৫ আগস্ট ২০২৪ রাতে, নরসিংদীর পলাশ উপজেলায় অবস্থিত)

নরসিংদীর পলাশে ঐতিহ্যবাহী দেওয়ান শরীফ খানের মাজারে গত ৫ আগস্ট হামলা ও ভাঙচুর হয়। হামলা পরবর্তী সময়ে মাজারটি বাইরের দৃশ্য। (ছবি: ওয়াহেদ আশরাফ। ডেইলি স্টার।)

সার্বিক চিত্র: দেওয়ান শরীফ খানের মাজার (পারুলিয়া দরবার শরিফ নামেও পরিচিত) নরসিংদীর পলাশ উপজেলায় অবস্থিত একটি ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন মাজার। এটি মুঘল স্থাপত্যশৈলীর হেরিটেজ ভবন, যার মূল সৌধ একগম্বুজবিশিষ্ট। মাজার চত্বরের পরিসর বড়, প্রতিদিন প্রচুর ভক্ত সমাগম হয় এবং পাগল-ফকির-বাউলদের উপস্থিতি থাকে। আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পর ৫ আগস্ট ২০২৪ রাতে হামলায় মাজারের রওজা, আঙ্গিনা, টিনের আস্তানা, গদিঘর, রান্নাঘর, আসনঘর, গেটসহ বিভিন্ন স্থাপনা ভাঙচুর, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ করা হয়। সিন্দুক অপহরণ করা হয়। হামলায় এক ভক্ত লাঠিপেটায় আহত হন এবং আগুনে পোড়ানোর চেষ্টা করা হয়। খাদেম ও মাজার কমিটি মাজারটি দেখাশোনা করে।

হামলার মূল কারণ: হামলাকারীদের অভিযোগ মতে, মাজারে অনৈসলামিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা হতো। হামলাকারীরা মাজারবিদ্বেষী ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে হামলা চালিয়েছে বলে অভিযোগ।

ভিডিও বিশ্লেষণ[101]: হামলা রাতের আধারে সংঘটিত। হামলা পরবর্তী ভিডিওতে দেখা যায়, মাজারের আঙ্গিনা ও সংলগ্ন টিনের আস্তানাগুলো ভেঙে ফেলা হয়েছে। তালাবদ্ধ দরজা ভেঙে অভ্যন্তরে রওজা ভাঙচুর করা হয়েছে। ভক্তদের রাতে থাকার ঘর, আসবাবপত্র ও জিকিরের ঘর (কাফেলা)তে অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে, যার মালামালের মূল্য ২-২.৫ লক্ষ টাকা। পাশের কামাল মাইজভাণ্ডারির কাফেলায় লক্ষাধিক টাকার মালামাল ধ্বংস হয়েছে। গদিঘর থেকে সিন্দুক অপহরণ এবং রান্নাঘর-আসনঘর ভাঙচুর করা হয়েছে।

অভিযুক্ত হামলাকারী: মাজারে অবস্থিত খাদেমরা মাকামের প্রতিনিধিকে জানান, 'জামায়াতপন্থী কিছু স্থানীয় তৌহিদী জনতা' রাতের আঁধারে এই হামলা পরিচালনা করেন। আনুমানিক ৪০০-৫০০ লোকের সমাগমে হামলা চালানো হয়। খাদেম দিন ইসলামের বর্ণনায়, তারা লুটপাট, ভাঙচুর এবং অগ্নিসংযোগ করে। তবে খাদেমদের কেউ হামলাকারীদের নির্দিষ্ট পরিচয় সম্পর্কে অবগত নন বলে জানান।

প্রশাসনিক অবস্থান: মাজার কর্তৃপক্ষ মাকামের প্রতিনিধিকে জানান, প্রশাসন তৎক্ষণাৎ মীমাংসা করার চেষ্টা করেছে, কিন্তু হামলাকারীরা এখনো হুমকি দিচ্ছে। হামলা পরবর্তী দিনগুলোতে সুফিবাদী ও মানবাধিকার সংগঠনগুলো প্রতিবাদ, মানববন্ধন[102] করেছে এবং প্রশাসন-সরকারের সহায়তা চেয়েছে, কিন্তু কোনো সহায়তা পাওয়া যায়নি।

কর্তৃপক্ষের অবস্থান: মাজারের খাদেম ও কমিটি দেখাশোনা করেন। পীর সাহেবের কোনো বংশধর নেই। মাজারের খাদেমরাই হামলার বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন এবং প্রতিবাদে অংশ নিয়েছেন।

সর্বশেষ পরিস্থিতি: বর্তমানে সবকিছু স্বাভাবিক, তবে বড় আকারে অনুষ্ঠান (যেমন ওরস বা মাহফিল) করতে হুমকির সম্মুখীন হচ্ছেন ভক্ত ও খাদেমরা। মাজারের ক্ষয়ক্ষতির মেরামত হয়েছে কি-না তা স্পষ্ট নয়, তবে দৈনন্দিন কার্যক্রম চলমান।

---

101 দেওয়ান শরীফ খান ও মা জয়নাব বিবির মাজার ভাঙচুর [https://youtu.be/HJrx7XwaC-8?feature=shared]

102 দরগা মাজার ভাঙচুরের কেন্দ্র করে প্রতিবাদ সভা [https://www.facebook.com/sobuj.biessnesman/videos/670726715439334/?app=fbl]

৫. শাহ সুফি হযরত হকসাব শাহ (হক পাগলা) মাজার[103]

(২০২৪ সালের ৫ আগস্টে, নরসিংদী জেলার দড়ীনবিপুর গ্রামে)

সার্বিক চিত্র: নরসিংদী জেলার দড়ীনবিপুর গ্রামে অবস্থিত শাহ সুফি হযরত হকসাব শাহ (হক পাগলা) মাজারে ২০২৪ সালের ৫ আগস্টের পরপর হামলার অভিযোগ উঠেছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়ানো তালিকা, মাজার দরগাহ ঐক্য পরিষদের প্রতিবেদন এবং কিছু পত্রিকার প্রতিবেদনে এ অভিযোগ করা হয়। মাজারটি হক পাগলার বাড়িতেই অবস্থিত, যেখানে তার স্ত্রীও বসবাস করেন।

হামলার মূল কারণ: অনৈসলামিক কর্মকাণ্ডের অভিযোগ তুলে হামলা চালানো হয় বলে দাবি।

ভিডিও বিশ্লেষণ: হামলার কোনো ভিডিও বা দৃশ্য উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

অভিযুক্ত হামলাকারী: অভিযোগ মাজারবিদ্বেষী গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে। তাদের নির্দিষ্ট পরিচয় বা সংখ্যার উল্লেখ নেই।

প্রশাসনিক অবস্থান: স্থানীয় ও মাজারের খাদেমরা মাকামের প্রতিনিধিকে জানান, মাজার কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে (হক পাগলার ভাই ফজলু শাহ) মামলা দায়ের করা হয়। এতে কয়েকজন গ্রেপ্তার হয় এবং মামলা বর্তমানে চলমান।

কর্তৃপক্ষের অবস্থান: বর্তমানে মাজারের দেখাশোনা করেন হক পাগলার স্ত্রী ও সন্তানরা। তারা অনৈসলামিক কর্মকাণ্ডের অভিযোগ অস্বীকার করেন এবং মাজারের কার্যক্রমকে ধর্মীয় বলে দাবি করেন।

সর্বশেষ পরিস্থিতি: হক সাহেবের স্ত্রী বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে মাকামের প্রতিনিধিকে জানান, হামলায় মাজারের স্থাপনা ও বাড়িতে ক্ষয়ক্ষতি হলেও বর্তমানে অবস্থা স্বাভাবিক। মাজারের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

---

103 পরিকল্পিতভাবে মাজারের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি ধ্বংস করা হচ্ছে [https://bddigest.news/news/28094/]

৬. হজরত হায়দার আলী ইয়ামেনী মাজার

(২০২৪ সালের ৬ আগস্ট, ঢাকার হাজারীবাগ এলাকায় অবস্থিত)

হামলা পরবর্তীতে হজরত হায়দার আলী ইয়ামেনী মাজারের অভ্যন্তরীণ দৃশ্য। (ছবি: সংগৃহীত)

সার্বিক চিত্র: হজরত হায়দার আলী ইয়ামেনী মাজার ঢাকার হাজারীবাগ এলাকায় অবস্থিত এবং নির্মাণাধীন অবস্থায় ছিল। ২০২৪ সালের ৬ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পরপরই এটি উগ্র গোষ্ঠীর দ্বারা ভাঙচুর এবং অগ্নিসংযোগের শিকার হয়। হামলার ছবি-ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে মুহাম্মদপুরের হজরত হায়দার শাহ বাবার মাজারে হামলার গুজব রটে, যা পরবর্তীতে মুফতি শামসুজ্জামান সুফিবাদীসহ[104] অনেকে অস্বীকার করেন এবং গুজব বলে নিন্দা করেন।

হামলার মূল কারণ: হামলার স্পষ্ট কারণ উল্লেখ নেই, তবে এটি আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পরবর্তী অস্থিরতা এবং সুফি মাজারবিরোধী উগ্র ধর্মীয় গোষ্ঠীর কার্যকলাপের অংশ বলে অনুমান করা যায়।

ভিডিও বিশ্লেষণ[105]: সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া হামলা পরবর্তী ভিডিওতে নির্মাণাধীন মাজারের বিভিন্ন দেয়াল এবং আশেপাশের স্থাপনা ভাঙচুর অবস্থায় দেখা যায়। অন্য ভিডিওতে টুপি-পাঞ্জাবি এবং শার্ট-প্যান্ট পরা কিছু কিশোর ও সদ্য যুবককে হামলার পর মালামাল লুট করতে দেখা যায়।

অভিযুক্ত হামলাকারী: মাজারের খাদেম ও স্থানীয়দের মতে, উগ্র 'জঙ্গি' গোষ্ঠী, যাদের মধ্যে কিশোর ও যুবকরা ছিল। বিস্তারিত পরিচয় বা নাম উল্লেখ নেই।

প্রশাসনিক অবস্থান: প্রশাসনের কোনো স্পষ্ট অবস্থান বা আইনি ব্যবস্থা নিয়ে তথ্য উদ্ধার করা সম্ভব হয় নি। মাজার কর্তৃপক্ষ থেকে কোনো ধরনের জিডি বা মামলা দায়ের করা হয়নি।

কর্তৃপক্ষের অবস্থান: মাজার কর্তৃপক্ষের সরাসরি বক্তব্য নেই, তবে সুফিবাদী নেতা মুফতি শামসুজ্জামান গুজব ছড়ানোর নিন্দা করেন এবং সঠিক তথ্য প্রচার করেন যে হামলা হাজারীবাগের ইয়ামেনী মাজারে হয়েছে, মুহাম্মদপুরের নয়।

সর্বশেষ পরিস্থিতি: মাজার নির্মাণাধীন অবস্থায় ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের শিকার হয়েছে। গুজবের কারণে বিভ্রান্তি ছড়ালেও পরিস্থিতি শান্ত হয়েছে। ২০২৫ পর্যন্ত কোনো পুনর্নির্মাণ বা আর হামলার খবর নেই।

---

104 মুফতি শামসুজ্জামান সুফিবাদী এর গুজব চিহ্নিত ফেসবুক পোস্ট। [https://www.facebook.com/100004702156870/posts/pfbid02hsxn7dLAKhjHxnGSidCSHwA9t14Nw11H3pXwRaFfJcLuepBZm9kaVdFvVLhCGu8Pl/?app=fbl]

105 হামলার ভিডিও ফুটেজ [https://www.facebook.com/groups/2063877380423045/permalink/3391549090989194/?app=fbl]

৭. আয়না দরগাহ মাজার[106]

(২৫ আগস্ট ২০২৪ রবিবার বিকেলে, নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁ উপজেলার সনমান্দি ইউনিয়নের পশ্চিম সনমান্দি গ্রামে)

হামলার ফলে ধ্বংসস্তূপে পরিণত আয়না দরগাহ’র চিত্র। (ছবি: সংগৃহীত)

সার্বিক চিত্র: নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁ উপজেলার সনমান্দি ইউনিয়নের পশ্চিম সনমান্দি গ্রামে অবস্থিত আয়না দরগাহ নামের মাজার ২৫ আগস্ট ২০২৪ রবিবার বিকেলে বিক্ষুব্ধ এলাকাবাসীর দ্বারা সম্পূর্ণ গুঁড়িয়ে দেয়া হয়।[107] মাজারটি দীর্ঘদিন ধরে নারী-পুরুষের অবাধ বিচরণ, অনৈতিক কার্যকলাপ এবং মাদকের আখড়ায় পরিণত হয়েছিল বলে অভিযোগ। মাজারের পাশে মাদ্রাসা, কবরস্থান ও ঈদগাহ থাকা সত্ত্বেও অসামাজিক কাজ বন্ধ না হওয়ায় এলাকার বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ একত্রিত হয়ে হামলা চালায়। কোনো হতাহতের খবর নেই।

হামলার মূল কারণ: মাজারে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা, অনৈতিক কার্যকলাপ, মাদক ব্যবসা, অশ্লীল গান-বাজনা এবং যুবসমাজের নৈতিক অবক্ষয়। এলাকাবাসী একাধিকবার বাধা দিলেও কার্যকর না হওয়ায় বিক্ষোভ থেকে মাজার গুঁড়িয়ে দেয়া হয়।

ভিডিও বিশ্লেষণ[108]: হামলার ভিডিওতে টুপি-পাঞ্জাবি পরিহিত লোকজনকে লোহার রড, হ্যামার নিয়ে দৌড়াতে ও ভাঙচুর করতে দেখা যায়। মাজার নির্মাণের দায়িত্বে থাকা একই ব্যক্তিকে হামলাকারীদের দলে দেখা যায়, যা এলাকাবাসীর মধ্যে প্রশ্ন তুলেছে। হামলাকারীরা বলেন, তারা মাজারের বিরুদ্ধে নয়, মাজারের নামে অপকর্মকারীদের বিরুদ্ধে।

অভিযুক্ত হামলাকারী: বিক্ষুব্ধ এলাকাবাসীরা জানান, যাদের মধ্যে সাদা টুপি-পাঞ্জাবি পরিহিত হেফাজত ইসলামের সমর্থক ও স্থানীয় কওমী মাদ্রাসার ছাত্ররা প্রধান। তারা নিজেদের ‘তৌহিদী জনতা’ বলে দাবি করে।

---

[106] সোনারগাঁয়ে মাজার গুড়িয়ে দিলো এলাকাবাসী [https://www.somoyerkonthosor.com/post/2024/08/25/66cb629fc5f47]

[107] সোনারগাঁয়ে মাজার গুড়িয়ে দিলো এলাকাবাসী Daily Inqilab [https://dailyinqilab.com/bangladesh/news/681258]

[108] সোনারগাঁ উপজেলার সনমান্দী ইউনিয়নের ঐতিহ্যবাহী আয়না দরগা মাজার ভেঙে ফেলেন এলাকা বাসী। [https://www.facebook.com/share/p/1L3tfiaedC/]

প্রশাসনিক অবস্থান: প্রশাসনের সরাসরি অবস্থান বা ব্যবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য নেই। হামলার পর কোনো মামলা বা গ্রেপ্তারের খবর পাওয়া যায়নি।

কর্তৃপক্ষের অবস্থান: মাজার কর্তৃপক্ষের সরাসরি বক্তব্য উল্লেখ নেই। তবে অভিযোগ অনুসারে, তারা এলাকাবাসীর বাধা উপেক্ষা করে অসামাজিক কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছিলেন।

সর্বশেষ পরিস্থিতি: মাজার সম্পূর্ণ গুঁড়িয়ে দেয়া হয়েছে, কোনো স্থাপনা অবশিষ্ট নেই। এলাকায় অসামাজিক কার্যকলাপ বন্ধ হয়েছে বলে দাবি করা হচ্ছে। ২০২৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত কোনো পুনর্নির্মাণ বা আইনি ব্যবস্থার খবর পাওয়া যায়নি। পরিস্থিতি শান্ত, কিন্তু মাজার সংশ্লিষ্টদের মধ্যে ক্ষোভ রয়েছে।

৮. দেওয়ানবাগী পীরের আস্তানা[109]

(৬ সেপ্টেম্বর ২০২৪ ভোরে, নারায়ণগঞ্জের বন্দর উপজেলার মদনপুর এলাকায়)

দেওয়ানবাগী পীরের আস্তানায় ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগ করা হয়। (ছবি: সংগৃহীত।)

সার্বিক চিত্র: নারায়ণগঞ্জের বন্দর উপজেলার মদনপুর (দেওয়ান মনোহর খাঁর বাগ) এলাকায় অবস্থিত বিতর্কিত দেওয়ানবাগী পীরের আস্তানা বা দরবার শরিফ (বাবে জান্নাত দেওয়ানবাগ শরিফ)। এটি সূফী সম্রাট হিসেবে পরিচিত সৈয়দ মাহবুব-এ-খোদা দেওয়ানবাগী প্রতিষ্ঠিত একটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের শাখা। ৬ সেপ্টেম্বর ২০২৪ ভোরে/সকালে আশপাশের ৮-১০ গ্রামের কয়েক হাজার মুসল্লি মসজিদের মাইকে ঘোষণা দিয়ে ঐক্যবদ্ধ হয়ে হামলা চালায়। প্রথমে ভাঙচুর, লুটপাট, তারপর অগ্নিসংযোগ করা হয়।[110] স্থাপনা ভাঙাচুরা, কিছু অংশ পুড়ে যায়, মাজার (পীরের ছেলে ও ভাইয়ের) ভাঙচুর হয়। অন্তত ৪ জন আহত হয়ে ঢাকা মেডিকেলে চিকিৎসা নিয়েছে। পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিস এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। ঘটনার রাতে দরবারে পুলিশ মোতায়েন করা হয়, কিন্তু দেওয়ানবাগীর লোকজন উধাও হয়ে যায়। পীরের ধর্মীয় বক্তব্য নিয়ে দীর্ঘদিনের বিতর্ক ও স্থানীয় ক্ষোভের প্রেক্ষাপটে এ হামলা ঘটে।[111]

হামলার মূল কারণ: দেওয়ানবাগী পীরের ধর্মীয় কর্মকাণ্ডকে ইসলামবিরোধী বা অনৈসলামিক মনে করা। পীর মাহবুব-এ-খোদা প্রায় ৩০ বছর আগে ইসলাম নিয়ে বিতর্কিত বক্তব্য দিয়ে আলেম-ওলামা ও স্থানীয়দের সাথে বিরোধ সৃষ্টি করেন। স্থানীয়রা তাকে ‘ভন্ড পীর’ বলে অভিহিত করে, আস্তানাকে ‘অভিশাপ’ মনে করে উৎখাত করতে চায়। বৃহস্পতিবার পীরের জন্মবার্ষিকী/ঈদে মিলাদুন্নবী উদযাপনের প্রস্তুতি ট্রিগার হিসেবে কাজ করে; মসজিদের মুসল্লিরা বাধা দিলে সংঘর্ষ শুরু হয় এবং পরদিন হামলা চালানো হয়। দীর্ঘদিনের ক্ষোভ ও ধর্মীয় মতাদর্শের পার্থক্যই প্রধান কারণ।

---

109 দেওয়ানবাগীর আস্তানায় ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগ [https://www.facebook.com/100064863903674/posts/pfbid02964shhLq5tn8Lr6rF89Ae4dcNpM2J9b6TkUQnRx2Z9Yx462TcpkzzdY332ghzBn4l/?app=fbl]

110 নারায়ণগঞ্জে দেওয়ানবাগীর মাজারে ভাঙচুর, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ [https://www.dailykaratoa.com/deshjure/article/100632/4938]

111 নারায়ণগঞ্জে দেওয়ানবাগী পীরের দরবারে হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ [https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/1itlghhxar]

ভিডিও বিশ্লেষণ[112]: সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া হামলা পরবর্তী ভিডিওতে দরবার শরিফের নানা আস্তানা ভাঙচুর অবস্থায় দেখা যায়। ২টি টিনের ঘরে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়েছে। বিভিন্ন স্থাপনায় অগ্নিসংযোগের দৃশ্য, ধোঁয়া ও ধ্বংসাবশেষ চোখে পড়ে। স্থাপনা ভাঙাচুরা, পোড়া অংশ এবং লুটপাটের চিহ্ন স্পষ্ট।

অভিযুক্ত হামলাকারী: আশপাশের ৮-১০ গ্রামের কয়েক হাজার স্থানীয় মুসল্লি ও জনতা (নিজেদের 'তৌহিদি জনতা' হিসেবে উল্লেখ করেন)। তারা মসজিদের মাইকে ঘোষণা দিয়ে ঐক্যবদ্ধ হয়। দেওয়ানবাগ জামে মসজিদের ইমাম মাসুম বিল্লাহসহ স্থানীয়রা জড়িত বলে ইঙ্গিত রয়েছে।

প্রশাসনিক অবস্থান: পুলিশ (বন্দর থানার ওসি গোলাম মোস্তফা, ইন্সপেক্টর আবু বকর সিদ্দিক, এএসপি বিল্লাল হোসেন, পুলিশ সুপার প্রত্যুষ কুমার মজুমদার) ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। ফায়ার সার্ভিস আগুন নেভায়। এখনো পর্যন্ত কোনো অভিযোগ দায়ের হয়নি, তাই মামলা হয়নি। জড়িতদের চিহ্নিত করে তদন্ত ও ব্যবস্থা নেয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। পরিস্থিতি শান্ত করতে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছিল।

কর্তৃপক্ষের অবস্থান[113]: আশেকে রসুল পরিষদের সাবেক সভাপতি আব্দুল কাদের ও ঢাকার দেওয়ানবাগ দরবার শরিফের আইন উপদেষ্টা আবদুল আজিজ খালিফা হামলার নিন্দা জানান। এটিকে 'কুচক্রী মৌলবাদীদের' কাজ বলে দাবি করেন। নিজস্ব জমিতে অনুষ্ঠান করার অধিকার আছে বলে জানান। প্রশাসন ও সরকারের সহায়তা চেয়ে অভিযোগ দায়ের করা হয়, কিন্তু তা বেশিদূর এগোয়নি। মাজার ভাঙচুরের বিষয়ে বলেন, প্রধান পীরের মাজার ঢাকায়; এখানে ছেলে ও ভাইয়ের মাজার ভাঙা হয়েছে।

সর্বশেষ পরিস্থিতি: ২০২৫ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত এই নির্দিষ্ট আস্তানায় আর কোনো নতুন হামলার খবর নেই। দরবারের স্থাপনা ভাঙাচুরা ও পোড়া অবস্থায় রয়েছে। দেওয়ানবাগীর অনুসারীদের উপস্থিতি কম, কার্যক্রম সীমিত। কোনো মামলা বা গ্রেপ্তারের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি নেই। সার্বিকভাবে দেওয়ানবাগ শরিফের অন্য শাখায়ও হামলা হয়েছে (যেমন ময়মনসিংহে), কিন্তু এটিতে পরিস্থিতি তুলনামূলক শান্ত। স্থানীয় ক্ষোভ অব্যাহত থাকায় বড় অনুষ্ঠানে ঝুঁকি রয়েছে।

---

112 নারায়ণগঞ্জের বন্দরে দেওয়ানবাগ পীরের দরবারে হামলা ভাঙচুর । Rupali Bangladesh [https://www.facebook.com/ntvdigital/videos/831357248775812/?app=fbl]

113 দেওয়ান শরীফে হামলা কেন? সংবাদ সম্মেলন [https://youtu.be/M2dEJyaJMsE?feature=shared]

৯. হজরত হোসেন আলী শাহের মাজার, লেংটার মাজার[114]

(১০ সেপ্টেম্বর ২০২৪ মঙ্গলবার দিবাগত রাত সাড়ে ১২টার দিকে, নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ উপজেলার পূর্বাচল ১১ নম্বর সেক্টরে)

রূপগঞ্জে মাইকিং করে ভাঙা হলো মসজিদ ও লেংটার মাজার। (ছবি: সংগৃহীত)

সার্বিক চিত্র: হজরত হোসেন আলী শাহের মাজার, লেংটার মাজার নামে অধিক পরিচিত। নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ উপজেলার পূর্বাচল ১১ নম্বর সেক্টরে অবস্থিত। এটি প্রায় ৮০ বছরের পুরনো একটি ঐতিহ্যবাহী মাজার। ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৪ মঙ্গলবার দিবাগত রাত সাড়ে ১২টার দিকে মাইকিং করে লোক জড়ো করার পর ২০০-৩০০ জনের একটি দল দেশীয় অস্ত্র নিয়ে হামলা চালায়।[115] তারা ভেকু (এক্সক্যাভেটর) দিয়ে মাজারের পাকা দালান, পিলার-দেয়াল, রান্নাঘর, আসনঘরসহ সকল স্থাপনা গুড়িয়ে দেয় এবং সংলগ্ন টিনশেড মসজিদ ও টিনের ঘরে অগ্নিসংযোগ করে। হামলায় মাজারে অবস্থানরত খাদেম ও ভক্তরা আহত হয়েছেন। হামলার পরদিন সকালে রূপগঞ্জ থানার ওসি লিয়াকত আলী ও র‍্যাব-১-এর কোম্পানি কমান্ডার তরিকুল ইসলাম ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।[116]

হামলার মূল কারণ: স্পষ্ট কারণ উল্লেখ নেই, তবে এটি ২০২৪-এর আগস্ট-সেপ্টেম্বরে দেশব্যাপী মাজার হামলার অংশ, যেখানে সুফি অনুশীলনকে ইসলাম-বিরোধী বা শিরক হিসেবে বিবেচনা করে মাইকিংয়ের মাধ্যমে 'তৌহিদি জনতা'কে জড়ো করে হামলা চালানো হয়। রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং ধর্মীয় উগ্রবাদী দৃষ্টিভঙ্গি সম্ভাব্য কারণ।

---

114 মাইকিং করে গুড়িয়ে দেয়া হলো লেংটার মাজার
নিজস্ব প্রতিনিধি, রূপগঞ্জ
[https://ekattor.tv/country/dhaka/69458/%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%82-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A7%81%E0%A7%9C%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A7%87-%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%B9%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%BE-%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%82%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0]

115 পূর্বাচলে ৮০ বছরের পুরনো মসজিদে আগুন হযরত হোসেন আলী শাহ্ ল্যাংটার মাজারে হামলা চালিয়ে গুড়িয়ে দিয়েছে দুর্বৃত্তরা [https://daily-destiny.com/?p=48192]

116 রূপগঞ্জে মাইকিং করে ভাঙা হলো মসজিদ ও লেংটার মাজার [https://dbcnews.tv/articles/137663]

ভিডিও বিশ্লেষণ[117]**:** হামলা পরবর্তী ভিডিওতে[118] দেখা যায়, মাজারের পাকা দালানগুলো ভেকু দিয়ে দেড় ঘণ্টার তাণ্ডবে পিলার, দেয়ালসহ বিভিন্ন অংশ ভেঙে মাটিতে গুড়িয়ে দেয়া হয়েছে। মাজার সংলগ্ন রান্নাঘর, আসনঘরসহ বিভিন্ন স্থাপনায় ভাঙচুর করা হয়েছে। আশেপাশের বেশ কিছু টিনের ঘর পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে। ইন্টারভিউতে জানা যায়, হামলা চলাকালীন খাদেম ও ভক্তরা আহত হয়েছেন। শুরুতে অল্প লোক হামলা করলেও মাইকিংয়ের মাধ্যমে তা কয়েক হাজারে পরিণত হয়।

অভিযুক্ত হামলাকারী: দুর্বৃত্ত বা অজ্ঞাতপরিচয় ২০০-৩০০ জন ব্যক্তি, যারা মাইকিং করে জড়ো হয়ে দেশীয় অস্ত্র ও ভেকু নিয়ে হামলা চালায়। পুলিশের মতে, কাউকে এখনো চিহ্নিত করা যায়নি।

প্রশাসনিক অবস্থান: হামলার তাৎক্ষণিক সময়ে রূপগঞ্জ থানার ওসি লিয়াকত আলী বলেন, রাতে দুর্বৃত্তরা হামলা, ভাঙচুর ও মসজিদে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে। র‍্যাব-১-এর কোম্পানি কমান্ডার তরিকুল ইসলাম ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছিলেন। জড়িতদের বিরুদ্ধে দ্রুত আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানানো হলেও মামলার অগ্রগতি সম্পর্কে জানানো হয়নি।

কর্তৃপক্ষের অবস্থান: মাজারের খাদেম জাকির হোসেন বলেন, রাত সাড়ে ১২টার দিকে ২০০-৩০০ জন দেশীয় অস্ত্র নিয়ে প্রবেশ করে ভেকু দিয়ে মাজার ভেঙে ফেলে এবং টিনশেড মসজিদে আগুন ধরিয়ে দেয়। এক ভক্ত জানান, মাইকিংয়ের মাধ্যমে সহায়তা চেয়েও কাজ হয়নি।

সর্বশেষ পরিস্থিতি: মাজার ও সংলগ্ন মসজিদসহ স্থাপনা সম্পূর্ণ গুড়িয়ে দেয়া হয়েছে, ধ্বংসাবশেষ পড়ে আছে। ২০২৫ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত এই মাজারে আর কোনো হামলার খবর নেই, তবে দেশব্যাপী মাজার হামলার প্রেক্ষাপটে নিরাপত্তাহীনতা অব্যাহত। কোনো পুনর্নির্মাণ বা মামলার অগ্রগতির খবর পাওয়া যায়নি।

---

[117] ৮০ বছরের মাজার ভাঙচুর, News 24 [https://www.facebook.com/share/v/1QQu5v6c5v/]
[118] ভাঙচুর পরবর্তী ভিডিও ফুটেজ [https://www.facebook.com/100090203523419/videos/1055279379330660/?app=fbl]

১০. উদাম শাহ মাজার[119]

(১০ই সেপ্টেম্বর, ২০২৪, নরসিংদী জেলার বেলাব উপজেলায়)

চিত্রে প্রথম অংশে হামলার পরবর্তী দৃশ্য এবং দ্বিতীয় অংশে হামলার পূর্বে মূল মাজার দৃশ্যমান। (ছবি: সংগৃহীত)

সার্বিক চিত্র: নরসিংদী জেলার বেলাব উপজেলায় অবস্থিত উদাম শাহ মাজার ও আস্তানায় (তাজুল ইসলাম ওরফে উদাম শাহের আস্তানা) হামলা চালানো হয়। হামলায় ৩০ বছরের পুরাতন হাছেন আলীর কবরের উপর তৈরি মাজারের কাঠামো ভাঙচুর করা হয়,[120] লাল গামছা ও সাজসজ্জা তছনছ করা হয় এবং পাশের টিনশেড আস্তানা সম্পূর্ণ ভেঙে ফেলা হয়। ঘটনাস্থলে আগরবাতি, ভাঙা মাটির কলস ও শুকনো ফুল ছড়ানো-ছিটানো অবস্থায় পাওয়া যায়।

হামলার মূল কারণ: স্থানীয়দের মতে, মৃত ব্যক্তির কবরকে মাজার বানিয়ে 'ভণ্ডামি ও ধর্ম ব্যবসা'র অভিযোগে হামলা চালানো হয়। অভিযুক্ত তাজুল ইসলাম ওরফে উদাম শাহ অন্য একটি মাজার থেকে বিতাড়িত হয়ে এখানে এসে আস্তানা গেড়ে সাধারণ মানুষকে পানি পড়া দিচ্ছিলেন, যা স্থানীয় যুবকদের ক্ষুব্ধ করে তোলে।

ভিডিও বিশ্লেষণ: হামলার কোনো ভিডিও ও ছবি উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

অভিযুক্ত হামলাকারী: অভিযুক্তরা হলেন স্থানীয় যুবক ও সচেতন মহলের লোকজন। তাদের নির্দিষ্ট পরিচয় বা সংখ্যার খবর পাওয়া যায়নি।

প্রশাসনিক অবস্থান: বেলাব থানার ওসি মো. ফখরুউদ্দীন ভূঁইয়া বিষয়টিকে রাতারাতি মাজার বানানো 'ভণ্ডামি' হিসেবে দেখেছেন। তবে ঘটনায় থানায় কোনো লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়নি, ফলে কোনো আইনি পদক্ষেপ নেয়া হয়নি।

কর্তৃপক্ষের অবস্থান: তাজুল ইসলাম ওরফে উদাম শাহ দাবি করেছেন যে, তিনি অন্যায়ভাবে হামলার শিকার হয়েছেন। তারা মাজার ও আস্তানাকে ধর্মীয় কার্যক্রম হিসেবে দেখেন এবং ভণ্ডামির অভিযোগ অস্বীকার করেন।

সর্বশেষ পরিস্থিতি: উদাম শাহের আস্তানা সম্পূর্ণ ভেঙে দেয়া হয়েছে। স্থানীয় সচেতন মহল এটিকে 'ধর্মব্যবসা' বন্ধের পদক্ষেপ হিসেবে দেখছেন। অন্যদিকে উদাম শাহ নিজেকে অন্যায়ের শিকার বলে দাবি করছেন। কোনো অভিযোগ না থাকায় পরিস্থিতি স্থিতিশীল।

---

119 মাজার ভেঙে ফেললো যুবকরা [https://www.risingbd.com/bangladesh/news/334768]

120 আমাদের সময় [https://www.dainikamadershomoy.com/details/0191e273383e5]

১১. বুচাই পাগলার মাজার[121]

(১১ সেপ্টেম্বর ২০২৪ দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে, ঢাকার ধামরাই উপজেলার সানোড়া ইউনিয়নের বাটুলিয়া এলাকায় কালামপুর-সাটুরিয়া আঞ্চলিক সড়কের পাশে)

হামলার পর সামনের সড়ক থেকে বুচাই পাগলার মাজারের দৃশ্য। (ছবি: সংগৃহীত)

হামলার ফলে এভাবেই ধ্বসে পড়ে টিনশেডের প্রশাসনিক অফিস। (ছবি: সংগৃহীত)

সার্বিক চিত্র: বুচাই পাগলার মাজার (আধ্যাত্মিক সাধক হিসেবে পরিচিত) ঢাকার ধামরাই উপজেলার সানোড়া ইউনিয়নের বাটুলিয়া এলাকায় কালামপুর-সাটুরিয়া আঞ্চলিক সড়কের পাশে অবস্থিত। বুচাই পাগলা (মৃত্যু ২০০০ সালে সড়ক দুর্ঘটনায়) কিশোর বয়সে মানসিক ভারসাম্য হারালেও আধ্যাত্মিক গুণের জন্য ভক্ত-অনুসারী তৈরি হয়; তাঁর কবর ঘিরে মাজার গড়ে ওঠে। প্রতিবছর ওরস ও মাসব্যাপী মেলা হয়, বাউলগানসহ অনুষ্ঠান থাকে। ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৪ দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে ৫০০'র বেশি লোক[122] (আশপাশের মাদ্রাসার শিক্ষক-শিক্ষার্থী, ইমাম, আলেম-ওলামাসহ) ভেকু দিয়ে মাজার ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়, প্রশাসনিক ঘর, ভক্তদের থাকার ঘর ভাঙচুর করে এবং অতিথি ভবনের কক্ষে অগ্নিসংযোগ করে। প্রায় দুই ঘণ্টা তাণ্ডব চলে; বেলা আড়াইটায় সেনাবাহিনী ও প্রশাসন এসে নিয়ন্ত্রণ করে। মাজারের দানের টাকায় মসজিদ পরিচালনা, মাদ্রাসায় সহায়তা ও অসহায়দের সাহায্য করা হতো।[123]

---

121 জেলা ধামরাইয়ে বুচাই পাগলার মাজার ভাঙচুর, ভবনে অগ্নিসংযোগ প্রথম আলো [https://www.prothomalo.com/amp/story/bangladesh/district/qzpayr9lsh]

122 ধামরাইয়ে বুচাই পাগলার মাজারে হামলা–ভাঙচুর [https://bangla.thedailystar.net/news/bangladesh/news-613446]

123 গুঁড়িয়ে দেওয়া হলো ল্যাংটা ও বুচাই চান পাগলার মাজার [https://www.kalbela.com/country-news/120344]

হামলার মূল কারণ: হামলাকারীরা দাবি করেন, মাজারে 'শিরক-বেদাতি' কাজকর্ম, ইসলামবিরোধী কর্মকাণ্ড, মাদক সেবন (গাঁজা) ও অনৈতিক কাজের আখড়া। মেলায় গানবাজনা ও মাদকের অভিযোগ। মাওলানা মনিরুল ইসলাম ও আবুল কাশেমের মতো স্থানীয় নেতারা এটিকে 'বেদাতি কাজ বন্ধ' ও 'তৌহিদি জনতার' পদক্ষেপ বলে দাবি করেন। মাজার সংশ্লিষ্টদের দাবি: শরিয়াহবিরোধী কাজ কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ছিল, মাদক নিষিদ্ধ, সিজদা দেয়া বারণ; হামলাকারীদের অভিযোগ ভুল ধারণা থেকে উদ্ভূত।

ভিডিও বিশ্লেষণ[124]: সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা যায়, টুপি-পাঞ্জাবী পরিহিত বিভিন্ন বয়সী লোক লাঠি, হ্যামার নিয়ে সরঞ্জাম ভাঙচুর করছে; ভেকু দিয়ে মূল ভবন গুঁড়িয়ে দেয়া হচ্ছে। তিনটি গম্বুজের মধ্যে তিনটি ভাঙা, সীমানা দেয়াল, টিনের কক্ষ ধ্বংস; মালপত্র লুট। হামলার সময় যে-সকল স্লোগান দেয়া হয়েছে: 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ', 'আল্লাহু আকবার', 'ভন্ডদের আস্তানা জ্বালিয়ে দাও', 'দেশে কোনো মাজার থাকবে না'।[125] কালো রঙে কালেমা লেখা পতাকাবাহী ব্যক্তিও ছিল। অধিকাংশ হামলাকারী কওমী মাদ্রাসা থেকে আগত বলে দাবি করা হয়।[126]

অভিযুক্ত হামলাকারী: আশপাশের মাদ্রাসার শিক্ষক-শিক্ষার্থী, মসজিদের ইমাম (যেমন কুশুরা দক্ষিণ কান্টাহাটি মসজিদের মাওলানা মনিরুল ইসলাম), আলেম-ওলামা (ধামরাই ওলামা পরিষদ, ইমাম পরিষদ, কালামপুর আঞ্চলিক ইমাম পরিষদ)। সমন্বয়ক আবুল কাশেমসহ 'তৌহিদি জনতা'। স্থানীয়রা দাবি করেন, বহিরাগত, স্থানীয় জামাত-শিবির ও কওমীরা জড়িত।

প্রশাসনিক অবস্থান[127]: হামলার খবরাখবর শুনে সহকারী কমিশনার (ভূমি) প্রশান্ত বৈদ্য: ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। হামলাকারীদের দাবি শুনে ইউএনওর সাথে বৈঠকের প্রতিশ্রুতির কথা বুঝিয়ে সরিয়ে দেয়া হয়। সেনাবাহিনী ও পুলিশ উপস্থিত থাকলেও হামলাকারীদের কর্মকাণ্ডে বাঁধা দিতে পারেনি। কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রাথমিকভাবে কোনো মামলা দায়ের হয়নি।

কর্তৃপক্ষের অবস্থান: খাদেম মো. দেলোয়ার হোসেন ও কমিটির সাধারণ সম্পাদক মো. দেলোয়ার হোসেন দুলাল বলেন, মাজার ভাঙা ঠিক হয়নি, শরিয়াহবিরোধী কাজ হয়নি, সিজদা নিষিদ্ধ ছিল; দানের টাকা কল্যাণে ব্যয় করা হতো। ভুল ধারণা থেকে হামলা হয়েছে। মসজিদের ইমাম সোহেল মাহমুদ বলেন, এটি ইসলামবিরোধী কাজ। স্থানীয় বাসিন্দারা (তারা মিয়া, জাহাঙ্গীর আলম) বলেন, মাজার ভাঙা অন্যায়, অভিযোগ থাকলে প্রশাসনে জানানো যেত।

সর্বশেষ পরিস্থিতি: মাজার সম্পূর্ণভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত। কবর, প্রাচীর, গম্বুজ, প্রশাসনিক ঘর গুঁড়িয়ে দেয়া; অতিথি ভবনে আগুন, আসবাবপত্র পোড়ানো। এলাকায় ক্ষোভ, ভক্তরা দুঃখ প্রকাশ করেন। ২৬ জানুয়ারি ২০২৫-এ ঢাকার ধামরাই আমলি আদালত (সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মো. জুনাইদ) প্রথম আলোর প্রতিবেদন আমলে নিয়ে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে ধামরাই থানার ওসিকে নিয়মিত মামলা রুজুর নির্দেশ দেন (পেনাল কোডের বিভিন্ন ধারায়) এবং পিবিআইকে তদন্তের নির্দেশ দেন।[128] ২০২৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত মামলার তদন্ত চলমান, কোনো গ্রেপ্তার বা পুনর্নির্মাণের খবর নেই।

---

124 ধামরাই বুচাই পাগলা মাজার শরীফের ডেকু দিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। /Raziul Karim [https://www.facebook.com/share/r/1HkxTpe8nF/]
125 মাজার ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ https://youtu.be/dxU16Eu3IpI?feature=shared
126 বুচাই পাগলা মাজার হামলার ফুটেজ [https://www.facebook.com/share/v/1AYiLmr3k8/]
127 ধামরাইয়ে মাজার ভাঙচুরের ঘটনায় ওসিকে মামলার নির্দেশ আদালতের [https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/5qzyv2f6yaa]
128 ধামরাইয়ে মাজার ভাঙচুরের ঘটনা পিবিআইকে তদন্তের নির্দেশ [https://www.risingbd.com/amp/news/592204]

১২. আলীম উদ্দিন চিশতিয়া (রঃ)[129]

(২০২৪ সালের ১১ সেপ্টেম্বর রাতে, নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ উপজেলার ভুলতা বাজারের কাছে পোনাবো এলাকায়)

হামলা পরবর্তী মাজারের ধ্বংসাবশেষের আভ্যন্তরীণ দৃশ্য। (ছবি: সংগৃহীত)

হামলা পরবর্তী ক্ষতিগ্রস্থ মাজারের বহিরাঙ্গনের দৃশ্য। (ছবি: সংগৃহীত)

সার্বিক চিত্র: নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ উপজেলার ভুলতা বাজারের কাছে পোনাবো এলাকায় অবস্থিত আলীম উদ্দিন চিশতিয়ার মাজার (শ্রীপুর দরবার শরীফ নামেও পরিচিত)। প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে এখানে বাৎসরিক উরসসহ প্রতি বৃহস্পতি-শুক্রবার ভক্তদের মিলনমেলা এবং সাপ্তাহিক মাহফিলে বিশিষ্ট বাউল শিল্পীদের অংশগ্রহণে আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠান চলে আসছিল। ২০২৪ সালের ১১ সেপ্টেম্বর রাতে দুর্বৃত্তরা সংঘবদ্ধভাবে মাজারটি ভাঙচুর করে। এরপর থেকে মাজার কমপ্লেক্স তালাবদ্ধ ও পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে; খাদেম, ইমাম ও ভক্তরা নিরাপত্তার আশঙ্কায় নিরুদ্দেশ।

হামলার মূল কারণ: সরেজমিনে যাচাই করে হামলা নিয়ে সুনির্দিষ্ট কারণ উদ্ধার সম্ভব হয়নি। তবে, অন্যান্য হামলার মতো এখানেই ধর্মীয় মতবিরোধই প্রধান কারণ বলে অনুমান করা যায়।

[129] মাজারের মৌন আর্তনাদ [https://bangla.thedailystar.net/news/bangladesh/news-653331]

ভিডিও বিশ্লেষণ[130]: সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া হামলা-পরবর্তী ভিডিওতে মাজারের ভাঙচুর, আশেপাশের পাকা কবর ভাঙা অবস্থা এবং মাজারের গিলাফ ও পাগড়ী বাইরে বিক্ষিপ্তভাবে পড়ে থাকতে দেখা যায়। মাজার লাগোয়া মসজিদেও ভাঙচুরের চিহ্ন রয়েছে এবং সামগ্রিক ধ্বংসাবশেষ স্পষ্ট।

অভিযুক্ত হামলাকারী: অজ্ঞাত পরিচয়ে সংঘবদ্ধ দুর্বৃত্ত। কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর নাম উল্লেখ নেই।

প্রশাসনিক অবস্থান: স্থানীয় প্রশাসন বা পুলিশের সুনির্দিষ্ট অবস্থান সম্পর্কে জানা যায়নি। তবে সর্বশেষ পরিদর্শনে (জানুয়ারি ২০২৫) মাজার অঙ্গনে কাউকে পাওয়া যায়নি, এটি নিরাপত্তাহীনতার ইঙ্গিত বহন করে।

কর্তৃপক্ষের অবস্থান: কর্তৃপক্ষের সুনির্দিষ্ট বক্তব্য-বিবৃতি নেই। দেশব্যাপী মাজার হামলার প্রেক্ষিতে অন্তর্বর্তী সরকার জিরো টলারেন্স নীতি ঘোষণা করেছে এবং কিছু ঘটনায় মামলা হয়েছে, তবে এ নির্দিষ্ট ঘটনায় বিস্তারিত নেই।

সর্বশেষ পরিস্থিতি: জানুয়ারি ২০২৫ পর্যন্ত মাজারটি তালাবদ্ধ ও পরিত্যক্ত ছিল। ভেতরের মসজিদে ভাঙচুরের চিহ্ন, প্রাক্তন খাদেম আব্দুল হকের সমাধির কাঠামো বিধ্বস্ত ও ভক্তনিবাস খালি ছিল। খাদেম, ইমাম ও ভক্তরা পুনরায় হামলার আশঙ্কায় ফিরছেন না। সরেজমিন পরিদর্শনে (অক্টোবর-নভেম্বর ২০২৪ ও জানুয়ারি ২০২৫) কথা বলার মতো কাউকে পাওয়া যায়নি। এক তরুণ ভক্ত (বাহাউদ্দিন নকশবন্দি) জানিয়েছেন, নিরাপত্তাহীনতায় কেউ আসছেন না।

---

130 ভুলতা গাউসিয়া (রূপগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ) বাবা আলিম উদ্দিন চিশতির মাজার হামলা / Syed tarik https://www.facebook.com/share/v/19i4yLBgEA/]

১৩. শাহ সূফি ফসিহ পাগলার মাজার[131]

(২০২৪ সালের ১৩ই সেপ্টেম্বর শুক্রবার বিকেল ৩টার দিকে, গাজীপুর মহানগরের পোড়াবাড়ি এলাকায় ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের পাশে)

হামলা পরবর্তী মাজার গেইট ও বাইরের দৃশ্য।

হামলার শিকার মূল ভবন ও খাদেমদের ঘর।

মাজার ও খাদেমদের ঘরের আসবাবপত্র পুড়িয়ে দেয়া হচ্ছে। (ছবি: সংগৃহীত)

সার্বিক চিত্র: গাজীপুর মহানগরের পোড়াবাড়ি এলাকায় ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের পাশে অবস্থিত শাহ সূফি ফসিহ উদ্দীন ওরফে ফসিহ পাগলার মাজার আশির দশকে গড়ে ওঠে। ফসিহ পাগলা নামে এক বয়োবৃদ্ধ লোকের কুটির থেকে শুরু হয়ে এটি ভক্তদের দানে পরিচালিত হয়, যেখানে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে ভক্তরা এসে মানত পূরণ করতেন, শিরনির আয়োজন করতেন এবং দান করতেন।[132] মাজার চত্বরে হাফিজিয়া মাদ্রাসা, এতিমখানা, দাখিল মাদ্রাসা, উচ্চ বিদ্যালয় ও মসজিদ গড়ে ওঠে, যা ভক্তদের দানের টাকায় পরিচালিত হতো। ২০২৪ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর শুক্রবার বিকেল ৩টার দিকে জুমার নামাজের পর কয়েকশ' মুসল্লি ভাড়া করা বুলডোজার, লাঠি-শাবল-রড নিয়ে 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনিতে হামলা চালায়।[133] প্রায় এক ঘণ্টা ধরে সীমানা প্রাচীর, খাদেমের ঘর, মূল ভবন গুঁড়িয়ে দিয়ে

131 গাজীপুরে মাজারে ভাংঙুর-অগ্নিসংযোগ [https://bangla.thedailystar.net/news/bangladesh/crime-justice/news-613846]

132 গাজীপুরে 'ফসিহ পাগলা'র মাজার ভাঙচুর-লুটপাট-অগ্নিসংযোগ [https://www.khaborerkagoj.com/country/828757]

133 গাজীপুর সাললা পোড়াবাড়ি,, ফছি পাগলার মাজার ভাঙ্গচুর ও অগ্নিসংযোগ।।
https://www.facebook.com/share/v/17x5xA5CY2/

অগ্নিসংযোগ ও লুটপাট করে। খাদেম মনু মিয়াসহ কয়েকজন আহত হন। এতিমখানা বন্ধের ঝুঁকিতে পড়ে। হামলার পর টঙ্গীতে মানববন্ধন[134] ও প্রতিবাদ হয়, সুফি ঘরানার ব্যক্তিবর্গ জিয়ারত করে মোনাজাত করেন।[135]

হামলার মূল কারণ: হামলাকারীদের অভিযোগ, মাজারে ইসলামবিরোধী কর্মকাণ্ড, মাদকের আসর, চাঁদাবাজি, অসামাজিক কাজ, জুয়া, গান-বাজনা ও গাঁজা সেবন হয়; প্রতিবছর ওরসে মেলা বসে এবং মাজারের নামে ব্যবসা চলে। তারা মাজারকে 'শিরক' ও 'ভণ্ডদের আস্তানা' বলে ধ্বংস করার দাবি তোলে। মাজার কর্তৃপক্ষ ও ভক্তদের দাবি: মাদক নিষিদ্ধ, দানের টাকায় অসহায়দের সহায়তা, মসজিদ-মাদ্রাসা ও এতিমখানা চলে; কোনো শরীয়তবিরোধী কাজ হয় না।

ভিডিও বিশ্লেষণ: সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা যায়, হামলাকারীরা "ভণ্ডদের আস্তানা জ্বালিয়ে দাও, পুরিয়ে দাও" ও "লিল্লাহি তাকবির আল্লাহু আকবর" স্লোগান[136] দিয়ে তালাবদ্ধ সদর দরজায় হামলা করে ভাঙে। দানবাক্স ভেঙে টাকা নিয়ে যায়। হামলা-পরবর্তী ভিডিওতে সেনাবাহিনী ও rab এর টহল দেখা যায়। হামলার দিন রাতেও কিছু ভক্ত মোমবাতি জ্বালাতে আসেন। এক স্থানীয় জানান, ৮টি ঘর পোড়ানো হয়েছে এবং লক্ষাধিক টাকার মালামাল লুট-ধ্বংস হয়েছে। কবর খননের চেষ্টা করা হয় কাফনের কাপড় দেখা পর্যন্ত। লাশ তুলে নেয়ারও হুমকি দেয়া হয় কিন্তু ভক্তদের বাধায় ব্যর্থ হয়।[137]

অভিযুক্ত হামলাকারী: স্থানীয় বিভিন্ন মসজিদের কয়েকশ' মুসল্লি, মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষক ও ইমামসহ একদল লোক; পোড়াবাড়ি, সালনা, জোলারপাড়, ভাওরাইদসহ আশপাশের এলাকা থেকে জড়ো হয়। তারা 'ইসলামবিরোধী কর্মকাণ্ড ও মাদকের' অভিযোগ তুলে হামলা চালায়। ফসিহ পাগলার নাতি মাসুদ কামালের অভিযোগ, বিএনপির কিছু ব্যক্তি (সবদুল, গিয়াস পলান, মকবুল ডাক্তার) হামলায় জড়িত, আগস্ট থেকে লুটপাট শুরু হয়। নির্দিষ্ট গ্রেপ্তার বা মামলার বিস্তারিত তথ্য নেই।

প্রশাসনিক অবস্থান: হামলা চলাকালীন পুলিশ সকাল থেকে নিরাপত্তায় মোতায়েন ছিল কিন্তু বিপুল সংখ্যক মুসল্লির সামনে ব্যর্থ হয়; বারবার না ভাঙতে অনুরোধ করলেও শোনেনি। খবর পেয়ে পুলিশ ও সেনাসদস্যরা এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। সদর থানার ওসি মুস্তাফিজুর রহমান ও সহকারী কমিশনার মাকসুদুর রহমান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেন। পুলিশ কমিশনার খোন্দকার রফিকুল ইসলাম বলেন, পুলিশ বাধা দিতে চেয়েছে কিন্তু পারেনি।

কর্তৃপক্ষের অবস্থান: মাজারের প্রধান কবীর বলেন, সব ধ্বংস হয়ে গেছে, তারা চলে যাচ্ছেন। ভক্তরা সরকারের কাছ থেকে নিরাপত্তার আশ্বাস পেলে মাজার পুনর্নির্মাণ করতে চান।

সর্বশেষ পরিস্থিতি: ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত (ডেইলি স্টারের প্রতিবেদন অনুসারে) মাজারটি ধ্বংসাবশেষ অবস্থায় রয়েছে, পুনর্নির্মাণ বা সক্রিয়তার কোনো খবর নেই। দেশব্যাপী মাজার হামলার তরঙ্গে এটি অন্তর্ভুক্ত, যেখানে ভক্ত ও খাদেমরা এখনও আতঙ্কে রয়েছেন। এতিমখানা বন্ধের ঝুঁকিতে, ভক্তরা দূর থেকে প্রতিবাদ ও জিয়ারত করেছেন কিন্তু নিয়মিত কার্যক্রম বন্ধ। ২০২৫'র ডিসেম্বর পর্যন্ত এই মাজারের পুনর্নির্মাণ বা অন্য কোনো ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি।

---

134 ফসিহ পাগলা মাজারে মানববন্ধন https://www.facebook.com/share/v/169DxagnKU/

135 গাজীপুরে ফসিহ পাগলার মাজারে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ https://www.ajkerpatrika.com/bangladesh/dhaka/ajplm0ig3kijg

136 ইন্টারভিউ – ফসিহ পাগলা মাজার শেষ [https://www.facebook.com/share/v/1KyJQNiqvh/]

137 গাজীপুরে শাহ সুফি ফসিহ পাগলা মাজারে হামলা ও অগ্নিসংযোগ/ ইত্তেফাক https://www.facebook.com/share/v/1EnheZamVF/

১৪. ফকির করিম শাহ মাজার/ আরশেদ পাগলার মাজার[138]

(১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪ শুক্রবার জুমার নামাজের পর, শরীয়তপুরের জাজিরা উপজেলার বিলাশপুর ইউনিয়নের মেহের আলী মাদবরকান্দি গ্রামে)

আরশেদ পাগলার মাজার ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ করাকালীন দৃশ্য। (ছবি: সংগৃহীত)

সার্বিক চিত্র: শরীয়তপুরের জাজিরা উপজেলার বিলাশপুর ইউনিয়নের মেহের আলী মাদবরকান্দি গ্রামে (শফি কাজীর মোড়) অবস্থিত ফকির করিম শাহ মাজার (স্থানীয়ভাবে আরশেদ পাগলার মাজার নামে পরিচিত) ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪ শুক্রবার জুমার নামাজের পর হামলায় ভাঙচুর এবং অগ্নিসংযোগের শিকার হয়। মাজারটি ১৫ বছর আগে আরশেদ মোল্লা চিশতিয়া নুরুল্লাহপুরের ভক্ত হিসেবে গড়ে তোলেন।[139] প্রতিবছর ভাদ্র ও মাঘ মাসে ওরস হয়, দূর-দূরান্ত থেকে ভক্তরা আসেন। হামলায় সাত-আটশত লোক অংশ নেয়। মাজারের স্থাপনা, রওজা শরীফ, গিলাফ, পাগড়ি, রান্নাঘরের আসবাবপত্র ভাঙচুর করে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়। কোনো হতাহতের খবর নেই। পুলিশ ও সেনাবাহিনী দুপুর ৩টার দিকে এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে।[140]

হামলার মূল কারণ: হামলাকারীরা মাজারে আরশেদ মোল্লাকে সিজদা দেয়া এবং ‘শিরক-বেদাতি’ কর্মকাণ্ড হয় বলে অভিযোগ করেন। ওরস মেলায় গান-বাজনা ও মাদক সেবনের অভিযোগও রয়েছে। এটি দীর্ঘদিনের ক্ষোভ থেকে উদ্ভূত।

ভিডিও বিশ্লেষণ: সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া হামলা চলাকালীন ভিডিওতে ‘নারায়ে তাকবির - আল্লাহু আকবর’, ‘জ্বালিয়ে দাও - পুড়িয়ে দাও’ স্লোগানে মুখরিত[141] টুপি-পাঞ্জাবি-জুব্বা পরিহিত বিভিন্ন বয়সের তরুণ যুবকদের হামলায় অংশ নিতে দেখা যায়। তাদের হাতে লাঠি, লোহার রড, হ্যামার। মাজারের অভ্যন্তরীণ আসবাবপত্র বাইরে ছুড়ে ফেলে ভাঙচুর করা হয়, রওজা শরীফ, গিলাফ, পাগড়িতে আগুন দেয়া হয়। আশেপাশের টিনের ঘরে অগ্নিসংযোগ করা হয়। হাজারখানেক লোক স্লোগান দিতে দিতে ধ্বংস উদযাপন করে।[142]

---

138 আরশেদ পাগলার মাজার ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ https://www.desh.tv/country-news/44934

139 ভাঙচুর শেষে আরশেদ পাগলার মাজারে অগ্নিসংযোগ https://www.dhakapost.com/country/306740

140 শরীয়তপুরে মাজার ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ, এসপির সভা https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/l3p12rpbsx

141 অগ্নিসংযোগ ও স্লোগান https://www.facebook.com/share/v/1949YewvZK/

142 শরীয়তপুরে আরশেদ পাগলার মাজারে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ । সারাদেশে মাজার ভাঙ্গার উৎসব https://www.facebook.com/Sobarkothanews/videos/1021854596150536/?app=fbl

অভিযুক্ত হামলাকারী: স্থানীয় ‘তৌহিদী জনতা’ এবং ‘জামাতপন্থী’ ব্যক্তিরা, যারা জুমার নামাজের পর সাত-আটশত লোক জড়ো হয়ে হামলা চালায়। স্থানীয়রা তাদের ‘জামাতপন্থী’ বলে দাবি করেন।

প্রশাসনিক অবস্থান: জাজিরা থানার ওসি হাফিজুর রহমান খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করেন। হামলার পর থেকে বর্তমান পর্যন্ত সব স্বাভাবিক রয়েছে। পুলিশ ও সেনাবাহিনী দুপুর ৩টার দিকে এসে হামলা বন্ধ করে। কোনো মামলা বা গ্রেপ্তারের উল্লেখ নেই।

কর্তৃপক্ষের অবস্থান[143]: মাজার কর্তৃপক্ষের অবস্থান সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যায়নি। তবে মাজার সংশ্লিষ্টরা দাবি করেন, মাজারে শরিয়তবিরোধী কোনো কাজ হতো না, মাদক নিষিদ্ধ ছিল। হামলার ঘটনায় তারা ক্ষোভ প্রকাশ করেন। স্থানীয় একজন (নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক) বলেন, মাদক বন্ধ করা যেত, কিন্তু মাজার ভাঙা ঠিক হয়নি। বিলাশপুর ইউপি সদস্য জামাল খান বলেন, অতর্কিত হামলা চালানো হয়েছে, বোঝানোর চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছি, পুলিশ-সেনাবাহিনী এলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

সর্বশেষ পরিস্থিতি: মাজার সম্পূর্ণ ধ্বংসপ্রাপ্ত, ভাঙচুর এবং অগ্নিসংযোগের পর স্থাপনা পোড়া ও গুঁড়িয়ে দেয়া। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়েছে, কিন্তু ওরস ও অন্যান্য সকল অনুষ্ঠান বন্ধ। ২০২৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত কোনো পুনর্নির্মাণ বা আইনি ব্যবস্থার খবর নেই। ভক্তরা ক্ষোভে এবং নিরাপত্তাহীনতায় রয়েছেন।

---

143 জাজিরায় আরশেদ পাগলার মাজারে ভাঙচুর–অগ্নিসংযোগ https://www.risingbd.com/amp/news/572886

১৫. সৈয়দ আবু মোহাম্মদ মঞ্জুরুল হামিদ মাজার (গাউছিয়া দরবার শরীফ)[144]

(১৬ই সেপ্টেম্বর ২০২৪ সোমবার, কিশোরগঞ্জের কুলিয়ারচর উপজেলার ছয়সূতী ইউনিয়নের প্রথাবনাথ বাজার সংলগ্ন)

জশনে জুলুসের কেন্দ্র করে মাজার ভাংচুর করার পরবর্তী দৃশ্য এবং নিহত মীর আরিফ মিলন। (ছবি: সংগৃহীত)

সার্বিক চিত্র: কিশোরগঞ্জের কুলিয়ারচর উপজেলার ছয়সূতী ইউনিয়নের প্রথাবনাথ বাজার সংলগ্ন সৈয়দ আবু মোহাম্মদ মঞ্জুরুল হামিদ (রহ.) মাজার (গাউছিয়া দরবার শরীফ) ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৪ সোমবার ঈদে মিলাদুন্নবী উপলক্ষে জশনে জুলুস মিছিলকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের সংঘর্ষে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের শিকার হয়। সংঘর্ষে মসজিদ (ছয়সূতী বাসস্ট্যান্ড কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ) ভাঙচুর হয়, মাজারের টিনের ঘর ভাঙচুর করা হয়। খাদেম মো. রইছ মিয়া ও মো. সেলিম মিয়াকে মারধর করা হয়। এ ঘটনায় ১ জন নিহত (মীর আরিফ মিলন, ৫২, বিএনপি নেতা) এবং অন্তত ৫০ জন আহত হন।[145] পাল্টা হামলায় প্রথাবনাথ বাজারের কয়েকটি দোকান ও বাড়ি ভাঙচুর ও লুটপাট হয়। পুলিশ ও সেনাবাহিনী পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে। এটি স্থানীয় আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত এবং ইমাম-উলামা পরিষদের মধ্যে দীর্ঘদিনের উত্তেজনার ফল বলে জানা গেছে।

হামলার মূল কারণ: মাওলানা গিয়াস উদ্দিন আত-তাহেরীর ওয়াজ মাহফিলে অংশগ্রহণ এবং জশনে জুলুসকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের বিরোধ। ইমাম-উলামা পরিষদ জুলুসকে 'বেদাতি' মনে করে প্রশাসনের কাছে মাওলানা তাহেরীকে নিষিদ্ধ করার দাবি করে। প্রশাসনের বাঁধা উপেক্ষা করে জুলুস মিছিল মসজিদের সামনে এলে হামলা শুরু হয়। এটি ধর্মীয় মতাদর্শিক দ্বন্দ্বের ফল।

ভিডিও বিশ্লেষণ: সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ছবি ও ভিডিওতে দোতলা মসজিদের জানালা ও আসবাবপত্র ভাঙচুর অবস্থায় দেখা যায়। আশেপাশের টিনের আবৃত মাজার ভাঙচুর করা হয়েছে। নিহত মিলনের ছবি এবং তাৎক্ষণিক সংঘর্ষের পরিস্থিতি ছড়িয়ে পড়ে।

---

[144] কিশোরগঞ্জে জশনে জুলুসের মধ্যে সংঘর্ষ, নিহত https://bangla.bdnews24.com/samagrabangladesh/7393c40a2df5]

[145] দুই পক্ষের সংঘর্ষে একজন নিহত আহত ৫০ https://www.bd-pratidin.com/last-page/2024/09/18/1029464

অভিযুক্ত হামলাকারী: দুই পক্ষই একে অপরকে দায়ী করে। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের জুলুস মিছিল থেকে মসজিদে হামলা এবং পরে ইমাম-উলামা পরিষদের পক্ষ থেকে মাজার ও দোকানে হামলা। ইমাম-উলামা পরিষদ জুলুসকারীদের 'উগ্রপন্থি বেদাতি' বলে অভিহিত করে, অন্যপক্ষ তাদের 'উগ্রপন্থি' বলে। কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি চিহ্নিত হয়নি।

প্রশাসনিক অবস্থান[146]: কুলিয়ারচর থানার ওসি সারোয়ার জাহান সংবাদমাধ্যমকে বলেন, দুই পক্ষের সংঘর্ষে মসজিদ ভাঙচুর করে, পরে পাল্টা হামলা করে। পুলিশ ও সেনাবাহিনী পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে। সহকারী পুলিশ সুপার দেলোয়ার হোসেন খানসহ কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে যান। কোনো মামলা হয়নি, কেউ আটক হয়নি। প্রশাসন উভয় পক্ষের অনুষ্ঠানে বাঁধা দিয়েছিল কিন্তু কোনো লাভ হয়নি।

কর্তৃপক্ষের অবস্থান: মাজারের খাদেম সৈয়দ ফয়জুল আল আমিন বলেন, তাহেরীর ওয়াজে বাধা দেয়া সত্ত্বেও প্রশাসনের সিদ্ধান্ত মেনে নেয়া হয়েছিল, কিন্তু উগ্রপন্থিরা মাজারে হামলা চালিয়েছে। মাজার ঘর ভাঙচুর, খাদেমদের মারধর করা হয়েছে। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের পক্ষ থেকে হামলার নিন্দা এবং প্রতিবাদ করা হয়েছে।

সর্বশেষ পরিস্থিতি: মাজারের টিনের ঘর ভাঙচুর ও ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থায় রয়েছে। মসজিদও ভাঙচুর হয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এসেছে, কিন্তু উত্তেজনা অব্যাহত আছে। ইমাম-উলামা পরিষদ প্রতিবাদ সভা ও বিক্ষোভের ঘোষণা দিয়েছে, তাহেরীকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করেছে। কোনো মামলা বা গ্রেপ্তার না হওয়ায় অভিযোগ-পাল্টা অভিযোগ চলছে। ২০২৫ পর্যন্ত এ ঘটনার অন্য কোনো অগ্রগতির খবর পাওয়া যায়নি।

---

146 ঈদ-ই-মিল্লাদুন্নাবি কেন্দ্র করে দুই পক্ষের সং'ঘ'র্ষে নিহত ১, আহত ৫০ https://www.facebook.com/100063755836069/posts/pfbid02E3BkKLDXqu2p3cp5hYNqT88qSAkeEMqtCSvKqYNhASG2cCD3WNVbmdP5iVCDWxRGl/?app=fbl

১৬. মাওলানা আফসার উদ্দিনের মাজার [147]

(২৯ই সেপ্টেম্বর ২০২৪ রাত সাড়ে ১১টা থেকে দুই ঘণ্টারসাভারের বনগাঁও ইউনিয়নের চাকলিয়া এলাকায়)

সুফি সাধক কাজী জাবেরের বাড়িতে হামলার দৃশ্য। (ছবি: কালবেলা)

সার্বিক চিত্র: সাভারের বনগাঁও ইউনিয়নের চাকলিয়া এলাকায় মাওলানা আফসার উদ্দিনের মাজার শরিফে (সুরেশ্বর দরবার শরীফের অনুসারী কাজী জাবেরের বাড়ি-সংলগ্ন পীরবাড়ি/মাজার) ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪ রাত সাড়ে ১১টা থেকে দুই ঘণ্টার বেশি সময় ধরে হামলা, ভাঙচুর এবং অগ্নিসংযোগ করা হয়। পূর্ব ঘোষণা দিয়ে সহস্রাধিক লোক হামলায় অংশ নেয়। হামলায় ২০ জনের বেশি আহত (দুজন গুরুতর), কাজী জাবেরের মাথা ও পায়ে আঘাত, তার রান্নাঘর ভাঙচুর, মোটরসাইকেলে আগুন দেয়া হয়।[148] পুলিশ ও সেনাবাহিনী পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে।

হামলার মূল কারণ: মাজার ও পীরবাড়িকে ‘শিরক-বেদাতি’ মনে করা। মাজার কর্তৃপক্ষ দাবি করেন, স্থানীয় মসজিদের ইমাম-ওলামা (‘তৌহিদী জনতা’ খ্যাত) উসকানি দিয়ে হামলা চালায়। দুই দিন আগে হামলার ঘোষণা করা হয়।

ভিডিও বিশ্লেষণ[149]: ফেসবুক লাইভ ও ভিডিওতে দেখা যায়, পাঞ্জাবি-টুপি পরিহিত কয়েক শতাধিক লোক মাজার-বাড়ির দিকে হেঁটে আসে, গেটে এসে কাজী জাবেরকে বের হতে বলে।[150] গেট না খোলায় ইটপাটকেল ও লাঠিসোঁটা নিক্ষেপ শুরু হয়। নারীদের চিৎকার শোনা যায়, বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়। লোকজনদের মারধরের বিবরণ দেয়া হয়। চাকুলিয়া মসজিদের ইমাম তৈয়বুর রহমান খান ও মাওলানা এমদাদুল হকের প্রতি উসকানির অভিযোগ আনা হয়।

অভিযুক্ত হামলাকারী: সহস্রাধিক পাঞ্জাবি-টুপি পরিহিত স্থানীয় ‘তৌহিদী জনতা’, মৌলভী ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ। নেতৃত্বে চাকুলিয়া মসজিদের ইমাম তৈয়বুর রহমান খান ও মাওলানা এমদাদুল হকের নাম উল্লেখ করা হয়।

---

147 সাভারে আফসার উদ্দিনের মাজারে হামলা https://dinajpurtv.com/942
148 পীরবাড়িতে হামলার অভিযোগ/ https://www.kalbela.com/country-news/125694
149 হামলা কালীন লাইভ ভিডিও https://www.facebook.com/sufiattoprokash/videos/1208313237163078/?app=fbl
150 কাজী জাবের আহমেদের বাড়িতে হামলা হয়েছে ঠিকানা: মাওলানা কাজী আফসার উদ্দিন (সেন্টু হুজুর) বাড়ি। https://www.facebook.com/sufiattoprokash/videos/881613957243754/?app=fbl

প্রশাসনিক অবস্থান[151]: সাভার মডেল থানার ওসি জুয়েল মিঞা ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে এবং ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়। ঢাকা জেলা পুলিশের সাভার সার্কেলের এএসপি শাহীনুর কবির তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় বলেন, পুলিশ পাঠানো হয়েছে, সেনাবাহিনীকে খবর দেয়া হয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। কোনো মামলা বা গ্রেপ্তারের বিস্তারিত উল্লেখ নেই।

কর্তৃপক্ষের অবস্থান: কাজী জাবের (সুরেশ্বর দরবার শরীফের অনুসারী) বলেন, ফেসবুক লাইভে হামলার বিবরণ দিয়ে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কাছে সহায়তা চান।[152] মারধর, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের অভিযোগ করেন। সুফি আত্মপ্রকাশ নামের ফেসবুক পেজ থেকেও সহায়তা চাওয়া হয়। তারা দাবি করেন, হামলা পূর্বপরিকল্পিত ও উসকানিমূলক।

সর্বশেষ পরিস্থিতি: দুই ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে হামলা চলে, পুলিশ-সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপে নিয়ন্ত্রণে আসে। মাজার-বাড়ি ভাঙচুরপ্রাপ্ত, মোটরসাইকেল পোড়ানো, ২০+ আহত। কোনো মামলা বা গ্রেপ্তারের খবর নেই। ২০২৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত এ ঘটনার অগ্রগতি বা পুনর্নির্মাণের খবর পাওয়া যায়নি, ভক্তরা নিরাপত্তাহীনতায় রয়েছেন।

---

151 সাভারে ঘোষণা দিয়ে মাজার ও পীরের বাড়িতে হামলার অভিযোগ/ https://www.risingbd.com/amp/news/575395

152 হামলা কালীন লাইভ ভিডিও https://www.facebook.com/sufiattoprokash/videos/2030450467372426/?app=fbl

১৭. বরকত মা মাজার[153]

(২০২৪ সালের সেপ্টেম্বর, ঢাকার ধামরাই উপজেলার ইসলামপুর এলাকায়)

বরকত মা মাজারে হামলারত এক যুবককে দেখা যাচ্ছে। (ছবি: ভিডিও ফুটেজ থেকে প্রাপ্ত)

সার্বিক চিত্র[154]: ঢাকার ধামরাই উপজেলার ইসলামপুর এলাকায় অবস্থিত বরকত মা মাজার ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে (বুচাই পাগলার মাজারে হামলার পরদিন, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা থেকে গভীর রাত পর্যন্ত) ভাঙচুরের শিকার হয়।[155] মাজারটি মূলত নারী ভক্তদের দ্বারা পরিচালিত, যেখানে নারীরা দল বেঁধে এসে প্রার্থনা করে চলে যেতেন। কোনো অনুষ্ঠান বা ওরস হতো না, শুধু কবরটি বাঁধানো ছিল। হামলায় শত শত লোক অংশ নেয়, মাজার ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়া হয়। এটি বুচাই পাগলা মাজার হামলার সাথে যুক্ত, এবং প্রশাসন চারদিন পরও দৃশ্যমান ব্যবস্থা নেয়নি।

হামলার মূল কারণ: মাজারকে 'শিরক-বেদাতি' বা অনৈসলামিক কর্মকাণ্ডের স্থান মনে করা।

ভিডিও বিশ্লেষণ: হামলার কোনো ভিডিও উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

অভিযুক্ত হামলাকারী[156]: শত শত লোকের একটি দল, যারা তৌহিদী জনতা নামে ধর্মীয় উগ্রবাদী গ্রুপের সাথে যুক্ত বলে অনুমান করা হয়। নির্দিষ্ট কোন মতাবলম্বী বা গ্রুপ চিহ্নিত করা যায়নি।

প্রশাসনিক অবস্থান: প্রশাসন হামলার চার দিন পরও দৃশ্যমান কোনো ব্যবস্থা নেয়নি, দায়সারা বক্তব্যে আটকে আছে। হামলাকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিয়ে উল্টো তাদের সাথে আলোচনায় বসার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কোনো মামলা বা গ্রেপ্তারের খবর নেই।

কর্তৃপক্ষের অবস্থান: মাজার কর্তৃপক্ষের সরাসরি বক্তব্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও সংবাদমাধ্যমে উল্লেখ নেই। তবে স্থানীয়রা জানান যে, মাজারে কোনো অনৈসলামিক কর্মকাণ্ড হতো না, শুধু দোয়া মুনাজাত করা হতো। তারা হামলায় এবং প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তায় ক্ষুব্ধ।

সর্বশেষ পরিস্থিতি: মাজার ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়া হয়েছে, পুনর্নির্মাণের কোনো খবর নেই। প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তার কারণে অনুরূপ হামলার পুনরাবৃত্তির আশঙ্কা রয়েছে। এখনো পর্যন্ত কোনো আইনি ব্যবস্থা বা অগ্রগতির খবর পাওয়া যায়নি।

---

153 ধামরাইয়ে ২ মাজার ভাঙচুর নিয়ে নির্বিকার প্রশাসন/ https://www.facebook.com/100063702970622/posts/pfbid07eXZ7TuWYnH4r7hrWj7upor8R2MtimnhwzdT1TZcJgcMFoq4y8fZErLPomkwheTQl/?app=fbl

154 ধামরাইয়ে ভেঙে দেওয়া হলো একটি মাজার/ https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/ba90wag36s

155 ধামরাইয়ে ২ মাজার ভাঙচুর নিয়ে নির্বিকার প্রশাসন/ https://bangla.thedailystar.net/news/bangladesh/news-614276

156 মাজার ভাঙচুর এর ফুটেজ/ https://youtu.be/HfvRjVS9mEg?feature=shared

১৮. মজিদিয়া দরবার শরিফ (শালু শাহ মাজার)[157]

(২০২৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে, শরীয়তপুরের নড়িয়া উপজেলার মোক্তারেরচর ইউনিয়নের পোড়াগাছা গ্রামে)

সার্বিক চিত্র: শরীয়তপুরের নড়িয়া উপজেলার মোক্তারেরচর ইউনিয়নের পোড়াগাছা গ্রামে অবস্থিত মজিদিয়া দরবার শরিফ (শালু শাহ মাজার নামে পরিচিত) ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এক শুক্রবার জুমার নামাজের পর স্থানীয়দের দ্বারা ভাঙচুরের শিকার হয়। মাজারটি ২০-২৫ বছর আগে গড়ে তোলা হয় এবং প্রতিবছর জানুয়ারি মাসে ওরস অনুষ্ঠিত হয়। এটি ৫ আগস্ট পরবর্তী মাজার হামলার ধারার অংশ বলে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তালিকাভুক্ত।[158] হামলায় কোনো হতাহতের খবর নেই, কিন্তু স্থাপনা ভাঙচুর হয়। পরদিন পুলিশ সুপার মাহবুবুল আলম জরুরি সভা করে এক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলোর সহযোগিতা চান।

হামলার মূল কারণ: মাজারকে ধর্মবিরোধী বা অসামাজিক কর্মকাণ্ডের স্থান হিসেবে হামলাকারী মনে করে।

ভিডিও বিশ্লেষণ: হামলার বিস্তারিত ভিডিও উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

অভিযুক্ত হামলাকারী: স্থানীয় ‘তৌহিদী জনতা’ বা গ্রামবাসী, যারা জুমার নামাজের পর জড়ো হয়ে হামলা চালায়। নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তি বা গ্রুপ চিহ্নিত করা যায়নি।

প্রশাসনিক অবস্থান: পুলিশ সুপার মাহবুবুল আলম বলেন, হামলাকারীদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নেয়া হবে। জরুরি সভায় বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী, ওলামা পরিষদ, খেলাফত মজলিশ, ইসলামী আন্দোলনসহ দলগুলোর নেতাদের সাথে আলোচনা করে উগ্রবাদ মোকাবিলায় সহযোগিতা চান। সবাই আইন হাতে না তুলে নিতে এবং ধর্মীয় স্থাপনা রক্ষায় একমত হয়।

কর্তৃপক্ষের অবস্থান: মাজার কর্তৃপক্ষের কোনো বিবৃতি/বক্তব্য উল্লেখ নেই।

সর্বশেষ পরিস্থিতি: মাজার ভাঙচুর হয়েছে। কিন্তু প্রশাসনের জরুরি সভা ও রাজনৈতিক দলগুলোর সহযোগিতার আশ্বাসের কারণে আর কোনো হামলা হয়নি। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এসেছে, কিন্তু হামলাকারীদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থার অগ্রগতি নেই। ২০২৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত পুনর্নির্মাণের খবর পাওয়া যায়নি।

---

[157] নড়িয়ার মোক্তারেরচর ইউনিয়নের পোড়াগাছা গ্রামে অবস্থিত মজিদিয়া দরবার শরিফ মাজারে (শালু শাহ মাজার) ভাঙচুর-অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে। https://www.prothomalo.com/bangladesh/nyobcrx1et

[158] এমএসএফ এর সেপ্টেম্বর মাসের মানবাধিকার প্রতিবেদন প্রকাশ https://patradoot.net/2024/09/30/542082.html

১৯. হজরত হাজী খাজা শাহবাজ মাজার-মসজিদ[159]

(৫ই নভেম্বর ২০২৪ মঙ্গলবার সকাল ১১টা থেকে ১২টা, ঢাকার দোয়েল চত্বর সংলগ্ন)

চিত্রের প্রথম অংশে মাজারের তোরণ ও দ্বিতীয় অংশে ভাংচুর ও ধ্বংসযজ্ঞ দৃশ্যমান। (ছবি: সংগৃহীত)

সার্বিক চিত্র: ঢাকার দোয়েল চত্বর সংলগ্ন অবস্থিত ঐতিহাসিক হজরত হাজী খাজা শাহবাজ (রাহ.) মাজার-মসজিদ ৫ নভেম্বর ২০২৪ মঙ্গলবার সকাল ১১টা থেকে ১২টা পর্যন্ত 'তৌহিদী জনতা'র একটি দল দ্বারা ভাঙচুরের শিকার হয়। মাজারটি ১৬৭৯ সালে নির্মিত প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের তালিকাভুক্ত ঐতিহাসিক স্থাপনা (৩ গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদসহ), যা কাশ্মীরী সুফি সাধক হাজী শাহবাজ খান নির্মাণ করেন। হামলায় পর্দা ছেঁড়া, লোহার রেলিং ভাঙা, দানবাক্স অপহরণ, গিলাফ ছেঁড়া, দেয়ালে আঘাত, যত্রতত্র প্রস্রাব করা হয়।[160] মাজারের খাদেম ও দর্শনার্থীদের (একজন মহিলাসহ) মারধর করা হয়। সেনাবাহিনী আসার খবরে হামলাকারীরা পালিয়ে যায়, ফলে পূর্ণ ধ্বংস হতে মাজারটি রক্ষা পায়। এটি সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে অনুষ্ঠিত ইসলামী মহাসম্মেলনের (দাওয়াত ও তাবলিগ, কওমী মাদ্রাসা ও দ্বীনের হেফাজতের সম্মেলন) অংশগ্রহণকারীদের দ্বারা সংঘটিত।[161]

হামলার মূল কারণ: মাজারকে ইসলামবিরোধী (শিরক-বেদাতি) মনে করা এবং 'ইসলামে মাজারের স্থান নেই' এই বিশ্বাস থেকে হামলা করা হয়েছে। সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী কওমী ও তাবলিগপন্থী জনতার ধর্মীয় উগ্রতা থেকে উদ্ভূত।

---

159 উদ্যানের সমাবেশ থেকে মাজার ভাঙচুর বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার https://www.dailyjanakantha.com/national/news/741583

160 সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের পাশের মাজারে হামলার অভিযোগ https://www.banglatribune.com/others/871521/%E0%A6%B8%E0%A7%8B%E0%A6%B9%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%80-%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97

161 ঢাবিতে ঐতিহাসিক মাজার ভাঙচুর করলো সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে সমাবেশে আগতরা https://dailyinqilab.com/index.php/motropolis/news/700944#google_vignette

ভিডিও বিশ্লেষণ[162]: বিভিন্ন ভিডিওতে টুপি-পাঞ্জাবি পরিহিত কওমী জনতা মাজারে প্রবেশ করে ব্যানার-পোস্টার ছিঁড়ে ফেলতে, খাদেম ও দর্শনার্থীদের মারধর করতে, গিলাফ ছিঁড়তে এবং ভাঙচুর করতে দেখা যায়। সেনাবাহিনী আসার খবরে তারা পালিয়ে যায়। সম্মেলনের অংশগ্রহণকারীরাই এই তাণ্ডব চালায়।

অভিযুক্ত হামলাকারী: সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের ইসলামী মহাসম্মেলনে অংশগ্রহণকারী 'তৌহিদী জনতা' (প্রায় ৫০০ জন), যারা টুপি-পাঞ্জাবি পরিহিত কওমী মাদ্রাসা ও তাবলিগপন্থী আলেম-ওলামা ও মুসল্লি। তারা সম্মেলন থেকে সরাসরি মাজারে গিয়ে হামলা চালায়।

প্রশাসনিক অবস্থান: শাহবাগ থানার ওসি খালেদ মুনসুর সংবাদমাধ্যমকে বলেন, ভাঙচুরের কোনো খবর বা অভিযোগ পাননি, কেউ লিখিত বা মৌখিক অভিযোগ করেনি। সম্মেলনের ভিড়ের কারণে রেলিংয়ে চাপ পড়ে ভাঙা সম্ভব। সেনাবাহিনী এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে। কোনো মামলা বা গ্রেপ্তারের খবর নেই।

কর্তৃপক্ষের অবস্থান: খাদেম মুহম্মদ জহিরুদ্দিন (জহিরুল ইসলাম) বলেন, হামলাকারীরা ব্যানার ছিঁড়ে, গিলাফ ভাঙচুর করে, দানবাক্স নিয়ে যায়, খাদেম ও দর্শনার্থীদের (একজন মহিলাসহ) মারধর করে। মাজারে সিজদা নিষিদ্ধ ছিল এবং এটি ঐতিহাসিক প্রত্নসম্পদ (১৬৭৯ সালের, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের তালিকাভুক্ত)। তিনি হামলার বিচার দাবি করেন।

সর্বশেষ পরিস্থিতি: মাজার আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত (পর্দা ছেঁড়া, রেলিং ভাঙা, দানবাক্স অপহৃত)। কোনো অভিযোগ বা মামলা হয়নি, প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তা দৃশ্যমান। হামলাকারীরা সমাবেশ শেষে ফিরে এসে ভাঙচুরের হুমকি দিয়ে যায়। ২০২৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত কোনো পুনর্নির্মাণ বা আইনি অগ্রগতির খবর নেই, মাজার চালু আছে কিন্তু নিরাপত্তাহীনতায় রয়েছে।

---

[162] যেভাবে ভাঙ্গা হলো, https://youtu.be/xQ__Ii2A99U?feature=shared

২০. বেলাল পীরের মাজার[163]

(২২ই নভেম্বর ২০২৫ তারিখে, টাঙ্গাইল সদর উপজেলার চরপৌলী এলাকায়)

বেলাল পীরের মাজারে হামলারত যুবকরা। (ছবি: ভিডিও ফুটেজ থেকে সংগৃহীত)

সার্বিক চিত্র: টাঙ্গাইল সদর উপজেলার চরপৌলী এলাকায় অবস্থিত বেলাল পীরের মাজারে ২২ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে একদল তৌহিদী জনতা নামধারী লোক হামলা চালায়। এতে মাজারটি ভাঙচুর এবং লুটপাটের শিকার হয়। মাজারটি টিনের বেড়ায় আবৃত একটি সাধারণ স্থাপনা ছিল।

হামলার মূল কারণ: হামলাকারীরা বেলাল পীরের মাজারকে ভণ্ড পীরের আস্তানা বলে দাবি করে, যেখানে শিরক, কুফর বা অনৈসলামিক কার্যকলাপ চলছে বলে অভিযোগ তোলে। এটি 'তৌহিদী জনতা'র পক্ষ থেকে ইসলাম রক্ষার নামে প্রতিহত করার অংশ হিসেবে দেখানো হয়।

ভিডিও বিশ্লেষণ[164]: হামলার ভিডিওতে দেখা যায়, কয়েকশ জনের 'তৌহিদী জনতা' মাজারটি ভাঙচুর করছে। তারা 'নারায়ে তাকবির আল্লাহু আকবর', 'ভণ্ডদের আস্তানা জ্বালিয়ে দাও পুড়িয়ে দাও' সহ বিভিন্ন উগ্রবাদী স্লোগান[165] দিতে দিতে টিনের বেড়া বিশিষ্ট মাজারটি সম্পূর্ণ গুড়িয়ে দেয়।

অভিযুক্ত হামলাকারী: 'তৌহিদী জনতা' নামধারী কয়েকশ লোক, যারা স্লোগান দিয়ে হামলা পরিচালনা করে।

প্রশাসনিক অবস্থান: হামলার সময় বা পরবর্তীতে প্রশাসন (পুলিশ বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের) কোনো হস্তক্ষেপ, মামলা বা অবস্থানের সুনির্দিষ্ট তথ্য জানা যায়নি।

কর্তৃপক্ষের অবস্থান: মাজার কর্তৃপক্ষের (খাদেম বা ভক্তদের) কোনো সরাসরি বক্তব্য বা অবস্থান উল্লেখ নেই। হামলায় তারা প্রতিরোধ করার কোনো ইঙ্গিত পাওয়া যায়নি।

সর্বশেষ পরিস্থিতি: মাজারটি হামলায় সম্পূর্ণ ভাঙচুর ও গুড়িয়ে দেয়া হয়েছে। ঘটনার পরবর্তী কোনো সংস্কারের তথ্য নেই, ধ্বংসপ্রাপ্ত অবস্থায় রয়েছে বলে অনুমান করা যায়।

---

163 টাঙ্গাইল সদর উপজেলার চরপৌলী এলাকার বেলাল পীরের মাজারে ২২ নভেম্বর হামলা, ভাংচুর ও লুটপাট চালানো হয়। https://bddigest.news/news/28094/

164 ভন্ড বেলাল পীরের মাজার ভাঙচুর হচ্ছে । https://www.facebook.com/100086221622120/videos/1783700019039548/?app=fbl

165 থামেনি তাদের আগ্রাসন! ভেঙ্গে ফেলা হলো চর পৌলি, কাকুয়া, টাঙ্গাইলের বেলাল পীরের মাজার। https://www.facebook.com/groups/3311813708907194/permalink/8759889844099526/?app=fbl

২১. হযরত খেতা শাহ (ওরফে আইয়ুব আলী) মাজার

(২০২৫ সালের জানুয়ারির ২৩ জানুয়ারি, নরসিংদী সদর উপজেলার করিমপুর ইউনিয়নের শ্রীনগর রসুলপুর কান্দাপাড়া এলাকায়)

মাজার ভাংচুররত অবস্থায় উগ্রবাদী জনতা। (ছবি: ভিডিও ফুটেজ থেকে নেয়া।)

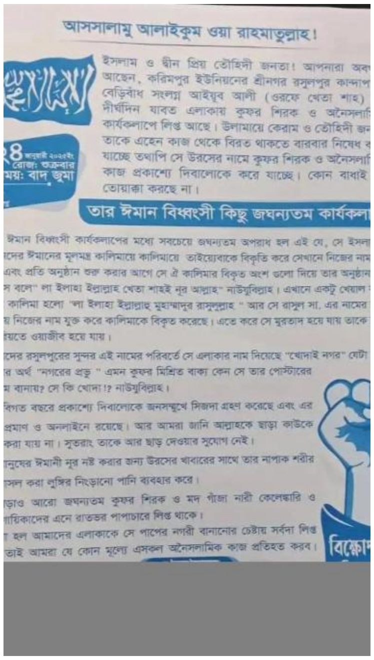

হামলার আহ্বান জানিয়ে বিলি করা পোস্টার।

সার্বিক চিত্র: নরসিংদী সদর উপজেলার করিমপুর ইউনিয়নের শ্রীনগর রসুলপুর কান্দাপাড়া এলাকায় অবস্থিত হযরত খেতা শাহ (ওরফে আইয়ুব আলী) মাজারে ২০২৫ সালের জানুয়ারির ২৩ জানুয়ারি হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে। এটি ৫ আগস্ট পরবর্তী সময়ে মাজারগুলোতে উগ্রপন্থী গোষ্ঠীর দ্বারা হামলার ধারাবাহিকতার অংশ, যেখানে নরসিংদী জেলায় একই মাসে একাধিক মাজারে হামলা হয়েছে। মাজারটি সম্পূর্ণভাবে গুড়িয়ে দেয়া হয়েছে।

হামলার মূল কারণ: হামলাকারীদের দাবি অনুসারে, খেতা শাহ (আইয়ুব আলী) দীর্ঘদিন ধরে কুফর, শিরক ও অনৈসলামিক কার্যকলাপে লিপ্ত। প্রধান অভিযোগ:

- কালিমায়ে তাইয়্যিবা বিকৃত করে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ খেতা শাহই নূর আল্লাহ' বলা।
- এলাকার নাম 'রসুলপুর' থেকে 'খোদাই নগর' রাখা, যা তাদের মতে 'কুফরমিশ্রিত'।
- প্রকাশ্যে সিজদা গ্রহণ করা।
- উরসের খাবারে নাপাক পানি মেশানো।
- মদ, গাঁজা, নারী কেলেঙ্কারি ও নৃত্য-গানের আয়োজন।

পূর্ব-প্রচারিত পোস্টারে ২৪ জানুয়ারি ২০২৫ (শুক্রবার, বাদ জুমা) কান্দাপাড়া খেতা শাহ বাড়ী সংলগ্ন প্রতিবাদ সমাবেশের ডাক দেয়া হয়। উলামা ও তৌহিদী জনতার পক্ষ থেকে এসব কার্যকলাপ প্রতিহতের ঘোষণা দেয়া হয়।

ভিডিও বিশ্লেষণ[166]: হামলার বিভিন্ন ভিডিওতে দেখা যায়, কয়েকশ লোক (টুপি, পাঞ্জাবী, লুঙ্গি পরিহিত) লাঠি, সোঁটা ইত্যাদি নিয়ে মাজার ভাঙচুর করছে। তারা 'নারায়ে তাকবির, আল্লাহু আকবর' স্লোগান দিতে দিতে সম্পূর্ণ মাজার গুড়িয়ে দেয়। উপস্থিত ছিল কিশোর ও শিশুরাও, যারা ভাঙচুরে অংশ নেয়। হামলা প্রকাশ্য দিবালোকে হয় এবং সম্পূর্ণ ধ্বংসাত্মক।

অভিযুক্ত হামলাকারী: স্থানীয় 'তৌহিদী জনতা' নামে পরিচিত গোষ্ঠী, যারা করিমপুর ও নজরপুর ইউনিয়নের উলামা, তালেবা ও স্থানীয় মুসল্লিদের নিয়ে গঠিত। তারা পোস্টার বিলি করে পূর্বঘোষিত প্রতিবাদের নামে হামলা চালায়। নরসিংদীতে একাধিক মাজার হামলায় অনুরূপ গোষ্ঠী জড়িত।

প্রশাসনিক অবস্থান: নরসিংদীতে একাধিক মাজার হামলার পর পুলিশ কিছু ঘটনায় গ্রেপ্তার করেছে (যেমন ৩ জনকে ৩টি মাজার হামলায়) এবং মাজার এলাকায় নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। তবে এ নির্দিষ্ট ঘটনায় সুনির্দিষ্ট গ্রেপ্তার বা মামলার তথ্য নেই। নরসিংদীর বিভিন্ন স্পটে এই মাজার হামলার প্রতিবাদে মানববন্ধন হয়েছে এবং সরকারের কাছে নিরাপত্তার দাবি জানানো হয়েছে।

কর্তৃপক্ষের অবস্থান: মাজার কর্তৃপক্ষ (খেতা শাহের অনুসারী ও ভক্তরা) উপরোক্ত এসব অভিযোগ অস্বীকার করেন এবং হামলাকে উগ্রপন্থী ধর্মান্ধতা বলে নিন্দা করেন। সুফি সংগঠনগুলো এ ধরনের হামলার তীব্র প্রতিবাদ করেছে এবং মাজার সুরক্ষার দাবি জানিয়েছে। তারা বলেন, সুফিবাদ শান্তিপ্রিয় এবং এ হামলা ধর্মীয় সম্প্রীতি নষ্ট করার চেষ্টা।

সর্বশেষ পরিস্থিতি: মাজারটি সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করা হয়েছে এবং গুড়িয়ে দেয়া হয়েছে। পুনর্নির্মাণ বা পুনরায় কার্যক্রম শুরুর কোনো তথ্য নেই। নরসিংদীতে মাজার ভক্তরা প্রতিবাদ মানববন্ধন করেছেন এবং বিচার দাবি করেছেন, কিন্তু হামলার ধারা অব্যাহত থাকায় ভক্তরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন।

---

166 তৌহিদী জনতার নেতৃত্বে আজ মাজার ভাঙচুর হল, নরসিংদী সদর,করিম পুর https://www.facebook.com/qariasad786/videos/1129845295286956/?app=fbl

২২. মোহাম্মদ আলী মুন্সীর কবর

(২৪ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে, নরসিংদী জেলার চম্পকনগর গ্রামে)

সার্বিক চিত্র: নরসিংদী জেলার চম্পকনগর গ্রামে অবস্থিত মোহাম্মদ আলী মুন্সীর কবর (যা মাজার সদৃশ অবকাঠামোতে সংরক্ষিত) ২৪ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে হামলার শিকার হয়। এটি কোনো আউলিয়ার মাজার নয়, বরং মুন্সী পরিবারের বংশপরম্পরায় সংরক্ষিত একটি পারিবারিক কবর। তবুও মাজার বিদ্বেষী জনরোষের কারণে এটি আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়।

হামলার মূল কারণ: জনগণের মধ্যে প্রচলিত মাজার বিদ্বেষী মনোভাব এবং আক্রোশ থেকে হামলা চালানো হয়। কবরটি মাজারের আকারে সংরক্ষিত থাকায় এটিকে মাজার হিসেবে ভুল বোঝাবুঝি বা বিদ্বেষের শিকার করা হয়।

ভিডিও বিশ্লেষণ: হামলার কিছু অস্পষ্ট ছবি পাওয়া গেছে যাতে হামলার দৃশ্য দেখা যায়। সরাসরি ভিডিওর বিবরণ বা বিশ্লেষণযোগ্য উপাদান নেই।

অভিযুক্ত হামলাকারী: অভিযুক্তরা হলেন মাজার বিদ্বেষী জনগণ ও 'তৌহিদী জনতা'র একটি অংশ।

প্রশাসনিক অবস্থান: ঘটনাটি স্থানীয় প্রশাসনে দৃষ্টিগোচর হলেও কোনো পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। মাজার কর্তৃপক্ষ মাকামের প্রতিনিধিকে জানান, তারা কোনো মামলা মোকদ্দমা করেননি।

কর্তৃপক্ষের অবস্থান: আলী মুন্সীর পরিবার ও কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মাকামের প্রতিনিধির কথোপকথনে উঠে আসে, মুন্সী পরিবার বংশপরম্পরায় কবরটিকে মাজারের আকারে সংরক্ষণ করে আসছিলেন। হামলার পর তারা কোনো প্রতিবাদ, আইনি পদক্ষেপের দিকে এগোননি।

সর্বশেষ পরিস্থিতি: হামলায় কবরের অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হলেও বর্তমানে এটি সংরক্ষিত অবস্থায় রয়েছে। নিয়মিত মাজারের মতো কার্যক্রম না থাকায় পরিস্থিতি স্বাভাবিক।

২৩. শাহ সুফি হযরত ফজলু শাহের মাজার[167]

(২৪ জানুয়ারি ২০২৫, নরসিংদী জেলার কালাইগোবিন্দপুর গ্রাম)

সার্বিক চিত্র: নরসিংদী জেলার কালাইগোবিন্দপুর গ্রামে অবস্থিত শাহ সুফি হযরত ফজলু শাহের মাজারে ২৪ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে হামলা চালানো হয়। হামলায় মাজারের মূল স্থাপনা ভাঙচুর করা হয়, মাটি খুঁড়ে কঙ্কাল বের করে নদীতে ফেলে দেয়া হয় এবং মাজার সংলগ্ন বাড়িটিও ভেঙে ফেলা হয়। একইদিনে পাশের আরেকটি মাজারেও অনুরূপ হামলার ঘটনা ঘটে।

হামলার মূল কারণ: হামলাকারীদের অনৈসলামিক কর্মকাণ্ডের অভিযোগ এবং স্থানীয় তৌহিদী জনতা কর্তৃক মাজার বিদ্বেষী মনোভাব থেকে হামলা চালানো হয়।

ভিডিও বিশ্লেষণ: হামলার কোনো ভিডিও উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

অভিযুক্ত হামলাকারী: অভিযুক্তরা মাজারবিদ্বেষী গোষ্ঠী। পাশের মাজারের হামলাকারীরা একই দিনে এখানেও হামলা চালায় বলে অভিযোগ আছে।

প্রশাসনিক অবস্থান: মাজার সংলগ্ন বাসিন্দারা মাকামের প্রতিনিধিকে জানান, মাজার কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে ফজলু শাহের ভাই বাদী হয়ে মামলা দায়ের করেন। এই মামলায় পুলিশ কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করে এবং বর্তমানে মামলা চলমান রয়েছে। বিবাদীদের মধ্যে কয়েকজন (যেমন পাশের মসজিদের ইমাম) কোর্টে হাজিরা দিচ্ছেন। মাকামের প্রতিনিধির সাথে ফজলু শাহের ভাইয়ের কথোপকথনেও হামলা ও মামলা বিষয়ক তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত হয়।

কর্তৃপক্ষের অবস্থান: মাজারের পাশে অবস্থিত মসজিদের ইমাম সাহেব মাকামের প্রতিনিধিকে জানান, বর্তমানে মাজারের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে আছেন ফজলু শাহের ভাই। মরহুমের স্ত্রী ও সন্তানরা মাজার সংলগ্ন বাড়িতে বসবাস করেন এবং দেখাশোনা করেন। তারা আইনি পদক্ষেপ নিয়েছেন (মামলা দায়ের) এবং অনৈসলামিক কর্মকাণ্ডের অভিযোগ অস্বীকার করেন।

সর্বশেষ পরিস্থিতি: হামলায় ক্ষয়ক্ষতি হলেও বর্তমানে মাজারের অবস্থা স্বাভাবিক। নিয়মিত কার্যক্রম পুনরায় চলমান রয়েছে। মামলা চলমান আছে।

---

167 কালাইগোবিন্দপুর গ্রামের শাহ সুফি হযরত ফজলু শাহের মাজারে, https://bddigest.news/news/28094/

২৪. কুতুববাগ দরবার শরিফ[168]

(২০২৫ সালের ২৭ জানুয়ারি, ঢাকার তেজগাঁওয়ে ফার্মগেটের ৩৪ ইন্দিরা রোডে)

আনোয়ারা উদ্যানে ওরস প্যান্ডেলে হামলা চালিয়ে ভাঙচুর করা হয় ।

মানববন্ধন ও মাইকিং করে প্ররোচিত করা হচ্ছে। (ছবি: সংগৃহীত।)

সার্বিক চিত্র: ঢাকার তেজগাঁওয়ে ফার্মগেটের ৩৪ ইন্দিরা রোডে অবস্থিত কুতুববাগ দরবার শরিফের বার্ষিক মহাপবিত্র ওরস (৩০-৩১ জানুয়ারি নির্ধারিত) স্থানীয় আলেম-ওলামা, তৌহিদী জনতা ও মুসুল্লিদের বিক্ষোভ এবং ভাঙচুরের মুখে স্থগিত করা হয়েছে।[169] গত ২৭ জানুয়ারি শতাধিক আলেম-ওলামা ও স্থানীয় মুসুল্লিরা মানববন্ধন ও মিছিল করে ওরস বন্ধের দাবিতে আনোয়ারা উদ্যানে অস্থায়ী প্যান্ডেল, তোরণ ও স্থাপনায় ভাঙচুর চালায়। এরপর দরবার কর্তৃপক্ষ সংঘাত এড়াতে ওরস স্থগিতের সিদ্ধান্ত নেয়। ২০১৭ সাল থেকে ঢাকায় এ ধরনের ওরস নিষিদ্ধ থাকলেও দরবার কর্তৃপক্ষ এবার অনুমতি নিয়ে আয়োজনের প্রস্তুতি নিয়েছিল বলে দাবি করে।

হামলার মূল কারণ: কুতুববাগ দরবার শরিফকে ‘ভণ্ডামি’ ও ‘শিরক-বিদআতের আস্তানা’ বলে অভিযোগ করে ‘তৌহিদী জনতা’ ও আলেম-ওলামারা ওরসকে শরীয়তবিরোধী কর্মকাণ্ড হিসেবে দেখেন। তারা দাবি করেন, ওরসের নামে শরীয়তবিরোধী কাজ হয় এবং এটি বন্ধ করতে হবে।

ভিডিও বিশ্লেষণ: ভিডিওতে দেখা যায়[170], হামলার পূর্বে তৌহিদী জনতা ও আলেম-ওলামাদের একটি সভা-সম্মেলন হয়, যেখানে তারা কুতুববাগ দরবারকে ‘গুড়িয়ে দেয়ার’ এবং ওরস বন্ধের হুমকি দেন। তারা বলেন, প্রশাসন ব্যবস্থা না নিলে নিজেরাই ভেঙে দেবেন এবং ‘বিস্ফোরণ’ হয়ে ফিরে আসবে। হামলার ভিডিওতে অধিকাংশ হামলাকারী টুপি-পাঞ্জাবি পরিহিত কওমী মাদ্রাসা সংশ্লিষ্ট, হাতে ফেস্টুন যেখানে লেখা “ভণ্ড কুতুববাগের আস্তানা, এই বাংলায় হবে না” ।[171] তারা পীর সাহেবকে কাফের ঘোষণা করে ভাঙচুর চালায়। গরু-ছাগল ছিনতাইয়ের ব্যর্থ চেষ্টাও দেখা যায়।

---

168 কুতুববাগ দরবার শরিফের ওরস প্যান্ডেলে হামলা https://www.khaborerkagoj.com/national/847987 (২) ঢাকা প্রকাশ https://www.dhakaprokash24.com/capital/news/71280

169 মৌলবাদীদের হামলা আর হুমকির মুখে স্থগিত হলো কুতুববাগ দরবার শরিফের ওরশ https://bddigest.com/news/14383/

170 হামলা, ভাঙচুর ও লুটপাট https://www.facebook.com/share/v/12JKcsA6XBE/

171 ফার্মগেটের কুতুববাগ দরবার শরীফ গুড়িয়ে দেয়ার হুমকি https://www.facebook.com/reel/971419590981146/?app=fbl

অভিযুক্ত হামলাকারী: 'সচেতন মুসলিম নাগরিক সমাজ ও ইমাম খতিব উলামা পরিষদ'র ব্যানারে তৌহিদী জনতা, স্থানীয় আলেম-ওলামা ও মুসুল্লিরা (প্রায় ৫০-১০০ জন)।[172] তারা তেজগাঁও কলেজ মসজিদ থেকে ব্যানার-ফেস্টুন নিয়ে মিছিল করে আনোয়ারা উদ্যানে প্যান্ডেলে হামলা ও ভাঙচুর চালায়। হ্যান্ডমাইকে ঘোষণা দিয়ে লুটপাটের চেষ্টা করে বলে অভিযোগ।

প্রশাসনিক অবস্থান: শেরেবাংলা নগর থানার ওসি মো. গোলাম আজম জানান, হামলার কোনো ঘটনা ঘটেনি, শুধু মানববন্ধন-বিক্ষোভ মিছিল হয়েছে। পুলিশ পরিস্থিতি সাময়িক নিয়ন্ত্রণে এনেছে। ২০১৭ সালে ঢাকা উত্তর সিটির প্রয়াত মেয়র আনিসুল হক ও ভ্রাম্যমাণ আদালত ঢাকায় ওরস নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিল, যা এখনো বলবৎ আছে।

কর্তৃপক্ষের অবস্থান: দরবারের পীর শাহ সুফি সৈয়দ জাকির শাহ ও খাদেম মির্জা মাহবুবুর রহমান বাচ্চু জানান, স্থানীয় বাসিন্দা ও আলেমদের সঙ্গে সংঘাত এড়াতে ওরস স্থগিত করা হয়েছে। তারা দাবি করেন, সরকারি অনুমতি নিয়ে প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছিল। পীর সাহেবের নির্দেশে খাদেমরা হামলাকারীদের সঙ্গে সংঘর্ষে যাননি। তারা হামলাকে 'সন্ত্রাসীদের কাজ' বলে অভিহিত করেন।

সর্বশেষ পরিস্থিতি: ওরস সম্পূর্ণ স্থগিত করা হয়েছে। দরবার কর্তৃপক্ষ সংঘাত এড়ানোর জন্য এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ভাঙচুরের পর পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে, কোনো বড় সংঘর্ষ হয়নি। দরবারের অস্থায়ী স্থাপনা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তবে কর্তৃপক্ষ শান্তিপূর্ণ অবস্থানে রয়েছে।

---

172 ফার্মগেটে কুতুববাগ দরবার শরিফের ওরশ স্থগিত https://www.facebook.com/reel/1124650642221560/?app=fbl

২৫. শুক্কুর আলী শাহ ফকিরের মাজার[173]

(জানুয়ারি ২০২৫ (বৃহস্পতিবার) রাতে, ঢাকার ধামরাই উপজেলার গাঙ্গুটিয়া ইউনিয়নের অর্জুন নালাই গ্রামে)

ভেঙে ফেলা শুকুর আলী শাহ ফকিরের মাজার দেখাচ্ছেন শুকুর আলীর স্ত্রী আমেনা বেগম। (ছবি: প্রথম আলো)

সার্বিক চিত্র: ঢাকার ধামরাই উপজেলার গাঙ্গুটিয়া ইউনিয়নের অর্জুন নালাই গ্রামে অবস্থিত শুক্কুর আলী শাহ ফকিরের মাজারে ২৩ জানুয়ারি ২০২৫ (বৃহস্পতিবার) রাতে হামলা চালানো হয়। হামলায় মাজারের মূল স্থাপনা, প্রাচীর, দুটি কবর এবং একটি টিনের বসতঘর সম্পূর্ণ ভাঙচুর করা হয়; অন্য একটি টিনের ঘরের বেড়া কুপিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়। মাজারে ৬৬তম ওরস চলাকালে এ ঘটনা ঘটে।

হামলার মূল কারণ: ওরসে গান-বাজনা এবং শরিয়াবিরোধী কর্মকাণ্ডের অভিযোগ তুলে হামলা চালানো হয়। স্থানীয় ওলামা ও ইমাম পরিষদের দাবি, মাজারে মাদকসেবন এবং অনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়।

ভিডিও বিশ্লেষণ[174]: হামলার সরাসরি ভিডিও নেই। নিউজ রিপোর্টে উল্লেখ আছে যে, হামলার আগে স্থানীয় মসজিদের মাইকে মাজারের বিরুদ্ধে স্লোগান দেয়া হয়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, প্রায় ৫০-৬০ জন দলবদ্ধ মুসল্লি মাজারে ঢুকে তাণ্ডব চালায়। শুক্কুর আলীর স্ত্রী আমেনা বেগম হামলা প্রতিহতের চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন।

অভিযুক্ত হামলাকারী: অভিযুক্তরা হলেন স্থানীয় ওলামা, ইমাম পরিষদের সদস্য এবং প্রায় ৪০০ লোক। সরাসরি হামলায় ৫০-৬০ জন অংশ নেয়।

প্রশাসনিক অবস্থান: রাত ৮টার দিকে পুলিশ এসে আইনশৃঙ্খলা অবনতির আশঙ্কায় ওরস বন্ধ করে দেয় এবং চলে যায়। পুলিশ চলে যাওয়ার পর রাত ১০টার দিকে হামলা হয়। পরে ভুক্তভোগী পরিবার ১২ জনের নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাত ৭০০-৮০০ জনকে আসামি করে ধামরাই থানায় মামলা দায়ের করে।

---

173 ঢাকার ধামরাই উপজেলার শুকুর আলী শাহ ফকিরের মাজারে ২৩ জানুয়ারি সন্ধ্যায় ওরস চলাকালে হামলা ও ভাংচুর চালানো হয়। https://bddigest.news/news/28094/

174 গত পরশুদিন উরশ চলাকালীন সময় ভেঙে ফেলা হয়েছে শুকুর আলী শাহ ফকিরের মাজার,, ধামরাই,ঢাকা, https://www.facebook.com/groups/ElmeMarifat/permalink/9256047647789316/?app=fbl

কর্তৃপক্ষের অবস্থান: মাজারের খাদেম ও শুক্কুর আলীর স্ত্রী আমেনা বেগম মাকামের প্রতিনিধিকে জানান, তারা বহু বছর ধরে ওরস করে আসছেন এবং পুলিশের নির্দেশে ওরস বন্ধও করে দিয়েছিলেন। তবুও রাতের অন্ধকারে হামলা চালিয়ে মাজার ও বাড়িঘর ধ্বংস করা হয়েছে।

সর্বশেষ পরিস্থিতি: বর্তমানে মাজারটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। হামলার পর প্রাণভয়ে শুক্কুর আলীর দুই ছেলে পরিবার নিয়ে বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র চলে গেছেন। এলাকায় চরম আতঙ্ক বিরাজ করছে।

২৬. ফকির মওলা দরবার শরিফ[175]

(২০২৫ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি, মানিকগঞ্জের সিঙ্গাইর উপজেলার আজিমপুরে)

সিংগাইরেরর আজিমনগরে প্রয়াত বাউল আব্দুর রশিদ বয়াতির বাৎসরিক ওরসে বাধা দেয় স্থানীয়রা। (ছবি: সংগৃহীত)

ফেসবুকে ছড়ানো একটি ভিডিওতে স্থানীয়দের লাঠি হাতে দেখা গেছে।

সার্বিক চিত্র: মানিকগঞ্জের সিঙ্গাইর উপজেলার আজিমপুরে অবস্থিত ফকির মওলা দরবার শরিফে প্রয়াত বাউল শিল্পী রশিদ সরকারের মাজারকে কেন্দ্র করে প্রতি বছর ২১ ফেব্রুয়ারি থেকে তিন দিনব্যাপী ‘সাধুর মেলা’ অনুষ্ঠিত হয়। এটি রশিদ সরকারের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত হয় এবং দূর-দূরান্ত থেকে ভক্তরা মাজার জিয়ারত করতে আসেন। ২০২৫ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি (শুক্রবার) মেলা ছোট পরিসরে শুরু হলেও স্থানীয়দের বাধা ও উত্তেজনার কারণে পণ্ড হয়ে যায়। দুপক্ষের মধ্যে সংঘর্ষে কয়েকজন আহত হয় এবং পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পুলিশ কয়েকজনকে (৭-১২ জন) হেফাজতে নেয়, যাদের অধিকাংশ দরবারের ভক্ত বা পরিবারের সদস্য।

উল্লেখ্য যে, বাউল সম্রাট প্রয়াত রশিদ সরকার মানিকগঞ্জ-২ আসনের সাবেক এমপি ও সিংগাইর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি গায়িকা মমতাজ বেগমের প্রথম স্বামী। এছাড়া তিনি নিজেও স্থানীয় আওয়ামী লীগের প্রভাবশালী নেতা ছিলেন। রশিদ সরকারের ছেলে সাবেক পৌর মেয়র আবু নইম মোহাম্মদ বাশার নিজেও সিংগাইর আওয়ামী লীগের একজন প্রভাবশালী নেতা। ৫ আগস্টের পর তিনি গা ঢাকা দিয়েছেন।

[175] মানিকগঞ্জের খাজা শাহ সুফি দেওয়ান আব্দুর রশিদ আল চিশতি নিজামি (রা.) দরবার শরীফ https://bddigest.news/news/28094/

হামলার মূল কারণ: স্থানীয়দের দাবি, মেলার নামে প্রচুর গাঁজা সেবন হয় এবং ধর্মীয় রীতিনীতিবহির্ভূত কাজ করা হয়, যা এলাকায় অপছন্দনীয়। উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুর রহমান মিঠু এটাকে 'গাঁজার মেলা' বলে অভিহিত করেন এবং স্থানীয়দের ক্ষোভের কথা উল্লেখ করেন। অন্যদিকে, দরবার কর্তৃপক্ষের দাবি এটি ঐতিহ্যবাহী মেলা এবং বিএনপি নেতাদের নেতৃত্বে অতর্কিত হামলা হয়েছে। কিছু সূত্রে প্রশাসনের নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করার অভিযোগও উঠেছে। মূলে রাজনৈতিক (আওয়ামী লীগ-সংশ্লিষ্ট পরিবার vs বিএনপি) ও সামাজিক-ধর্মীয় বিরোধ।

ভিডিও বিশ্লেষণ: সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে স্থানীয়দের লাঠি-সোঁটা হাতে দেখা গেছে। দরবারের ভক্তদেরও পাল্টা অবস্থান নিতে এবং দেশীয় অস্ত্রসহ প্রতিরোধ করতে দেখা যায়। ভিডিওতে হাজার হাজার লোকের সমাগম, লাঠি নিয়ে মিছিল এবং উভয় পক্ষের আক্রমণাত্মক অবস্থান প্রতীয়মান। কোনো বড় ধরনের হামলা বা মাজারে ক্ষয়ক্ষতির স্পষ্ট প্রমাণ নেই, তবে উত্তেজনা ও সংঘর্ষের দৃশ্য স্পষ্ট।

অভিযুক্ত হামলাকারী: দরবারের কর্তৃপক্ষ অভিযোগ করেন, স্থানীয় বিএনপি নেতা মাহবুবুর রহমান মিঠুর নেতৃত্বে গোবিন্দল এলাকার লোকজন ও অন্যান্য স্থানীয়রা হামলা চালায়। কিন্তু স্থানীয়দের দাবি: দরবারের ভক্তরা প্রথমে দেশীয় অস্ত্র নিয়ে স্থানীয়দের ওপর হামলা করে, যা প্রতিরোধ করা হয়। এই দু'পক্ষের সংঘর্ষে স্থানীয় থানার ওসি জাহিদুল ইসলাম সংবাদমাধ্যমকে বলেন, মাজার হামলার মূল কারণ দু'পক্ষের উত্তেজনা, কোনো একপক্ষকে সরাসরি হামলার জন্য দোষারোপ করা যায় না।

প্রশাসনিক অবস্থান: পুলিশের পক্ষ থেকে (সিঙ্গাইর থানা ওসি জাহিদুল ইসলাম ও এএসপি নাজমুল হাসান) বলা হয়, মেলার জন্য থানা থেকে কোনো অনুমতি নেয়া হয়নি। নিরাপত্তা ও আইনশৃঙ্খলা বিবেচনায় রশিদ সরকারের ১ম স্ত্রী শিরিন রশিদ (৭০), ছেলের বউ শাহানারা আক্তারসহ ৭-১২ জনকে হেফাজতে নেওয়া হয়। পরে ঘটনার দিন রাত ৯টা নাগাদ মুচলেকা দিয়ে ছাড়া পান। বড় অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে সতর্ক অবস্থানে ছিল পুলিশ। পুলিশ কর্তৃক মেলার বিষয়ে ব্যক্তিকেন্দ্রিক সমস্যা বলে মন্তব্য করা হয়েছে।

কর্তৃপক্ষের অবস্থান: মেলাটি ঐতিহ্যবাহী এবং রশিদ সরকার জীবিত থাকতে ২৫-৩০ বছর ধরে অনুষ্ঠিত হয়। এবার ছোট পরিসরে আয়োজন করা হয়েছিল, শুধু মাজার জিয়ারতের জন্য। হঠাৎ বিএনপি নেতাদের নেতৃত্বে হামলা হয়েছে, ৪ জন ভক্ত আহত হয়। তারা শান্তিপূর্ণভাবে মেলা চালানোর চেষ্টা করেছেন (নুরু পত্তনদার, আনোয়ার সরকার, জামিল খানের বক্তব্য থেকে)।

সর্বশেষ পরিস্থিতি: মেলা পণ্ড হয়ে গেছে এবং বন্ধ রয়েছে। মাজারে কোনো হামলা বা ক্ষয়ক্ষতির খবর নেই। পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়েছে। ভক্তরা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছেন, কয়েকজন আটকের পর ছাড়া পেয়েছেন। এলাকায় পুলিশি নজরদারি অব্যাহত।

২৭. গাউছে হক দরবার শরীফ[176]

(৩১ মার্চ ২০২৫ এর রাতে, নরসিংদীর রায়পুরা উপজেলায় অবস্থিত)

গাউছে হক দরবার শরীফের ছবি। (ছবি: সংগৃহীত)

১. প্রতিবাদ সমাবেশ। ২. প্রতিবাদ সমাবেশের ব্যানার। তাতে দরবারের পূর্বের ও বর্তমান ছবি বিদ্যমান।

সার্বিক চিত্র: নরসিংদীর রায়পুরা উপজেলায় অবস্থিত গাউছে হক দরবার শরীফে গত ৩১ মার্চ রাতে দুর্বৃত্তদের হামলা, ভাঙচুর, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে। এর প্রতিবাদে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়ায় দরবারের ভক্তবৃন্দের উদ্যোগে ২১ এপ্রিল বিকালে রেলওয়ে স্টেশনের ১ নং প্লাটফর্মে কয়েকশ' ভক্ত-মুরিদানের উপস্থিতিতে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। মানববন্ধনে হামলার নিন্দা জানানো হয়[177] এবং হামলাকারীদের গ্রেপ্তার, দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি ও ক্ষতিগ্রস্থ দরবার পুনঃনির্মাণের দাবি করা হয়। ১৯৭৮ সালে প্রতিষ্ঠিত এ দরবারে কোনো মাজার নেই এবং ৪৮ বছর ধরে ইসলামিক শরিয়া অনুসারে আধ্যাত্মিক চর্চা ও বার্ষিক ওরস মাহফিল হয়ে আসছে।

হামলার মূল কারণ: হামলার সুনির্দিষ্ট কারণ সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যায়নি। হামলাকে 'দুর্বৃত্তদের' কাজ বলে অভিহিত করা হয়েছে। ভক্তরা এটিকে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও বিশ্বাসের ওপর হামলা হিসেবে দেখছেন, এটি দেশের ধর্মীয় সহনশীলতা

---

176 রায়পুরা দরবার শরীফে হামলার প্রতিবাদে আখাউড়ায় ভক্তদের বিক্ষোভ https://www.jaijaidinbd.com/wholecountry/546404#google_vignette

177 গাউছে হক দরবার শরীফে হামলার প্রতিবাদে আখাউড়ায় মানববন্ধন https://www.voicebd24.com/?p=79857

ও সামাজিক স্থিতিশীলতার জন্য হুমকি। তারা দেশের বিভিন্ন স্থানে মাজার ও খানকাহ ভাঙচুরের প্রসঙ্গ তুলে এটিকে একটি ধারাবাহিকতার অংশ বলে মনে করছেন।

ভিডিও বিশ্লেষণ[178]**:** সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে হামলা চলাকালীন কোনো ভিডিও বা ছবি উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। হামলার দৃশ্যের কোনো ভিজ্যুয়াল প্রমাণ পাওয়া যায়নি। হামলা পরবর্তী মানববন্ধন ও প্রতিবাদ কর্মসূচির কিছু তথ্য ও ছবি পাওয়া গেছে।[179]

অভিযুক্ত হামলাকারী: হামলাকারীদের 'দুর্বৃত্ত' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কোনো ব্যক্তি, গ্রুপ বা সংগঠনের নাম চিহ্নিত করা হয়নি। ভক্তরা অবিলম্বে হামলাকারীদের চিহ্নিত করে গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়েছেন।

প্রশাসনিক অবস্থান: প্রশাসন বা পুলিশের কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি। হামলার পর কোনো গ্রেপ্তার বা তদন্তের খবরও পাওয়া যায়নি।

কর্তৃপক্ষের অবস্থান: দরবারের ভক্ত ও প্রতিনিধিরা (যেমন বিএনপি নেতা আবুল ফারুক বকুল, খতীব মোজাম্মেল হক মুছা, মুফতি রেদুয়ান রেজা আল ক্বাদরী প্রমুখ) হামলার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তারা জোর দিয়ে বলেছেন, দরবারটি ১৯৭৮ সালে পীরে কামেল সৈয়দ মোঃ অলিউর রহমান (অলি) শাহ প্রতিষ্ঠা করেন এবং এখানে শরিয়া অনুসারে আধ্যাত্মিক চর্চা ও ওরস মাহফিল হয়, এখানে কোনো মাজার নেই। তারা হামলাকে ধর্মীয় সহনশীলতার ওপর আঘাত হিসেবে দেখেন এবং হামলাকারীদের শাস্তি ও দরবার পুনঃনির্মাণের দাবি করেন।

সর্বশেষ পরিস্থিতি: হামলার পর দরবার শরীফ ক্ষতিগ্রস্থ অবস্থায় রয়েছে (ভাঙচুর, লুটপাট ও অগ্নিকাণ্ডের ফলে)। ভক্তরা আখাউড়ায় মানববন্ধনের মাধ্যমে প্রতিবাদ অব্যাহত রেখেছেন। পুনঃনির্মাণ বা মেরামতের কোনো অগ্রগতি বা প্রশাসনিক পদক্ষেপের খবর নেই। হামলাকারীদের গ্রেপ্তার বা তদন্তের কোনো আপডেট পাওয়া যায়নি।

---

178 মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সভা https://www.facebook.com/share/v/1FGoHPxyC7/

179 গাউছে হক দরবার শরীফে হা/ম/লা, ভাঙ/চুর, লু/টপাটের প্রতিবাদে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়ায় মানববন্ধন ও বিক্ষোভ মিছিল https://www.facebook.com/share/v/1BbTAzAeN4/

২৮. নুরাল পাগলার দরবার শরিফ[180]

(৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫ জুমার নামাজের পর, রাজবাড়ী জেলার গোয়ালন্দ উপজেলার জুড়ান মোল্লাপাড়া এলাকায়)

১. কাবা আকৃতির নুরাল পাগলার মাজার।

২. লাশ উত্তোলনের পর খালি কবর

৩. লাশকে কবর থেকে বের করে পোড়ানোর জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

৪. মাজার গুড়িয়ে দেয়া পর তৌহিদী জনতার বিজয় উল্লাস

সার্বিক চিত্র: রাজবাড়ী জেলার গোয়ালন্দ উপজেলার জুড়ান মোল্লাপাড়া এলাকায় অবস্থিত নুরুল হক ওরফে নুরাল পাগলার দরবার শরিফ (স্থানীয়ভাবে নুরাল পাগলার মাজার নামে পরিচিত) ৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫ জুমার নামাজের পর হাজার হাজার ‘তৌহিদী জনতা’ ও ‘ইমান-আকিদা রক্ষা কমিটি’র ব্যানারে বিক্ষোভ মিছিল থেকে হামলা চালানো হয়। হামলায় মাজারের স্থাপনা ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ, লুটপাট করা হয় এবং কবর থেকে নুরাল পাগলার মরদেহ তুলে মহাসড়কে এনে পুড়িয়ে ফেলা হয়।[181] সংঘর্ষে মাজারের ভক্তদের সাথে হামলাকারীদের সংঘাতে ১ জন নিহত ও শতাধিক

---

180 মাজারে হামলার ঘটনায় আতঙ্ক কাটেনি, 'মব সন্ত্রাস' নিয়ে আবারো প্রশ্নের মুখে সরকার https://www.bbc.com/bengali/articles/cn4wyd3wyndo

181 গোয়ালন্দে মাজার ভাঙচুর ও লাশ পোড়ানো – ধর্মকে ঢাল বানিয়ে উগ্রতা https://www.facebook.com/61558815046079/posts/pfbid02oBNE5ueW2Hp5JGfy6zXcJWqYYDM35KPHn8XujEgU44RqvaHEZ8dWK1mTdibWg1xdl/?app=fbl

আহত হন।[182] পুলিশের ওপর হামলা ও গাড়ি ভাঙচুরের ঘটনাও ঘটে। ঘটনার পর মাজারটি পুলিশ ও সেনাবাহিনীর পাহারায় রয়েছে এবং এলাকায় থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে। ঘটনায় একাধিক মামলা দায়ের হয়েছে এবং সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি পর্যন্ত ২৪ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।[183]

হামলার মূল কারণ: হামলাকারীদের দাবি অনুসারে, নুরাল পাগলা নিজেকে ইমাম মাহদী দাবি করতেন, কালিমা-আজান-দরুদ বিকৃত করতেন এবং মৃত্যুর পর (২৩ আগস্ট ২০২৫) তার মরদেহ মাটি থেকে ১০-১২ ফুট উঁচুতে কাবা শরিফের আকৃতির স্থাপনায় দাফন করা হয়, যা 'শিরক ও ইসলামবিরোধী' বলে অভিযোগ। এ নিয়ে দীর্ঘদিনের বিরোধ ছিল। ইমান-আকিদা রক্ষা কমিটি কবর সমতল করা ও অনৈতিক কার্যকলাপ বন্ধের দাবি তুলে সংবাদ সম্মেলন করে এবং বৃহস্পতিবারের মধ্যে দাবি না মানলে শুক্রবার 'মার্চ ফর গোয়ালন্দ' কর্মসূচির ঘোষণা দেয়, যা হামলায় রূপ নেয়।

ভিডিও বিশ্লেষণ: ভিডিওতে দেখা যায়, হাজারো টুপি-পাঞ্জাবী পরিহিত উত্তেজিত জনতা মাজারে প্রবেশ করে স্থাপনা ভাঙচুর, আগুন ধরিয়ে দিচ্ছে এবং কাবা আকৃতির উঁচু অংশ মই ব্যবহার গুড়িয়ে দিচ্ছে।[184] কবর খনন করে কফিন উত্তোলন করা হয়; কফিন থেকে লাশ নিচে পড়ে যায়, পরে হাত দিয়ে লাশ তুলে মাটিতে ছুড়ে ফেলা হয়। লাশ কফিনে তুলে মহাসড়কে নিয়ে গিয়ে 'নারায়ে তাকবির' ও উগ্র স্লোগান দিতে দিতে কাঠের সাহায্যে পুড়িয়ে ফেলা হয়। মাজারের আসবাবপত্র (ডেকচি, চেয়ার ইত্যাদি) লুট করা হয়।[185] ভিডিওগুলো সামাজিক মাধ্যম ও আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়েছে।[186]

অভিযুক্ত হামলাকারী: হামলাকারীরা নিজেদের তৌহিদী জনতা ও ইমান-আকিদা রক্ষা কমিটির সদস্য হিসেবে পরিচয় দেয়। প্রধান নেতৃত্বে[187] ছিলেন:
১. আহ্বায়ক মোঃ ইলিয়াস মোল্লা (জেলা ইমাম কমিটির সভাপতি),
২. চৌধুরী আহসানুল করিম হিটু (সাবেক সাধারণ সম্পাদক, বিএনপি নেতা),
৩. অ্যাডভোকেট মোঃ নুরুল ইসলাম (জামায়াতের জেলা আমির),
৪. আরিফুল ইসলাম (ইসলামী আন্দোলনের জেলা সেক্রেটারি),
৫. মোঃ ইউসুফ নোমানী (খেলাফত মজলিসের সহ-সভাপতি),
৬. আব্দুল্লাহ মামুন (এনসিপি জেলা সদস্য)।
গ্রেপ্তারকৃতদের মধ্যে মসজিদের ইমাম, ছাত্রলীগ-স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা রয়েছেন।

---

182 নুরাল পাগলার দরবারে হামলার ঘটনায় নিহত ১, আহত শতাধিক https://www.dhakapost.com/country/392714

183 নুরাল পাগলার মাজারে হামলা, মসজিদের ইমামসহ গ্রেপ্তার ১৮ (এই নিউজের পরে আটো ৬জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। https://www.kalbela.com/national/221327

184 বিবিসি নিউজ, ইউটিউব লিংক https://youtu.be/O4wyIo5mb40?si=jxXADZxAJVJxMrT2

185 যমুনা টেলিভিশন https://www.facebook.com/share/v/1LrSuWHeck/

186 যমুনা টিভি, নুরাল পাগলার মাজারে হামলা; নিহত ১, থমথমে এলাকার পরিস্থিতি https://www.facebook.com/share/v/19vhtag3aB/

187 এই ছয়জন এর নেতৃত্বে সমাবেশ ও সংবাদ সম্মেলন ডাকে এবং সেদিন ভাংচুর করা হয় মাজার
।https://www.facebook.com/groups/242331933652729/permalink/1460035811882329/?app=fbl

প্রশাসনিক অবস্থান: প্রশাসন হামলার আশঙ্কা জেনেও তা পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হয়।[188] হামলার দিন পুলিশ মোতায়েন থাকলেও জনতা পুলিশের ওপর হামলা করে গাড়ি ভাঙচুর করে। পরবর্তীতে একাধিক মামলা দায়ের (অজ্ঞাত ৩০০০-৭৫০০ আসামি)[189], ২৪ জন গ্রেপ্তার (যার মধ্যে ৮ জন ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তি দিয়েছেন), অভিযান অব্যাহত। অতিরিক্ত ডিআইজি, পুলিশ সুপার ও জেলা প্রশাসক জড়িতদের শাস্তির আশ্বাস দিয়েছেন। ঘটনার পর মাজারে পুলিশ-সেনাবাহিনীর পাহারা বসানো হয়। অন্তর্বর্তী সরকার নিন্দা জানিয়ে অপরাধীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থার কথা বলেছে।[190]

কর্তৃপক্ষের অবস্থান: মাজার কর্তৃপক্ষ (নুরাল পাগলার ভক্ত ও পরিবার) কবর উঁচুতে দাফন ও কাবা আকৃতির স্থাপনা নির্মাণকে ধর্মীয় বলে মনে করেন। তারা প্রশাসনের সাথে আলোচনায় সময় নিয়েছেন এবং দাবি মানতে অস্বীকার করেছেন। হামলার সময় ভক্তরা পাল্টা প্রতিরোধ করেন, যাতে সংঘর্ষ হয়। তাদের পক্ষ থেকে নিহতের পরিবার মামলা দায়ের করেছে।

সর্বশেষ পরিস্থিতি: মাজারটি সম্পূর্ণ ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ ও লুটপাটের শিকার হয়েছে। কাবা আকৃতির স্থাপনা ধ্বংস করা হয়েছে এবং নুরাল পাগলার মরদেহ কবর থেকে তুলে পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে। বর্তমানে মাজার কার্যক্রম সম্পূর্ণরূপে বন্ধ ও প্রশাসনের কড়া নিরাপত্তার মধ্যে রয়েছে।

---

[188] মাজারে হামলা, ভাঙচুর ও মরদেহ পোড়ানোর ঘটনায় জড়িতরা শাস্তি পাবে: রাজবাড়ীতে অতিরিক্তি ডিআইজি https://www.tbsnews.net/bangla/bangladesh/news-details-387291

[189] 'নুরাল পাগলা'র মাজারে হামলায় ৩৫০০ জনকে আসামি করে মামলা https://www.facebook.com/deshtvnews/videos/1515410476572973/?app=fbl

[190] নুরাল পাগলার মাজার ভাঙচুর ও মরদেহে আগুনের ঘটনার নিন্দা অন্তর্বর্তী সরকারের https://www.bonikbarta.com/bangladesh/x0FVbOD5FVcq57jq

২৯.পাঁচ পীরের মাজার

(১৩ই সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে, ইটনা উপজেলার (কিশোরগঞ্জ জেলা)

হামলার পূর্বে পাঁচ পীরের মাজারের একটি চিত্র। (ছবি: সংগৃহীত।)

সার্বিক চিত্র: ইটনা উপজেলার (কিশোরগঞ্জ জেলা) প্রাচীন পাঁচ পীরের মাজারে ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে একদল লোক হামলা চালাতে গেলে মাজারের মুরিদ ও ভক্তদের সাথে সংঘর্ষ বাধে। এতে কয়েকজন আহত হয়, কিন্তু মুরিদদের প্রতিরোধের ফলে হামলা ব্যর্থ হয় এবং মাজারটি রক্ষা পায়।[191] হামলার পূর্বে ফেসবুকে ভাঙচুরের আহ্বান জানিয়ে পোস্ট করা হয়, যাতে উরসের নামে ইসলামবিরোধী অপকর্ম, শিরক, নাচ-গান, মাদকসেবন ইত্যাদির অভিযোগ তোলা হয়। এছাড়া ১১ বছর আগের একটি রিপোর্টে (হবিগঞ্জের মাধবপুরে একই নামের মাজারে)[192] মেলার নামে জুয়া, মদ-গাঁজার অভিযোগে পুলিশ অভিযানের উল্লেখ আছে, এবং ২০২৫ সালের অক্টোবরে একটি ফেসবুক পোস্টে মাজারের অনুষ্ঠানে নারী-পুরুষের মিশ্র নাচ-গান, মাদকসেবন ইত্যাদি বর্ণনা করে সমালোচনা করা হয়।

হামলার চেষ্টার মূল কারণ: হামলাকারীদের দাবি অনুসারে, মাজারকে কেন্দ্র করে উরসের নামে ইসলামবিরোধী বেহায়াপনা, নারী-পুরুষের একত্রে নাচ-গান, মাদকসেবন, কুকর্ম এবং শিরকের কার্যকলাপ চলছে, যা ইসলাম ধর্মকে অবমাননা করছে। ফেসবুক পোস্টে এসব প্রতিহত করার জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়ে অপকর্ম রুখে দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়। এছাড়া মাসুম আল মুজাহিদের পোস্টে[193] মাজারে মিলাদ-জিকিরের পর গানের আসরে অল্পবয়সী মেয়েদের নাচ-গান, পর্দাহীনতা, পাগলদের মাদকসেবন ইত্যাদি বর্ণনা করে এটিকে শিরক-বিদআত বলে সমালোচনা করা হয়। একটি রিপোর্টে মেলায় জুয়া-মদ-গাঁজার অভিযোগ উল্লেখিত।

ভিডিও বিশ্লেষণ: হামলা বা সংঘর্ষের পরিকল্পনা ব্যর্থ হওয়ায় হামলা সংগঠিত হয়নি। তবে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও সংবাদ মাধ্যমে প্রতিবাদ সমাবেশ কর্মসূচির বিবরণ বিদ্যমান রয়েছে।

---

191 প্রতিরোধের খবর/ /https://www.facebook.com/100023794117708/posts/pfbid0LBepBWBkEa8JJ7k1MByF5MasUEfXbazxpQ6KnZxNEWeGdHYRoVoSujdVFRoWUmrol/?app=fbl

192 ১১ বছর আগে মাধবপুরে পাঁচ পীরের মাজারে মেলার নামে জুয়া-মদ গাঁজার আসর ॥ https://www.habiganjexpress.com/?p=22564

193 পাঁচ পীরের মাজার দর্শন এবং ভয়াবহ অভিজ্ঞতা https://www.facebook.com/100006913590857/posts/pfbid034CTUfeKwMLvAQdqgKewihr3zeD6VfguUP8zoHxG3kbKbgtKvcYQ18PgLa6c8qjW6l/?app=fbl

অভিযুক্ত হামলাকারী: অভিযুক্তরা হলেন ফেসবুকে ভাঙচুরের আহ্বানকারী ব্যক্তি বা গ্রুপ এবং ইটনাবাসী নামধারী লোকজন, যারা মাজারের অপকর্ম প্রতিহত করার নামে হামলা চালাতে যায়। তাদের নির্দিষ্ট পরিচয় বা সংগঠনের উল্লেখ নেই।

প্রশাসনিক অবস্থান: হামলার সময় বা পরবর্তীতে প্রশাসন (পুলিশ বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের) কোনো হস্তক্ষেপ বা অবস্থানের সুনির্দিষ্ট বিবরণ নেই।

কর্তৃপক্ষের অবস্থান: মাজার কর্তৃপক্ষের (খাদেম বা আয়োজকদের) সরাসরি অবস্থান বা বক্তব্য উল্লেখ নেই। তবে মুরিদরা হামলা প্রতিহত করে মাজার রক্ষা করে, যা থেকে অনুমান করা যায় তারা অনুষ্ঠানকে ধর্মীয় বলে মনে করেন।

সর্বশেষ পরিস্থিতি: হামলার চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় এবং মুরিদদের প্রতিরোধের ফলে মাজারটি রক্ষা পেয়েছে। ঘটনার পরবর্তী কোনো ক্ষয়ক্ষতি বা পরিবর্তনের আপডেট নেই, তবে অনুষ্ঠানসমূহ (যেমন: উরস বা গানের আসর) অব্যাহত থাকার ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

হামলা ঘটেছে কিন্তু বিস্তারিত তথ্য নেই এমন ঘটনাসমূহ:

৩০. ওয়ারিশ পাগলার মাজার

(২০২৫ সালের জানুয়ারি মাসে, দড়িগাঁও গ্রাম, সালুয়া ইউনিয়ন, কিশোরগঞ্জ)

ওয়ারিশ পাগলার মাজারে অগ্নিসংযোগের একটি দৃশ্য।

তথ্য: একটি ভিডিওতে মাজার ভাঙচুরের পর চারপাশে অগ্নিসংযোগের দৃশ্য দেখা যায়; হামলাকারীদের পরিচয় জানা যায়নি।[194]
বিস্তারিত তথ্য নেই।

৩১. শ্রীপুরের হেরাবন পাক দরবার শরীফ

(৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ দুপুরে, শ্রীপুর, গাজীপুর)

তথ্য: পীর সাহেবকে মারধর করে পুলিশের হাতে তুলে দেয়া হয়; একটি ভিডিওতে কয়েকশ স্থানীয় লোককে ভাঙচুরের দৃশ্যে দেখা যায়।[195]
বিস্তারিত তথ্য: একটি ভিডিওতে স্থানীয়দের হামলা মনে হয়।

---

194 ওয়ারিশ পাগলা মাজারে হামলা https://www.facebook.com/napterchar/videos/606079555373103/?mibextid=9drbnH&s=yWDuG2&fs=e

195 https://www.facebook.com/groups/266961967198479/permalink/1652674135293915/?app=fbl

৩২. মা জটালীর মাজার

(২০২৪ এর সেপ্টেম্বর মাসে, বাংলা একাডেমি এলাকা, ঢাকা)

তথ্য: হামলা-পরবর্তী ছবিতে মাজার সম্পূর্ণ গুড়িয়ে দেয়া অবস্থা দেখা যায় কিন্তু বিস্তারিত তথ্য নেই।

৩৩. বিগচান আল জাহাঙ্গীরের মাজার

(১৭ই আগস্ট ২০২৪, ঢালুয়ার চর, পলাশ, নরসিংদী)

তথ্য: মূলত কবরস্থানের পাশে একটি পাকা কবর; হামলা-পরবর্তী একটি ভিডিওতে কবর ভাঙচুর অবস্থায় দেখা যায়।[196]
বিস্তারিত তথ্য নেই।

৩৪. আয়নাল শাহ মাজার

(৩ই সেপ্টেম্বর ২০২৪, খোটমোড়া, গোতাশিয়া, মনোহরদী, নরসিংদী)

তথ্য: সোনারগাঁও প্রেস কর্তৃক প্রচারিত[197], এক ভিডিওতে স্থানীয় জামায়াতপন্থী নেতা মহিউদ্দিন খান দাবি করেন তাদের দল এই ভাঙচুরের সাথে জড়িত নয়।
বিস্তারিত তথ্য নেই।

৩৫. ওয়াইসিয়া/উয়ায়েসি দরবার শরীফ

(৯ই সেপ্টেম্বর ২০২৪ সালের, ঘিওর বাজার, পীরগঞ্জ রোড, গোলাপনগড় বোখারীপাড়া, মানিকগঞ্জ)

---

[196] হামলা পরবর্তী ভিডিও https://www.facebook.com/share/v/16QeH1UjrB/

[197] আয়নাল মাজার ভাঙচুরের সাথে আমরা জড়িত না- মহিউদ্দিন খান। / প্রেস সোনারগাঁও
https://youtu.be/ZpoSfp4kUJs?feature=shared

পরিচালনা করেন, উয়ায়েসি ফকির শাহ সুলতানী বাচ্চু শাহ ইয়ামেনী।
তথ্য: একটি ভিডিওতে মাজারের গ্লাস জানালা ও অভ্যন্তর ভাঙচুরের দৃশ্য দেখা যায়। যা এখনো বিদ্যমান।[198]
বিস্তারিত তথ্য নেই।

৩৬. খাজা শাহ সুফি দেওয়ান আব্দুর রশিদ আল চিশতি নিজামি (রা.) দরবার শরীফ/ কলাহাটা দরবার শরীফ।

(২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪ রাতে (ওরস চলাকালে), ঝিটকা শরিফ, হরিরামপুর, মানিকগঞ্জ)

তথ্য: ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ। বিস্তারিত তথ্য নেই।

উল্লেখ্য যে, ডক্টর গোলাম সাকলায়েন তার বাংলাদেশের সুফিসাধক গ্রন্থের ২০১ পৃ: এবং ইসলামী বিশ্বকোষে খাজা শাহ সুফি দেওয়ান আব্দুর রশিদ আল চিশতি নিজামি (রা.) এর ইতিহাস, বাংলায় তার বিচরণ নিয়ে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে।

---

198 ওয়াইসিয়া দরবার শরীফ ভাঙচুর https://www.facebook.com/share/v/16dnY2C2Yh/

হামলার হুমকি

৩৭. গোলাপ শাহ মাজার[199]

(১১ সেপ্টেম্বর ২০২৪, ঢাকার গুলিস্তানে অবস্থিত)

১. গোলাপ শাহের মাজার। ছবি সংগৃহীত।
২. মানববন্ধন ও প্রতিরোধ কর্মসূচী।

সার্বিক চিত্র: ঢাকার গুলিস্তানে অবস্থিত গোলাপ শাহ মাজারে ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৪ হামলার হুমকি দেয়া হয় ফেসবুকে ‘গুলিস্তানে গোলাপ শাহ মাজার ভাঙা কর্মসূচি’ নামে একটি ইভেন্ট তৈরি করে, যাতে প্রায় ২২ হাজার মানুষ সাড়া দেয়। এই হুমকির পরিপ্রেক্ষিতে ভক্তরা মাজার ঘিরে রক্ষায় অবস্থান নেন এবং ‘জিয়ারত কর্মসূচি’ পালন করেন।[200] মাজারের চারপাশে শতাধিক ভক্ত অবস্থান নিয়ে প্রতিবাদ, মিলাদ, মানববন্ধন ও মিছিল করেন। হামলাকারীরা উপস্থিত না হওয়ায় কোনো ভাঙচুর হয়নি। এটি আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পর দেশের বিভিন্ন মাজারে হামলার ধারার অংশ।

হামলার হুমকির মূল কারণ: মাজারকে শিরক-বেদাতি বা অনৈসলামিক কর্মকাণ্ডের আখড়া মনে করা। ভক্তদের দাবি অনুসারে, এটি ধর্মব্যবসায়ীদের চক্রান্ত, যারা সুফি পাগল-ফকিরদের সঠিক কথা বলার কারণে মাজার ভাঙতে চান।

মানববন্ধনের ভিডিও বিশ্লেষণ[201]: সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশের ভিডিওতে দেখা যায়, দূর-দূরান্ত থেকে ভক্তরা মাজারে জড়ো হয়ে জিয়ারত, মিলাদ কিয়াম, মানববন্ধন, প্রতিবাদ মিছিল করছেন। স্লোগান: "ওলি আল্লাহর দুশমনেরা, হুশিয়ারি সাবধান", "ওহাবীর বাচ্চারা ভালো হয়ে যাও", "রক্ত দিয়েছি আরো দিব, তারপরও মাজার মুক্ত করে দিব, ইনশাআল্লাহ"।[202] অন্যান্য মাজার ভাঙচুরের প্রতিবাদও করা হয়।

---

[199] গোলাপ শাহ মাজার রক্ষায় ঘিরে রেখেছেন ভক্তরা স্টাফ করেসপন্ডেন্ট । বাংলা নিউজ টোয়েন্টি ফোর. কম https://www.banglanews24.com/national/news/bd/1390069.details
[200] রাজধানীর গোলাপ শাহ মাজারে হামলার আশঙ্কায় ভক্তদের অবস্থান https://www.prothomalo.com/bangladesh/capital/fcih9l6lc7
[201] গোলাপ শাহ মাজার ভাঙচুর ঠেকাতে ভক্তদের অবস্থান / দৈনিক যায়যায়দিন https://www.facebook.com/dailyjaijaidinnews/videos/494234636712127/
[202] গোলাপ শাহ মাজার ভাঙচুর ঠেকাতে ভক্তদের অবস্থান/ N. Proti gonta https://www.facebook.com/share/v/16KqrhpT7S/

অভিযুক্ত হামলাকারী: ফেসবুক ইভেন্ট তৈরিকারী এবং সাড়া দেয়া ব্যক্তিরা, যাদেরকে ভক্তরা জঙ্গিবাদী বা ওহাবী গ্রুপ হিসেবে অভিহিত করেন। কেউ উপস্থিত না হওয়ায় নির্দিষ্ট কেউ চিহ্নিত হয়নি। ইভেন্ট লিংক তাৎক্ষণিক ডিলিট করে করে দেওয়ায় এর হোস্ট সম্পর্কে বিস্তারিত জানা সম্ভব হয়নি।

প্রশাসনিক অবস্থান: প্রশাসনের সরাসরি অবস্থান উল্লেখ নেই, তবে ভক্তরা দাবি করেন যে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী কার্যকর নয়, যার সুযোগ নিয়ে হুমকি দেয়া হচ্ছে। হামলা না হওয়ায় কোনো ব্যবস্থা নেওয়ার প্রয়োজন হয়নি।

কর্তৃপক্ষের অবস্থান: সুফি কমিটির আহ্বায়ক সৈয়দ গোলাম মইনুদ্দিন হিয়াজুড়ি বলেন, মাজার ভাঙার চেষ্টা ধর্মব্যবসায়ীদের চক্রান্ত, যারা পাগল-ফকিরদের সঠিক কথা বলা সহ্য করতে পারে না। ভক্তরা জীবন দিয়ে মাজার রক্ষায় প্রস্তুত, জঙ্গিবাদের ঠাঁই নেই। ভক্তরা প্রতিবাদ করে বলেন, প্রয়োজনে শহীদ হতে রাজি।

সর্বশেষ পরিস্থিতি: হামলা হয়নি, ভক্তদের অবস্থানের কারণে হুমকি বাস্তবায়িত হয়নি। মাজার অক্ষত রয়েছে এবং স্বাভাবিকভাবে চলছে। ২০২৫ পর্যন্ত কোনো হামলার খবর নেই, যদিও সার্বিক মাজার হামলার প্রেক্ষাপটে ভক্তরা সজাগ রয়েছেন।

ঢাকা বিভাগে মাজার/দরবার/আস্তানায় হামলার অভিযোগ (অপ্রমাণিত ঘটনাসমূহ)

নিম্নোক্ত মাজার বা দরবার শরীফে হামলার অভিযোগ উঠেছে প্রধানত সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া বিভিন্ন তালিকা[203], মাজার দরগাহ ঐক্য পরিষদের প্রতিবেদন[204], ডেইলি স্টারের প্রতিবেদন "মাজারের মৌন আর্তনাদ"[205] বিডি ডাইজেস্টের প্রতিবেদন "পরিকল্পিতভাবে মাজারের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি ধ্বংস করা হচ্ছে"[206] বিবিসির বাংলার প্রতিবেদন "দেশের বিভিন্ন জায়গায় মাজার ভাঙ্গার ঘটনাগুলো কেন ঘটছে? কারা ঘটাচ্ছে?"[207] মানবাধিকার সংগঠন মানবাধিকার সংস্কৃতি ফাউন্ডেশন (এমএসএফ) এর হামলার মাসিক প্রতিবেদন,[208] Religion Unplugged পত্রিকার প্রতিবেদন[209]সহ ইত্যাদি[210] সংবাদমাধ্যমের সংক্ষিপ্ত উল্লেখ থেকে। তবে এসব ঘটনার বিস্তারিত প্রতিবেদন, প্রত্যক্ষদর্শীর বক্তব্য, প্রশাসনিক রেকর্ড বা নির্ভরযোগ্য ভিডিও ফুটেজ উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। কিছু ক্ষেত্রে হামলা-পরবর্তী ছবি বা সংক্ষিপ্ত ভিডিও ক্লিপ পাওয়া গেছে, যা ধ্বংসাবশেষ দেখায়। এগুলোকে সাধারণত 'অপ্রমাণিত' হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

৩৮. আকবর পাগলার মাজার
(৫ আগস্ট ২০২৪, নরসিংদী)
বিস্তারিত তথ্য নেই।

৩৯. আয়েজ পাগলার মাজার
(৫ আগস্ট ২০২৪, নরসিংদী)
বিস্তারিত তথ্য নেই।

৪০. শাহসূফি চানমিয়া দরবার শরীফ
(৫ আগস্ট ২০২৪-এর পরপর, নয়াপাড়া, গাজীপুর)

---

203 (বিশেষত সৈয়দ তারিকের দেওয়া তালিকা, তিনি দাবি করেন, এসবের প্রতিটি মাজার হামলার প্রমাণ ও ডিটেইলস তার কাছে মওজুদ আছে) https://www.facebook.com/share/p/1AxsjT2UuG/

204 মাজার দরগাহ ঐক্য পরিষদের প্রতিবেদন https://www.facebook.com/100006913590857/posts/pfbid034CTUfeKwMLvAQdqgKewihr3zeD6VfguUP8zoHxG3kbKbgtKvcYQ18PgLa6c8qjW6l/?app=fbl

205 মাজারের মৌন আর্তনাদ https://bangla.thedailystar.net/news/bangladesh/news-653331

206 পরিকল্পিতভাবে মাজারের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি ধ্বংস করা হচ্ছে জুলাই ১১, ২০২৫ · মানবাধিকার https://bddigest.com/news/28094/

207 দেশের বিভিন্ন জায়গায় মাজার ভাঙ্গার ঘটনাগুলো কেন ঘটছে? কারা ঘটাচ্ছে? https://www.bbc.com/bengali/articles/ckg2xygly1no

208 সেপ্টেম্বরে মাজারে হামলা ও অগ্নিসংযোগের ১২ ঘটনা: এমএসএফ। https://www.prothomalo.com/bangladesh/nyobcrx1et

209 In Bangladesh, Intra-Muslim Conflict Results In Death And Destroyed Shrines https://religionunplugged.com/news/sufi-shrines-face-wave-of-attacks-in-bangladesh

210 আর যদি কোন মাজার ভাঙ্গা হয় কাপনের কাপড় পড়ে রাস্তায় নেমে পড়বো আমরা স্বাধীন কাগজ https://swadhinkagoj.com/crime/%E0%A6%86%E0%A6%B0-%E0%A6%AF%E0%A6%A6%E0%A6%BF-%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A6%A8-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A6%BE-%E0%A6%B9%E0%A6%AF/3153/

বিস্তারিত তথ্য নেই।

৪১. ফকির মার্কেট মাজার
(৫ আগস্ট ২০২৪-এর পরপর, গাজীপুর)
বিস্তারিত তথ্য নেই।

৪২. জাবের পাগলার মাজার
(৫ আগস্ট ২০২৪-এর পরপর, গাজীপুর)
বিস্তারিত তথ্য নেই।

৪৩. হাসেন আলী ফকিরের মাজার
(৫ আগস্ট ২০২৪-এর পরপর, বেলাব, নরসিংদী)
বিস্তারিত তথ্য নেই।

উল্লেখ্য যে, ময়মনসিংহের নান্দাইল থেকে হাসান পাগলা সিলেটের পীর সিদ্দিক আলী মাওলানার সাথে নরসিংদীর বেলাব উপজেলার নারায়ণপুর ইউনিয়নের ভাটেরচর গ্রামে আসেন। পীর সিদ্দিক আলী হাসান ফকিরকে এ-গ্রামের বাসিন্দা গোলাপ মিয়ার কাছে রেখে যান। এখানে তিনি ফকিরি গান-বাজনা আর জিকির করতেন, মসজিদে আজান দিতেন। এলাকার মানুষের কাছে তিনি আধ্যাত্মিক ব্যক্তি হিসেবে সুপরিচিত হন। কারো কোনো রোগ-বালাই হলে তারা তার কাছে যেতেন। তিনি ফুঁ দিয়ে দিলে রোগমুক্তি ঘটতো। পঞ্চাশ বছর তিনি এই এলাকায় আউলিয়ার কাজ করেন। ১৯৯২ সালে তিনি ইন্তেকাল করেন। ভাটেরচর গ্রামেই তাকে সমাধিস্থ করা হয়। তার সমাধিস্থানে গড়ে ওঠে মাজার, যেখানে প্রতি বছর ওরস হয়।

৪৪. করমদী ফকিরের মাজার
(১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪, ভাওয়াল মির্জাপুর বাজার, গাজীপুর)
তথ্য: অতি প্রাচীন মাজার; ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের অভিযোগ।
বিস্তারিত তথ্য নেই।

৪৫. আক্কেল আলী শাহের মাজার
(সেপ্টেম্বর ২০২৪, হাটুভাঙা, রায়পুরা উপজেলার, খানাবাড়ি থানায় , নরসিংদী)
বিস্তারিত তথ্য নেই।

৪৬. আমিনুল হক পাগলার মাজার/আস্তানা
(২৩ নভেম্বর ২০২৪, দিলালপুর, নরসিংদী)
অতিরিক্ত তথ্য: আস্তানা উচ্ছেদ
বিস্তারিত তথ্য নেই।

৪৭. হানিফ শাহ মাজার[211]
(২৪ জানুয়ারি ২০২৫, খোটমোড়া, গোতাশিয়া, মনোহরদী, নরসিংদী)
বিস্তারিত তথ্য নেই।

৪৮. শাহ সুফি হযরত আইয়ুব আলী শাহের আস্তানা
(২৪ জানুয়ারি ২০২৫, শ্রীনগর গ্রাম, নরসিংদী)
বিস্তারিত তথ্য নেই।

হামলার গুজব

৪৯. হজরত হায়দার শাহ বাবার মাজার, মুহাম্মদপুর, ঢাকা
হজরত হায়দার আলী ইয়ামেনী মাজারে (হাজারীবাগ, ঢাকা) হামলার ছবি-ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ার পর এটিকে মুহাম্মদপুরের হজরত হায়দার শাহ বাবার মাজারে হামলা বলে গুজব রটানো হয়। এই গুজবের ফলে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয় এবং উত্তেজনা বাড়ে। পরবর্তীতে সুফিবাদী নেতা মুফতি শামসুজ্জামানসহ অনেকে এটিকে গুজব বলে অস্বীকার করেন এবং নিন্দা জানান। তারা স্পষ্ট করেন যে, হামলা হাজারীবাগের নির্মাণাধীন ইয়ামেনী মাজারে হয়েছে, মুহাম্মদপুরের মাজারে নয়। এই গুজবের কারণে সাময়িক বিভ্রান্তি ছড়ালেও পরিস্থিতি শান্ত হয় এবং কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটেনি।

---

211 হানিফ শাহ, খোটমোড়া, গোতাশিয়া, মনোহরদী, নরসিংদী। https://www.facebook.com/100006002226268/posts/pfbid02gKeP6nXSied94JzSPYgE1TCiUaSVESRXnLyixxcvHrEvWUchTG9zhoxWkD5XwoFbl/?app=fbl

“২০২৪-২০২৫ সালে ময়মনসিংহ বিভাগে সংঘটিত মাজারে হামলা” বিষয়ে প্রতিবেদন

সার্বিক তত্ত্বাবধান ও সম্পাদনা: মোহাম্মদ আবু সাঈদ

পেপারওয়ার্ক: মুহাম্মদ তৌহিদুল ইসলাম
ফিল্ডওয়ার্ক: আবু হাসান মোহাম্মদ মুখতার

প্রকাশ:
জানুয়ারি, ২০২৬
মাকাম: সেন্টার ফর সুফি হেরিটেজ
মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
maqambd.org@gmail.com
01878-431312

মাকাম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

ভূমিকা

২০১৫ সালে গঠিত ময়মনসিংহ বিভাগ বাংলাদেশের উত্তর-মধ্যাঞ্চলে অবস্থিত একটি প্রশাসনিক বিভাগ। ময়মনসিংহ বিভাগ চারটি জেলা নিয়ে গঠিত: ময়মনসিংহ, শেরপুর, নেত্রকোনা এবং জামালপুর। বিভাগের মোট আয়তন প্রায় ১০,৫৮৪ বর্গকিলোমিটার এবং জনসংখ্যা ১ কোটি ২০ লক্ষেরও বেশি। ভৌগোলিকভাবে, এটি ব্রহ্মপুত্র নদীর অববাহিকায় অবস্থিত, যা কৃষি, মৎস্য চাষ এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য বিখ্যাত। ঐতিহাসিকভাবে, ময়মনসিংহ অঞ্চল সুফি সাধক, পীর-আউলিয়া এবং ধর্মীয় সম্প্রীতির কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত, যেখানে অসংখ্য মাজার, দরবার এবং খানকা রয়েছে। এসব স্থানীয় সংস্কৃতি, আধ্যাত্মিকতা এবং সম্প্রদায়ের অংশ। এখানকার জনগোষ্ঠী প্রধানত মুসলিম; সুফি ঐতিহ্য এবং বাউল-মারফতি সংস্কৃতির প্রভাব গভীর। এই বিভাগের অর্থনীতি কৃষি-নির্ভর, কিন্তু শিক্ষা এবং সাংস্কৃতিক কার্যক্রমও উল্লেখযোগ্য। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে, রাজনৈতিক পরিবর্তন, ধর্মীয় উগ্রবাদ এবং স্থানীয় বিরোধের কারণে এই অঞ্চলে ধর্মীয় স্থাপনা যেমন মাজারের উপর হামলার ঘটনা বৃদ্ধি পেয়েছে। এসব বিরোধ, বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি এই অঞ্চলের সম্প্রীতি এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে হুমকির মুখে ফেলেছে। ঐতিহাসিক ৫ আগস্ট থেকে জুলাই অভ্যুত্থান পরবর্তী সময়ে সারাদেশে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির সুযোগ নিয়ে মাজার, দরগাহ সর্বোপরি মাজার সংস্কৃতির উপর ধারাবাহিক ও সঙ্ঘবদ্ধভাবে আক্রমণ পরিচালিত হয়। এর অংশ হিসেবে ময়মনসিংহ বিভাগে ১১টি হামলার খবর পাওয়া গিয়েছে।

ঐতিহাসিক ৫ আগস্ট থেকে ডিসেম্বর-২০২৫ পর্যন্ত সময়কালের মধ্যে প্রতিবেদনটি সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। ব্যবহৃত সকল তথ্যের যথাযথ সূত্র প্রদান করা হয়েছে।

এই প্রতিবেদনে ময়মনসিংহ বিভাগে মাজারে হামলা সংক্রান্ত যত ঘটনা সংগঠিত হয়েছে প্রায় সকল ঘটনার বিস্তারিত তুলে ধরা হয়েছে। ঘটনার সার্বিক চিত্র, কারণ, ভিডিও ফুটেজ, প্রশাসন, মাজার কর্তৃপক্ষ, মাজারের সর্বশেষ অবস্থান ইত্যাদি সকল বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে।

এটি ‘তদন্ত প্রতিবেদন’ নয়। ময়মনসিংহ বিভাগে মাজারে হামলার সার্বিক চিত্র, হামলার শিকার মাজারগুলোর বর্তমান অবস্থা ও বিভিন্ন পরিসংখ্যান হাজির করাই আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য। উদ্দেশ্য হলো, এর মাধ্যমে সরকার, আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে এ ব্যাপারে সচেতন করে তোলা। পাশাপাশি, দেশের সরকার, মিডিয়া সর্বোপরি জনসাধারণের নিকট মাজার হামলার একটি সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরা।

প্রতিবেদনে সংখ্যা, পরিসংখ্যান, শব্দচয়ন ও বানানের বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। তবুও অসতর্কতাবশত কোনো ভুল হয়ে থাকলে তা পাঠকের চোখে পড়লে আমাদেরকে জানানোর সাথে সাথে সংশোধনের সর্বোচ্চ চেষ্টা করা হবে।

সারাংশ

ময়মনসিংহ বিভাগে ২০২৪-২০২৫ সালে মাজার-সংক্রান্ত হামলা ও সম্পর্কিত ঘটনার সংখ্যা উল্লেখযোগ্য। ঐতিহাসিক ৫ আগস্ট থেকে ২০২৫ সালের নভেম্বর অবধি ময়মনসিংহ বিভাগে ৮টি মাজারে হামলার ঘটনা ঘটেছে। জেলাভিত্তিক বিবরণে দেখা যায়: ময়মনসিংহে ৬টি, নেত্রকোনা ও শেরপুরে ১টি করে —মোট ৮টি হামলার ঘটনা প্রমাণিত হয়েছে। পাশপাশি এমন ৩টি খবর পাওয়া গিয়েছে যেগুলোর বিস্তারিত তথ্য-প্রমাণ পাওয়া যায়নি। অর্থাৎ, প্রমাণিত ঘটনা ৮টি এবং অপ্রমাণিত, হুমকি ও গুজব ৩টি, মোট ১১টি।

হামলাগুলোর প্রধান কারণ ধর্মীয় মতাদর্শগত বিরোধ (যেমন: মাজারকে 'শিরক-বিদআত' আখ্যা দিয়ে হামলার পটভূমি তৈরি ও বৈধতা উৎপাদন), রাজনৈতিক প্রতিহিংসা (যেমন: আওয়ামী লীগ-সংশ্লিষ্টতা), সামাজিক অসন্তোষ (যেমন: মাদক সেবন বা অসামাজিক কার্যকলাপের অভিযোগ) এবং পারিবারিক কলহ ও জমি-সংক্রান্ত বিরোধ। উদাহরণস্বরূপ, ময়মনসিংহ ও নেত্রকোণার ঘটনাগুলোতে 'তৌহিদী জনতা' ব্যানারে সংগঠিত হামলায় ওরস, মেলা বা সুফি সমাজের অনুষ্ঠানকে হামলার লক্ষ্যবস্তু বানানো হয়েছে, যাকে স্থানীয় যুবকদের চারিত্রিক স্থলনের কারণ হিসেবে অভিযোগের মাধ্যমে ন্যায্যতা দেয়া হয়েছে। প্রভাবের দিক থেকে, মাজারগুলোর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান (ওরস, মেলা, মিলাদ) অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ, এবং স্থানীয় সম্প্রদায়ের নিরাপত্তাহীনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে হামলাকারীরা বহিরাগত (যেমন: চরমোনাইপন্থী বা কওমী মাদ্রাসার ছাত্র)। এছাড়া, প্রশাসনিক নিষ্ক্রিয়তা স্পষ্ট: প্রায় সবকটি ঘটনায় (৭টি/ ৯০% হামলায়) কোনো মামলা, গ্রেফতার বা তদন্তের অগ্রগতি নেই, যা হামলাকারীদেরকে উৎসাহিত করেছে। কেবল ১টি বা ১০% হামলার ক্ষেত্রে (শেরপুরের মুর্শিদপুর দরবার) প্রশাসন সক্রিয়তা প্রদর্শন করেছে, যেখানে মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

হামলার পর অদ্যাবধি অন্তত ৩টি মাজার পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে। অন্তত ৪টি মাজারের বাৎসরিক উরসের আয়োজন বন্ধ রয়েছে। এ-সকল হামলায় নারীসহ অন্তত ১৫৩জন আহত ও ১জন নিহত হয়েছে।

পরিসংখ্যান

বিভাগের সবচেয়ে বেশি ঘটনা ঘটেছে ময়মনসিংহ জেলায়, ৭৫%। প্রধান কারণসমূহ: ধর্মীয় অভিযোগ (বিদআত-শিরক আখ্যা, ৭০%), স্থানীয় বিরোধ (মাদক-জমি, ১০%), পারিবারিক দ্বন্দ্ব (১০%) এবং রাজনৈতিক প্রতিহিংসা (১০%)। হামলাকারী হিসেবে 'তৌহিদী জনতা'র নেতৃত্বই প্রধান (৯০%)। হামলার ঘটনায় প্রশাসনের সক্রিয়তা ১০%; নিষ্ক্রিয়তা ৯০%।

হামলায় আক্রান্ত মাজারসমূহের তালিকা

নিম্নে হামলার শিকার মাজারসমূহের তালিকা প্রদান করা হয়েছে। তালিকাটি দু'টি ছকে বিভক্ত। ১ম ছকে যে সকল মাজারে হামলার ঘটনা প্রমাণিত হয়েছে এবং ক্ষয়ক্ষতি যাচাই করা সম্ভব হয়েছে এবং ২য় ছকে সে-সকল মাজার যেগুলোতে হামলার অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে, হুমকি প্রদান করা হয়েছে, হামলার ব্যর্থ চেষ্টা ও হামলার গুজবের ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে।

ছক: ০১

সংখ্যা	মাজারের নাম	সময়	স্থান	ক্ষয়ক্ষতি ও মন্তব্য
০১	দেওয়ানবাগ পীরের দরবার শরীফ	৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ (রোববার) সকালে ফজরের নামাজের পর	ময়মনসিংহের ত্রিশাল উপজেলার আমিরাবাড়ি ইউনিয়নের গোপালপুর গ্রামে অবস্থিত	উভয় পক্ষে ১২০ আহত
০২	শাহ আব্দুর রহমান ভান্ডারির মাজার	৮ অক্টোবর ২০২৪	ময়মনসিংহ জেলার তারাকান্দা উপজেলার বিসকা গ্রামে	বাৎসরিক ওরস পালন বন্ধ রয়েছে।
০৩	শেরপুরের মুর্শিদপুর পীরের দরবার (খাজা বদরুদ্দোজা হায়দার ওরফে দোজা পীরের দরবার শরীফ)	দুই দফায় হামলা ২৬ ও ২৮ নভেম্বর ২০২৪ (মঙ্গলবার ও বৃহস্পতিবার)	শেরপুর সদর উপজেলার লছমনপুর এলাকায় অবস্থিত	দুই দফায় হামলা, ১৩ জন আহত ও ১জন নিহত।
০৪	হজরত শাহ সুফি সৈয়দ কালু শাহর (রহ.) মাজার	৮ জানুয়ারি, ২০২৫ (বুধবার) রাতে,	ময়মনসিংহ কোতোয়ালি মডেল থানার বিপরীত দিকে, ব্রহ্মপুত্র নদীর পাড়ে অবস্থিত	জামিয়া ফয়জুর রহমান মাদ্রাসার শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ কতৃর্ক হামলা।
০৫	হযরত শাহ নেওয়াজ ফকির ওরফে ল্যাংটা পাগলার মাজার	(৩ মার্চ, ২০২৫ (সোমবার) রাতে তারাবিহ নামাজের পর	নেত্রকোনা জেলার কেন্দুয়া উপজেলার মাসকা বাজারসংলগ্ন	সাম্প্রদায়িক হামলা

০৬	নূরাই পীরের দরগাহ	১৩ এপ্রিল ২০২৫ তারিখে	ময়মনসিংহের ফুলবাড়িয়া উপজেলার রাঙ্গামাটিয়া গ্রামে	পারিবারিক শত্রুতা, উত্তরাধিকার বিরোধ ও জমি দখলের চেষ্টা।
০৭	খাজা বাবার দায়রা শরিফ' (স্থানীয়ভাবে 'গনি ফকিরের আস্তানা' নামে পরিচিত)	১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫ (শুক্রবার) জুমার নামাজের পর	ময়মনসিংহ নগরের ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের সুতিয়াখালী বাজারে	ক্ষতির পরিমাণ ১০-১২ লাখ টাকা।
০৮	শাহজাহান উদ্দিন (র.) আউলিয়া মাজারে	২৫-২৬ ডিসেম্বর ২০২৫	ময়মনসিংহের গৌরীপুর উপজেলার টেঙ্গাপাড়া গ্রামে অবস্থিত	

ছক: ০২

হামলার অভিযোগ/ চেষ্টা/ গুজব এমন ঘটনার তালিকা				
সংখ্যা	**মাজারের নাম**	**সময়**	**স্থান**	**ক্ষয়ক্ষতি ও মন্তব্য**
০৯	নুর আইসার দরবার শরীফ	৮ই আগস্ট ২০২৪	ময়মনসিংহ গৌরীপুর বাহাদুরপুর গ্রামে	
১০	আমান পাগলার মাজার	৫ই আগস্ট ২০২৪ এর পরে	নান্দাইল, ময়মনসিংহ	
১১	ডাঃ মনিরুল শামীম সিরাজী খানেকা শরীফ	সেপ্টেম্বর ২০২৫	ময়মনসিংহ।	

ময়মনসিংহ বিভাগে সংগঠিত প্রমাণিত ৮টি ঘটনার জেলাভিত্তিক সংখ্যা:

জেলা	সংখ্যা
ময়মনসিংহ	০৬
শেরপুর	০১
নেত্রকোনা	০১
জামালপুর	০০

১. দেওয়ানবাগ পীরের দরবার শরীফ

(৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ (রোববার) সকালে ফজরের নামাজের পর, ময়মনসিংহের ত্রিশাল উপজেলার আমিরাবাড়ি ইউনিয়নের গোপালপুর গ্রামে অবস্থিত)

দরবারে হামলারত ‘তৌহিদী জনতা’

দূর থেকে দরবারে অগ্নিসংযোগের চিত্র

হামলার পর দরবারে থাকা পীরের ছবি নিয়ে হামলাকারীদের আচরণ।

সার্বিক চিত্র: ময়মনসিংহের ত্রিশাল উপজেলার আমিরাবাড়ি ইউনিয়নের গোপালপুর গ্রামে অবস্থিত বাবে বরকত দেওয়ানবাগ শরীফ দরবারে ৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ (রোববার) সকালে ফজরের নামাজের পর হামলা করা হয় এবং ভাঙচুরের চেষ্টা হয়।[212] হামলাকারীরা ফটক, সীমানা এবং একটি ঘর ভেঙে আগুন ধরায়, যাতে দরবারের ভক্তরা মরিচের গুঁড়া, ইটপাটকেল দিয়ে প্রতিরোধ করে এবং উভয় পক্ষে ১২০ জন আহত হয়। ত্রিশাল উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জুয়েল মাহমুদ, সেনাবাহিনী এবং পুলিশ বেলা দুইটার দিকে পরিস্থিতি

---

212 ময়মনসিংহে দেওয়ানবাগ পীরের দরবারে হামলা, ভাঙচুরের চেষ্টা https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/dtlmv0hkug

নিয়ন্ত্রণ করে।[213] এরপর স্থানীয় রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে বৈঠকে তিন দফা দাবি (তোরণ সরানো, অস্ত্র উদ্ধার, ইসলামবিরোধী কার্যকলাপ বন্ধ) মেনে নেয়া হয়।

হামলার মূল কারণ: হামলাকারীরা দরবারকে ‘শিরকি’ এবং ‘অসামাজিক’ কার্যকলাপের কেন্দ্র হিসেবে দেখে, যেখানে ‘মাজারপূজা’, অস্ত্র রাখা এবং ইসলামবিরোধী কাজ হয় বলে অভিযোগ। ফেসবুকের মাধ্যমে ‘তাওহীদি জনতা’র ঘোষণায় মানুষ জড়ো হয়, এবং তারা কোরআন-হাদিসের বাইরের সব মাজার ভেঙে-জ্বালিয়ে গুঁড়িয়ে দেয়ার দাবি করে। স্থানীয় ইসলামী দলগুলোর অনুসারীরা বলেন, এতে তাদের সম্পৃক্ততা নেই, এতে বহিরাগত লোকজন জড়িত।

ভিডিও বিশ্লেষণ: ভিডিওতে হামলা চলাকালীন সময়ে মাইক থেকে মসজিদে ঘোষণা দিয়ে আহ্বান এবং উৎসাহ দেয়া হয়।[214] যেখানে গেইট, নামফলক এবং স্তম্ভ বুলডোজার দিয়ে ভাঙা হয় এবং পুরো প্রাঙ্গণে আগুন লাগিয়ে ধ্বংস করা হয়। হামলাকারীরা টুপি-জুব্বা-পাঞ্জাবি পরিহিত; তারা স্লোগান দেয়, ‘নারায়ে তাকবীর আল্লাহু আকবার’, ‘দ্বীন ইসলাম জিন্দাবাদ’, ‘ভন্ড পীরের আস্তানা জ্বালিয়ে দাও’।[215] হাতে কালেমা-খচিত কালো পতাকা এবং উস্কানিমূলক প্ল্যাকার্ড বহন করে লাঠি-সোটা, হ্যামার, লোহার রড দিয়ে হামলা চালায়। বিপরীতে, দরবারের খাদেমরা মাইকে সাহায্য প্রার্থনা করে প্রতিরোধ করে। হামলা শেষে মাজার সম্পূর্ণ ধুলোয় পরিণত হয়।[216]

অভিযুক্ত হামলাকারী: ‘তৌহিদি জনতা’ নামধারী গ্রামবাসী এবং বহিরাগত লোকজন, যারা টুপি-জুব্বা পরিহিত এবং জামায়াত-কওমীপন্থী গোষ্ঠীর সাথে যুক্ত। তারা ফেসবুকে ঘোষণা দিয়ে জড়ো হয় এবং এক সদস্য বলেন, ‘ভন্ড দেওয়ানবাগীর আস্তানা গুড়িয়ে দিয়েছে’, মাজার জ্বালিয়ে লুটপাট করেছে। তারা অস্ত্র-লাঠি নিয়ে প্রস্তুত ছিল এবং শিরকের আস্তানা ধ্বংসের দাবি করে। ইসলামী আন্দোলনের সভাপতি ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ বলেন, এতে তাদের দলের সম্পৃক্ততা নেই, বহিরাগতরা করেছে।

প্রশাসনিক অবস্থান: ত্রিশাল উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জুয়েল মাহমুদ বলেন, ফেসবুকের মাধ্যমে (সম্ভবত ফেক আইডি থেকে) হামলা হয়েছে, এবং বেলা দুইটায় পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়েছে। থানার ওসি কামাল হোসেন জানান, দরবারে অসামাজিক কার্যকলাপের অভিযোগে হামলা হয়েছে, কিন্তু বড় ক্ষয়ক্ষতি হয়নি; পুলিশ দফায় দফায় বুঝিয়ে শান্ত করেছে এবং এলাকায় মোতায়েন রাখা হয়েছে। স্থানীয় দলগুলোর সাথে বৈঠকে তিন দফা দাবি মেনে নেয়া হয়েছে এবং পদক্ষেপের আশ্বাস দেয়া হয়।

---

[213] ময়মনসিংহ বাবে বরকত দেওয়ানবাগ শরীফে, হামলা কারীদের প্রতিহত করছে সেনাবাহিনী।https://www.facebook.com/groups/1427862264059822/permalink/2745252045654164/?app=fbl

[214] হামলার ভিডিও https://www.facebook.com/md.mamun.hawlader.386433/videos/390172357448314/?app=fbl

[215] হামলার ভিডিও :২ https://www.facebook.com/ali.siddique.397/videos/937526918181525/?app=fbl

[216] হামলার ভিডিও ৩ https://www.facebook.com/md.ismail.hosen.jafor.2024/videos/493757626608598/?app=fbl

কর্তৃপক্ষের অবস্থান: দেওয়ানবাগ শরীফের মিডিয়া সেলের কো-অর্ডিনেটর সৈয়দ মেহেদী হাসান বলেন, স্থানীয় মৌলবাদীরা হামলা চালিয়েছে, যাতে ১২০ জন আহত হয়েছে কিন্তু কেউ হাসপাতালে ভর্তি হয়নি। দীর্ঘদিন দরবার চললেও এবারই এমন হয়েছে। তারা মৌলবাদীদের মাজার ভাঙার প্রক্রিয়া চালানোর অভিযোগ করে এবং প্রতিরোধের জন্য ভক্তদের সংগঠিত করে।

সর্বশেষ পরিস্থিতি: পরিস্থিতি স্বাভাবিক এবং শান্তিপূর্ণ। মাজারের ফটক, সীমানা এবং একটি ঘর ভাঙা ও পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। আহতদের চিকিৎসা দেয়া হয়েছে, এবং প্রশাসন দাবিগুলোর উপর পদক্ষেপ নেবে। দরবারের কার্যক্রম অস্পষ্ট, কিন্তু ভক্তরা কয়েক দফায় প্রতিবাদ করেছিল।

২. শাহ আব্দুর রহমান ভাণ্ডারীর মাজার

(ময়মনসিংহ জেলার তারাকান্দা উপজেলার বিসকা গ্রামে, ৮ অক্টোবর ২০২৪)

হামলার পর ক্ষতিগ্রস্থ ঘর ও ধ্বংসযজ্ঞে পরিণত হওয়া মাজারের পাকা অংশের চিত্র। (ছবি: মাকাম প্রতিনিধি।)

সার্বিক চিত্র: ময়মনসিংহ জেলার তারাকান্দা উপজেলার বিসকা গ্রামের শাহ আব্দুর রহমান ভান্ডারি একজন স্থানীয় আধ্যাত্মিক সাধক ছিলেন, যিনি মানুষের ঝাড়ফুঁক, দোয়া ও সেবা দিয়ে পরিচিত ছিলেন। মৃত্যুর আগে তিনি নিজেই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে তার মাজার হবে। ভক্তরা মাজারের গম্বুজ ও ছাদ নির্মাণ করে উদ্বোধনের অপেক্ষায় ছিলেন। ৮ অক্টোবর ২০২৪ইং তে ঠিক তখনই স্থানীয় রাজনৈতিক পরিচয়ধারী উগ্রপন্থী লোকজন ভাড়া করা সন্ত্রাসী নিয়ে হামলা চালায়।[217] হামলায় মাজারের নবনির্মিত অংশ সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়। বর্তমানে মাজার ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে, এবং তাঁর পরিবার ও ভক্তরা চরম অসহায়ত্বে দিন কাটাচ্ছেন। দীর্ঘ ১৬ বছর ধরে এখানে ওরস পালিত হতো, কিন্তু বর্তমানে কোনো অনুষ্ঠান করতে দেয়া হয় না।

হামলার মূল কারণ: মাকামের প্রতিনিধিকে স্থানীয়রা জানান, মাজার উদ্বোধনের আগমুহূর্তে পাশের বাড়ির জামায়াত নেতা ও এলাকার কিছু লোক নিয়ে হামলা চালায়। মূলত ‘তৌহিদী জনতা’র আড়ালে মাজার বিদ্বেষী মনোভাব এবং স্থানীয় আধিপত্য বিস্তারের উদ্দেশ্য ছিল। হামলা ধর্মীয় অজুহাতে হলেও রাজনৈতিক ও স্থানীয় প্রভাব বিস্তারের অংশ বলে অভিযোগ করা হয়েছে।

ভিডিও বিশ্লেষণ: সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বা অন্য কোথাও হামলার ভিডিও পাওয়া যায়নি।

---

[217] https://bddigest.com/news/28094/

অভিযুক্ত হামলাকারী: মাকামের প্রতিনিধিকে স্থানীয়রা জানান, স্থানীয় রাজনৈতিক পরিচয়ধারী উগ্রপন্থী লোকজন (পাশের বাড়ির জামায়াত নেতাসহ), যারা ভাড়া করা সন্ত্রাসী নিয়ে হামলা চালায়।

প্রশাসনিক অবস্থান: ঘটনার পর পুলিশ স্বপ্রণোদিত হয়ে মামলা দায়ের করেছে। বর্তমানে মামলার তদন্ত চলছে। ঘটনার ভয়াবহতা এত বেশি ছিল যে র‍্যাব, পুলিশ ও সেনাবাহিনীর অন্তত চারটি গাড়ি ঘটনাস্থলে এসেছিল। সাতজন সাংবাদিক একসাথে তথ্য সংগ্রহ করতে এসেছিলেন। ২০২৫ সালে ওরস আয়োজনের চেষ্টা করলে প্রশাসনের মাধ্যমে বাধা দেয়া হয়।

কর্তৃপক্ষের অবস্থান: শাহ আব্দুর রহমান ভান্ডারির স্ত্রী সম্প্রতি মারা গেছেন। তার দুই ছেলে জীবিকার তাগিদে ঢাকায় থাকেন। বাড়িতে বর্তমানে তার দুই আত্মীয় (ভাগ্নি ও ভাসুরের বউ) বসবাস করছেন। মাকামের প্রতিনিধিকে তারা জানিয়েছেন, শাহ আব্দুর রহমান ভান্ডারি কখনো মানুষের অনিষ্ট করেননি; বরং তার দোয়া ও ঝাড়ফুঁকে অনেকে উপকৃত হতেন। মাজারটি আধ্যাত্মিক সেবার জায়গা ছিল।

সর্বশেষ পরিস্থিতি: মাজারটি সম্পূর্ণ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। নবনির্মিত ছাদ, গম্বুজ ও মূল ঘর ভাঙাচোরা অবস্থায় পড়ে রয়েছে। দীর্ঘ ১৬ বছরের মাজারে ওরস পালন বন্ধ হয়ে গেছে; ২০২৫ সালে আয়োজনের চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। বাড়িতে পুরুষ অভিভাবক না থাকায় বসবাসকারী দুই নারী চরম আতঙ্ক ও নিরাপত্তাহীনতায় দিন কাটাচ্ছেন। পরিবার ও ভক্তরা অসহায় অবস্থায় রয়েছেন; কোনো কার্যক্রম সক্রিয় নেই।

৩. মুর্শিদপুর দরবার (খাজা বদরুদ্দোজা হায়দার ওরফে দোজা পীরের দরবার শরীফ)

(দুইদফায় হামলা ২৬ ও ২৮ নভেম্বর ২০২৪ (মঙ্গলবার ও বৃহস্পতিবার) শেরপুর সদর উপজেলার লছমনপুর এলাকায় অবস্থিত)

মুর্শিদপুর দরবারে হামলা চালিয়ে এভাবে লুটপাটের ছবি ও ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিলো। (ছবি: ভিডিও থেকে সংগৃহীত)

সার্বিক চিত্র: শেরপুর সদর উপজেলার লছমনপুর এলাকায় অবস্থিত মুর্শিদপুর পীরের দরবারে দু'দফা বড় ধরনের হামলা, ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ ও লুটপাটের ঘটনা ঘটেছে। প্রথম ঘটনা ২৬ নভেম্বর ২০২৪ (মঙ্গলবার) ভোরে ঘটে, যাতে উভয় পক্ষের সংঘর্ষে ১৩ জন আহত হয়।[218] এরপর আহতদের মধ্যে হাফেজ উদ্দিন

[218] শেরপুরে মুর্শিদপুর পীরের দরবারে হামলা-ভাঙচুর, আহত ১৩, আটক ৭ https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/835hxoryto

(৩৯/৪০) নামে একজন ২৭ নভেম্বর ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মারা যান। এ মৃত্যুর জেরে ২৮ নভেম্বর (বৃহস্পতিবার) দরবারে দ্বিতীয় দফা হামলা চালানো হয়, যাতে ব্যাপক লুটপাট (গরু-মহিষ-ছাগল, আসবাবপত্র, নগদ টাকা ইত্যাদি) ও অগ্নিসংযোগ হয়।[219] দরবারের অনুসারীরা পালিয়ে যাওয়ায় কোনো হতাহত হয়নি, তবে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ১০০ কোটি টাকা বলে দাবি করা হয়েছে। ঘটনাস্থলে সেনাবাহিনী, পুলিশ, র‍্যাব, বিজিবি ও আনসার মোতায়েন ছিল, কিন্তু হামলাকারীদের সংখ্যা বেশি হওয়ায় পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করা যায়নি।[220]

হামলার মূল কারণ: ৫ আগস্ট ২০২৪-এর রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর থেকে স্থানীয় জামতলা ফারাজিয়া আল আরাবিয়া কওমী মাদ্রাসার শিক্ষক-ছাত্র ও এলাকাবাসী (তৌহিদী জনতা) দরবার শরীফের কার্যক্রম বন্ধের দাবি জানিয়ে আসছিলেন।[221] তাদের অভিযোগ ছিল, দরবারে ইসলাম পরিপন্থী (শরিয়তবিরোধী) কার্যকলাপ চলছে। এ নিয়ে আগেও মানববন্ধন, বিক্ষোভ হয়েছে। দরবারপক্ষের দাবি, এটি দীর্ঘদিনের বিরোধের জের এবং হামলাকারীরা ভন্ড পীর বলে অভিহিত করে আক্রমণ চালিয়েছে।

ভিডিও বিশ্লেষণ: ভিডিওতে কয়েক শত মানুষ (অধিকাংশ টুপি, জুব্বা, পাঞ্জাবি পরিহিত তৌহিদী জনতা ও কওমীপন্থী) মিছিল করে দরবারের দিকে অগ্রসর হয়। যাদের অধিকাংশ ছিল স্থানীয় জামতলা ফারাজিয়া আল আরাবিয়া কওমী মাদ্রাসার শিক্ষক-ছাত্র ও এলাকাবাসীরা। তারা স্লোগান দেয় যেমন: "নারায়ে তাকবীর আল্লাহু আকবার", "দ্বীন ইসলাম জিন্দাবাদ", "ভন্ড পীরের আস্তানা জ্বালিয়ে দাও পুড়িয়ে দাও"।[222] হাতে লাঠি-সোটা, হ্যামার, ধারালো অস্ত্র ছিল। তারা দরবারের দেয়াল, দরগাহ ভাঙচুর করে, আগুন ধরিয়ে দেয়[223] এবং গরু-

---

[219] শেরপুরের মুর্শিদপুর দরবারে হামলা–ভাংচুর ও লুটপাটের অভিযোগ : উভয়পক্ষে আহত ১৩, আটক ৭ https://dailyinqilab.com/bangladesh/news/706663

[220] মুর্শিদপুর দরবার শরিফে ফের ভাঙচুর আগুন, লুটপাট https://protidinerbangladesh.com/country/121155/%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0-%E0%A6%A6%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AB%E0%A7%87-%E0%A6%AB%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%99%E0%A6%9A%E0%A7%81%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%97%E0%A7%81%E0%A6%A8-%E0%A6%B2%E0%A7%81%E0%A6%9F%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%9F#google_vignette

[221] শেরপুরে মুর্শিদপুর দরবারে ভাঙচুরের অভিযোগ https://www.itvbd.com/country/mymensingh/185870/%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%B0%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0-%E0%A6%A6%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%99%E0%A6%9A%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97-%E0%A6%86%E0%A6%9F%E0%A6%95-%E0%A7%AD%C2%A0

[222] মুর্শিদপুর দরবার শরীফ ভাঙচুর করে আগুন লাগিয়ে সব কিছু লুটপাট করে নিয়ে যাচ্ছে https://www.facebook.com/100081577735651/videos/8927182490671745/?app=fbl

[223] অগ্নি সংযোগ পরবর্তী https://www.facebook.com/anwar.hossain.tapan.2024/videos/1280766213242247/?app=fbl

ছাগল-মহিষ, আসবাবপত্র, ফ্যান, টিভি, লঙ্গরখানার সামগ্রী লুট করে।[224] স্থানীয়দের মতে, এতে জামায়াত-শিবিরের সদস্যরা জড়িত। প্রতিরোধকারী ভক্তদের কয়েকজন আহত হন।

অভিযুক্ত হামলাকারী: প্রথম হামলায় (২৬ নভেম্বর): মাদ্রাসার সুপার মো. তরিকুল ইসলাম, মো. খোরশেদ, মো. মজিবুর, মো. শহিদুলসহ নাম উল্লেখিত ২৫ জন এবং অজ্ঞাতনামা ৪০০-৫০০ জন।[225] দ্বিতীয় হামলায় (২৮ নভেম্বর): হাফেজ উদ্দিনের জানাজা পরবর্তী তৌহিদী জনতা ও এলাকাবাসী (কয়েক হাজার লোক), লাঠিসোটা ও ধারালো অস্ত্র নিয়ে হামলা করে। পুলিশ প্রথম ঘটনায় ৭-৮ জনকে আটক করে।[226]

প্রশাসনিক অবস্থান: পুলিশ দরবারপক্ষের অভিযোগ গ্রহণ করে মামলা প্রক্রিয়া চালায় এবং কয়েকজনকে আটক করে। পুলিশ সুপার মো. আমিনুল ইসলাম বলেন, আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে চেষ্টা করা হয়েছে, কিন্তু বড় জনতার কারণে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া সম্ভব হয়নি।[227] হাফেজ উদ্দিনের মৃত্যুর ঘটনায় অভিযোগ না পাওয়ায় এখনো কোনো পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। অতিরিক্ত বাহিনী মোতায়েন করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করা হয়েছে।[228]

কর্তৃপক্ষের অবস্থান: দরবারের খাদেম মাহমুদান মাসুম, মো. মামুন, মো. ইলিয়াছসহ অনুসারীরা অভিযোগ করেন যে, হামলাকারীরা দীর্ঘদিন ধরে হুমকি দিয়ে আসছিল এবং ভোরে হামলা চালিয়ে ভাঙচুর, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ করেছে। তারা দোষীদের গ্রেপ্তার ও বিচার দাবি করেন। ক্ষতির পরিমাণ ১০০ কোটি টাকা দাবি করে তারা আতঙ্কিত অবস্থায় অন্যত্র অবস্থান করছেন। মাদ্রাসা সুপার তরিকুল ইসলামের দাবি, দরবারের লোকজনই তাদের ডেকে মারধর করেছে এবং নিজেরাই ভাঙচুর করে দায় চাপাচ্ছে।

সর্বশেষ পরিস্থিতি: দরবার শরীফ ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত, অনেক অংশ পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে এবং লুটপাটের পর খালি পড়ে আছে। খাদেম ও মুরিদরা পালিয়ে অন্যত্র অবস্থান করছেন। এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে, ফেসবুকে লংমার্চের ঘোষণা এসেছে। আইনশৃঙ্খলা বাহিনী সতর্ক অবস্থানে রয়েছে। পরবর্তীতে উত্তেজনা অব্যাহত ছিল, কিন্তু নতুন বড় হামলার খবর পাওয়া যায়নি।

---

224 লুটপাট / ছবি https://www.facebook.com/groups/1308419859238518/permalink/8865158293564599/?app=fbl

225 বাংলা ট্রিবিউন https://www.banglatribune.com/amp/country/mymensing/874694/%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%B0%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0-%E0%A6%A6%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%AB%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE-%E0%A6%86%E0%A6%B9%E0%A6%A4-%E0%A7%A7%E0%A7%A9

226 শেরপুরে মুর্শিদপুর পীরের দরবারে আবার হামলা–অগ্নিসংযোগ, ব্যাপক লুটপাট https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/zgr0aexzmg

227 ময়মনসিংহ খবর https://mymensingherkhobor.com/news/10399/

228 প্রতিদিনের চিত্র https://www.protidinerchitrobd.com/country/72085

৪. হজরত শাহ সুফি সৈয়দ কালু শাহর (রহ.) মাজার

(৮ জানুয়ারি, ২০২৫ (বুধবার) রাতে, ময়মনসিংহ কোতোয়ালি মডেল থানার বিপরীত দিকে, ব্রহ্মপুত্র নদীর পাড়ে অবস্থিত)

ওরসে হামলারত অবস্থার চিত্র। (ছবি: সমকাল)

হামলার পর ধ্বংসস্তূপে পরিণত মাজারের চিত্র।

হামলার প্রতিবাদে প্রতিবাদী সমাবেশ। (ছবি: প্রথম আলো)

সার্বিক চিত্র: ময়মনসিংহ কোতোয়ালি মডেল থানার বিপরীত দিকে, ব্রহ্মপুত্র নদীর পাড়ে অবস্থিত হজরত শাহ সুফি সৈয়দ কালু শাহর (রহ.) মাজারে ৮ জানুয়ারি (বুধবার) রাতে ১৭৯তম বার্ষিক ওরস উপলক্ষে মিলাদ মাহফিল, দোয়া এবং সামা কাওয়ালি অনুষ্ঠান চলছিল। রাত ১১টার দিকে মাথায় টুপি পরা শত শত লোক (মাদ্রাসা শিক্ষার্থীসহ) অবস্থায় হামলা চালিয়ে মঞ্চ, চেয়ার, শামিয়ানা, সাউন্ড সিস্টেম এবং ডেকোরেশন ভেঙে ফেলে।[229] পরবর্তীতে রাত ৩টার দিকে মাজারের পাকা স্থাপনার অংশ, দেয়াল, দানবাক্স, ভেতরের জিনিসপত্র এবং মূল মাজার শরীফ গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। হামলায় কয়েকজন ভক্ত আহত হয়েছে এবং মাজারের আশপাশের বাড়িগুলোতেও আক্রমণ হয়েছে। ঘটনাস্থলে পুলিশ উপস্থিত হয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে। এরপর থেকে

[229] কাওয়ালি অনুষ্ঠানে হামলা, ২০০ বছরের পুরোনো মাজার ভাঙচুর https://samakal.com/whole-country/article/274565/%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BF-%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A7%81%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%A0%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE-%E0%A7%A8%E0%A7%A6%E0%A7%A6-%E0%A6%AC%E0%A6%9B%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%A8%E0%A7%8B-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%99%E0%A6%9A%E0%A7%81%E0%A6%B0

প্রতিবাদস্বরূপ মানববন্ধন, সমাবেশ এবং প্রতিবাদ কর্মসূচি চলছে, যার ফলে প্রশাসন ১৪৪ ধারা জারি করেছে।[230] মামলায় ১৫০০ জনকে আসামি করা হয়েছে[231], কিন্তু কেউ গ্রেপ্তার হয়নি। স্থানীয় সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বরা এটিকে ধর্মীয় উগ্রবাদ এবং সুফিবাদের উপর আঘাত হিসেবে নিন্দা করেছেন।

হামলার মূল কারণ: হামলাকারীদের দাবি অনুসারে, মাজারে উচ্চস্বরে মাইক ব্যবহার করে কাওয়ালি গান ও সাউন্ড সিস্টেম চালানোর ফলে জামিয়া ফয়জুর রহমান মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় ব্যাঘাত ঘটছিল। তারা সাউন্ড কমাতে বললে অনুষ্ঠানকারীরা উসকানিমূলক কথা বলায় ক্ষিপ্ত হয়ে হামলা চালায়।[232] অন্যদিকে, স্থানীয় সাংস্কৃতিক কর্মীরা এটিকে ইসলামের সুফি মতাদর্শের বিরুদ্ধে উগ্রবাদী আচরণ এবং ধর্মীয় অভ্যন্তরীণ মতানৈক্য হিসেবে দেখছেন। অভিযোগ রয়েছে 'তৌহিদী গোষ্ঠীর' জড়িত থাকায়, যারা 'ভন্ড পীরের আস্তানা জ্বালিয়ে দাও' স্লোগান দিয়ে আক্রমণ করেছে।[233] এটি ময়মনসিংহের দীর্ঘদিনের সম্প্রীতির সংস্কৃতিতে আঘাত হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

ভিডিও বিশ্লেষণ: ভিডিও ফুটেজে দেখা যায়, মিছিল নিয়ে হামলাকারীরা মাজারের দিকে রওয়ানা হয়েছে। অধিকাংশ হামলাকারী টুপি, জুব্বা এবং পাঞ্জাবি পরিহিত[234], যারা তৌহিদী জনতা নামধারী জামিয়া ফয়জুর রহমান মাদ্রাসার শিক্ষক, শিক্ষার্থী।[235] তারা স্লোগান দিয়েছে: 'নারায়ে তাকবীর আল্লাহু আকবার', 'দ্বীন ইসলাম জিন্দাবাদ', 'ইসলামের শত্রুরা হুঁশিয়ার সাবধান', এবং 'ভন্ড পীরের আস্তানা জ্বালিয়ে দাও পুড়িয়ে দাও'।[236] তারা মাজারের বিভিন্ন দেয়াল, মূল মাজার শরীফে আক্রমণ চালিয়ে গুঁড়িয়ে দিয়েছে। ওরস প্যান্ডেল, চেয়ার, কয়েক লক্ষ টাকার ডেকোরেশন এবং স্টেজ ভেঙে ফেলা হয়েছে।[237] রাতের অন্ধকারে হওয়ায় হামলাকারীদের

---

[230] ময়মনসিংহে সৈয়দ কালু শাহর মাজার এলাকায় ১৪৪ ধারা কালবেলা https://www.kalbela.com/ajkerpatrika/khobor/155624

[231] ময়মনসিংহে মাজারে হামলা–ভাঙচুরের ঘটনায় মামলা, আসামি ১৫শ https://samakal.com/index.php/whole-country/article/274816/%E0%A6%AE%E0%A7%9F%E0%A6%AE%E0%A6%A8%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%82%E0%A6%B9%E0%A7%87%C2%A0%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE-%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%99%E0%A6%9A%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%98%E0%A6%9F%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE-%E0%A6%86%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BF%C2%A0%E0%A7%A7%E0%A7%AB%E0%A6%B6

[232] ময়মনসিংহে গানের অনুষ্ঠান ও মাজারে হামলার প্রতিবাদ। কালের কণ্ঠ https://www.kalerkantho.com/print-edition/news/2025/01/12/1467653

[233] কালু শাহ মাজারে দু/র্বৃত্ত/দের আ/ক্র/মণ https://www.facebook.com/desherpotro/videos/575742835365574/?app=fbl

[234] ময়মনসিংহে যেভাবে ভেঙ্গে ফেলা হলো ২০০ বছরের মসজিদ/ ইউটিউব https://youtu.be/1FHOgxgrm1g?feature=shared

[235] ময়মনসিংহ কালু শাহ রহঃ এর মাজার হামলা / প্রতিদিনের বাংলাদেশ https://youtube.com/watch?v=0BFDzA5GIgE&feature=shared

[236] ময়মনসিংহ কালু শাহ রহঃ এর ভাঙচুর/ voice of Mah https://youtu.be/r0yyAwQVP4E?feature=shared

[237] ময়মনসিংহ সদর কোতোয়ালি থানা সংলগ্ন কালু শাহ রহঃ মাজার শরীফে আজ ফজরের নামাজের পরে ওহাবিরা হালমা চালায় এবং লুটপাট করে।

চেহারা স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা যায়নি। প্রতিহত করতে গিয়ে কয়েকজন ভক্ত আহত হয়েছে। মাজারের আশপাশের ভক্তদের বাড়িতেও হামলা চালানো হয়েছে।[238]

অভিযুক্ত হামলাকারী: প্রধান অভিযোগ উঠেছে জামিয়া ফয়জুর রহমান মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে, যারা অর্ধশত সংখ্যায় হামলায় অংশ নিয়েছে বলে জানা গেছে। ভিডিওতে দেখা গেছে, 'তৌহিদী জনতা' নামধারী টুপি-জুব্বা পরিহিত কওমীপন্থী গোষ্ঠীর সদস্যরা নেতৃত্ব দিয়েছে। মামলায় কোনো নির্দিষ্ট নাম উল্লেখ ছাড়াই অজ্ঞাত ১,৫০০ জনকে আসামি করা হয়েছে। মাদ্রাসার প্রধান মুয়াজ্জিন শহীদুল ইসলাম হামলাকে ছাত্রদের স্বরক্ষণমূলক বলে দাবি করেছেন, কিন্তু অন্যান্য সূত্রে এটিকে সংগঠিত উগ্রবাদী কর্মকাণ্ড হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।[239] এখনও কোনো আসামি গ্রেপ্তার হয়নি; পুলিশ ভিডিও ফুটেজ বিশ্লেষণ করে তদন্ত করছে। কিন্তু মামলার অগ্রগতি নিয়ে জানা যায়নি।

প্রশাসনিক অবস্থান: ময়মনসিংহ কোতোয়ালি মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত ওসি সফিকুল ইসলাম খান জানিয়েছেন, ঘটনার রাতেই পুলিশ উপস্থিত হয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করেছে এবং ঘটনাস্থলে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। মাজারের ধর্মবিষয়ক সম্পাদক মো. খলিলুর রহমানকে বাদী করে অজ্ঞাত ১,৫০০ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়েছে। তবে খলিলুর রহমান নিজে বলেছেন, তিনি ঘটনার বিস্তারিত জানেন না; ওসি তাকে থানায় ডেকে মামলা লিখে স্বাক্ষর করতে বলেছেন। জেলা প্রশাসন মাজার ও আশপাশের এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করেছিল (মঙ্গলবার সকাল ৯:৩০ থেকে বিকেল ৫:৩০ পর্যন্ত), যাতে প্রতিবাদ সমাবেশ বন্ধ হয় এবং সংঘর্ষ এড়ানো যায়। পুলিশ ভিডিও ফুটেজ দেখে আসামি গ্রেপ্তারের চেষ্টা করছে, এবং সবকিছু নজরদারিতে রাখা হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী মানজুর আল মতিন দুর্বৃত্তদের গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়েছেন।

কর্তৃপক্ষের অবস্থান: মাজারের ধর্মবিষয়ক সম্পাদক মো. খলিলুর রহমান চিশতি নিজামী এবং অর্থ সম্পাদক মো. খলিলুর রহমান জানিয়েছেন[240], ওরস উপলক্ষে মিলাদ, দোয়া এবং কাওয়ালি অনুষ্ঠান স্বাভাবিকভাবে চলছিল, কিন্তু হঠাৎ হামলায় সবকিছু ধ্বংস হয়েছে। তারা ওসির সহায়তায় মামলা দায়ের করেছেন এবং প্রশাসনের কাছে দাবি করেছেন দ্রুত তদন্ত, আসামি গ্রেপ্তার এবং মাজারের পুনর্নির্মাণের জন্য সহায়তা। মাজার কমিটির সভাপতি এবং অন্যান্য সদস্যরা (যেমন কাজল দেওয়ান, শাহ সুফি সৈয়দ হাসান সুরেশ্বরী) প্রতিবাদ মানববন্ধনে অংশ নিয়ে বিচার এবং ভবিষ্যতে এমন ঘটনা রোধের দাবি জানিয়েছেন।[241] তারা ঘটনাকে

---

https://www.facebook.com/voiceofsufism/videos/1112076560097809/?app=fbl

238 সৈয়দ কালু শাহ'র সমাধিস্থলের ধ্বংস চিত্র। থানাঘাট, ময়মনসিংহ https://www.facebook.com/100006198589477/videos/1130763188536738/?app=fbl

239 খবরের কাগজ https://www.khaborerkagoj.com/country/845382

240 ময়মনসিংহে কাওয়ালি অনুষ্ঠানে হামলা, ২০০ বছরের পুরোনো মাজারে ভাঙচুর https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/g8vb0lhs4r

241 ইত্তেফাক https://www.ittefaq.com.bd/topic/%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0-1

সুফিবাদের উপর আঘাত হিসেবে দেখছেন এবং প্রশাসনিক উদ্যোগে অবকাঠামো পুনর্নির্মাণের আহ্বান জানিয়েছেন। বাউল শিল্পী মিজানসহ ভক্তরা ৪৫ বছরের অভিজ্ঞতায় এমন ঘটনা না দেখার কথা বলেছেন।[242]

সর্বশেষ পরিস্থিতি: ঘটনার পর বৃহস্পতিবার সকাল থেকে ভক্তরা মাজারে জমায়েত হয়েছে এবং প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করেছেন। যার মধ্যে শনিবার বিকেলে শহীদ ফিরোজ-জাহাঙ্গীর চত্বরে মানববন্ধন এবং সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। বাংলাদেশ সুফিবাদ ঐক্য পরিষদসহ সামাজিক সংগঠনগুলো প্রতিবাদ করেছে, কিন্তু ১৪৪ ধারার কারণে মাজার প্রাঙ্গণে কর্মসূচি পালন করতে পারেনি। মাজারের সামনের দেয়াল, দানবাক্স এবং ভেতরের জিনিসপত্র এখনও তছনছ অবস্থায় রয়েছে; শামিয়ানা ছেঁড়া এবং মঞ্চ ধ্বংসপ্রাপ্ত। হামলার কয়েকদিন পর্যন্ত পুলিশ ঘটনাস্থলে মোতায়েন ছিল এবং নজরদারি চালিয়ে যাচ্ছিল। মামলার তদন্ত চলছে, কিন্তু কোনো গ্রেপ্তার হয়নি। স্থানীয়রা পুনর্নির্মাণ এবং দ্রুত বিচারের দাবি জানিয়ে ময়মনসিংহ প্রেস ক্লাব চত্বরসহ বিভিন্ন স্থানে প্রতিবাদ সমাবেশ করেছেন।[243] কিন্তু তার অগ্রগতি নিয়ে জানা যায়নি।

---

[242] আজকের দৈনিক https://www.ajkerdainik.com/news/4799

[243] ময়মনসিংহে শাহ সুফী সৈয়দ কালু শাহ (রহ)-এর মাজারে হামলা ঘটনায় সংবাদ সম্মেলন আযাদি/ এম https://www.jaijaidinbd.com/wholecountry/522917

৫. হযরত শাহ নেওয়াজ ফকির ওরফে ল্যাংটা পাগলার মাজার

(৩ মার্চ, ২০২৫ (সোমবার) রাতে তারাবিহ নামাজের পর, নেত্রকোনা জেলার কেন্দুয়া উপজেলার মাসকা বাজার সংলগ্ন)

সার্বিক চিত্র: নেত্রকোনা জেলার কেন্দুয়া উপজেলার মাসকা বাজারসংলগ্ন হযরত শাহ নেওয়াজ ফকিরের (ল্যাংটা পাগলা) মাজারে ৩ মার্চ, ২০২৫ (সোমবার) রাতে তারাবিহ নামাজের পর হঠাৎ হামলা চালানো হয়। এটি ৬৪তম বার্ষিক ওরস পালনের প্রস্তুতির সময় ঘটে।[244] রমজান মাসের কারণে সীমিত করে শুধু দোয়া মাহফিলে রূপান্তরিত হয়েছিল। হামলাকারীরা তোরণ, প্যান্ডেল এবং আলোকসজ্জা ভেঙে দেয়, মাজারের অর্ধেক পাকা দেয়াল, টিনের ছাদ এবং গিলাফ ছিন্নভিন্ন করে।[245] এলাকার ভক্তরা জড়ো হয়ে হামলার প্রতিবাদ করে। পরবর্তীতে কেন্দুয়া থানার ওসি মিজানুর রহমানের নেতৃত্বে পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে।[246]

হামলার মূল কারণ: হামলাকারীরা মাজারে ওরস আয়োজনকে 'শিরকি' এবং 'হারাম' কাজ হিসেবে চিহ্নিত করে, যাতে গান-বাজনা, নাচ-গান এবং মাদকসেবনের অভিযোগ তোলা হয়। তারা দাবি করে, কোরআন-হাদিসের বাইরের এসব 'বিদআত' কাজ বন্ধ করতে হবে এবং মাজার কমিটিকে ক্ষমা চাইতে হবে।[247] হামলাকারী তৌহিদি জনতার সদস্যরা বলেন, তারা বারবার সতর্ক করেছিল কিন্তু কমিটি অনুমতি ছাড়াই প্রস্তুতি নিয়েছে। এটি ধর্মীয় চরমপন্থী মনোভাব থেকে উদ্ভূত।

ভিডিও বিশ্লেষণ: সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে হামলার পূর্বক্ষণে এবং পরক্ষণে মাইক থেকে তৌহিদি জনতার নামধারী ব্যক্তিরা 'শিরকি' কাজ প্রতিহত করার ঘোষণা দেয়। স্লোগান দেয় যেমন 'নারায়ে তাকবীর আল্লাহু আকবার', 'ইসলামের শত্রুরা হুঁশিয়ার সাবধান'।[248] হামলাকারীরা টুপি-জুব্বা/পাঞ্জাবি পরিহিত হয়ে লাঠি-মিছিল করে আসে এবং মোনাজাত করে ধ্বংসের শক্তি প্রার্থনা করে। হামলায় মাজারের দেয়াল, টিন এবং গিলাফ ছিন্নভিন্ন হয়, কিন্তু রাতের অন্ধকারে কারো চেহারা স্পষ্ট নয়। পরবর্তী ভিডিওতে পুলিশের টহল দেখা যায় এবং মাজারের খাদেম-মুরিদরা মানববন্ধন করে প্রতিবাদ করে, প্রশাসনের কাছে তদন্তের দাবি জানায়। মাজার কমিটির উদ্যোগে ফেসবুক পেইজ 'সত্যের কথন' থেকে পাঁচ পর্বে সুফিদের অবদানসহ শাহসুফি নেওয়াজ ফকির বিষয়ে ও হামলার প্রতিবাদ জানিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।[249]

---

[244] প্রান্তিক নিউজ https://www.facebook.com/61570537474136/posts/pfbid036tjBKQ4Z1tgzMLUnunt9yu2pYFUoavdHmYb1fss7rNAXcsZyp1aD9risye9XMAaVl/?app=fbl

[245] নেত্রকোণায় নেওয়াজ ফকিরের মাজারে হামলা-ভাঙচুর https://bangla.bdnews24.com/samagrabangladesh/6e58935114a8

[246] নেত্রকোনায় নেওয়াজ ফকিরের মাজারে হামলা-ভাঙচুর https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/qpuogya3ey

[247] দেশটিভি https://www.desh.tv/country-news/54651

[248] হামলার ভিডিও ও বক্তব্য https://www.facebook.com/share/v/1C3fMTeYc7/

[249] পর্ব -১ https://youtu.be/XNBuzt4-bsc?si=vRJHlmsxUvOE_sca // https://www.facebook.com/patherkothon7227/videos/638784625380554/?app=fbl

পর্ব ২ https://www.facebook.com/patherkothon7227/videos/1132371555240505/?app=fbl

পর্ব ৩ https://www.facebook.com/patherkothon7227/videos/1617337315843430/?app=fbl

অভিযুক্ত হামলাকারী: 'তৌহিদি জনতা' নামধারী একদল লোক, যারা টুপি-জুব্বা পরিহিত এবং ধর্মীয় চরমপন্থী মনোভাবের অধিকারী। তারা লাঠি-সোঁটা নিয়ে মিছিল করে হামলা চালায় এবং স্লোগান দিয়ে উস্কানি দেয়।[250] তারা জামায়াত বা কওমীপন্থী গোষ্ঠীর সাথে যুক্ত বলে সন্দেহ করা হয়, কিন্তু স্পষ্ট পরিচয় উল্লেখ নেই। হামলাকারীদের এক সদস্য বলেন, মাজারকে 'শিরকের আস্তানা' হিসেবে ধ্বংস করতে হবে।

প্রশাসনিক অবস্থান: কেন্দুয়া থানার ওসি মিজানুর রহমান জানান, ওরসের জন্য পুলিশের কাছ থেকে কোনো অনুমোদন নেওয়া হয়নি, তাই হামলা হয়েছে।[251] তবে পরিস্থিতি শান্ত করা হয়েছে এবং কোনো গুরুতর ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে ভক্তদের ছত্রভঙ্গ করে। হামলা নিয়ে মাজার কর্তৃপক্ষ মামলার আশ্রয় নেননি।

কর্তৃপক্ষের অবস্থান: মাজার কমিটির সভাপতি আলী উছমান বলেন, দীর্ঘদিন ধরে ভক্তরা ওরস পালন করে আসছে এবং রমজানের কারণে শুধু দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়েছিল। হঠাৎ তৌহিদি জনতার লাঠি-মিছিলে হামলা হয়েছে, যা অযৌক্তিক।[252] ভক্তরা খবর পেয়ে জড়ো হয় এবং পুলিশ শান্তি ফিরিয়ে আনে। তারা হামলার প্রতিবাদে মানববন্ধন করে এবং সুফিদের ঐতিহাসিক অবদান তুলে ধরে।

সর্বশেষ পরিস্থিতি: পরিস্থিতি শান্ত রয়েছে এবং হামলা পরবর্তী কয়েকদিন পর্যন্ত এলাকায় পুলিশ মোতায়েন রাখা হয়েছিল। মাজারের ক্ষয়ক্ষতি সীমিত (তোরণ, প্যান্ডেল, আলোকসজ্জা এবং আংশিক দেয়াল ভাঙা), কিন্তু ওরসের প্রস্তুতি ব্যাহত হয়েছিল। বর্তমানে মাজারের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

পর্ব ৪ https://www.facebook.com/patherkothon7227/videos/1145648410346467/?app=fbl
শেষ পর্ব https://www.facebook.com/patherkothon7227/videos/585668374434083/?app=fbl

250 দেশ রূপান্তর https://www.deshrupantor.com/amp/577739/%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE-%E0%A6%93%E0%A6%B0%E0%A6%B8-%E0%A6%AA%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A1

251 অনিন্দ্য বাংলা https://anindabangla.com/details/kenduyay-majare-hamla

252 নেত্রকোনায় মাজারে উচ্ছৃঙ্খল জনতার হামলা, উরস পণ্ড। বাংলা ট্রিবিউন https://www.banglatribune.com/country/888604/%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%89%E0%A6%9A%E0%A7%8D%E0%A6%9B%E0%A7%83%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%96%E0%A6%B2-%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE-%E0%A6%89%E0%A6%B0%E0%A6%B8-%E0%A6%AA%E0%A6%A3%E0%A7%8D%E0%A6%A1

৬. নূরাই পীরের দরগাহ[253]

(ময়মনসিংহের ফুলবাড়িয়া উপজেলার রাঙ্গামাটিয়া গ্রামে, ১৩ এপ্রিল ২০২৫ তারিখে)

হামলার পর নূরাই পীরের দরগাহ’র বর্তমান চিত্র। (ছবি: মাকাম প্রতিনিধি)

সার্বিক চিত্র: ১৩ এপ্রিল ২০২৫ তারিখে ময়মনসিংহের ফুলবাড়িয়া উপজেলার রাঙ্গামাটিয়া গ্রামে অবস্থিত নূরাই পীরের দরগাহ (একটি প্রাচীন আধ্যাত্মিক আস্তানা বা খানকা) হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের শিকার হয়। এটি কোনো নির্দিষ্ট সমাধি নয়, বরং গায়েবি খাকি পীরের আস্তানা হিসেবে পরিচিত ছিল। সাবেক প্রভাবশালী চেয়ারম্যান শাহজাহানের বাড়ির পাশে (তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রীর বাড়ির কাছে) অবস্থিত এই দরগাহে চেয়ারম্যান জীবিতকালে নিয়মিত ওরস ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান হতো। হামলায় দরগাহের ঘর সম্পূর্ণ ভেঙে ফেলা হয়, পাশাপাশি ভুক্তভোগী পরিবারের পুরোনো বাড়িতে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করা হয়। চেয়ারম্যানের দ্বিতীয় স্ত্রী ও সন্তানের বসতবাড়িতেও হামলার চেষ্টা হয় এবং আসবাবপত্র ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

হামলার মূল কারণ: প্রধান কারণ পারিবারিক শত্রুতা, উত্তরাধিকার বিরোধ ও জমি দখলের চেষ্টা। চেয়ারম্যান শাহজাহানের মৃত্যুর পর তাঁর উত্তরসূরিদের মধ্যে সম্পত্তি নিয়ে বিরোধ দেখা দেয়। প্রথম স্ত্রী ও এলাকার একাংশ একজোট হয়ে দ্বিতীয় স্ত্রী (নুর জাহান) ও তাঁর সন্তানদের অসহায় করে জমি লিখে নেওয়া এবং ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদের উদ্দেশ্যে হামলা চালায়। মাজার বিদ্বেষ নয়, বরং পারিবারিক বিরোধকে পুঁজি করে বহিরাগতদের নিয়ে ক্ষমতার দাপট দেখানো হয়েছে। ভুক্তভোগী নুর জাহানের দাবি, এটি ধর্মীয় আস্তানা ধ্বংসের অজুহাতে জমি দখলের অংশ।

ভিডিও বিশ্লেষণ: সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বা অন্য কোথাও হামলার ভিডিও পাওয়া যায়নি।

অভিযুক্ত হামলাকারী: চেয়ারম্যানের প্রথম স্ত্রীপক্ষের উত্তরসূরি ও এলাকার একাংশ লোকজন (বহিরাগতসহ)। নির্দিষ্ট নাম উল্লেখ নেই, তবে পারিবারিক প্রতিপক্ষ হিসেবে চিহ্নিত। হামলাকারীরা বহিরাগতদের নিয়ে এসে ক্ষমতার দাপট দেখিয়েছে।

---

253 এপ্রিল – ২০২৫ https://bddigest.com/news/28094/

প্রশাসনিক অবস্থান: ঘটনার সময় ও পরে পুলিশ (থানার ওসি সহ) ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে। ভুক্তভোগী নারী (দ্বিতীয় স্ত্রী) থানায় অভিযোগ করতে চাইলেও প্রতিপক্ষ উল্টো তাদের নামে মিথ্যা মামলা ও হয়রানিমূলক মামলা দিয়ে রেখেছে। ফলে পুলিশি ঝামেলা এড়াতে ভুক্তভোগী পরিবার নিরুপায়। কোনো গ্রেপ্তার বা আইনি অগ্রগতির খবর নেই।

কর্তৃপক্ষের অবস্থান: মাজারের আগের খাদেম (একজন বৃদ্ধ) মারা গেছেন। বর্তমানে দেখভালের দায়িত্বে চেয়ারম্যানের দ্বিতীয় স্ত্রী নুর জাহান। তিনি জানান, দরগাহটি গায়েবি খাকি পীরের আধ্যাত্মিক আস্তানা ছিল; কোনো খারাপ কাজ বা উগ্রবাদের সাথে জড়িত নয়। উত্তরাধিকার সূত্রে তারা রক্ষণাবেক্ষণ করতেন। হামলা পুরোপুরি পারিবারিক ও জমি-সংক্রান্ত।

সর্বশেষ পরিস্থিতি: দরগাহটি সম্পূর্ণ ধ্বংসপ্রাপ্ত ও নিস্তব্ধ অবস্থায় রয়েছে; কোনো কার্যক্রম সক্রিয় নেই। ভুক্তভোগী পরিবার (নুর জাহান ও তাঁর একমাত্র ছেলে) চরম আর্থিক, মানসিক সংকট ও নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। প্রতিপক্ষ নিয়মিত হুমকি-ধমকি দিচ্ছে উচ্ছেদের জন্য। পরিবার প্রতিবেশীদের সহায়তায় কোনোমতে টিকে আছে। এপ্রিল ২০২৫-এর পর নতুন হামলার খবর নেই, তবে হুমকি অব্যাহত। সাধারণ মানুষ এখনো দরগাহকে শ্রদ্ধার চোখে দেখেন, কিন্তু বর্তমানে এটি লোকশূন্য ও নির্জন হয়ে পড়েছে।

৭. খাজা বাবার দায়রা শরিফ (স্থানীয়ভাবে ‘গনি ফকিরের আস্তানা’ নামে পরিচিত)

(শুক্রবার (১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫) জুমার নামাজের পর, ময়মনসিংহ নগরের ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের সুতিয়াখালী বাজারে)

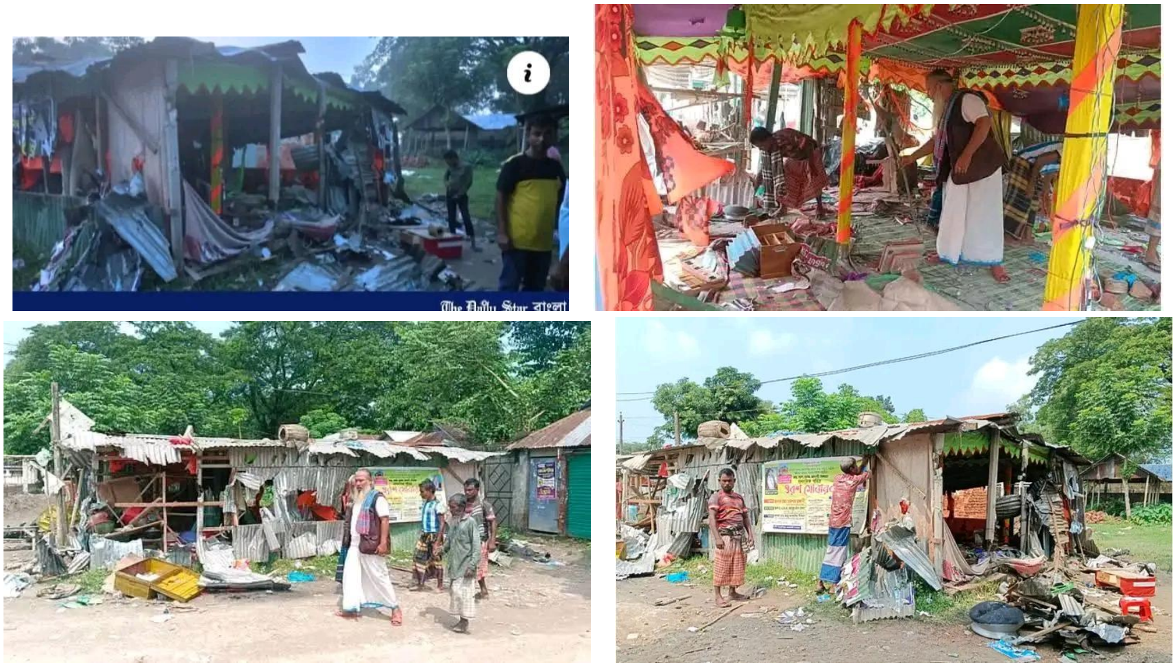

হামলার পর খানকা শরিফের ভগ্নপ্রায় চিত্র। (ছবি সংগৃহীত।)

সার্বিক চিত্র: ময়মনসিংহ নগরের ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের সুতিয়াখালী বাজারে প্রায় ১৭-১৮ বছর ধরে সরকারি জমিতে চলমান এই খানকা শরিফে শুক্রবার (১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫) জুমার নামাজের পর একদল লোক হামলা চালায়।[254] তারা মাইকে ঘোষণা দিয়ে খানকায় প্রবেশ করে ব্যাপক ভাঙচুর, কুপিয়ে তছনছ করে এবং কিছু মালামাল লুট করে। খানকায় প্রতি শুক্রবার মিলাদ, জিকির ও সামা কাওয়ালি গানের আসর বসত। হামলায় হারমোনিয়াম, বেহালা, একতারা, সরাজ, মন্দিরা, জিপসি, সাউন্ড বক্স, মাইক, থালা-বাসন, দানবাক্সসহ বাদ্যযন্ত্র ও অন্যান্য জিনিসপত্র ভাঙা ও পোড়ানো হয়।[255] খাদেম উসমান গণি ফকিরের দাবি, ক্ষতির পরিমাণ ১০-১২ লাখ টাকা। হামলার সময় খানকায় কেউ ছিল না। পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে এবং রাতেই মামলা করা হয়।

হামলার মূল কারণ: হামলাকারীরা ‘অসামাজিক কার্যকলাপ’ (গানবাজনা, আড্ডা, রাত জাগরণ, মাদক সেবনের অভিযোগ) চালানোর অভিযোগ তুলে হামলা চালায়। তারা দাবি করে, খানকায় রাত ৯টা থেকে ৩টা পর্যন্ত গানবাজনা চলে, যা পাশের মসজিদের ধর্মীয় কার্যক্রম ব্যাহত করে এবং এলাকাবাসীর ঘুমের ব্যাঘাত ঘটায়।

---

[254] অসামাজিক’ কিছু দেখেননি স্থানীয় বাসিন্দারা, তারপরও মাইকে ঘোষণা দিয়ে হামলা https://www.facebook.com/100064708087863/posts/pfbid02saJgB9poV5PSLSGeSwDQxcj734fHguumHF52A7A9AwzVqcgsq83skgme7TTE47sl/?app=fbl

[255] ময়মনসিংহে খানকা শরিফ ভাঙচুরের ঘটনায় অজ্ঞাতনামাদের বিরুদ্ধে মামলা https://share.google/ZToz8PQWc431EjHYz

দুই মাস ধরে ভাঙার প্রস্তুতি নেয়া হয়েছে বলে কয়েকজন তরুণ স্বীকার করেছে। খানকা সরকারি জমিতে হওয়ায় স্থানীয় লোকজন ক্ষুব্ধ ছিল। খাদেমপক্ষের দাবি, এখানে কোনো অসামাজিক কাজ হয়নি; শুধু সুফি সংস্কৃতির চর্চা (মিলাদ, জিকির, কাওয়ালি) চলত। বাজার ব্যবসায়ী ও সমিতির নেতারা বলেন, আমাদের কোনো অভিযোগ ছিল না।

ভিডিও বিশ্লেষণ: সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে হামলার ভিডিও না পাওয়া গেলেও বেশ কিছু স্থিরচিত্র প্রকাশিত হয়েছে। তাতে হামলাকারীরা অস্পষ্ট। টিনের বেড়া ও ঘর ভাঙচুরের পর আগুনে পুড়িয়ে নিশ্চিহ্ন করা হয়েছে। আসরখানা (কাওয়ালি অনুষ্ঠানের স্থান), হারমোনিয়াম, বাঁশি, অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র ধ্বংস করা হয়েছে। লঙ্গরখানাও ভেঙে ফেলা হয়েছে।

অভিযুক্ত হামলাকারী: মাকামের প্রতিনিধিকে স্থানীয়রা জানান, প্রধান অভিযোগ মো. তানভীর (১৯, স্থানীয় রুবেল মিয়ার ছেলে), যে জুমার নামাজের পর মসজিদের মাইক নিয়ে ঘোষণা দেয়: "গনি মিয়ার মাজারটি আমরা ভাঙতে চাই। এখানে নষ্টামি হয়।" পরে নামাজ শেষে অজ্ঞাতনামা ৫০-৬০ জন (কিছু সূত্রে আরও বেশি) হামলা চালায়। দুই তরুণ (একজন এইচএসসি পড়ুয়া) স্বীকার করেছে যে, তারা দুই মাস ধরে প্রস্তুতি নিয়েছে এবং মাইকে ঘোষণা দিয়ে ভাঙচুর করেছে। পুলিশ অজ্ঞাতনামা ৫০-৬০ জনকে আসামি করে মামলা করেছে।

প্রশাসনিক অবস্থান: কোতোয়ালি মডেল থানার ওসি শিবিরুল ইসলাম বলেন, খানকায় গানবাজনা চলায় স্থানীয়দের অভিযোগ ছিল। হামলার পর পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে এবং অজ্ঞাতনামা ৫০-৬০ জনকে আসামি করে মামলা হয়েছে।[256] আসামিদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তারে পুলিশ তৎপর। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অপরাধ) আবদুল্লাহ আল মামুন বলেন, স্থানীয়রা গানবাজনার কারণে ধর্মীয় কার্যক্রম ব্যাহত হওয়ার অভিযোগ করেছিল। আগেও সতর্ক করা হয়েছে। পুলিশ খবর পেয়ে গেলেও কাউকে পায়নি।

কর্তৃপক্ষের অবস্থান: মাকামের প্রতিনিধিকে খাদেম উসমান গণি ফকির বলেন, ১৭-১৮ বছর ধরে শান্তিপূর্ণভাবে আধ্যাত্মিক চর্চা চলছিল; কোনো অসামাজিক কাজ হয়নি।[257] হঠাৎ মাইকে ঘোষণা দিয়ে সন্ত্রাসী কায়দায় হামলা হয়েছে। বাজার ইজারাদার, ব্যবসায়ী সমিতি কোনো অভিযোগ করেনি। বাংলাদেশ সুফিবাদ ঐক্য পরিষদের সভাপতি খলিলুর রহমান চিশতী এবং ময়মনসিংহ বাউল সমিতির নেতারা ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে বিচার দাবি করেছেন। তারা বলেন, এটি সুফি-বাউল ঐতিহ্য বিনষ্টের চেষ্টা।[258]

সর্বশেষ পরিস্থিতি: হামলার পর খানকা ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত অবস্থায় রয়েছে। ভক্তরা আতঙ্কগ্রস্ত। কিছু জায়গায় খুঁটি স্থাপন করে বাজার স্থাপনের চেষ্টা হয়েছে। তাতে পুলিশ আসামি গ্রেপ্তারে অভিযান চালিয়েছিল। নতুন কোনো বড় ঘটনা বা পুনর্নির্মাণের খবর পাওয়া যায়নি। এলাকায় কিছুদিন উত্তেজনা বিরাজ করছিলো, তবে এখন পরিস্থিতি শান্ত রয়েছে।

---

[256] ময়মনসিংহে খানকা শরিফে ভাঙচুরের ঘটনায় মামলা, আসামি ৬০ https://share.google/BTe0OT6XWPm7HeEfY

[257] বাংলাদেশ প্রতিদিন Source: bd-pratidin.com https://share.google/RSpFc06ynY3gh04CK

[258] Source: Daily Brahmaputra Express https://share.google/PAD7nezmLOM4ji5Yh

৮. শাহজাহান উদ্দিন (র.) আউলিয়া মাজারে

(২৫-২৬ ডিসেম্বর ২০২৫, ময়মনসিংহের গৌরীপুর উপজেলার টেঙ্গাপাড়া গ্রামে অবস্থিত)

মাজারের মূল অংশের সীমানার দেয়াল ভেঙে ফেলেছে দুর্বৃত্তরা। (ছবি: ডেইলি স্টার)

সার্বিক চিত্র: ময়মনসিংহের গৌরীপুর উপজেলার টেঙ্গাপাড়া গ্রামে অবস্থিত শাহজাহান উদ্দিন (র.) আউলিয়া মাজারে (মুঘল আমলে প্রতিষ্ঠিত বলে দাবি) ২৫-২৬ ডিসেম্বর ২০২৫ (বৃহস্পতিবার) দিবাগত রাতের কোনো এক সময় একদল দুর্বৃত্ত হামলা চালায়। ২৬ ডিসেম্বর (শুক্রবার) ভোরে ভক্তরা মাজারে প্রবেশ করে দেখেন মূল অংশের সীমানা প্রাচীর (বাউন্ডারি ওয়াল) ভেঙে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে। একইসঙ্গে মাজারের পবিত্রতা নষ্ট করতে পলিথিনে ভরা মল-মূত্র ও গোবর ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখা হয়েছে। খবর ছড়িয়ে পড়লে শত শত স্থানীয় লোক মাজারে ভিড় করেন এবং তীব্র প্রতিবাদ জানান। ঘটনাটি স্থানীয়দের মধ্যে চরম ক্ষোভ ও উত্তেজনা সৃষ্টি করেছে। খাদেমের দাবি, ৪০ বছরের অভিজ্ঞতায় এমন নৃশংস ঘটনা আগে কখনো ঘটেনি।

হামলার মূল কারণ: খবরে সরাসরি কোনো নির্দিষ্ট কারণ উল্লেখ করা হয়নি। তবে এটি মাজার বিদ্বেষী মনোভাব থেকে উদ্ভূত বলে স্থানীয়রা ধারণা করছেন। মাজারে দূর-দূরান্ত থেকে ভক্তরা আসেন এবং এটি দীর্ঘদিন ধরে আধ্যাত্মিক কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত। গত ৮-১০ বছর ধরে বড় ওরস না হওয়া সত্ত্বেও এমন অপবিত্রতা সৃষ্টি (মল-মূত্র নিক্ষেপ) ধর্মীয় স্থানের প্রতি ঘৃণা ও অসম্মান প্রকাশের উদ্দেশ্যমূলক বলে মনে করা হচ্ছে।

ভিডিও বিশ্লেষণ: খবরে বা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে হামলার কোনো ভিডিও বা স্থিরচিত্রের উল্লেখ নেই। তবে হামলা পরবর্তী সময়ের কিছু মানববন্ধনের ভিডিও বার্তা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পাওয়া যায়।[259]

অভিযুক্ত হামলাকারী: একদল দুর্বৃত্ত (নাম-পরিচয় অজ্ঞাত)। কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর নাম উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। রাতের আঁধারে হামলা চালানো হয়েছে বলে স্থানীয়রা দাবি করেছেন।

---

259 হামলার প্রতিবাদে মানববন্ধন https://www.facebook.com/reel/1590796735283428/?mibextid=rS40aB7S9Ucbxw6v

প্রশাসনিক অবস্থান: গৌরীপুর থানার ওসি মো. কামরুল হাসান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন: খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। মাজারের দেয়ালের একাংশ ভাঙচুর করা হয়েছে এবং মল-মূত্র নিক্ষেপের প্রমাণ পাওয়া গেছে। তিনি আরো বলেন, এখনো কোনো লিখিত অভিযোগ পাওয়া যায়নি। গত ৮-১০ বছর ধরে বড় ওরস না হওয়ায় এবং "বড় কোনো দুষ্কৃতকারী এ ঘটনা ঘটায়নি" বলে তিনি মন্তব্য করেন যে, ঘটনাটি "বড় করে দেখার সুযোগ নাই"। ইউপি সদস্য মো. জুয়েল মিয়া ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে পুলিশকে এসব তথ্য অবহিত করেছেন।

কর্তৃপক্ষের অবস্থান: মাজারের খাদেম মো. সাইদুর রহমান (৭০) গত ৪০ বছর ধরে এই মাজারের দেখাশোনা করছেন। তিনি বলেন, মুঘল সম্রাটদের আমলে প্রতিষ্ঠিত এই মাজারে এমন নৃশংস ঘটনা আগে কখনো ঘটেনি। এছাড়া স্থানীয় বাসিন্দা ফারুক আহম্মেদ বলেন, দূর-দূরান্ত থেকে প্রতিদিন ভক্ত আসেন; দোষীদের দ্রুত শনাক্ত করে দৃষ্টান্তমূলক বিচার দাবি করছি।

সর্বশেষ পরিস্থিতি: মাজারের পবিত্রতা নষ্ট হওয়ায় ভক্ত ও স্থানীয়দের মধ্যে ক্ষোভ অব্যাহত রয়েছে। পরবর্তী কোনো নতুন হামলা বা আইনি অগ্রগতির খবর নেই।

ময়মনসিংহ বিভাগে মাজার/দরবার/আস্তানায় হামলার অভিযোগ (অপ্রমাণিত ঘটনাসমূহ)

নিম্নোক্ত মাজার বা দরবার শরীফে হামলার অভিযোগ উঠেছে প্রধানত সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া বিভিন্ন তালিকা[260], মাজার দরগাহ ঐক্য পরিষদের প্রতিবেদন[261], ডেইলি স্টারের প্রতিবেদন "মাজারের মৌন আর্তনাদ"[262] বিডি ডাইজেস্টের প্রতিবেদন "পরিকল্পিতভাবে মাজারের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি ধ্বংস করা হচ্ছে"[263] বিবিসির বাংলার প্রতিবেদন "দেশের বিভিন্ন জায়গায় মাজার ভাঙ্গার ঘটনাগুলো কেন ঘটছে? কারা ঘটাচ্ছে?"[264] মানবাধিকার সংগঠন মানবাধিকার সংস্কৃতি ফাউন্ডেশন (এমএসএফ) এর হামলার মাসিক প্রতিবেদন[265], Religion Unplugged[266] পত্রিকার প্রতিবেদনসহ ইত্যাদি[267] সংবাদমাধ্যমের সংক্ষিপ্ত উল্লেখ থেকে। তবে এসব ঘটনার বিস্তারিত প্রতিবেদন, প্রত্যক্ষদর্শীর বক্তব্য, প্রশাসনিক রেকর্ড বা নির্ভরযোগ্য ভিডিও ফুটেজ উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। এগুলোকে 'অপ্রমাণিত ঘটনা' হিসেবে বিবেচনা করা হলো।

৯. নুর আইসার দরবার শরীফ

৮ই আগস্ট ২০২৪, ময়মনসিংহ গৌরীপুর বাহাদুরপুর গ্রামে।
বিস্তারিত তথ্য নেই।

১০. আমান পাগলার মাজার

৫ই আগস্ট ২০২৪, নান্দাইল উপজেলার চরভেলামারী গ্রামে, ময়মনসিংহ।

---

[260] বিশেষত সৈয়দ তারিকের দেওয়া তালিকা, তিনি দাবি করেন, এসবের প্রতিটি মাজার হামলার প্রমাণ ও ডিটেইলস তার কাছে মওজুদ আছে) https://www.facebook.com/share/p/1AxsjT2UuG/

[261] মাজার দরগাহ ঐক্য পরিষদের প্রতিবেদন https://www.facebook.com/100006913590857/posts/pfbid034CTUfeKwMLvAQdqgKewihr3zeD6VfguUP8zoHxG3kbKbgtKvcYQ18PgLa6c8qjW6l/?app=fbl

[262] মাজারের মৌন আর্তনাদ https://bangla.thedailystar.net/news/bangladesh/news-653331

[263] পরিকল্পিতভাবে মাজারের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি ধ্বংস করা হচ্ছে জুলাই ১১, ২০২৫ · মানবাধিকার https://bddigest.com/news/28094/

[264] দেশের বিভিন্ন জায়গায় মাজার ভাঙ্গার ঘটনাগুলো কেন ঘটছে? কারা ঘটাচ্ছে? https://www.bbc.com/bengali/articles/ckg2xygly1no

[265] সেপ্টেম্বরে মাজারে হামলা ও অগ্নিসংযোগের ১২ ঘটনা: এমএসএফ। https://www.prothomalo.com/bangladesh/nyobcrx1et

[266] In Bangladesh, Intra-Muslim Conflict Results In Death And Destroyed Shrines https://religionunplugged.com/news/sufi-shrines-face-wave-of-attacks-in-bangladesh

[267] আর যদি কোন মাজার ভাঙ্গা হয় কাপনের কাপড় পড়ে রাস্তায় নেমে পড়বো আমরা স্বাধীন কাগজ https://swadhinkagoj.com/crime/%E0%A6%86%E0%A6%B0-%E0%A6%AF%E0%A6%A6%E0%A6%BF-%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A6%A8-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A6%BE-%E0%A6%B9%E0%A6%AF/3153/

০২ নভেম্বর ২০২২ সালে হামলাকৃত মাজারটির ছবি। (সমকাল)

মাজারের ইতিহাস: চরবেতাগৈর ইউনিয়নের একটি গ্রাম চর ভেলামারী। গ্রামটি উপজেলা সদর থেকে ১৬ কিলোমিটার পশ্চিমে ব্রহ্মপুত্র নদের পূর্বপাড়ে। নদের পাড়ে বেড়িবাঁধের পূর্ব পাশে আমান পাগলার খানকা ও কবরের (মাজার) অবস্থান। আমান পাগলার স্ত্রী সুরভান (৬৫) জানান, তাঁর স্বামী চিশতিয়া তরিকার অনুসারী ছিলেন। তিনি নিজে গান-বাজনাসহ কবিরাজি চিকিৎসা করতেন। তাঁর কাছে দূর-দূরান্ত থেকে লোকজন আসতেন। তাঁদের অনেকেই তাঁর (আমান পাগলার) শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেন, দুই বছর আগে তাঁর স্বামী মারা যান। ঘরের পাশেই তাঁকে কবর দেওয়া হয়। পরে কবরটি পাকা করে দিয়েছেন অনুসারীরা। অনুসারী আকরাম মিয়া জানান, প্রতি বছর আমান পাগলার মৃত্যুর দিনে তাঁর স্মরণে এখানে ওরস করা হয়। ওরসের রাতে তাঁর স্মরণে মারফতি গান-বাজনার পাশাপাশি তাবারক রান্না করে ভক্তদের মধ্যে বিতরণ করা হয়।
০২ নভেম্বর ২০২২ খ্রিস্টাব্দে নান্দাইলের এই মাজারটি গাজা ও মাদকের আসর বসানোর অভিযোগ ভাংচুর করা হয়।[268]

১১. ডাঃ মনিরুল শামীম সিরাজী খানেকা শরীফ
সেপ্টেম্বর ২০২৪, ময়মনসিংহ।
বিস্তারিত তথ্য নেই।

---

[268] নান্দাইলে গাঁজার আসর বসার অভিযোগে মাজার ভাঙচুর https://share.google/758N6W21WblPvft7R

“২০২৪-২০২৫ সালে সিলেট বিভাগে সংঘটিত মাজারে হামলা” বিষয়ে প্রতিবেদন

সার্বিক তত্ত্বাবধান ও সম্পাদনা: মোহাম্মদ আবু সাঈদ

পেপারওয়ার্ক: মুহাম্মদ তৌহিদুল ইসলাম
ফিল্ডওয়ার্ক: আবু হাসান মোহাম্মদ মুখতার

প্রকাশ:
জানুয়ারি, ২০২৬
মাকাম: সেন্টার ফর সুফি হেরিটেজ
মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
maqambd.org@gmail.com
01878-431312

মাকাম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

ভূমিকা

সিলেট বিভাগ বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত একটি প্রশাসনিক বিভাগ, এটি ১৯৯৫ সালে গঠিত। সিলেট চারটি জেলা নিয়ে গঠিত: সিলেট, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ এবং মৌলভীবাজার। বিভাগের মোট আয়তন প্রায় ১২,৫৯৬ বর্গকিলোমিটার এবং জনসংখ্যা প্রায় ১ কোটি (২০২২ সালের আদমশুমারি অনুসারে), যা দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৬%। ঐতিহাসিকভাবে, সিলেট অঞ্চল সুফি সাধক এবং পীর-আউলিয়াদের কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত, যেমন—হযরত শাহজালাল (রহ.) এবং হযরত শাহপরান (রহ.)সহ ৩৬০ আউলিয়ার মতো ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে ইসলাম প্রচারিত হয়েছে। এখানে অসংখ্য মাজার, দরবার এবং খানকা রয়েছে, যা স্থানীয় সংস্কৃতি, আধ্যাত্মিকতা এবং জনগোষ্ঠীর অংশ। জনগোষ্ঠী প্রধানত মুসলিম-অধ্যুষিত (প্রায় ৯০%), যে কারণে সুফি ঐতিহ্য এবং বাউল-মারফতি সংস্কৃতির প্রভাব গভীর, এসব ওরস মেলা, কাওয়ালি এবং ধর্মীয় সম্প্রীতির মাধ্যমে প্রকাশ পায়। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে, রাজনৈতিক পরিবর্তন, ধর্মীয় উগ্রবাদ এবং স্থানীয় বিরোধের কারণে এই অঞ্চলে ধর্মীয় স্থাপনা যেমন মাজারের উপর হামলার ঘটনা বৃদ্ধি পেয়েছে। এসব বিরোধ ও বিশৃঙ্খল এই অঞ্চলের সম্প্রীতি এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে হুমকির মুখে ফেলেছে। ঐতিহাসিক ৫ আগস্ট থেকে জুলাই অভ্যুত্থান পরবর্তী সময়ে সারাদেশে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির সুযোগ নিয়ে মাজার, দরগাহ সর্বোপরি মাজার সংস্কৃতির উপর ধারাবাহিক ও সঙ্ঘবদ্ধভাবে আক্রমণ পরিচালিত হয়। এর অংশ হিসেবে সিলেট বিভাগে ১৪টি মাজারে হামলার খবর পাওয়া গিয়েছে।

ঐতিহাসিক ৫ আগস্ট থেকে ডিসেম্বর-২০২৫ পর্যন্ত সময়কালের মধ্যে প্রতিবেদনটি সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। ব্যবহৃত সকল তথ্যের যথাযথ সূত্র প্রদান করা হয়েছে।

এই প্রতিবেদনে সিলেট বিভাগে মাজারে হামলা সংক্রান্ত যত ঘটনা সংগঠিত হয়েছে প্রায় সকল ঘটনার বিস্তারিত তুলে ধরা হয়েছে। ঘটনার সার্বিক চিত্র, কারণ, ভিডিও ফুটেজ, প্রশাসন, মাজার কর্তৃপক্ষ, মাজারের সর্বশেষ অবস্থান ইত্যাদি সকল বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে।

এটি ‘তদন্ত প্রতিবেদন’ নয়। সিলেট বিভাগে মাজারে হামলার সার্বিক চিত্র, হামলার শিকার মাজারগুলোর বর্তমান অবস্থা ও বিভিন্ন পরিসংখ্যান হাজির করাই আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য। উদ্দেশ্য হলো, এর মাধ্যমে সরকার, আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে এ ব্যাপারে সচেতন করে তোলা। পাশাপাশি, দেশের সরকার, মিডিয়া সর্বোপরি জনসাধারণের নিকট মাজার হামলার একটি সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরা।

প্রতিবেদনে সংখ্যা, পরিসংখ্যান, শব্দচয়ন ও বানানের বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। তবুও আমাদের অজান্তে কোনো ভুল পাঠকের চোখে পড়লে আমাদেরকে জানানোর সাথে সাথে সংশোধনের সর্বোচ্চ চেষ্টা করা হবে।

সারাংশ

সিলেট বিভাগে ২০২৪-২০২৫ সালে মাজার-সংক্রান্ত হামলা ও এ সম্পর্কিত ঘটনার সংখ্যা উল্লেখযোগ্য। ঐতিহাসিক ৫ আগস্ট থেকে ২০২৫ সালের ডিসেম্বর অবধি সিলেট বিভাগে ৯টি মাজারে হামলার ঘটনা ঘটেছে। সিলেটে ৩টি, সুনামগঞ্জে ৩টি, হবিগঞ্জে ২টি ও মৌলভীবাজারে ১টি—মোট ৯টি হামলার ঘটনা প্রমাণিত হয়েছে। পাশপাশি এমন ৮টি খবর পাওয়া গিয়েছে, যার মধ্যে ১টি গুজব ও বাকি ৭টির বিস্তারিত তথ্য-প্রমাণ পাওয়া যায়নি। অর্থাৎ, প্রমাণিত ঘটনা ৯টি এবং অপ্রমাণিত, হুমকি ও গুজব ৮টি, মোট ১৭টি।

হামলাগুলোর প্রধান কারণ ধর্মীয় মতাদর্শগত বিরোধ (যেমন: মাজারকে 'শিরক-বিদআত' আখ্যা দিয়ে হামলার পটভূমি তৈরি ও বৈধতা উৎপাদন), রাজনৈতিক প্রতিহিংসা (যেমন: আওয়ামী লীগ-সংশ্লিষ্টতা), সামাজিক অসন্তোষ (যেমন: মাদক সেবন বা অসামাজিক কার্যকলাপের অভিযোগ) এবং পারিবারিক কলহ ও জমি-সংক্রান্ত বিরোধ। উদাহরণস্বরূপ, সিলেট ও হবিগঞ্জের ঘটনাগুলোতে 'তৌহিদী জনতা' ব্যানারে সংগঠিত হামলায় ওরস, মেলা বা সুফি সমাজের সংস্কৃতিকে হামলার লক্ষ্যবস্তু বানানো হয়েছে, যাকে স্থানীয় যুবকদের চারিত্রিক স্খলনের কারণ হিসেবে অভিযোগের মাধ্যমে ন্যায্যতা দেয়া হয়েছে। প্রভাবের দিক থেকে, মাজারগুলোর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান (ওরস, মেলা, মিলাদ) অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ, এবং স্থানীয় সম্প্রদায়ের নিরাপত্তাহীনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে হামলাকারীরা বহিরাগত (যেমন: জামায়াতপন্থী বা কওমী মাদ্রাসার ছাত্র)। এছাড়া, প্রশাসনিক নিষ্ক্রিয়তা স্পষ্ট: প্রায় সবকটি ঘটনায় (৫টি/ ৮০% হামলায়) কোনো মামলা, গ্রেফতার বা তদন্তের অগ্রগতি নেই, যা হামলাকারীদেরকে উৎসাহিত করেছে। কেবল ১টি বা ২০% হামলার ক্ষেত্রে শাহ আরেফিন (রা.) মাজারে (শাহ আরেফিন টিলা) প্রশাসন সক্রিয়তা প্রদর্শন করেছে, যেখানে মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

হামলার পর অদ্যাবধি অন্তত ৪টি মাজার পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে এবং মাজারের বাৎসরিক উরসের আয়োজন বন্ধ রয়েছে। এ-সকল হামলায় নারীসহ অন্তত ৪৪জন আহত হয়েছে।

পরিসংখ্যান

বিভাগের সবচেয়ে বেশি ঘটনা ঘটেছে সিলেট ও সুনামগঞ্জ জেলায়। প্রধান কারণসমূহ: ধর্মীয় অভিযোগ (বিদআত-শিরক, ৬০%), স্থানীয় বিরোধ (পাথর লুট-জমি, ২০%), এবং রাজনৈতিক প্রতিহিংসা (২০%)। হামলাকারী হিসেবে 'তৌহিদী জনতা'র নেতৃত্বই প্রধান (৮০%)। হামলার ঘটনায় প্রশাসনের সক্রিয়তা ২০%; নিষ্ক্রিয়তা ৮০%।

হামলায় আক্রান্ত মাজারসমূহের তালিকা

নিম্নে হামলার শিকার মাজারসমূহের তালিকা প্রদান করা হয়েছে। তালিকাটি দু'টি ছকে বিভক্ত। ১ম ছকে যে সকল মাজারে হামলার ঘটনা প্রমাণিত হয়েছে এবং ক্ষয়ক্ষতি যাচাই করা সম্ভব হয়েছে এবং ২য় ছকে সে-সকল মাজার যেগুলোতে হামলার অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে কিন্তু প্রমাণিত নয়, হুমকি প্রদান করা হয়েছে, হামলার ব্যর্থ চেষ্টা ও হামলার গুজবের ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে।

ছক: ০১

সংখ্যা	মাজারের নাম	সময়	স্থান	ক্ষয়ক্ষতি ও মন্তব্য
০১	হজরত শাহপরান (রহ.) মাজার	৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪ইং	সিলেট শহরের পূর্ব দিকে খাদিম পাড়া বর্তমান নাম খাদিম নগর এলাকায় অবস্থিত	হামলায় ৪০ জন আহত।
০২	শাহ সুফি আব্দুল কাইউম চিশতিয়ার (রহ.) মাজার	১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪ (শুক্রবার), ফজরের নামাজের পর	সিলেট শহরতলির খাদিমপাড়া ইউনিয়নের বটেশ্বর চুয়ারবহর এলাকায়	সুফি আব্দুল কাইয়ুমের আওলাদগণ আহলে হাদিসের অনুসারী, তবে বহিরাগত কর্তৃক হামলা।
০৩	হযরত কুতুব ডংকা শাহ (রহ.) মাজার	২০ সেপ্টেম্বর ২০২৪ (শুক্রবার)	সুনামগঞ্জ পৌর শহরের হোসেন বখত চত্বর এলাকায় ময়নার পয়েন্ট গলিতে	দানবাক্স লুট, মাজারে হামলা।
০৪	শাহ আরেফিন (রা.) মাজার (শাহ আরেফিন টিলা)	৫ ডিসেম্বর ২০২৪,	সিলেটের কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার জালিয়ারপাড় গ্রামে অবস্থিত	রাজনৈতিক সিন্ডিকেটের কারণে সংঘঠিত হামলা ও কোটি টাকার পাথর লুট।
০৫	হযরত শাহ শরীফ উদ্দিন রাহ: বাগদাদী মাজার	২২ ডিসেম্বর ২০২৪ (রবিবার দুপুর)	হবিগঞ্জের মাধবপুর উপজেলার শাহপুর মোকামে	ওরস পালনে বাধা, ৪ জন আহত।
০৬	আব্দুল হেকিম শাহ মাজার	৭ মার্চ ২০২৫ (শুক্রবার)	হবিগঞ্জের আজমিরীগঞ্জ উপজেলা	স্থানীয় দ্বন্দ্বের জের ধরে সংঘঠিত হামলা।

০৭	হযরত লোড়া পীরের মাজার	২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৫	রাজনগর গ্রাম, ধর্মপাশা সদর ইউনিয়ন	ওরসে হামলা করা হয়েছে।
০৮	হযরত কালাম শাহ (রহ.) মাজার	২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৫	নোয়াবন্দ গ্রাম, ধর্মপাশা	হামলা করা হয়েছে কিন্তু হামলাকারী অজ্ঞাত
০৯	**বুরহান উদ্দিন (রহ.) মাজার**	২০২৪ সালের ১৮ নভেম্বর	রামচন্দ্রপুর গ্রাম, রহিমপুর ইউনিয়ন, কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার	এলাকাবাসী হামলা করেছে।

ছক: ০২

হামলার অভিযোগ/ চেষ্টা/ গুজব এমন ঘটনার তালিকা				
সংখ্যা	**মাজারের নাম**	**সময়**	**স্থান**	**ক্ষয়ক্ষতি ও মন্তব্য**
১০	হযরত শাহ আতাউল্লাহ খানকা শরীফ		সিলেট	
১১	হযরত সৈয়দ শাহ মাজার শরীফ		আটশকান্তি, সিলেট	
১২	হযরত মঞ্জুব আলী লেংটা শাহ (রাঃ) এর মাজার		বিশ্বনাথ, সিলেট	
১৩	হযরত সিরাজুল হক (রাঃ) মাজার শরীফ		সুনামগঞ্জ	
১৪	হযরত দোয়ারাবাজ মাজার শরীফ		সুনামগঞ্জ	
১৫	বাগ বাড়ীর মাজার শরীফ		বটেসশর শাহপরান সংলগ্ন, সিলেট	
১৬	লাল শাহ দৌলা	৫ই আগস্ট ২০২৪ এর পরে	চুনারুঘাট উপজেলার ঐতিহ্যবাহী রানীগাঁও সালামী টিলায় অবস্থিত	
১৭	শাহ গালিব রহঃ মাজার	বুধবার (১ ও ২ এপ্রিল ২০২৫)	সুনামগঞ্জের জগন্নাথপুরে	হামলার গুজব

সিলেট বিভাগে সংগঠিত প্রমাণিত ৬টি ঘটনার জেলাভিত্তিক সংখ্যা:

জেলা	**সংখ্যা**
সিলেট	০৩
সুনামগঞ্জ	০৩
হবিগঞ্জ	০২
মৌলভীবাজার	০১

১. হযরত শাহপরান (রহ.) মাজার

(৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪ইং, সিলেট শহরের পূর্ব দিকে খাদিম নগর এলাকায় অবস্থিত)

সিলেটে হযরত শাহপরান (র.) এর মাজারে হামলার ঘটনা ঘটেছে ভোররাতে। (ছবি: ভিডিও থেকে নেওয়া)

সিলেটের হজরত শাহপরান (রহ.)-এর মাজারে মাজারপন্থীদের সঙ্গে স্থানীয় মুসল্লিদের সংঘর্ষ। (ছবি: ভিডিও থেকে নেওয়া। প্রথম আলো।)

সার্বিক চিত্র: ৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪ইং সোমবার দিবাগত রাতে সিলেটে হযরত শাহজালালের অন্যতম সঙ্গী হজরত শাহপরান (রহ.) মাজারে তিন দিন ব্যাপী বার্ষিক ওরসের শেষ দিনে হামলার ঘটনা ঘটে। এতে উভয় পক্ষের (ওরস পালনকারী ভক্তবৃন্দদের একাংশ এবং স্থানীয় আলেম-ওলামা-মাদ্রাসা শিক্ষক-শিক্ষার্থী-জনতা) অন্তত ৪০ জন আহত হন।[269] রাত ২টা/৩টা থেকে ভোর সাড়ে ৪টা পর্যন্ত প্রায় আড়াই ঘণ্টা হামলা চালানো হয়।[270]

---

[269] সিলেটের শাহ পরাণ মাজারে দুর্বৃত্তদের হামলা, আহত ৪০ https://www.ittefaq.com.bd/699640/%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%A8-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%98%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7-%E0%A6%86%E0%A6%B9%E0%A6%A4-%E0%A7%AA%E0%A7%A6

[270] মধ্যরাতে সিলেটের শাহপরান (রহ.) মাজারে সংঘর্ষ https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/%E0%A6%AE%E0%A6%A7%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%A8-%E0%A6%B0%E0%A6%B9-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87-

এ সময় ইটপাটকেল নিক্ষেপ, লাঠিসোঁটা ব্যবহার, তাঁবু-আস্তানা ভাঙচুর, দানবাক্স লুটপাট এবং মাজারের খাদেমের কক্ষের কাচ ভাঙার ঘটনা ঘটে। পুলিশের ব্যর্থ প্রচেষ্টার পরে সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। তৌহিদী জনতার ব্যানারে স্থানীয় কওমীপন্থী আলেম-ওলামাদের অভিযোগ অনুসারে, ঘটনাটি মাজারকেন্দ্রিক অসামাজিক কর্মকাণ্ড (মাদক, গানবাজনা, অনৈতিকতা) বন্ধের দাবির প্রেক্ষাপটে ঘটে।

হামলার মূল কারণ: মূল কারণ ছিল ওরস চলাকালীন গানবাজনা নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে উত্তেজনা। মাজার কর্তৃপক্ষ (খাদেম সৈয়দ কাবুল আহমদসহ) সাম্প্রতিক সময়ে গানবাজনার আড়ালে মাদকসেবন, নাচ-অনৈতিক কর্মকাণ্ড বন্ধের ঘোষণা দেন।[271] ওরস শুরুর পূর্বে ৬ই সেপ্টেম্বর ২০২৪ইং শুক্রবার জুমার নামাজ আদায়ের পর মাজার সংলগ্ন বাজারে আলেম-মুসল্লিরা মানববন্ধন করেন। ওরসের শেষ রাতে কিছু ব্যক্তি (মাথায় লাল কাপড় বাঁধা, ফকির-ভক্তবৃন্দসহ) গানবাজনা চালুর দাবিতে বিক্ষোভ করে, মাইক কেড়ে নিয়ে ঘোষণা দেয়। এতে আলেম-জনতার সঙ্গে তর্ক-মারামারি শুরু হয়, পরবর্তীতে সংঘর্ষে রূপ নেয়। তাওহীদী কাফেলা নামক সংগঠন অভিযোগ করে, অসামাজিক-মাদকসেবীরা উচ্ছৃঙ্খলতা করেছে। পক্ষান্তরে ওরস পালনকারীরা বলেন, গানবাজনা বন্ধের নামে হেনস্তা-অপমান করা হয়েছে।

ভিডিও বিশ্লেষণ: সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে হাজারের অধিক লোক জড়ো থাকা অবস্থায় সংঘর্ষ দেখা যায়। শুরুতে তাওহীদী কাফেলা নামধারী আলেম-মাদ্রাসা শিক্ষার্থীরা ওরসপন্থী/ফকিরদের একাংশের ওপর হামলা চালায়।[272] পরক্ষণে লাঠিসোঁটা, হাতুড়ি ইত্যাদি নিয়ে তৌহিদী/আলেমপন্থী জনতা প্রতিরোধ করে, তাঁবু ভাঙে, ফকির ও ভক্তদের তাড়িয়ে দেয় এবং মারধরের ঘটনা ঘটে। অন্যান্য ভিডিওতে উল্লাস, ইটপাটকেল নিক্ষেপ এবং পুলিশের ওপরও হামলার দৃশ্য দেখা যায়।[273] কোনো একক ব্যক্তিকে স্পষ্টভাবে শনাক্ত করা যায়নি। হামলার প্রতিবাদে সিলেট, চট্টগ্রাম, ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রতিবাদ সমাবেশ হয়েছে।[274]

অভিযুক্ত হামলাকারী:

ওরসপন্থী পক্ষের অভিযোগ এবং ভিডিও ফুটেজ অনুসারে, আলেম-মাদ্রাসা শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও স্থানীয় জনতা (হরিপুর এলাকাসহ) অতর্কিত হামলা চালিয়েছে, তাঁবু ভেঙেছে, ওরস পালনকারী ফকির-ভক্তবৃন্দদেরকে মারধর করেছে।[275]

%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%98%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7-%E0%A6%86%E0%A6%B9%E0%A6%A4-%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%A4-%E0%A7%A8%E0%A7%A6

[271]সিলেটে শাহপরানের মাজারে হামলা, ভাঙচুর https://bangla.thedailystar.net/news/bangladesh/news-612951

[272] ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশন https://youtu.be/uGHCEFeBYZs?feature=shared

[273] হামলার ফুটেজ https://youtu.be/7_9xAQM1snQ?feature=shared

[274] মানববন্ধন, বহদ্দারহাট চট্টগ্রাম। https://www.facebook.com/sunni.channel.2024/videos/501565652582389/?app=fbl
মানববন্ধন, সুরেশ্বর দরবার শরীফ https://www.facebook.com/reel/1221791502605445/?app=fbl

[275] হযরত শাহ পরাণ (রহ.) এর মাজারে দুর্বৃত্তদের হামলা, আহত ৪০ https://www.morenewsbd.com/country/1361/miscreants-attack-shrine-of-hazrat-shah-paran-ra-40-injured

আলেম-জনতার অভিযোগ: ওরসে আসা মাদকসেবী, উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তি, মাথায় লাল কাপড় বাঁধা লোকজন এবং তৃতীয় পক্ষ (উসকানিদাতা) প্রথমে হামলা করে, মসজিদ ঘেরাও করে।
পুলিশি ভাষ্য: দুপক্ষের সংঘর্ষ, কোনো পক্ষকেই সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা যায়নি; কাউকে আটক করা হয়নি।

প্রশাসনিক অবস্থান: ঘটনার সময় পুলিশ প্রথমে উপস্থিত থাকলেও উত্তেজনায় সরে যায় বলে অভিযোগ। পরে সেনাবাহিনী ভোররাত সাড়ে ৪টার দিকে এসে নিয়ন্ত্রণ নেয়।[276] হামলার পরদিন সকালে শাহপরান থানা থেকে জানানো হয়: পরিস্থিতি শান্ত, কোনো পক্ষ অভিযোগ/মামলা করেনি (মঙ্গলবার বিকেল পর্যন্ত)। জড়িতদের আইনের আওতায় আনার কাজ চলছে বলে জানালেও হামলার বছরখানেকে তার অগ্রগতি নেই। হামলা পরবর্তী কয়েকদিন পুলিশ ও সেনাবাহিনী কর্তৃক শাহজালাল-শাহপরান মাজারে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে (পোশাকধারী ও সাদা পোশাকে নজরদারি)।

কর্তৃপক্ষের অবস্থান: খাদেম সৈয়দ কাবুল আহমদ বলেন, প্রায় ৭০০ বছর ধরে ওরস পালিত হচ্ছে, কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে গানবাজনার সুস্থ পরিবেশ নষ্ট হয়ে মাদক-নাচ ঢুকে পড়ায় সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে।[277] ওরস চলাকালীন সময়ে তৃতীয় পক্ষ মাইক কেড়ে গানবাজনার ঘোষণা দিয়ে ভক্তবৃন্দক উসকে দেয়, মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের মারধর করে। খাদেমরা তাদের নিরাপদে সরিয়ে নেন। পরে আশপাশের লোকজন আসলে সংঘর্ষ হয়। মামলা করার কথা বলা হয়েছে, প্রশাসনের নির্দেশের অপেক্ষায়।

সর্বশেষ পরিস্থিতি: সংঘর্ষের পর থেকে মাজারের পরিস্থিতি শান্ত রয়েছে। নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত ওরস হয়েছিল, কিন্তু গানবাজনা নিষিদ্ধ থাকায় পরিবর্তিত পরিবেশ চলছে। আলেম সমাজ 'হযরত শাহজালাল রাহ. তাওহিদি কাফেলা' কমিটি গঠন করে অসামাজিক কর্মকাণ্ড প্রতিরোধ ও মাজার রক্ষায় নজর রাখছে। কোনো পক্ষ মামলা করেনি, তবে প্রশাসনের নজরদারিতে রয়েছে বলে জানা যায়।

---

[276] শাহজালাল–শাহপরাণ মাজারে বাড়ানো হয়েছে নিরাপত্তা https://www.sylhetview24.news/news/373830
[277] সিলেটের শাহপরান মাজারে হামলা https://www.dainikamadershomoy.com/details/0191dae20f10

২. শাহ সুফি আব্দুল কাইউম চিশতিয়ার (রহ.) মাজার

(১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪ (শুক্রবার), সিলেট শহরতলির খাদিমপাড়া ইউনিয়ন)

সিলেট সদরের বটেশ্বর এলাকার চুয়াবহরে ভেঙে ফেলা হয় শাহ সুফি আব্দুল কাইউমের মাজার। (ছবি: আনিস মাহমুদ, প্রথম আলো।)

মাজারে হামলারত অবস্থায় হামলাকারীরা। (ছবি: ভিডিও থেকে সংগৃহীত।)

সার্বিক চিত্র: ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪ (শুক্রবার), ফজরের নামাজের পর সিলেট শহরতলির খাদিমপাড়া ইউনিয়নের বটেশ্বর চুয়ারবহর এলাকায় শাহ সুফি আব্দুল কাইউম চিশতিয়ার মাজারে ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে।[278] বহিরাগত ১০-১২ জনের একটি দল হাতুড়ি, লাঠিসোঁটা ইত্যাদি নিয়ে এসে মাজারের দেয়াল, স্থাপনা, কবর, সাইনবোর্ড ভেঙে ফেলে এবং কবরের ওপরের লাল কাপড় ছিঁড়ে ফেলে। এটি মূলত পারিবারিক কবরস্থান হিসেবে পরিচিত, যা ভক্তরা মাজার হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন। ঘটনাটি শাহপরান মাজারে সাম্প্রতিক সংঘর্ষ ও গানবাজনা নিষিদ্ধের প্রেক্ষাপটে ঘটে। সিলেটসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে মাজারকেন্দ্রিক অসামাজিক কর্মকাণ্ড বন্ধের দাবির অংশ হিসেবে দেখা হয়। ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে, যা ব্যাপক ক্ষোভের সৃষ্টি করে।

[278] ১৩ সেপ্টেম্বর সিলেট শহরতলির খাদিমপাড়া এলাকায় শাহ সুফি আবদুল কাইউম চিশতিয়ার মাজার ভেঙে দেওয়া হয়েছে। প্রথম আলো https://www.prothomalo.com/bangladesh/nyobcrx1et

হামলার মূল কারণ: মাজারে গানবাজনা, অসামাজিক কর্মকাণ্ড (যেমন মাদকের আসর) চলছে এবং এটি শিরক (আল্লাহর সঙ্গে শরিক করা) প্রচার করে— এমন অভিযোগ তুলে হামলা চালানো হয়।[279] হামলাকারীরা উঁচু কবর সমান করা এবং শিরক থেকে হেফাজতের নামে এটিকে ন্যায্যতা দেয়।[280]

ভিডিও বিশ্লেষণ: সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে টুপি-জুব্বা ও মুখে মাস্ক পরিহিত কয়েকজন ব্যক্তিকে হাতে হাতুড়ি, লাঠিসোঁটা নিয়ে মাজার (সমাধি), দেয়াল, পাকা কবর, ছাদ ভাঙতে দেখা যায়।[281] তারা চাদর টেনে ছিঁড়ে ফেলে, সাইনবোর্ড উচ্ছেদ করে। ব্যাকগ্রাউন্ডে 'আলহামদুলিল্লাহ', 'শুকরিয়া' বলে উল্লাস-উচ্চারণ করতে শোনা যায় এবং তারা দাবি করে রাসুল (দ.)-এর নির্দেশ পালন করে উঁচু কবর সমান করছেন, শিরকের উপকরণ থেকে হেফাজত করছেন।[282] হামলা পরবর্তী সময়ে 'তৌহিদী জনতা' এটি পরিচালিত করছে বলে উল্লেখ করা হয়। হামলার ভিডিওগুলোতে বেশ কিছু ব্যক্তিদের চেহারা স্পষ্ট দেখা গেলেও মাকাম টিম কর্তৃক পরিচয় শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি। এবং স্থানীয়রাও মাকাম প্রতিনিধিদের হামলাকারীদের শনাক্তকরণে অপারগতা পোষণ করেন।

অভিযুক্ত হামলাকারী: স্থানীয়রা মাকাম প্রতিনিধিকে জানান, 'তৌহিদী জনতা' পরিচয়ে বহিরাগত দল (মোটরসাইকেল ও প্রাইভেটকারে এসে দ্রুত পালিয়ে যায়)। তারা নিজেদের আলেম ও মাদ্রাসা সম্পর্কিত বলে দাবি করে, শিরকবিরোধী অভিযানের অংশ হিসেবে কাজ করছে। স্থানীয়রা আরো বলেন, তারা বহিরাগত এবং হামলা ঠেকাতে স্থানীয় কেউ এগিয়ে আসেনি। পুলিশ কর্তৃক হামলাকারীদের নির্দিষ্ট পরিচয় চিহ্নিত হয়নি।

প্রশাসনিক অবস্থান: শাহপরান থানা পুলিশ (এসআই মো. আবদুল আজিজ) খবর পেয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে। এটিকে পারিবারিক কবরস্থান বলে দাবি করা হয়েছে[283] এবং কিছু ভক্ত গানবাজনা করতেন বলে জানা যায়। কোনো পক্ষ থানায় অভিযোগ বা মামলা করেনি। বর্তমান পরিস্থিতি শান্ত রয়েছে।

কর্তৃপক্ষের অবস্থান: শাহ সুফি আব্দুল কাইউম (রহ.)-এর নাতি মো. আবদুল বাকী চৌধুরী মাকামের প্রতিনিধিকে জানান, এটি পারিবারিক কবরস্থান, দাদা একজন আলেম ছিলেন এবং ভক্তরা মাজার হিসেবে গড়ে তুলেছেন। পরিবার এটিকে কবরস্থান হিসেবেই দেখে। শাহ সুফি আব্দুল কাইউমের অন্য একজন নাতি জনাব মুহায়মিনুল মাকামকে জানান, পরিবার বর্তমানে আহলে হাদিস মতাদর্শ অনুসরণ করে, মাজার সংস্কৃতি

---

[279] সিলেটেও একটি মাজার ভেঙে দেওয়া হলো https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/5pzx9cwfax
[280] দৈনিক আমাদের সময় https://www.dainikamadershomoy.com/details/0191e273383e5
[281] আবদুল কাইউম শাহ মাজার ভাঙচুর https://www.facebook.com/share/v/1HVJ2xBAhg/
[282] পুলিশি তদন্ত https://youtu.be/TDPjfAVjSsM?feature=shared
[283] দৈনিক ক্যাম্পাস https://thedailycampus.com/crime-and-discipline/153162/amp/%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%9F-%E0%A6%93-%E0%A6%B6%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A7%9F%E0%A6%A4%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%B0%E0%A6%93-%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%A8-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%99%E0%A6%9A%E0%A7%81%E0%A6%B0

বিরোধী। দাদা মাজার সংস্কৃতিতে বিশ্বাসী ছিলেন, ভক্তরা হরিপুর ইউনিয়নে ওরস কার্যক্রম চালাতেন। পরিবার কোনোভাবে ওরস পালনে জড়িত নয়। এই নৈরাজ্যকর পরিস্থিতিতে তারা আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর আশ্রয়ও নেননি। মাজারে কোনো নির্দিষ্ট খাদেম নেই, ভক্তরাই দায়িত্ব পালন করতেন।

সর্বশেষ পরিস্থিতি: মাজারের ঘর, দেয়াল, কবরস্থান বর্তমানে বিধ্বস্ত অবস্থায় রয়েছে। তালাবদ্ধ ঘর ও গাছগাছালির মধ্যে স্থানটি পরিত্যক্তের মতো। ভক্ত সমাগম বন্ধ, এলাকায় থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে। হামলাকারীরা দ্রুত পালিয়ে যাওয়ায় কোনো স্থায়ী প্রভাব নেই। কোনো মামলা বা আইনি পদক্ষেপ এখনো হয়নি।

৩. হযরত কুতুব ডংকা শাহ (রহ.) মাজার

(২০ সেপ্টেম্বর ২০২৪ (শুক্রবার), সুনামগঞ্জ পৌর শহরের হোসেন বখত চত্বর এলাকা)

সুনামগঞ্জ শহরে ডংকা শাহ'র মাজার ভাঙার চেষ্টা হলে সেনাবাহিনী ও পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে। (ছবি: নিউজবাংলা)

সার্বিক চিত্র: ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৪ (শুক্রবার), সুনামগঞ্জ পৌর শহরের হোসেন বখত চত্বর এলাকায় ময়নার পয়েন্ট গলিতে অবস্থিত হযরত কুতুব ডংকা শাহ (রহ.) মাজারে ভাঙচুরের চেষ্টা হয়। ফজরের নামাজের পর কিছু মুসল্লি ঐক্যবদ্ধ হয়ে হামলা চালায়। খবর পেয়ে পুলিশ ও সেনাবাহিনী ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে এবং মাজার রক্ষা করে। খাদেমের অভিযোগ অনুসারে দানবাক্স ভেঙে টাকা লুট এবং মাজারের সামনের সিঁড়ি ও মাজারের আশেপাশের বেশ কিছু দেয়াল ভাঙা হয়েছে।[284]

হামলার মূল কারণ: মাজারে গাঁজা ও অন্যান্য নেশাদ্রব্য সেবন এবং অসামাজিক কার্যকলাপ চলছে—এমন অভিযোগ তুলে হামলা চালানো হয়। স্থানীয় মসজিদের মুসল্লিরা বলেন, এসব ইসলাম সমর্থন করে না।

ভিডিও বিশ্লেষণ: সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কোনো ভিডিও চিত্র পাওয়া যায়নি।

অভিযুক্ত হামলাকারী: মাজারের খাদেম আছদ আলীর অভিযোগ, এই এলাকার শ্যামল নামক এক ব্যক্তির নেতৃত্বে কিছু লোক হামলা চালায়। মুসল্লিরা জানায়, মাজারে সংগঠিত অসামাজিক কার্যকলাপের প্রতিবাদে ঐক্যবদ্ধ হয়ে হামলা সংগঠিত হয়। পুলিশ কর্তৃক হামলাকারীদের কোনো নির্দিষ্ট পরিচয় বা গ্রেপ্তারের তথ্য দেয়নি এবং কোনো পদক্ষেপ নেয়া হয়নি।

প্রশাসনিক অবস্থান: সদর মডেল থানার ওসি আব্দুল আহাদ বলেন, মূল মাজার ভাঙচুর হয়নি, এলাকাবাসী মাজারের কার্যক্রমের প্রতিবাদ জানিয়েছে। পুলিশ ও সেনাবাহিনী পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে। দানবাক্সের টাকার বিষয়ে অভিযোগ পায়নি। হামলা পরবর্তী কিছুদিন ঘটনাস্থলে পাহারা দিয়ে নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়েছে।

কর্তৃপক্ষের অবস্থান: খাদেম আছদ আলী বলেন, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় মাজারে তালা দিয়ে বাসায় যান। শুক্রবার সকাল ৮টায় খবর পান শ্যামলের নেতৃত্বে লোকজন ভাঙছে। হামলার তাৎক্ষণিক সময়ে সেনাবাহিনী-পুলিশ মাজারটি রক্ষা করে। দানবাক্স ভেঙে ১৫ হাজার টাকা লুট, সামনের সিঁড়ি ভাঙা হয়েছে। মাজারের খাদেম ও ভক্তবৃন্দরা প্রশাসনের নিকট ঘটনার বিচার চান।

সর্বশেষ পরিস্থিতি: পুলিশ-সেনাবাহিনীর পাহারায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে। মাজার ত্রিপল দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে। ভাঙচুরের চেষ্টা সফল হয়নি, কিন্তু দানবাক্স ও সিঁড়ির ক্ষতি হয়েছে। কোনো মামলা বা গ্রেপ্তারের তথ্য নেই। এলাকায় উত্তেজনা থাকতে পারে, তবে বর্তমানে শান্ত রয়েছে।

---

284 ডংকা শাহর মাজার ভাঙার চেষ্টা। https://www.newsbangla24.com/lifestyle/248304/Attempt-to-break-the-shrine-of-Dongka-Shah

৪. শাহ আরেফিন (রা.) মাজার (শাহ আরেফিন টিলা)

(৫ ডিসেম্বর ২০২৪, সিলেটের কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার জালিয়ারপাড় গ্রামে অবস্থিত)

সার্বিক চিত্র: সিলেটের কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার জালিয়ারপাড় গ্রামে অবস্থিত হযরত শাহ আরেফিন (রা.) মাজার (শাহ আরেফিন টিলা) ৫ আগস্ট ২০২৪ থেকে পাথর লুটপাট এবং ধ্বংসযজ্ঞের শিকার হয়েছে। ১৩৭.৫ একরের টিলার মধ্যে ১০ একর ওয়াকফ জমিতে অবস্থিত মাজার, মসজিদ, কবরস্থান এবং মাঠ বিলীন হয়ে গেছে। ড্রেজার মেশিন দিয়ে গর্ত খুঁড়ে পাথর উত্তোলন চলছে, যার ফলে মাজারের বেড়িবাঁধ, পুরাতন পাথর, গাছপালা (দুইশ বছরের বটগাছসহ) ধ্বংস হয়েছে।[285] প্রায় ৭০০ বছরের ঐতিহ্যবাহী এই স্থানে (হযরত শাহ জালাল (রা.)-এর সঙ্গী শাহ আরেফিন (রা.)-এর আস্তানা) ওরস পালিত হতো। লুটপাটের পরিমাণ শত কোটি টাকার পাথর, এবং মাজারের ভেতর থেকে ৪০-৫০ ফুট গর্ত করে উত্তোলন চলেছে। ২০২৫ সাল পর্যন্ত ধ্বংস অব্যাহত ছিল, যা রাজনৈতিক সিন্ডিকেটের কারণে ঘটেছে। ২০২৫ নভেম্বরে জেলা প্রশাসন অভিযান চালিয়ে লিজার মেশিন পোড়ায় এবং অক্টোবরে একজনকে আটক করে।

হামলার মূল কারণ: পাথর লুটপাট এবং টিলা লিজ নেওয়ার জন্য মাজার নিশ্চিহ্ন করা। স্থানীয় প্রভাবশালীরা সিন্ডিকেট টিলার পাথর (সিঙ্গেল, ভুতু, বোল্ডার) উত্তোলন করে লক্ষ লক্ষ টাকা লুট করছে। মাজারের অস্তিত্ব লিজ প্রক্রিয়ায় বাধা হিসেবে দেখা হয়েছে, যার ফলে বেড়িবাঁধ, গাছপালা, কবরস্থান, মাঠ ধ্বংস করা হয়েছে।

ভিডিও বিশ্লেষণ: এ ঘটনার কোনো ভিডিও বা সামাজিক মাধ্যমে কোনো ভিডিও পাওয়া যায়নি।

অভিযুক্ত হামলাকারী: স্থানীয় ১৯ সদস্যের সিন্ডিকেট, যার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের সভাপতি আ. রশিদ, তার ভাই মনির মিয়া, যুবলীগ সভাপতি ফয়জুর রহমান, আ. করিম, কালা মিয়া, বিএনপি নেতা বাবুল মিয়া সহ অন্যরা। মাজারের খাদেম আব্দুল মান্নান ফকিরের বংশধররা জড়িত। পরে ২০২৫ অক্টোবরে বশর মিয়া (ওরফে বশর কোম্পানি) আটক হয়েছে। সিন্ডিকেট লাঠিয়াল বাহিনী দিয়ে লুটপাট চালায় এবং পুলিশ-বিজিবি ম্যানেজ করে।

প্রশাসনিক অবস্থান: ঘটনার প্রথমদিকে প্রশাসন বেশ নিষ্ক্রিয় ছিল।[286] স্থানীয়রা অভিযোগ করলেও কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। কোম্পানীগঞ্জ থানা ওসি ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ফোন রিসিভ করেননি। সিলেট জেলা পুলিশ সুপার (এসপি) খোঁজ নিয়ে জানাবেন বলেন। সিলেটের জেলা প্রশাসক ডিসি বলেন, ৫ ডিসেম্বর ২০২৪ স্থানটি পরিদর্শন করলেও পূর্বের বিষয়টি জানতেন না, পদক্ষেপ নেবেন বলেন। পরে ২০২৫ নভেম্বরে জেলা প্রশাসক অভিযান চালিয়ে ৬টি লিজার মেশিন আগুনে পোড়ায় এবং সিলেটের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মো. আনোয়ার উজ জামান এই বিষয়ে ইউএনওকে পদক্ষেপ নিতে বলেন।

---

[285] Source: দৈনিক ইনকিলাব https://share.google/IsfKnJdWNjL0BKbLM

[286] প্রশাসনের নিষ্ক্রিয় ভূমিকা https://deshbarta24.com/lead-news-3/562054

কর্তৃপক্ষের অবস্থান: খাদেম মহিত শাহ (লালু শাহ) বলেন, ছয় প্রজন্ম ধরে তারা মাজারটি দেখভাল করছেন। ২০০৭ থেকে এটি ওয়াকফ নিবন্ধন করে রক্ষা চেষ্টা করেছেন। চলমান সংকটগুলো নিয়ে বিভিন্ন দপ্তরে অভিযোগ দায়ের করেছেন। নতুন কমিটি গঠনের পরও স্থগিত করা হয়েছে। মাজার ধ্বংসকারীরা লিজের জন্য এটি করছে। পরবর্তী সময়ে প্রশাসন বরাবর একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। সাবেক কমিটির সভাপতি মো. আনোয়ার আলী বলেন, কমিটি ২-২.৫ বছর আগে বিলুপ্ত। নতুন কমিটি নেই। মুরব্বিদের সাথে চেষ্টা করেও লাভ হয়নি।[287] মাজার কমিটি গঠনের জন্য আইনি প্রদক্ষেপ নেবেন। ওয়াকফ এস্টেট কর্মকর্তা মো. ইসলাম উদ্দিন বলেন, মাজারটি ঘিরে চলমান বিষয়গুলো নিয়ে তিনি জানতেন না, গুরুত্ব সহকারে দেখছেন এবং পদক্ষেপ নেবেন। কিন্তু পরবর্তীতে তার অগ্রগতি দেখা যায়নি৷

সর্বশেষ পরিস্থিতি: মাজার কার্যত নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে; টিলা লন্ডভন্ড, গর্ত খুঁড়ে পাথর উত্তোলন চলছে। মসজিদও ঝুঁকিপূর্ণ, কবরস্থান-মাঠ-রাস্তা বিলীন। ২০২৫ নভেম্বরে জেলা প্রশাসন অভিযান চালিয়ে মেশিন ধ্বংস করে, কিন্তু লুটপাট অব্যাহত ছিল। অক্টোবরে একজন আটক হয়েছে। প্রশাসন পদক্ষেপ নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেও তার অগ্রগতি সম্পর্কে জানা যায়নি।

---

[287] Source: Bangla Edition https://share.google/jaSnPydxnkjYln5Td

৫. হযরত শাহ শরীফ উদ্দিন রাহ: বাগদাদী মাজার

(২২ ডিসেম্বর ২০২৪ (রবিবার দুপুর), হবিগঞ্জের মাধবপুর উপজেলার শাহপুর মোকামে)

হামলার পূর্বে শাহপুর মোকামের চিত্র। (ছবি: সংগৃহীত)

সার্বিক চিত্র: ২২ ডিসেম্বর ২০২৪ (রবিবার দুপুর), হবিগঞ্জের মাধবপুর উপজেলার শাহপুর মোকামে হযরত শাহ শরীফ উদ্দিন রাহ: বাগদাদী মাজার শরীফে তিন দিনব্যাপী বাৎসরিক ওরস পালনের সময় সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। হবিগঞ্জ জেলা প্রশাসকের অনুমতি সত্ত্বেও স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিরা ওরস পালনে বাধা দেন, যা রাস্তায় হামলায় রূপ নেয়। এতে খাদেমসহ ৪ জন গুরুতর আহত হন: মোঃ জাকারিয়া (৩০), মোঃ পলক শাহ (৪০), মোছাঃ নুরজাহান (৫০) এবং খাদেম মুহাম্মদ শাহ আলম (৪৫)।[288] খবর পেয়ে মাধবপুর থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়।

হামলার মূল কারণ: বাৎসরিক ওরস পালনকে কেন্দ্র করে স্থানীয় প্রভাবশালীদের বাধা প্রদান। মাজার খাদেমরা জেলা প্রশাসকের অনুমতি নিয়ে মিলাদ মাহফিল আয়োজন করতে যান, কিন্তু বিএনপি নেতা মিনহাজ উদ্দিন চৌধুরী কাসেদের নির্দেশে এবং হরিতলা এলাকার প্রভাবশালী মেশকাত মিয়ার নেতৃত্বে তারা বাধা দেন। রবিবার সকালে টমটম গাড়িতে মাজারে প্রবেশের সময় অতর্কিত হামলা চালিয়ে আহত করা হয়, যা রাজনৈতিক প্রভাব এবং স্থানীয় দ্বন্দ্বের ফল।

ভিডিও বিশ্লেষণ: এ ঘটনার কোনো ভিডিও বা সামাজিক মাধ্যমে কোনো ভিডিও চিত্র পাওয়া যায়নি। সংঘর্ষ রাস্তায় টমটম গাড়ি যোগে প্রবেশের সময় অতর্কিত হামলায় ঘটেছে বলে বর্ণিত, কিন্তু কোনো ভিডিও-সংক্রান্ত নির্দিষ্ট তথ্য নেই।

অভিযুক্ত হামলাকারী: বিএনপি নেতা মিনহাজ উদ্দিন চৌধুরী কাসেদের নির্দেশে এবং হরিতলা এলাকার প্রভাবশালী মেশকাত মিয়ার নেতৃত্বে আ. রশিদ, সোলেমান, আবু কালাম, জবরুল, শামীম, তাহির, কবির

[288] হবিগঞ্জের মাধবপুর উপজেলার শাহপুর মোকামে হযরত শাহ শরীফ উদ্দিন রাহ: বাগদাদী মাজার শরীফের বাৎসরিক ওরস পালন নিয়ে প্রভাবশালীদের বাঁধা। https://alokitohabiganj.com/archives/7106

আলম এবং সাহাব উদ্দিনসহ একদল ব্যক্তি। তারা ওরসে বাধা দিয়ে রাস্তায় অতর্কিত হামলা চালায়। খাদেমের অভিযোগ অনুসারে, তারা টমটম গাড়িতে মাজারে যাওয়ার সময় আক্রমণ করে।

প্রশাসনিক অবস্থান: মাধবপুর থানার ভারপ্রাপ্ত ওসি আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, লিখিত অভিযোগ পেলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কিন্তু কোনো মামলা হয়নি। পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়েছে, কিন্তু সক্রিয় তদন্ত বা গ্রেপ্তারের তথ্য নেই। জেলা প্রশাসকের অনুমতি থাকা সত্ত্বেও প্রভাবশালীদের হস্তক্ষেপ এই হামলা সংঘঠিত হয়েছে বলে জানা যায়।

কর্তৃপক্ষের অবস্থান: খাদেম মুহাম্মদ শাহ আলম বলেন, প্রতি বছর বাৎসরিক ওরস পালিত হয় এবং এবারও জেলা প্রশাসকের অনুমতি নিয়ে আয়োজন করতে যাওয়া হয়েছে। বিএনপি নেতা মিনহাজ উদ্দিন চৌধুরী কাসেদের হুকুমে প্রভাবশালীরা বাধা দিয়ে হামলা চালিয়েছে। টমটম গাড়িতে মাজারে প্রবেশের সময় আহত হয়েছেন। ওরসের ঐতিহ্য রক্ষায় অভিযোগ দায়ের করবেন বলে ইঙ্গিত দিয়েছেন।

সর্বশেষ পরিস্থিতি: সংঘর্ষের পর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে, কিন্তু ৪ জন গুরুতর আহত। ওরস আয়োজন ব্যাহত হয়েছে। কোনো মামলা বা গ্রেপ্তার হয়নি, তবে লিখিত অভিযোগের অপেক্ষায় পুলিশ সতর্ক। মাজারের ঐতিহ্যবাহী ওরসের ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বেগ রয়েছে।

৬. আব্দুল হেকিম শাহ মাজার

(৭ মার্চ ২০২৫ (শুক্রবার), হবিগঞ্জের আজমিরীগঞ্জ উপজেলার শিবপাশা)

বিশ্বনাথে হেকিম শাহ মাজারের রাস্তা ও গেইট ভাংচুরের চিহ্ন। (ছবি: সংগৃহীত)

সার্বিক চিত্র: ৭ মার্চ ২০২৫ (শুক্রবার), হবিগঞ্জের আজমিরীগঞ্জ উপজেলার শিবপাশা আব্দুল হেকিম শাহ মাজারের বার্ষিক ওরস উপলক্ষে মেলায় গান-বাজনা চলাকালে হামলার ঘটনা ঘটে। মুসল্লিদের পক্ষ থেকে গান-বাজনা বন্ধের দাবিতে প্রতিবাদ মিছিল ও শিবপাশা বাজারে সভা করা হয়। এ সময় মাজার কমিটির নেতৃবৃন্দ ও গান-বাজনার পক্ষের লোকজন দেশীয় অস্ত্র নিয়ে হামলা চালায়। এতে দোকান, সিএনজি ও টমটম ভাঙচুর হয়। পুলিশ ও সেনাবাহিনী ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে। দুপক্ষের মধ্যে উত্তেজনা বিরাজ করছে। এর আগে ২০২৪ সালের ২১ এপ্রিল সিলেটের বিশ্বনাথে একই নামের (হেকিম শাহ মাজার) প্রবেশপথের রাস্তা ও গেট ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে[289], যা স্থানীয় দ্বন্দ্বের জের ধরে ঘটেছে বলে জানা যায়।

হামলার মূল কারণ: ওরস মেলায় গান-বাজনার আয়োজনকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা। মুসল্লিরা গান-বাজনা বন্ধের দাবিতে প্রতিবাদ মিছিল ও সভা করে। মাজার কমিটি ও গান-বাজনার পক্ষের লোকজন এতে ক্ষুব্ধ হয়ে হামলা চালায়।

ভিডিও বিশ্লেষণ: ওরস সংঘর্ষে দেশীয় অস্ত্র ব্যবহার, দোকান-যানবাহন ভাঙচুরের ঘটনা ঘটলেও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভিডিও-সংক্রান্ত কোনো নির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায়নি।

অভিযুক্ত হামলাকারী: মুসল্লিদের অভিযোগ অনুযায়ী, মাজার কমিটির নেতৃবৃন্দ ও গান-বাজনার পক্ষের লোকজন দেশীয় অস্ত্র নিয়ে হামলা চালায়, দোকান-যানবাহন ভাঙচুর করে। পুলিশি বর্ণনা অনুসারে দুপক্ষের সংঘর্ষ হিসেবে দেখানো হয়, হামলাকারীদের কোনো নির্দিষ্ট পরিচয় চিহ্নিত করা হয়নি।

প্রশাসনিক অবস্থান: আজমিরীগঞ্জ থানার ওসি একে এম মাইনুল হাসান বলেন, পুলিশ ও সেনাবাহিনী ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে। বর্তমানে শান্ত রয়েছে। কোনো পক্ষ থেকে অভিযোগ বা মামলার

---

[289] https://biswanathnews24.com/2024/04/100821

তথ্য পাওয়া যায়নি। এ ধরনের ঘটনা দেশব্যাপী মাজার-সংক্রান্ত উত্তেজনার প্রেক্ষাপটে ঘটছে, যেখানে প্রশাসন নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করছে।

কর্তৃপক্ষের অবস্থান: হামলাকারী নেতৃবৃন্দ বলেন, ওরস মেলায় গান-বাজনার আয়োজন করা হয়েছিল। প্রতিবাদ মিছিল ও সভার সময় তারা ও গান-বাজনার পক্ষের লোকজন হামলায় জড়িত বলে অভিযোগ উঠেছে। মাজার কর্তৃপক্ষের সরাসরি বক্তব্য বা অবস্থানের বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায়নি।

সর্বশেষ পরিস্থিতি: সংঘর্ষের পর থেকে বর্তমান পর্যন্ত পরিস্থিতি শান্ত রয়েছে। তবে মাজারটি বর্তমানে বিধ্বস্ত অবস্থায় রয়েছে। পুলিশ ও সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপে নিয়ন্ত্রণে এসেছে। দুপক্ষের মধ্যে উত্তেজনা বিরাজ করছে। ওরস নিয়ে বিস্তারিত কোনো তথ্য নেই।

৭. হযরত লোড়া পীরের মাজার

(২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ ভোররাত আনুমানিক ৪টার দিকে, রাজনগর গ্রাম, ধর্মপাশা সদর ইউনিয়ন)

ভাঙচুর অবস্থায় হযরত শাহ লোড়া পীরের মাজার। (ছবি: সংগৃহীত)

সার্বিক চিত্র: সুনামগঞ্জের ধর্মপাশা উপজেলার রাজনগর গ্রামে (হাসপাতাল সংলগ্ন) হযরত শাহ লোড়া পীরের মাজারে ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ ভোররাত আনুমানিক ৪টার দিকে দুর্বৃত্তরা অগ্নিসংযোগ করে। এটি ৪৫তম (কিছু সূত্রে ৪৩তম) বার্ষিক ওরস চলাকালীন ঘটে।[290] ওরস শুরু হয় ২৩ ফেব্রুয়ারি রাত থেকে (মিলাদ, সামা কাউয়ালি, বাউলগান ইত্যাদি), প্রথম দিনের কর্মসূচি রাত আড়াইটার দিকে শেষ হয়। আগুনে মাজারের শামিয়ানা, গিলাফ, ডেকোরেশন, সাউন্ড বক্সের অংশ পুড়ে যায়।[291] স্থানীয়রা এগিয়ে এসে আগুন নিয়ন্ত্রণ করে। এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে, ওরসের কার্যক্রম আপাতত বন্ধ।

হামলার মূল কারণ: উগ্রপন্থী বা কুচক্রী মহলের কাজ বলে মাজার কর্তৃপক্ষ ও স্থানীয়দের ধারণা। ওরসের নামে আয়োজিত অনুষ্ঠানকে বাধাগ্রস্ত করার উদ্দেশ্যে বলে অভিযোগ। বিদআতি শিরকি অভিযোগে এই মাজারটি হামলা হয়েছে।

ভিডিও বিশ্লেষণ: কোনো ভিডিও উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

অভিযুক্ত হামলাকারী: দুর্বৃত্তরা (অজ্ঞাত পরিচয়)। পুলিশ সূত্রে প্লাস্টিকের বোতলে পেট্রল ভরে ছুড়ে মারা হয়েছে বলে ধারণা। কোনো নির্দিষ্ট গ্রুপ বা ব্যক্তির নাম প্রকাশিত হয়নি।

প্রশাসনিক অবস্থান: ধর্মপাশা থানার ওসি মোহাম্মদ এনামুল হক জানান, ঘটনাস্থল পরিদর্শন করা হয়েছে, আধা পোড়া প্লাস্টিকের বোতল উদ্ধার করা হয়েছে।এসআই হাফিজুল ইসলাম বলেন, অভিযোগ তদন্তাধীন।[292] লিখিত অভিযোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এসআই হাফিজুল ইসলাম বলেন, অভিযোগ তদন্তাধীন। তদন্ত চলছে,

[290] https://share.google/otBIpk9uP793NqADg
[291] https://share.google/ST454QSccboSEmx9J
[292] https://share.google/bWBfDvj0UGubY5WjX

জড়িতদের খুঁজে বের করে আইনের আওতায় আনার চেষ্টা চলছে বলে জানার তার অগ্রগতি নিয়ে জানা যায়নি। হামলা বেশ কয়েকদিন পর পর্যন্ত নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছিল।[293]

কর্তৃপক্ষের অবস্থান: মাজার পরিচালনা কমিটির সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান (৩৫) এবং খাদেম খলিলুর রহমান বলেন, দীর্ঘ ৪২ বছর নির্বিঘ্নে ওরস চলে আসছে, এবারই প্রথম এমন ঘটনা।[294] উগ্রপন্থীদের কাজ বলে মনে করছেন। থানায় লিখিত অভিযোগ করেছেন। ওরস বন্ধ আছে, প্রশাসনের অনুমতি পেলে আবার শুরু করবেন। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত তরিকত ঐক্য পরিষদের সভাপতি জুবায়ের পাশা হিমু বলেন, তদন্ত করে জড়িতদের শাস্তি দিতে হবে, নইলে এমন ঘটনা চলতেই থাকবে।

সর্বশেষ পরিস্থিতি: আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছিল, কিন্তু শামিয়ানা-গিলাফসহ উপকরণ ক্ষতিগ্রস্ত। ওরসের কার্যক্রম আপাতত বন্ধ। পুলিশ তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে, নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে। এখনও জড়িতদের গ্রেপ্তারের খবর নেই।

---

[293] https://share.google/npzDnYc82vMXDKYck
[294] https://share.google/misB99pJXdQnelm6w

৮. হযরত কালাম শাহ (রহ.) মাজার

(২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ রাত আনুমানিক পৌনে ১২টার দিকে, নোয়াবন্দ গ্রাম, ধর্মপাশা)

সার্বিক চিত্র: সুনামগঞ্জের ধর্মপাশা উপজেলার নোয়াবন্দ গ্রামে হযরত কালাম শাহ (রহ.) মাজারে ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ রাত আনুমানিক পৌনে ১২টার দিকে দুর্বৃত্তরা অগ্নিসংযোগ করে। আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে, স্থানীয়রা এগিয়ে এসে রাত ১২টার দিকে নিয়ন্ত্রণ করে। আগুনে শামিয়ানা ও গিলাফ পুড়ে যায়। এটি লোড়া পীরের মাজারে আগুনের (২৪ ফেব্রুয়ারি) এক সপ্তাহের মধ্যে দ্বিতীয় ঘটনা।[295]

হামলার মূল কারণ: উগ্রপন্থীদের কাজ বলে মাজার খাদেম ও স্থানীয়দের ধারণা। মাজারকে লক্ষ্য করে অস্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বলে অভিযোগ।

ভিডিও বিশ্লেষণ: কোনো ভিডিও উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

অভিযুক্ত হামলাকারী: দুর্বৃত্তরা (অজ্ঞাত পরিচয়)। পুলিশের প্রাথমিক ধারণায়, কীভাবে আগুন লাগানো হয়েছে তা স্পষ্ট নয়। তার তদন্তের অগ্রগতি নেই।

প্রশাসনিক অবস্থান: ধর্মপাশা থানার ওসি মোহাম্মদ এনামুল হক জানান, লিখিত অভিযোগ পাওয়া গেছে। কীভাবে আগুন লেগেছে তা এখনও বোঝা যাচ্ছে না। ঘটনা গুরুত্বের সঙ্গে দেখা হচ্ছে, উপজেলার সব মাজারের খাদেমদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হচ্ছে, টহল বাড়ানো হয়েছে। জড়িতদের খুঁজে আইনের আওতায় আনার সর্বাত্মক চেষ্টা চলছে বললেও তার অগ্রগতি নেই।

কর্তৃপক্ষের অবস্থান: খাদেম শাহ আরিফুল হক বলেন, এটি কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। উগ্রপন্থীদের কাজ বলে মনে করছেন। থানায় লিখিত অভিযোগ করেছেন। দ্রুত জড়িতদের চিহ্নিত করে শাস্তির দাবি জানিয়েছেন। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত তরিকত ঐক্য পরিষদের নেতা জুবায়ের পাশা বলেন, সত্যিকারের মুসলমান এমন করতে পারে না, এতে কুচক্রী মহল জড়িত।

সর্বশেষ পরিস্থিতি: আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে, কিন্তু শামিয়ানা-গিলাফ ক্ষতিগ্রস্ত। মাজারের বর্তমান অবস্থা নিয়ে জানা যায়নি।

---

[295] https://share.google/otBIpk9uP793NqADg

৯. বুরহান উদ্দিন (রহ.) মাজার[296]

(২০২৪ সালের ১৮ নভেম্বর, রামচন্দ্রপুর গ্রাম, রহিমপুর ইউনিয়ন, কমলগঞ্জ উপজেলা, মৌলভীবাজার)

সার্বিক চিত্র: ২০২৪ সালের ১৮ নভেম্বর মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জ উপজেলার রহিমপুর ইউনিয়নের রামচন্দ্রপুর গ্রামে ব্যক্তিগত উদ্যোগে গড়ে তোলা বুরহান উদ্দিন (রহ.) নামের একটি মাজার ভেঙে দেওয়া হয়। স্থানীয় এলাকাবাসী এই কাজ করে। এটি ব্যক্তি উদ্যোগে নির্মিত মাজার ছিল। এই ঘটনাটি পরবর্তীতে বিভিন্ন প্রতিবেদনে মাজারে হামলা ও নিরাপত্তাহীনতার উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

হামলার মূল কারণ: প্রদত্ত তথ্য ও নিউজ অনুসারে, মাজারটি ব্যক্তি উদ্যোগে গড়ে তোলা হয়েছিল, যা স্থানীয় এলাকাবাসী মেনে নিতে পারেনি। সম্ভবত বিদআতি বা শিরক-সংশ্লিষ্ট অভিযোগে (যা অনেক মাজার-ভাঙচুরের ক্ষেত্রে সাধারণ) এটি ভাঙা হয়েছে, যদিও নির্দিষ্ট কারণ সরাসরি উল্লেখ নেই। স্থানীয়দের দ্বারা 'অনধিকার প্রবেশ' বা অপছন্দের কারণে এমন ঘটনা ঘটেছে বলে ধারণা করা যায়।

ভিডিও বিশ্লেষণ: কোনো ভিডিও উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

অভিযুক্ত হামলাকারী: স্থানীয় এলাকাবাসী (গ্রামবাসী)। নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তি বা গ্রুপের নাম উল্লেখ নেই। তারা সংগঠিতভাবে মাজার ভেঙেছে।

প্রশাসনিক অবস্থান: পুলিশ, প্রশাসন বা থানার কোনো প্রতিক্রিয়া, অভিযোগ গ্রহণ বা তদন্তের উল্লেখ পাওয়া যায়নি। ঘটনাটি স্থানীয়ভাবে ঘটেছে এবং প্রশাসনের হস্তক্ষেপের কোনো খবর নেই।

কর্তৃপক্ষের অবস্থান: মাজারটি ব্যক্তি উদ্যোগে গড়ে তোলা হয়েছিল, তাই কোনো আনুষ্ঠানিক কর্তৃপক্ষ বা খাদেম/পরিচালনা কমিটির বিবৃতি উল্লেখ নেই। মাজারের অনুসারী বা নির্মাতার পক্ষ থেকে কোনো প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেননি।

সর্বশেষ পরিস্থিতি: মাজার ভেঙে দেওয়া হয়েছে, তাই সম্ভবত সম্পূর্ণ ধ্বংস বা অকেজো অবস্থায় রয়েছে। ঘটনার পর পুনর্নির্মাণ বা আইনি পদক্ষেপের কোনো খবর পাওয়া যায়নি।

---

[296] https://share.google/PfgYs63G7jhzCiLjK

সিলেট বিভাগে মাজার/দরবার/আস্তানায় হামলার অভিযোগ (অপ্রমাণিত ঘটনাসমূহ)

নিম্নোক্ত মাজার বা দরবার শরীফে হামলার অভিযোগ উঠেছে প্রধানত সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া বিভিন্ন তালিকা[297], মাজার দরগাহ ঐক্য পরিষদের প্রতিবেদন[298], ডেইলি স্টারের প্রতিবেদন "মাজারের মৌন আর্তনাদ"[299] বিডি ডাইজেস্টের প্রতিবেদন "পরিকল্পিতভাবে মাজারের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি ধ্বংস করা হচ্ছে"[300] বিবিসির বাংলার প্রতিবেদন "দেশের বিভিন্ন জায়গায় মাজার ভাঙ্গার ঘটনাগুলো কেন ঘটছে? কারা ঘটাচ্ছে?"[301] মানবাধিকার সংগঠন মানবাধিকার সংস্কৃতি ফাউন্ডেশন (এমএসএফ) এর হামলার মাসিক প্রতিবেদন[302], Religion Unplugged[303] পত্রিকার প্রতিবেদনসহ ইত্যাদি[304] সংবাদমাধ্যমের সংক্ষিপ্ত উল্লেখ থেকে। তবে এসব ঘটনার বিস্তারিত প্রতিবেদন, প্রত্যক্ষদর্শীর বক্তব্য, প্রশাসনিক রেকর্ড বা নির্ভরযোগ্য ভিডিও ফুটেজ উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। কিছু ক্ষেত্রে হামলা-পরবর্তী ছবি বা সংক্ষিপ্ত ভিডিও ক্লিপ পাওয়া গেছে, যা ধ্বংসাবশেষ দেখায়। এগুলোকে সাধারণত 'অপ্রমাণিত ঘটনা' হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

১০. হযরত শাহ আতাউল্লাহ খানকা শরীফ
৫ই আগস্ট ২০২৪ ইং এর পর, সিলেট।
বিস্তারিত তথ্য নেই।

১১. হযরত সৈয়দ শাহ মোস্তফা মাজার শরীফ
৫ই আগস্ট ২০২৪ ইং এর পর, আটশকান্তি, সিলেট।
বিস্তারিত তথ্য নেই।

---

297 বিশেষত সৈয়দ তারিকের দেওয়া তালিকা, তিনি দাবি করেন, এসবের প্রতিটি মাজার হামলার প্রমাণ ও ডিটেইলস তার কাছে মওজুদ আছে) https://www.facebook.com/share/p/1AxsjT2UuG/

298 মাজার দরগাহ ঐক্য পরিষদের প্রতিবেদন https://www.facebook.com/100006913590857/posts/pfbid034CTUfeKwMLvAQdqgKewihr3zeD6VfguUP8zoHxG3kbKbgtKvcYQ18PgLa6c8qjW6l/?app=fbl

299 মাজারের মৌন আর্তনাদ https://bangla.thedailystar.net/news/bangladesh/news-653331

300 পরিকল্পিতভাবে মাজারের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি ধ্বংস করা হচ্ছে জুলাই ১১, ২০২৫ • মানবাধিকার https://bddigest.com/news/28094/

301 দেশের বিভিন্ন জায়গায় মাজার ভাঙ্গার ঘটনাগুলো কেন ঘটছে? কারা ঘটাচ্ছে? https://www.bbc.com/bengali/articles/ckg2xygly1no

302 সেপ্টেম্বরে মাজারে হামলা ও অগ্নিসংযোগের ১২ ঘটনা: এমএসএফ। https://www.prothomalo.com/bangladesh/nyobcrx1et

303 In Bangladesh, Intra-Muslim Conflict Results In Death And Destroyed Shrines https://religionunplugged.com/news/sufi-shrines-face-wave-of-attacks-in-bangladesh

304 আর যদি কোন মাজার ভাঙ্গা হয় কাপনের কাপড় পড়ে রাস্তায় নেমে পড়বো আমরা স্বাধীন কাগজ https://swadhinkagoj.com/crime/%E0%A6%86%E0%A6%B0-%E0%A6%AF%E0%A6%A6%E0%A6%BF-%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A6%A8-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A6%BE-%E0%A6%B9%E0%A6%AF/3153/

১২. হযরত মঞ্জুব আলী লেংটা শাহ (রাঃ) এর মাজার
৫ই আগস্ট ২০২৪ ইং এর পর, বিশ্বনাথ, সিলেট।
বিস্তারিত তথ্য নেই।

১৩. হযরত সিরাজুল হক (রাঃ) মাজার শরীফ
৫ই আগস্ট ২০২৪ ইং এর পর, সুনামগঞ্জ।
বিস্তারিত তথ্য নেই।

১৪. হযরত দোয়ারাবাজ মাজার শরীফ
৫ই আগস্ট ২০২৪ ইং এর পর, সুনামগঞ্জ।
বিস্তারিত তথ্য নেই।

১৫. বাগ বাড়ীর মাজার শরীফ
৫ই আগস্ট ২০২৪ ইং এর পর, বটেসশ্বর শাহপরান সংলগ্ন, সিলেট।
বিস্তারিত তথ্য নেই।

১৬. লাল শাহ দৌলা
৫ই আগস্ট ২০২৪ ইং এর পর, চুনারুঘাট উপজেলার ঐতিহ্যবাহী রানীগাঁও সালামী টিলায় অবস্থিত
বিস্তারিত তথ্য নেই।

অতিরিক্ত তথ্য : আজ থেকে ৯ বছর পূর্বেও একবার ২০ নভেম্বর, ২০১৬ সালে রবিবারে পীরে কামেল হযরত লাল শাহ মৌলার মাজারে একদল অজ্ঞাত দুর্বৃত্ত দ্বারা ভাংচুর করা হয়েছে। এ ব্যাপারে লাল শাহ মৌলার ওয়ারিশ (নাতি) মোঃ আফছার উদ্দিন, ওয়ারিশ মোঃ শিশু মিয়া, সিরাজ মিয়ার নিকট মাজার ভাঙ্গনের বিষয়ে জানতে চাইলে তারা বলেন, দীর্ঘ ৮০ বছর যাবত আমাদের মুরুব্বি হযরত লাল শাহ মৌলার মাজার শরীফ পরিচালনা করে আসছি। গত শুক্রবার রাতে মাজার বিরোধীরা আমার লাল শাহ মৌলা মাজারের পাকা প্রাচীরটি ভেঙ্গে ফেলে দিয়েছে। এ ব্যাপারে আলহাজ্ব আফতাব উদ্দিন বাদী হয়ে ৭ জনের বিরুদ্ধে চুনারুঘাট থানায় মামলা দায়ের করেছিলেন।[305]

---

[305] চুনারুঘাটের লাল শাহ মৌলার মাজার ভেঙ্গে দিয়েছে দুর্বৃত্তরা https://share.google/H7zAAVQkLPzma6otV

হামলার গুজব

১৭. শাহ গালিব রহঃ মাজার

বুধবার (১ ও ২ এপ্রিল ২০২৫) সুনামগঞ্জের জগন্নাথপুরে।

অক্ষত অবস্থায় রয়েছে শাহ গালিব রহ. মাজারটি (ছবি: মাকাম প্রতিনিধি।)

সাম্প্রতিক সময়ে শাহ গালিব রহ. মাজারটিতে ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট পরবর্তী সময়ে হামলা হয়নি। তবে ২০২০ সালের দিকে ৫ বছর পূর্বে[306] জগন্নাথপুরে সংস্কারের নামে স্থানীয় বিএনপি নেতা ইয়াওর মিয়ার নেতৃত্বে ২০-২৫ জন ব্যক্তি সংঘবদ্ধ হয়ে মাজারে ভাঙচুর করা হয়।[307] তা ওই সময়ে স্থানীয় প্রশাসন দ্বারাই সমাধান করা হয়। কিন্তু গত ১ ও ২ এপ্রিল ২০২৫ সালে এই মাজার হামলার পুরনো নিউজ ও স্থিরচিত্র পুনরায় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচারিত হতে থাকে। কিন্তু এর কোনো সত্যতা পাওয়া যায়নি; এটি গুজব হিসেবেই প্রমাণিত।

---

[306] জগন্নাথপুরে মাজার ভাংচুর: ২০২০ সাল। https://www.jagannathpur24.com/%E0%A6%9C%E0%A6%97%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%A5%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%9A%E0%A7%81%E0%A6%B0/

[307] জগন্নাথপুরে সংস্কারের নামে মাজার ভাঙচুরের অভিযোগ https://dailysylhetmirror.com/news/23028#google_vignette

“২০২৪-২০২৫ সালে বরিশাল বিভাগে সংঘটিত মাজারে হামলা” বিষয়ে প্রতিবেদন

সার্বিক তত্ত্বাবধান ও সম্পাদনা: মোহাম্মদ আবু সাঈদ

পেপারওয়ার্ক: মুহাম্মদ তৌহিদুল ইসলাম
ফিল্ডওয়ার্ক: আবু হাসান মোহাম্মদ মুখতার

প্রকাশ:
জানুয়ারি, ২০২৬
মাকাম: সেন্টার ফর সুফি হেরিটেজ
মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
maqambd.org@gmail.com
01878-431312

মাকাম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

ভূমিকা

বরিশাল বিভাগ বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলীয় একটি প্রশাসনিক ইউনিট, যা নদীমাতৃক ভূমি হিসেবে পরিচিত। বর্তমানে বরিশাল ৬টি জেলায় গঠিত— বরগুনা, বরিশাল, পটুয়াখালী, ভোলা, ঝালকাঠি এবং পিরোজপুর। এই বিভাগে ঐতিহাসিকভাবে সুফি সাধকদের মাজার এবং দরবারগুলো স্থানীয় সংস্কৃতি, ধর্মীয় ঐতিহ্য এবং সম্প্রদায়িক সম্পর্কের অংশ হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। তবে সাম্প্রতিক কালে, বিশেষ করে ২০২৪-২০২৫ সালে, এই অঞ্চলে মাজার-সংশ্লিষ্ট হামলা, অভিযোগ এবং হুমকির ঘটনাগুলো সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা এবং ধর্মীয় বিরোধকে প্রকট করে তুলেছে।

ঐতিহাসিক ৫ আগস্ট থেকে জুলাই অভ্যুত্থান পরবর্তী সময়ে সারাদেশে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির সুযোগ নিয়ে মাজার, দরগাহ সর্বোপরি মাজার সংস্কৃতির উপর ধারাবাহিক ও সঙ্ঘবদ্ধভাবে আক্রমণ পরিচালিত হয়। এর অংশ হিসেবে বরিশাল বিভাগে ৩টি মাজারে হামলার খবর পাওয়া গিয়েছে।
২০২৪ সালের ৫ আগস্ট থেকে ডিসেম্বর-২০২৫ পর্যন্ত সময়কালের মধ্যে প্রতিবেদনটি সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। ব্যবহৃত সকল তথ্যের যথাযথ সূত্র প্রদান করা হয়েছে।

এই প্রতিবেদনে বরিশাল বিভাগে মাজারে হামলা সংক্রান্ত যত ঘটনা সংগঠিত হয়েছে প্রায় সকল ঘটনার বিস্তারিত তুলে ধরা হয়েছে। ঘটনার সার্বিক চিত্র, কারণ, ভিডিও ফুটেজ, প্রশাসন, মাজার কর্তৃপক্ষ, মাজারের সর্বশেষ অবস্থান ইত্যাদি সকল বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে।

এটি ‘তদন্ত প্রতিবেদন’ নয়। বরিশাল বিভাগে মাজারে হামলার সার্বিক চিত্র, হামলার শিকার মাজারগুলোর বর্তমান অবস্থা ও বিভিন্ন পরিসংখ্যান হাজির করাই আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য। উদ্দেশ্য হলো, এর মাধ্যমে সরকার, আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে এ ব্যাপারে সচেতন করে তোলা। পাশাপাশি, দেশের সরকার, মিডিয়া সর্বোপরি জনসাধারণের নিকট মাজার হামলার একটি সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরা।

প্রতিবেদনে সংখ্যা, পরিসংখ্যান, শব্দচয়ন ও বানানের বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। তবুও আমাদের অজান্তে কোনো ভুল পাঠকের চোখে পড়লে আমাদেরকে জানানোর সাথে সাথে সংশোধনের সর্বোচ্চ চেষ্টা করা হবে।

সারাংশ

বরিশাল বিভাগে ২০২৪-২০২৫ সালে মাজার-সংক্রান্ত হামলা ও সম্পর্কিত ঘটনার সংখ্যা উল্লেখযোগ্য। ঐতিহাসিক ৫ আগস্ট থেকে নভেম্বর অবধি বরিশাল বিভাগে ২টি মাজারে হামলার ঘটনা ঘটেছে। বরিশাল বিভাগের বরগুনা জেলা ও ভোলা জেলায় ১টি করে মোট ২টি হামলার ঘটনা প্রমাণিত হয়েছে। পাশাপাশি এমন ১টি খবর পাওয়া গিয়েছে যার প্রমাণ পাওয়া যায়নি। অর্থাৎ, প্রমাণিত ঘটনা ২টি এবং অপ্রমাণিত ১টি, মোট ৩টি।

হামলার প্রধান কারণ ধর্মীয় মতাদর্শগত বিরোধ (যেমন: মাজারকে 'শিরক-বিদআত' আখ্যা দিয়ে হামলার পটভূমি তৈরি ও বৈধতা উৎপাদন), সামাজিক অসন্তোষ (যেমন: মাদক সেবন বা অসামাজিক কার্যকলাপের অভিযোগ)। উদাহরণস্বরূপ, বরগুনা জেলা ইসমাঈল শাহের মাজারে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের কর্মীরা 'তৌহিদী জনতা' ব্যানারে সংগঠিত হামলায় ওরস, মেলা বা সুফি সমাজের অনুষ্ঠানকে হামলার লক্ষ্যবস্তু বানানো হয়েছে, যাকে স্থানীয় যুবকদের চারিত্রিক স্খলনের কারণ হিসেবে অভিযোগের মাধ্যমে ন্যায্যতা দেয়া হয়েছে। প্রভাবের দিক থেকে, মাজারের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান (ওরস, মেলা, মিলাদ) অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ, এবং স্থানীয় সম্প্রদায়ের নিরাপত্তাহীনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া, প্রশাসনিক নিষ্ক্রিয়তা স্পষ্ট: প্রশাসন এই হামলায় তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া দেখালেও কোনো ধরনের মামলা ও গ্রেপ্তারের ঘটনা ঘটেনি।

হামলার পর ১টি মাজারের বাৎসরিক উরসের আয়োজন অনেকাংশে বন্ধ রয়েছে। এ-সকল হামলায় হামলাকারীসহ অন্তত ৩৭জন আহত হয়েছে।

পরিসংখ্যান

বিভাগীয় পর্যায়ে সর্বনিম্ন হামলা হয়েছে বরিশাল বিভাগে। বিভাগের বরগুনা ও ভোলা জেলায় ১টি করে মোট ২টি হামলার ঘটনা ঘটেছে। প্রধান কারণসমূহ: ধর্মীয় অভিযোগ (বিদআত-শিরক, ১০০%। হামলাকারী হিসেবে 'তৌহিদী জনতা'র নেতৃত্বই প্রধান, ১০০%। হামলার ঘটনায় প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তা, ১০০%।

হামলার শিকার মাজারসমূহের তালিকা

নিম্নে হামলার শিকার মাজারসমূহের তালিকা প্রদান করা হয়েছে। তালিকাটি দু'টি ছকে বিভক্ত। ১ম ছকে যে সকল মাজারে হামলার ঘটনা প্রমাণিত হয়েছে এবং ২য় ছকে সে-সকল মাজার যেগুলোতে হামলার অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে, হুমকি প্রদান করা হয়েছে, হামলার ব্যর্থ চেষ্টা অথবা হামলার গুজবের ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে।

ছক: ০১

সংখ্যা	মাজারের নাম	সময়	স্থান	ক্ষয়ক্ষতি ও মন্তব্য
০১	ইসমাইল শাহ মাজার	রবিবার (১৬ মার্চ ২০২৫) রাত সোয়া ১২টায়	বরগুনার আমতলী উপজেলার বটতলা এলাকায়	২৮তম বাৎসরিক ওরশ উদযাপনের সময়। আহত- ৩৫ জন।
০২	অজ্ঞাত মাজার	২৬ই সেপ্টেম্বর ২০২৫	ভোলা, বরিশাল	হামলার প্রচেষ্টা ও সংঘর্ষে হামলাকারীদের ২ জন আহত।

ছক: ০২

হামলার অভিযোগ/ চেষ্টা/ গুজব এমন ঘটনার তালিকা				
সংখ্যা	মাজারের নাম	সময়	স্থান	ক্ষয়ক্ষতি ও মন্তব্য
০৩	গদাইয়ের মাজার	৫ই আগস্ট ২০২৪ এর পরে	উজিরপুর, বরিশাল।	অপ্রমাণিত হামলা

বরিশাল বিভাগে সংগঠিত প্রমাণিত ২টি ঘটনার জেলাভিত্তিক সংখ্যা:

জেলা	সংখ্যা
বরগুনা	০১
ভোলা	০১
বরিশাল	০০
পটুয়াখালী	০০
ঝালকাঠি	০০
পিরোজপুর	০০

১. ইসমাইল শাহ মাজার

১৬ মার্চ ২০২৫, বরগুনার আমতলী উপজেলার বটতলা এলাকায়

বাহির থেকে ইসমাইল শাহ মাজারের চিত্র।

ওরসে অগ্নিসংযোগের দৃশ্য।

হামলার পরদিন মাজার, ওরসের ভস্মীভূত স্থান। (ছবি: সংগৃহীত)

সার্বিক চিত্র: বরগুনার আমতলী উপজেলার বটতলা এলাকায় ১৯৯৬ সালে স্থাপিত ইসমাইল শাহ মাজারে ২৮তম বাৎসরিক ওরশ উদযাপনের সময় রবিবার (১৬ মার্চ ২০২৫) রাত সোয়া ১২টায় ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আমতলী উপজেলা শাখার নেতৃত্বাধীন একদলের হামলায় মাজার ভাঙচুর ও আগুন দেওয়া হয়। এতে মাজারের ভিতরের সামিয়ানা, দুটি বৈঠকখানা (ঘর) এবং অন্যান্য কাঠামো পুড়ে ছাই হয়ে যায়। অন্তত ৩৫ জন আহত হন, যাদের মধ্যে ১১ জনকে আমতলী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়।[308] ইসলামী

---

[308]আমতলীর ইসমাইল শাহ মাজারে আগুন-ভাঙচুর https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2025/03/17/1493417

আন্দোলন বাংলাদেশের আমতলী উপজেলা শাখার সভাপতি মাওলানা ওমর ফারুক জেহাদী এবং সাধারণ সম্পাদক গাজী বায়েজিদের নেতৃত্বে শতাধিক সমর্থক (‘তৌহিদী জনতা’ নামে পরিচিত) মাজারে হামলা চালায়। তারা রমজান মাসে মাজার পূজা, গানবাজনা, গাঁজা-মাদক সেবন এবং নারীদের আসরকে ইসলামবিরোধী বলে অভিযোগ করে বন্ধের দাবি জানায়। মাজারের খাদেম অ্যাড. মোস্তাফিজুর রহমান বাবুল দাবি মানতে অস্বীকার করলে উভয় পক্ষের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। একপর্যায়ে হামলাকারীরা লাঠি, সোটা, দা-ছুরি, হ্যামার-ছেনি ইত্যাদি অস্ত্র নিয়ে মাজার ভাঙচুর করে এবং আগুন লাগিয়ে দেয়। এতে হাজারো ভক্ত ও স্থানীয়দের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে, ছুটাছুটি শুরু হয়। মাজারের গিলাব (সমাধি), কাঁচের জানালা-দরজা, দেওয়াল, প্যান্ডেল, বেড়া, টিনের ঘর এবং আসবাবপত্র (সিন্দুক, কাপড়চোপড়) সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়। দানবাক্সের টাকাপয়সা লুট হয় এবং ভক্তদের মারধর করা হয়। ফায়ার সার্ভিস রাত ২:৩৫ মিনিটে আগুন নিয়ন্ত্রণ করে। আহতদের মধ্যে রয়েছেন সোলায়মান (৩৮), রেজাউল (১৮), বাদল মৃধা (৪০), দুলাল মৃধা (৪২), আবু বকর (২৯), আবুল হোসেন (২৮), আব্দুল্লাহ আল নোমান (২৮), মোঃ মামুন (৪৩), আবুল কালাম (৪২), জোবায়ের (১৯) এবং ফজলুল করিম (২৭)।[309] ডা. রাশেদ মাহমুদ রোকনুজ্জামান জানান, আহতদের যথাযথ চিকিৎসা দেয়া হয়েছে।

হামলার মূল কারণ: হামলার মূল কারণ রমজান মাসে মাজারে চলা ওরশ উদযাপনের সাথে যুক্ত সাম্প্রদায়িক ও ধর্মীয় উত্তেজনা। ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের নেতারা মাজারকে ‘ভণ্ডের আস্তানা’ বলে অভিহিত করে, যেখানে গানবাজনা, গাঁজা-মাদক সেবন এবং নারীদের আসর বসে। এটিকে তারা ইসলামবিরোধী বলে মনে করে। তারা মাজারের খাদেম অ্যাড. মোস্তাফিজুর রহমান বাবুলকে এসব অনৈতিক কাজ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেয়, কিন্তু তিনি অস্বীকার করলে দ্বন্দ্ব তীব্র হয়।[310] মাজার কর্তৃপক্ষের দাবি অনুযায়ী, হামলাকারীরা অতর্কিতভাবে আক্রমণ করে, যখন ইসলামী আন্দোলনের দাবি অনুযায়ী, মাজারের ভক্তরা প্রথমে তাদের নেতা মাওলানা ওমর ফারুক জেহাদীর উপর হামলা করে, যা জনতাকে ক্ষিপ্ত করে। এটি দীর্ঘদিনের ধর্মীয় বিরোধের ফলস্বরূপ বলে মনে হচ্ছে, যা ওরসের মতো ঐতিহ্যবাহী অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে সংঘটিত হয়েছে।

ভিডিও বিশ্লেষণ: সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এবং সংবাদ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওগুলোতে হামলার সময় অধিকাংশ হামলাকারী সাদা টুপি, জুব্বা এবং পাঞ্জাবি পরিহিত তৌহিদী জনতা হিসেবে দেখা যায়। তারা লাঠি, সোটা, দা-ছুরি, হ্যামার, ছেনি, ব্যাট এবং হকিস্টিক নিয়ে মাজারের রওজা (সমাধি), কাঁচের জানালা-দরজা, দেয়াল ভাঙচুর করে।[311] মাজার, ওরসের প্যান্ডেল, বেড়া এবং টিনের ঘরগুলোতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে, যাতে সম্পূর্ণ ঘর, আসবাবপত্র, সিন্দুক, কাপড়চোপড় পুড়ে যায়। ভিডিওতে হামলাকারীরা ‘লিল্লাহি তাকবির - আল্লাহু আকবর, মাজার পূজারীদের আস্তানা - জ্বালিয়ে দাও, পুড়িয়ে দাও’ স্লোগান দিয়ে উত্তেজিত হয়ে কাজ করে।[312] হামলা শেষে তারা উল্লাস করে, যা সাম্প্রদায়িক হিংসার চিত্র তুলে ধরে। ভিডিওগুলোতে

---

[309] দৈনিক ইনকিলাব https://dailyinqilab.com/bangladesh/article/743568
[310] ডেইলি স্টার বাংলা https://bangla.thedailystar.net/news/bangladesh/news-659241
[311]বরগুনায় ইসমাইল শাহ মাজার ভাঙচুর/ সময় টিভি https://youtu.be/E-UTbI3AS3E?feature=shared
[312] মাছরাঙা টেলিভিশন https://youtu.be/_X0rRtorCOE?feature=shared

ভক্তদের ছোটাছুটি এবং আতঙ্কের দৃশ্য স্পষ্ট, যা ঘটনার তীব্রতা নির্দেশ করে। এসব ফুটেজ থেকে বোঝা যায়, হামলা পরিকল্পিত এবং সম্মিলিত ছিল, যাতে শতাধিক লোক জড়িত।[313]

অভিযুক্ত হামলাকারী: প্রধান অভিযুক্ত হলেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আমতলী উপজেলা শাখার সভাপতি মাওলানা ওমর ফারুক জেহাদী এবং সাধারণ সম্পাদক গাজী বায়েজিদ।[314] মাজারের খাদেম অ্যাড. মোস্তাফিজুর রহমান বাবুলের অভিযোগ অনুযায়ী, তাঁদের নেতৃত্বে শতাধিক সমর্থক (সাদা টুপি-জুব্বা পরিহিত তৌহিদী জনতা) লাঠি-সোটা নিয়ে হামলা চালায়, মাজার ভাঙে, আগুন দেয়, ভক্তদের মারধর করে এবং দানবাক্স লুট করে। মাওলানা ওমর ফারুক জেহাদী মাজারকে 'ভণ্ডের আস্তানা' বলে অভিযোগ করেন এবং খাদেম বাবুল ও তার সমর্থকদের শাস্তি দাবি করেন। গাজী বায়েজিদ বলেন, ভক্তদের হামলার প্রতিক্রিয়ায় জনতা ক্ষিপ্ত হয়ে এই কাজ করেছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা নিশ্চিত করেন যে, এই নেতাদের নির্দেশে টুপি-পরিহিত সমর্থকরা অস্ত্র নিয়ে আসে এবং স্লোগান দিয়ে হামলা চালায়।[315]

প্রশাসনিক অবস্থান: আমতলী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মুহাম্মদ আশরাফুল আলম, উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) তারেক হাসান এবং থানা ওসি মো. আরিফুল ইসলাম আরিফ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন। ওসি আরিফ বলেন, তদন্তের ভিত্তিতে আইনত ব্যবস্থা নেয়া হবে।[316] উনিও বলেন, ঘটনার সাথে জড়িত সকলের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে। ফায়ার সার্ভিসের ওয়ার হাউস ইন্সপেক্টর মোহাম্মদ হানিফ জানান, দুই ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে। স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মেডিক্যাল অফিসার ডা. রাশেদ মাহমুদ রোকনুজ্জামান নিশ্চিত করেন যে, আহতদের চিকিৎসা অব্যাহত। প্রশাসন সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা নিয়ন্ত্রণে সক্রিয়, কিন্তু এখনও কোনো গ্রেপ্তারের খবর নেই।

কর্তৃপক্ষের অবস্থান: মাজারের খাদেম এবং প্রধান দায়িত্বশীল ব্যক্তি অ্যাড. মোস্তাফিজুর রহমান বাবুল অভিযোগ করেন যে, ইসলামী আন্দোলনের নেতাদের নির্দেশে সমর্থকরা অতর্কিত হামলা চালিয়ে মাজারের গিলাব, সামিয়ানা এবং দুটি বৈঠকখানা পুড়িয়ে দিয়েছে।[317] তিনি বলেন, ভক্তদের মারধর করা হয়েছে এবং দানবাক্সের টাকাপয়সা লুট হয়েছে। বাবুল হামলাকারীদের শাস্তির দাবি করেন এবং ওরশ উদযাপনের অধিকারের কথা তুলে ধরেন, যা ১৯৯৬ সাল থেকে চলে আসছে। তিনি দাবি মানতে অস্বীকার করেছিলেন, কারণ এটি ঐতিহ্যবাহী অনুষ্ঠান। মাজার কর্তৃপক্ষের অবস্থান হলো, এটি ধর্মীয় স্বাধীনতার লঙ্ঘন এবং তারা আইনি পদক্ষেপ নেবেন।

---

313 ইসমাইল শাহ মাজারে আগুন https://www.facebook.com/61573584554289/videos/507724968830257/?mibextid=9drbnH&s=yWDuG2&fs=e

314 বিডি বুলেটিন https://www.bd-bulletin.com/news/121225

315 ডিবিসি নিউজ, মধ্যরাতে আগুন https://www.facebook.com/share/v/15tRsHc7ia/

316 আমতলী উপজেলা নির্বাহী অফিসার https://www.facebook.com/share/v/1BHUN9JrQz/

317 বরগুনায় মধ্যরাতে মাজারে হামলা–আগুন https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/6blhu09nay

সর্বশেষ পরিস্থিতি: হামলার পর মাজারের অবস্থা বিপর্যয়কর—মাজার, সামিয়ানা, দুটি বৈঠকখানা, প্যান্ডেল, টিনের ঘর এবং অন্যান্য কাঠামো সম্পূর্ণ পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। দেয়াল, জানালা-দরজা ভাঙা এবং আসবাবপত্র ধ্বংস হয়েছে। ওরস বন্ধ হয়ে যায় এবং হাজারো ভক্তের মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করে। আহত ১১ জন হাসপাতালে ভর্তি, বাকিরা প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়েছেন। তাৎক্ষণিকভাবে প্রশাসন মাজারের নিরাপত্তা বাড়িয়েছিল, কিন্তু ওরসের বাকি অংশ বাতিল হয়েছে।

২. অজ্ঞাত মাজার

(২৬ই সেপ্টেম্বর ২০২৫, ভোলা, বরিশাল)

মাজার-ভক্তের প্রতিরোধের মুখে আহত দুইজন হামলাকারী। (ছবি: সংগৃহীত)

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া এক পোস্টে দেখা যায়, ২০২৫ সালের ২৬ই সেপ্টেম্বর বরিশাল বিভাগের ভোলায় নাম অনুল্লেখিত এক মাজারে হামলার চেষ্টা করতে চাইলে খাদেম ও ভক্তবৃন্দরা প্রতিরোধ করে। খাদেমরা প্রতিহত করতে গিয়ে ২জন হামলাকারীকে আহত করে।[318] হামলাকারীরা উপস্থিতি জনতা কারণে হামলায় সফল হতে পারেনি। পরবর্তীতে ২জন ব্যক্তিকে খাদেম ও স্থানীয়রা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন।

[318] বরিশাল, ভোলায় মাজার হামলার প্রচেষ্টা https://www.facebook.com/groups/636012070864480/permalink/1534611507671194/?app=fbl

বরিশাল বিভাগে মাজার/দরবার/আস্তানায় হামলার অভিযোগ (অপ্রমাণিত ঘটনাসমূহ)

নিম্নোক্ত মাজার বা দরবার শরীফে হামলার অভিযোগ উঠেছে প্রধানত সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া বিভিন্ন তালিকা[319], মাজার দরগাহ ঐক্য পরিষদের প্রতিবেদন[320], ডেইলি স্টারের প্রতিবেদন "মাজারের মৌন আর্তনাদ"[321] বিডি ডাইজেস্টের প্রতিবেদন "পরিকল্পিতভাবে মাজারের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি ধ্বংস করা হচ্ছে"[322] বিবিসির বাংলার প্রতিবেদন "দেশের বিভিন্ন জায়গায় মাজার ভাঙ্গার ঘটনাগুলো কেন ঘটছে? কারা ঘটাচ্ছে?"[323] মানবাধিকার সংগঠন মানবাধিকার সংস্কৃতি ফাউন্ডেশন (এমএসএফ) এর হামলার মাসিক প্রতিবেদন,[324] Religion Unplugged পত্রিকার প্রতিবেদন[325]সহ ইত্যাদি[326] সংবাদমাধ্যমের সংক্ষিপ্ত উল্লেখ থেকে। তবে এসব ঘটনার বিস্তারিত প্রতিবেদন, প্রত্যক্ষদর্শীর বক্তব্য, প্রশাসনিক রেকর্ড বা নির্ভরযোগ্য ভিডিও ফুটেজ উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। কিছু ক্ষেত্রে হামলা-পরবর্তী ছবি বা সংক্ষিপ্ত ভিডিও ক্লিপ পাওয়া গেছে, যা ধ্বংসাবশেষ দেখায়। এগুলোকে সাধারণত **'অপ্রমাণিত ঘটনা'** হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

৩. গদাইয়ের মাজার

(৫ই আগস্ট ২০২৪ এর পরে, উজিরপুর, বরিশাল)

---

[319] (বিশেষত সৈয়দ তারিকের দেওয়া তালিকা, তিনি দাবি করেন, এসবের প্রতিটি মাজার হামলার প্রমাণ ও ডিটেইলস তার কাছে মওজুদ আছে) https://www.facebook.com/share/p/1AxsjT2UuG/

[320] মাজার দরগাহ ঐক্য পরিষদের প্রতিবেদন https://www.facebook.com/100006913590857/posts/pfbid034CTUfeKwMLvAQdqgKewihr3zeD6VfguUP8zoHxG3kbKbgtKvcYQ18PgLa6c8qjW6l/?app=fbl

[321] মাজারের মৌন আর্তনাদ https://bangla.thedailystar.net/news/bangladesh/news-653331

[322] পরিকল্পিতভাবে মাজারের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি ধ্বংস করা হচ্ছে জুলাই ১১, ২০২৫ · মানবাধিকার https://bddigest.com/news/28094/

[323] দেশের বিভিন্ন জায়গায় মাজার ভাঙ্গার ঘটনাগুলো কেন ঘটছে? কারা ঘটাচ্ছে? https://www.bbc.com/bengali/articles/ckg2xygly1no

[324] সেপ্টেম্বরে মাজারে হামলা ও অগ্নিসংযোগের ১২ ঘটনা: এমএসএফ। https://www.prothomalo.com/bangladesh/nyobcrx1et

[325] In Bangladesh, Intra-Muslim Conflict Results In Death And Destroyed Shrines https://religionunplugged.com/news/sufi-shrines-face-wave-of-attacks-in-bangladesh

[326] আর যদি কোন মাজার ভাঙ্গা হয় কাপনের কাপড় পড়ে রাস্তায় নেমে পড়বো আমরা স্বাধীন কাগজ https://swadhinkagoj.com/crime/%E0%A6%86%E0%A6%B0-%E0%A6%AF%E0%A6%A6%E0%A6%BF-%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A6%A8-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A6%BE-%E0%A6%B9%E0%A6%AF/3153/

“২০২৪-২০২৫ সালে রাজশাহী বিভাগে সংঘটিত মাজারে হামলা” বিষয়ে প্রতিবেদন

সার্বিক তত্ত্বাবধান ও সম্পাদনা: মোহাম্মদ আবু সাঈদ

পেপারওয়ার্ক: মুহাম্মদ তৌহিদুল ইসলাম
ফিল্ডওয়ার্ক: আবু হাসান মোহাম্মদ মুখতার

প্রকাশ:
জানুয়ারি, ২০২৬
মাকাম: সেন্টার ফর সুফি হেরিটেজ
মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
maqambd.org@gmail.com
01878-431312

মাকাম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

ভূমিকা

রাজশাহী বিভাগ, বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক বিভাগ। এটি সিরাজগঞ্জ, রাজশাহী, পাবনা, নাটোর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বগুড়া, জয়পুরহাট এবং নওগাঁ জেলাসহ মোট ৮টি জেলা নিয়ে গঠিত। রাজশাহী বিভাগ বাংলাদেশের একটি সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় ঐতিহ্যের ধারক, যেখানে সুফী সাধকদের মাজারগুলো শতাব্দীপ্রাচীন আধ্যাত্মিক কেন্দ্র হিসেবে গণ্য। এখানকার মাজারসমূহ, যেমন হযরত শাহ মখদুম শাহদ্দৌলা বা শাহ শরীফ জিন্দানী, নিয়মিত ওরস, জিকির মাহফিল এবং মেলার মাধ্যমে হাজার হাজার ভক্তকে আকর্ষণ করে, যা স্থানীয় অর্থনীতি এবং সামাজিক সম্পর্ককে প্রভাবিত করে। তবে ঐতিহাসিক ৫ আগস্ট থেকে জুলাই অভ্যুত্থান পরবর্তী সময়ে সারাদেশে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির সুযোগ নিয়ে সারাদেশে মাজার, দরগাহ সর্বোপরি মাজার সংস্কৃতির উপর ধারাবাহিক ও সঙ্ঘবদ্ধভাবে আক্রমণ পরিচালিত হয়। এর অংশ হিসেবে রাজশাহী বিভাগে ৯টি মাজারে হামলার খবর পাওয়া গিয়েছে।

ঐতিহাসিক ৫ আগস্ট থেকে ডিসেম্বর-২০২৫ পর্যন্ত সময়কালের মধ্যে প্রতিবেদনটি সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। ব্যবহৃত সকল তথ্যের যথাযথ সূত্র প্রদান করা হয়েছে।

এই প্রতিবেদনে রাজশাহী বিভাগে মাজারে হামলা সংক্রান্ত যত ঘটনা সংঘটিত হয়েছে প্রায় সকল ঘটনার বিস্তারিত তুলে ধরা হয়েছে। ঘটনার সার্বিক চিত্র, কারণ, ভিডিও ফুটেজ, প্রশাসন, মাজার কর্তৃপক্ষ, মাজারের সর্বশেষ অবস্থান ইত্যাদি সকল বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে।

এটি ‘তদন্ত প্রতিবেদন’ নয়। রাজশাহী বিভাগে মাজারে হামলার সার্বিক চিত্র, হামলার শিকার মাজারগুলোর বর্তমান অবস্থা ও বিভিন্ন পরিসংখ্যান হাজির করাই আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য। উদ্দেশ্য হলো, এর মাধ্যমে সরকার, আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে এ ব্যাপারে সচেতন করে তোলা। পাশাপাশি, দেশের সরকার, মিডিয়া সর্বোপরি জনসাধারণের নিকট মাজার হামলার একটি সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরা।

প্রতিবেদনে সংখ্যা, পরিসংখ্যান, শব্দচয়ন ও বানানের বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। তবুও আমাদের অজান্তে কোনো ভুল পাঠকের চোখে পড়লে আমাদেরকে জানানোর সাথে সাথে সংশোধনের সর্বোচ্চ চেষ্টা করা হবে।

সারাংশ

রাজশাহী বিভাগে ২০২৪-২০২৫ সালে মাজার-সংক্রান্ত হামলা ও সম্পর্কিত ঘটনার সংখ্যা উল্লেখযোগ্য। ঐতিহাসিক ৫ আগস্ট থেকে নভেম্বর অবধি রাজশাহী বিভাগে ৬টি মাজারে হামলার ঘটনা ঘটেছে। জেলাভিত্তিক বিবরণে দেখা যায়: সিরাজগঞ্জ ৩টি, রাজশাহী ২টি, পাবনা ১টি মোট ৬টি হামলার ঘটনা প্রমাণিত হয়েছে। পাশাপাশি এমন ৩টি খবর পাওয়া গিয়েছে যার মধ্যে ১টি গুজব ও ২টির প্রমাণ পাওয়া যায়নি। অর্থাৎ, প্রমাণিত ঘটনা ৬টি এবং গুজব ও অপ্রমাণিত ৩টি, মোট ৯টি।

হামলাগুলোর প্রধান কারণ ধর্মীয় মতাদর্শগত বিরোধ (যেমন: মাজারকে 'শিরক-বিদআত' আখ্যা দিয়ে হামলার পটভূমি তৈরি ও বৈধতা উৎপাদন), রাজনৈতিক প্রতিহিংসা (যেমন: আওয়ামী লীগ-সংশ্লিষ্টতা), সামাজিক অসন্তোষ (যেমন: মাদক সেবন বা অসামাজিক কার্যকলাপের অভিযোগ) এবং জমি-সংক্রান্ত বিরোধ। উদাহরণস্বরূপ, সিরাজগঞ্জ, রাজশাহীর ঘটনাগুলোতে 'তৌহিদী জনতা' ব্যানারে সংগঠিত হামলায় ওরস, মেলা বা সুফি সমাজের অনুষ্ঠানকে হামলার লক্ষ্যবস্তু বানানো হয়েছে, যাকে স্থানীয় যুবকদের চারিত্রিক স্খলনের কারণ হিসেবে অভিযোগের মাধ্যমে ন্যায্যতা দেয়া হয়েছে। প্রভাবের দিক থেকে, মাজারগুলোর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান (ওরস, মেলা, মিলাদ) অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ, এবং স্থানীয় সম্প্রদায়ের নিরাপত্তাহীনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে হামলাকারীরা বহিরাগত (যেমন: জামায়াতপন্থী, চরমোনাইপন্থী বা কওমী মাদ্রাসার ছাত্র)। এছাড়া, প্রশাসনিক নিষ্ক্রিয়তা স্পষ্ট: বেশিরভাগ ঘটনায় (৫টি) কোনো মামলা, গ্রেফতার বা তদন্তের অগ্রগতি নেই, যা হামলাকারীদেরকে উৎসাহিত করেছে। কেবল ১টি ক্ষেত্রে (যেমন: হযরত শাহ সুফি মোকাররম হোসেন জঙ্গি (রহ.) মাজার) প্রশাসন সক্রিয়তা প্রদর্শন করেছে, যেখানে মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং তদারকি করছে।

হামলার পর অদ্যাবধি অন্তত ৫টি মাজার পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে। অন্তত ৪টি মাজারের বাৎসরিক উরসের আয়োজন বন্ধ রয়েছে। এ-সকল হামলায় আহত ও নিহত সংখ্যা উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

পরিসংখ্যান

সারাদেশে যত মাজারে হামলার সকল ঘটনা ঘটেছে (কম-বেশি ১৫০টি) তন্মধ্যে ৬টি হামলার ঘটনা ঘটেছে রাজশাহী বিভাগে। বিভাগের সবচেয়ে বেশি ঘটনা ঘটেছে সিরাজগঞ্জে, ৫০%। প্রধান কারণসমূহ: ধর্মীয় অভিযোগ (বিদআত-শিরক, ৬৭%), স্থানীয় বিরোধ (মাদক-জমি, ১৬%) এবং রাজনৈতিক প্রতিহিংসা (১৭%)। হামলাকারী হিসেবে 'তৌহিদী জনতা'র নেতৃত্বই প্রধান (৯০%)। হামলার ঘটনায় প্রশাসনের সক্রিয়তা ১৬%; নিষ্ক্রিয়তা ৮৪%।

হামলার শিকার মাজারসমূহের তালিকা

নিম্নে হামলার শিকার মাজারসমূহের তালিকা প্রদান করা হয়েছে। তালিকাটি দু'টি ছকে বিভক্ত। ১ম ছকে যে সকল মাজারে হামলার ঘটনা প্রমাণিত হয়েছে এবং ২য় ছকে সেসকল মাজার যেগুলোতে হামলার অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে, হুমকি প্রদান করা হয়েছে, হামলার ব্যর্থ চেষ্টা ও হামলার গুজবের ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে।

ছক: ১

সংখ্যা	মাজারের নাম	সময়	স্থান	ক্ষয়ক্ষতি ও মন্তব্য
১	আলী পাগলার মাজার	২৯ আগস্ট ২০২৪ (বৃহস্পতিবার) রাতে	সিরাজগঞ্জের কাজীপুর উপজেলার মনসুরনগর ইউনিয়নের শালগ্রাম এলাকায় অবস্থিত	
২	ইসমাইল পাগলার মাজার	৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪ (মঙ্গলবার) বিকেলে	সিরাজগঞ্জের সদর উপজেলার কালিয়া হরিপুর ইউনিয়নের হরিপুর গ্রামে অবস্থিত	
৩	হযরত বড়পীর গাউসুল আজম দরবার শরীফ মাজার	৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪ (সোমবার) সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত,	সিরাজগঞ্জের সদর উপজেলার শিয়ালকোল ইউনিয়নের শ্যামপুর গ্রামে অবস্থিত)	
৪	মানছুড়িয়া খানকাহ শরীফ	১০ সেপ্টেম্বর ২০২৪ (মঙ্গলবার) রাত আনুমানিক ১০টা ১৫ মিনিটে)	রাজশাহী মহানগরীর দারুসা সরাইপুকুর এলাকায় (পবা উপজেলা),	
৫	হযরত শাহ সুফি মোকাররম হোসেন জঙ্গি (রহ.) মাজার	২০শে নভেম্বর ২০২৪	রাজশাহীর গোদাগাড়ী উপজেলার রাজাবাড়ি হাট এলাকায় অবস্থিত	

৬	সুফী সাধক দেলোয়ার হোসেন আল-জাহাঙ্গীর সুরেশ্বরীর দরবার শরীফ	২২ মার্চ ২০২৫ (শনিবার) সকালে	পাবনা জেলার কায়েমকোলা দোগাছি ইউনিয়নের	

ছক: ২

হামলার অভিযোগ/ চেষ্টা/ গুজব এমন ঘটনার তালিকা				
সংখ্যা	**মাজারের নাম**	**সময়**	**স্থান**	**ক্ষয়ক্ষতি ও মন্তব্য**
৭	হযরত শাহ মখদুম শাহদ্দৌলা (রহঃ) মাজার শরীফ, শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ।			
৮	হযরত জালালিয়া চিশতিয়া খানকা শরীফ, বহরমপুর, রাজশাহী			
৯	শাহ শরীফ জিন্দানী (রাঃ) মাজারে	২০২৫ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর		হামলার গুজব

রাজশাহী বিভাগে সংগঠিত প্রমাণিত ৬টি ঘটনার জেলাভিত্তিক সংখ্যা:

জেলা	**সংখ্যা**
সিরাজগঞ্জ	০৩
রাজশাহী	০২
পাবনা	০১
নাটোর	০০
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	০০
বগুড়া	০০
জয়পুরহাট	০০
নওগাঁ	০০

১. আলী পাগলার মাজার

(সিরাজগঞ্জের কাজীপুর উপজেলার মনসুরনগর ইউনিয়নের শালগ্রাম এলাকায় অবস্থিত আলী পাগলার মাজারে ২৯ আগস্ট ২০২৪ (বৃহস্পতিবার) রাতে)

হামলায় বিধ্বস্ত আলী পাগলার মাজার। (ছবি: সংগৃহীত)

সার্বিক চিত্র: সিরাজগঞ্জের কাজীপুর উপজেলার মনসুরনগর ইউনিয়নের শালগ্রাম এলাকায় অবস্থিত আলী পাগলার মাজারে ২৯ আগস্ট ২০২৪ (বৃহস্পতিবার) রাতে একটি ব্যাপক ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে, যা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হয়ে ব্যাপক আলোচনার সৃষ্টি করে। আলী পাগলা (আলী খাজা) ছিলেন দিনাজপুর থেকে কাজীপুরের কুমারিয়াবাড়ী গ্রামে আগত একজন আধ্যাত্মিক সাধক, যিনি মৃত্যুর আগে ১০ বছর মসজিদে ইমামতি করেন এবং ২০০৪ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর মারা যান। তাঁর মৃত্যুর পর ভক্তরা বামনজানি বাজারের পাশে মাজার নির্মাণ করে, যেখানে প্রতি বছর প্রয়াণ দিবসে সপ্তাহব্যাপী ওরশ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয় এবং সারাদেশ থেকে হাজার হাজার ভক্ত অংশগ্রহণ করে।[327] হামলায় শতাধিক মানুষ মাজারের স্থাপনা, টিনের ছাদ, বেড়া, দান বাক্স এবং আসবাবপত্র ভেঙে ফেলে এবং কবরের উপর উঠে পা দিয়ে আঘাত করে, যা এলাকায় আতঙ্ক ছড়ায়। এর প্রতিবাদে ৩০ আগস্ট (শুক্রবার) রাতে শালগ্রাম বাজারে বিক্ষোভ মিছিল হয় এবং ৩১ আগস্ট (শনিবার) ফজরের নামাজের সময় হামলার নেতা শালগ্রাম তমিজউদ্দিনের বাড়ি জামে মসজিদের পেশ ইমাম গোলাম রব্বানীকে গ্রামবাসীরা চাকরিচ্যুত করে।

হামলার মূল কারণ: হামলার মূল কারণ হিসেবে মাজারকে 'শিরক' বা অমুসলিমানি কার্যক্রম হিসেবে গণ্য করা হয়েছে, যা উস্কানিমূলক বক্তব্য এবং স্লোগানের মাধ্যমে জনতাকে প্রণোদিত করে। স্থানীয়রা জানান, ইমাম গোলাম রব্বানীসহ তার লোকজন মাজার ভাঙতে গিয়ে কবরের উপর উঠে পা দিয়ে আঘাত করে, যা একজন মুসলমান হয়ে আরেকজন মুসলমানের কবর অসম্মান করার মতো কাজ হিসেবে দেখা হয়েছে। মুসল্লি আজগর আলী মাকামকে বলেন, 'একজন মুসলমান হয়ে আরেকজন মুসলমানের কবরে কীভাবে পা দিয়ে আঘাত করে অসম্মান করতে পারে'। মাকামের জিজ্ঞাসাতে আরেক মুসল্লি আব্দুর রহমান বলেন, 'তিনি একজন মসজিদের ইমাম এবং মুসলমান হয়ে দলবল নিয়ে আরেক মুসলমানের কবর ভাঙবে—এটা কেমন কথা'[328]।

---

327 কাজীপুরে আলী পাগলার মাজার ভাঙচুর কালবেলা https://www.kalbela.com/country-news/116989

328 সিরাজগঞ্জে আরও একটি মাজারে হামলা-ভাঙচুর। বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর https://bangla.bdnews24.com/samagrabangladesh/883d552bcd13

ভিডিও বিশ্লেষণ: হামলার ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে, যাতে দেখা যায় মাজারের উপর দাঁড়িয়ে হ্যামার, হাতুড়ি, কোদাল, শাবল, রড, লাঠিসোঁটা দিয়ে ধ্বংসযজ্ঞ চালানো হচ্ছে।[329] উপরের পাকা অংশ, টিনের ছাদ, আশেপাশের বেড়া, দান বাক্স এবং আসবাবপত্র ভেঙে ফেলা হয়েছে, এবং হামলাকারীরা কবরের উপর উঠে পা দিয়ে আঘাত করে।[330] টুপি-জুব্বা পরিহিত স্থানীয় কওমী ও তৌহিদী জনতা নেতৃত্ব এবং লজিস্টিক সাপোর্ট দেয়, উস্কানিমূলক বক্তব্য ও স্লোগান দিয়ে জনতাকে প্রণোদিত করে। কয়েক হাজার মানুষ উপস্থিত থেকে এই তাণ্ডব চালানো হয়। প্রতিবাদকারীদের গুলির ব্যর্থ চেষ্টা করা হয় এবং গুলির শব্দ করে খাদেমরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েন, যা ভিডিওতে স্পষ্টভাবে ধারাবাহিকভাবে দেখা যায় এবং হামলার তীব্রতা প্রকাশ করে, কিন্তু প্রশাসনের কোনো পদক্ষেপের চিত্র নেই।

অভিযুক্ত হামলাকারী: হামলায় অভিযুক্ত প্রধানত শালগ্রাম তমিজউদ্দিনের বাড়ি জামে মসজিদের পেশ ইমাম গোলাম রব্বানী এবং তার লোকজনসহ শতাধিক মানুষ, যারা বামনজানি বাজারের পাশে মাজারে গিয়ে তাণ্ডব চালায়।[331] ভিডিওতে টুপি-জুব্বা পরিহিত কওমী ও তৌহিদী জনতা দেখা যায়, যারা উস্কানিমূলক বক্তব্য দিয়ে নেতৃত্ব দেয়। স্থানীয়রা জানান, গোলাম রব্বানী দলবল নিয়ে মাজার ভেঙে কবরে পা দিয়ে আঘাত করে। এর ফলে গ্রামবাসীরা ৩১ আগস্ট ফজরের নামাজের সময় তাকে চাকরিচ্যুত করে, এবং তার সাথে যোগাযোগ করা যায়নি।[332] হামলাকারীরা হাতুড়ি, কোদাল, শাবল ও লাঠিসোঁটা ব্যবহার করে, কিন্তু কোনো আইনি ব্যবস্থা নেয়া হয়নি।

প্রশাসনিক অবস্থান: প্রশাসনের অবস্থান নিষ্ক্রিয়। কাজীপুর থানার ওসি শহিদুল ইসলাম বলেন, 'মাজার ভাঙচুরের কথা শুনেছি। তবে এ বিষয়ে এখন পর্যন্ত থানায় কেউ অভিযোগ নিয়ে আসেনি। অভিযোগ পেলে

---

[329] আলী পাগলার মাজার ভাঙ্গা /দ্য মেট্রো টিভি https://youtu.be/-vGBYkUOREw?feature=shared

[330] সিরাজগঞ্জ কাজীপুরের আলী পাগলার মাজার ভাঙচুর/ দ্য মেট্রো টিভি https://youtu.be/35K_Bj8RLdQ?feature=shared

[331] সিরাজগঞ্জে মাইকিং করে মাজারে হামলা, কবর খুঁড়ে নিয়ে গেছে হাঁড়-মাথার খুলি। ইত্তেফাক https://www.ittefaq.com.bd/amp/699784/%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%97%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%82-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE-%E0%A6%95%E0%A6%AC%E0%A6%B0-%E0%A6%96%E0%A7%81%E0%A6%81%E0%A7%9C%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87

[332] মাজার ভাঙচুর: ইমামকে চাকরিচ্যুত করল গ্রামবাসী। মানবকণ্ঠ https://www.manobkantha.com.bd/news/country/610614/%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%99%E0%A6%9A%E0%A7%81%E0%A6%B0-%E0%A6%87%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%9A%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%A4-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%B2-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%80

আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে’। ভিডিওতে হামলার স্পষ্ট চিত্র সত্ত্বেও প্রশাসন কোনো পদক্ষেপ নেয়নি, এবং প্রতিবাদকারীদের গুলির ব্যর্থ চেষ্টা সত্ত্বেও কোনো হস্তক্ষেপ হয়নি। এটি সরকার পতনের পর চলমান হামলাগুলোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যেখানে প্রশাসনের অভাব দেখা যায়।

কর্তৃপক্ষের অবস্থান: মাজার কর্তৃপক্ষ (ভক্তরা এবং খাদেমরা) হামলার প্রতিবাদে সক্রিয় হয়েছে, কিন্তু আইনি পথে যায়নি। স্থানীয় মুসল্লিরা (যেমন আজগর আলী এবং আব্দুর রহমান) মাকামকে বলেন, ‘এমন ইমামের পেছনে আমরা আর নামাজ পড়ব না’, এবং তারা ইমাম গোলাম রব্বানীকে চাকরিচ্যুত করে।[333] খাদেমরা প্রতিবাদে গুলির শব্দ করে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েন, কিন্তু থানায় কোনো অভিযোগ দায়ের করেনি। ভক্তরা মাজারকে আধ্যাত্মিক স্থান হিসেবে দেখে, যেখানে সপ্তাহব্যাপী ওরশ মাহফিল হয়, এবং হামলাকে মুসলিম কবর অসম্মান হিসেবে বিবেচনা করে।[334]

সর্বশেষ পরিস্থিতি: বর্তমানে মাজারটি সম্পূর্ণ ভাঙচুর অবস্থায় রয়েছে, এবং এলাকায় আতঙ্কের পরিবেশ বিরাজ করছে। ইমাম গোলাম রব্বানীকে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে, এবং গ্রামবাসীরা তার পেছনে নামাজ পড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে না। সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল ভিডিওর কারণে ব্যাপক আলোচনা চলছে, কিন্তু থানায় কোনো অভিযোগ না থাকায় কোনো আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। ভক্তরা ওরশ মাহফিলসহ কার্যক্রম বন্ধ রেখেছে, এবং পরিস্থিতি শান্ত কিন্তু উত্তেজনাময় রয়েছে।

[333] মাজার ভাঙচুরের ঘটনায় মসজিদের ইমাম চাকরিচ্যুত। কালের কণ্ঠ https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2024/08/31/1420680

[334] আলী পাগলার মাজারে হামলা ও গোলাগুলি https://youtu.be/RehTy8Qjcco?feature=shared

২. ইসমাইল পাগলার মাজার

সিরাজগঞ্জের সদর উপজেলার কালিয়া হরিপুর ইউনিয়নের হরিপুর গ্রামে অবস্থিত ইসমাইল পাগলার মাজারে ৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪ (মঙ্গলবার) বিকেলে

হামলার পর ভাঙচুর অবস্থায় ইসমাইল পাগলার মাজার।

সার্বিক চিত্র: সিরাজগঞ্জের সদর উপজেলার কালিয়া হরিপুর ইউনিয়নের হরিপুর গ্রামে অবস্থিত ইসমাইল পাগলার মাজারে ৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪ (মঙ্গলবার) বিকেলে একটি ব্যাপক হামলা ও ভাঙচুর ঘটনা ঘটে। ইসমাইল পাগলা ছিলেন একজন উদাসীন ও আধ্যাত্মিক স্বভাবের মানুষ, যিনি ২০১৩ সালে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর ভক্তরা তাঁর বাড়ির নিজস্ব জায়গায় মাজার ও আস্তানা গড়ে তোলেন, যেখানে প্রতি বৃহস্পতিবার জিকির-আসগার এবং বার্ষিক মৃত্যুবার্ষিকীতে অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হতো। হামলায় কয়েক হাজার মুসল্লি, মাদরাসা ছাত্র এবং স্থানীয়রা মিলে মাজারের লোহার রেলিং, থাই গ্লাস, কবরের অবকাঠামো, দান বাক্স, খাদেমের দোকান এবং সংলগ্ন আস্তানা সম্পূর্ণভাবে ভেঙে ফেলে এবং লুটপাট করে। এটি দেশজুড়ে চলমান মাজার-বিরোধী মব সংস্কৃতির একটি অংশ হিসেবে বিবেচিত, যার ফলে এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এবং হাজার হাজার ভক্তের আধ্যাত্মিক কেন্দ্রটি ধ্বংস হয়ে যায়। হামলার নেতৃত্ব দেন স্থানীয় শালগ্রাম জামে মসজিদের ইমাম গোলাম রব্বানী, যিনি পরবর্তীতে গ্রামবাসীদের দ্বারা চাকরিচ্যুত করা হয়।

হামলার মূল কারণ: হামলার মূল কারণ হিসেবে মাজারে গান-বাজনা, নারী-পুরুষের অবাধ যাতায়াত এবং ‘অশ্লীল কার্যক্রম’ এর অভিযোগ তোলা হয়। হামলাকারীরা এটিকে ‘শিরক’ (আল্লাহর সঙ্গে অংশীদার স্থাপন) হিসেবে গণ্য করে ধ্বংস করেছে। তবে মাজারের পরিবার ও ভক্তদের দাবি, সেখানে কোনো অসামাজিক বা অশ্লীল কাজ হতো না; শুধু জিকির-আজকার এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হতো। হামলার আগে কান্দাপাড়া হাটে কয়েক হাজার মানুষ জমায়েত হয়ে মিছিল নিয়ে মাজারে হানাদার হয়, যা হাতুড়ি, রড, শাবল ও লাঠিসোঁটার মাধ্যমে চালানো হয়।

ভিডিও বিশ্লেষণ: হামলা পরবর্তী ভিডিও ফুটেজগুলোতে দেখা যায়, মাজার সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত ও পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে। মূল মাজার, টিনের বেড়া, অর্ধ-পাকা দেওয়াল, লোহার রেলিং এবং থাই গ্লাস ভেঙে ফেলা হয়েছে। কবরের উপরের অংশ এবং টিনের ছাদও ধ্বংস হয়েছে। হামলাকারীরা হাতুড়ি, শাবল ও রড হাতে কয়েক

হাজার মাদরাসা ছাত্রসহ জনতা মিলে ভাঙচুর চালায়।[335] দান বাক্স ভাঙচুর করে টাকা লুট করা হয়েছে, এবং পাশের খাদেমের দোকানও লুটপাটের শিকার হয়। ভিডিওতে টুপি-জুব্বা পরিহিত ব্যক্তিরা দেখা যায়, এবং স্থানীয়রা জানান যে জামায়াতের কর্মীরা এতে জড়িত। ভক্তরা ভিডিওতে প্রতিবাদ জানান, যা হামলার তীব্রতা এবং মব-চালিত প্রকৃতি প্রকাশ করে।

অভিযুক্ত হামলাকারী: হামলায় অভিযুক্ত প্রধানত কয়েক হাজার স্থানীয় মুসল্লি, মাদরাসা ছাত্র এবং আশপাশের গ্রামবাসী, যাদের নেতৃত্ব দেন শালগ্রাম জামে মসজিদের ইমাম গোলাম রব্বানী। ভিডিও ফুটেজে টুপি-জুব্বা পরিহিত ব্যক্তি এবং জামায়াতের কর্মীদের জড়িত দেখা যায়। তারা কান্দাপাড়া হাট থেকে মিছিল নিয়ে এসে হামলা চালায়। ইমাম গোলাম রব্বানীকে গ্রামবাসীরা পরবর্তীতে চাকরিচ্যুত করেন, কিন্তু অন্য অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কোনো আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

প্রশাসনিক অবস্থান: প্রশাসনের অবস্থান অপর্যাপ্ত। হামলার আগে সেনাবাহিনী ও পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে পরিস্থিতি পরিদর্শন করে গ্রামবাসীদের শান্ত থাকার আহ্বান জানিয়ে চলে যায়, যদিও উত্তেজনার খবর পেয়েছিলেন। তারা চলে যাওয়ার পরপরই হামলা শুরু হয়। সদর থানার ওসি হুমায়ুন কবীর জানান, হামলার আগে ও পরে তারা ঘটনাস্থলে গিয়েছিলেন, কিন্তু মাজার ভাঙার বিষয়ে কোনো অভিযোগ পাওয়া যায়নি। অভিযোগ পেলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন। স্থানীয়রা মাকামের প্রতিনিধিকে বলেন, প্রশাসনের ‘গা-ছাড়া ভাব’ বা পরিস্থিতির ভয়াবহতার কারণে তারা সক্রিয় হতে পারেনি, যার ফলে মব-চালিত হামলা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়।

কর্তৃপক্ষের অবস্থান: ইসমাইল পাগলার পরিবার ও ভক্তরা হামলাকারীদের ভয় এবং আরও বিশৃঙ্খলা এড়াতে কোনো আইনি ব্যবস্থা নেননি। ইসমাইলের চাচাতো ভাই বকুল এবং চাচি সালেহা বেগম মাকামকে জানান, ইসমাইল কোনো মোহগ্রস্ত ব্যক্তি ছিলেন না; তিনি উদাসীন জীবন যাপন করতেন এবং তাঁর জানাজায় হাজার হাজার মানুষ শরিক হয়েছিলেন। তারা দাবি করেন যে মাজারে শুধু ধর্মীয় জিকির-আজকার হতো, কোনো অশ্লীলতা ছিল না। বর্তমানে তারা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন, মাজার হারিয়ে শোকাহত এবং কোনো পুনর্নির্মাণের উদ্যোগ নেননি। পরিবারের প্রতিনিধিকে জানানো হয়েছে যে হামলাকারীদের মধ্যে কেউ কেউ পরে ভুল বুঝে ক্ষমা চেয়েছেন, কিন্তু তারা আইনি পথে যাওয়ার সাহস পাননি।

সর্বশেষ পরিস্থিতি: মাজারটি বর্তমানে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত ও পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে, সকল ধর্মীয় ও সাপ্তাহিক কার্যক্রম বন্ধ। কর্তৃপক্ষ (পরিবার ও ভক্তরা) নিরাপত্তাহীনতার কারণে সেখানে যাওয়ার সাহস পাচ্ছেন না, এবং এলাকায় থমথমে নিরবতা বিরাজ করছে। ভক্তরা প্রকাশ্যে অনুষ্ঠান করতে ভয় পাচ্ছেন, এবং পুনর্নির্মাণের কোনো পরিকল্পনা নেই। কর্তৃপক্ষ শোকাহত অবস্থায় রয়েছেন এবং ভবিষ্যতে আরও হামলার আশঙ্কায় সতর্ক।

---

[335] সিরাজগঞ্জ ইসমাইল পাগলার মাজার ভাঙচুর ও ইন্টারভিউ। - আনন্দ টিভি
https://youtu.be/-dkO5LDf9Xc?feature=shared

৩. হযরত বড়পীর গাউসুল আজম দরবার শরীফ মাজার

(৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪ (সোমবার) সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত, সিরাজগঞ্জের সদর উপজেলার শিয়ালকোল ইউনিয়নের শ্যামপুর গ্রামে অবস্থিত)

হামলার শিকার বিধ্বস্ত গাউসুল আজম দরবার শরীফ

সার্বিক চিত্র: সিরাজগঞ্জের সদর উপজেলার শিয়ালকোল ইউনিয়নের শ্যামপুর গ্রামে অবস্থিত 'হযরত বড়পীর গাউসুল আজম দরবার শরীফ' মাজারে (যা আলতাফ শাহের মাজার নামেও পরিচিত) ৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪ (সোমবার) সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত একদল সশস্ত্র মাদ্রাসার ছাত্র ও মৌলভীরা হামলা চালিয়ে ভাঙচুর, লুটপাট এবং অগ্নিসংযোগ করে।[336] ২০০৫ সালে প্রতিষ্ঠিত এই মাজারটি ২০ শতক জমির ওয়াকফের মাধ্যমে গড়ে ওঠে, যা হযরত আব্দুল কাদের জিলানী (রা.)-এর নামে এবং তরিকায়ে কাদরিয়ার অনুসারীদের আধ্যাত্মিক কেন্দ্র। এখানে ২০০৭ সালে দরবেশ আলতাফ শাহ, ২০১৪ সালে শাহ সুফি ফকির শহিদ শাহ এবং ২০১৬ সালে খাজা সফুরা পাগলীকে কবরস্থ করা হয়েছে। প্রতি বৃহস্পতিবার জিকির, মিলাদ মাহফিল, মুর্শিদী গান এবং পূর্ণিমায় তবারক বিতরণ হয়, এবং প্রতি বছর ৮ সেপ্টেম্বর বার্ষিক অনুষ্ঠানে হাজার হাজার ভক্ত

---

[336] হামলা হয়েছে সদর উপজেলার শিয়ালকোল ইউনিয়নের শ্যামপুর গ্রামে 'হজরত বড়পীর গাউসুল আজম দরবার শরিফে।
https://protidinerbangladesh.com/national/112503/%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A7%80%E0%A7%9F-%E0%A6%93-%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A7%83%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%95%E0%A6%A0%E0%A7%8B%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%AC%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A6%BE-%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%AC%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0#:~:text=%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE%20%E0%A6%B9%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A7%87%E0%A6%9B%E0%A7%87%20%E0%A6%B8%E0%A6%A6%E0%A6%B0%20%E0%A6%89%E0%A6%AA%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B0%20%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A6%B2,%E0%A6%8F%E0%A6%95%E0%A6%9F%E0%A6%BF%20%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%98%E0%A6%B0%20%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%99%E0%A6%9A%E0%A7%81%E0%A6%B0%20%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%BE%20%E0%A6%B9%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A7%87%E0%A6%9B%E0%A7%87%E0%A5%A4

আসে। হামলায় তিনটি কবর খুঁড়ে দেহাবশেষ (হাড়, মাথার খুলি, চুল) বস্তায় ভরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, দুটি খানকা ঘর ও একটি রান্নাঘর গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, জরুরি কাগজপত্র ও সরঞ্জাম পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, এবং দানবাক্স ও ট্যাংক ভেঙে নগদ টাকা লুট করা হয়েছে।[337] হামলার আগে শিয়ালকোল বাজারে মাইকিং করে শত শত লোক জমায়েত হয়েছে, এবং স্থানীয়রা বাধা দেয়নি।

হামলার মূল কারণ: হামলার মূল কারণ মাজারের কর্মকাণ্ডকে 'ইসলাম বিরোধী', 'ভণ্ডামি' এবং 'শিরক' হিসেবে গণ্য করা, বিশেষ করে প্রতি বৃহস্পতিবার লালনগীতি, বাউল গান এবং সেমা মাহফিলকে লক্ষ্য করে। হামলাকারীরা পূর্ব প্রস্তুতি নিয়ে মাইকিং করে জনতা জড়ো করে এবং 'তৌহিদি জনতার' নামে হামলা চালায়।[338] মাজার কমিটির সাধারণ সম্পাদক হযরত আলী বলেন, 'বিগত সরকারের আমলে দীর্ঘ ১৭ বছর এখানে মাজারের কার্যক্রম চললেও কেউ কোনোদিন বাধা দেয়নি। অথচ এখন প্রকাশ্যে 'তৌহিদি জনতার' নাম ভাঙিয়ে মাজারে হামলা চালিয়ে ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ ও লুটপাট করা হচ্ছে এবং কবর থেকে মানুষের দেহাবশেষ তুলে নেওয়া হয়েছে। এটা কেমন স্বাধীন দেশ, যেখানে মত প্রকাশের স্বাধীনতা নেই'।[339] ভূমিদাতা শাহ সুফি ফকির শহিদ শাহের মা ওমিছা বেগম বলেন, 'মানুষের সাথে মানুষের শত্রুতা থাকতে পারে। কিন্তু মৃতদেহের সাথে কোনো শত্রুতা থাকার কথা নয়। অথচ হামলাকারীরা মাজারে হামলা চালিয়ে আমার ছেলের কবর খুঁড়ে তার দেহাবশেষ নিয়ে গেছে'।[340] স্থানীয় দুটি গ্রামের (রঘুনাথপুর ও শ্যামপুর) পূর্ববর্তী সংঘর্ষও এতে ভূমিকা পালন করেছে।

ভিডিও বিশ্লেষণ: হামলার ভিডিওতে মাজার সম্পূর্ণ ভাঙচুর অবস্থায় পরিত্যক্ত দেখা যায়, যেখানে টিনের বেড়া, রওজা, পাকা দালান ভেঙে মাটির সাথে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। স্থিরচিত্রে মাথার খুলি এবং কবরের গর্ত উন্মুক্ত

---

[337] রাজশাহী মাজারের কবর খুড়ে দেহাবশেষ নিয়ে গেছে হামলাকারীরা বার্তা বাজার https://bartabazar.com/news/77128/

[338] মাজারের কবর খুঁড়ে দেহাবশেষ নিয়ে গেছে হামলাকারীরা https://sharebiz.net/%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%AC%E0%A6%B0-%E0%A6%96%E0%A7%81%E0%A6%81%E0%A6%A1%E0%A6%BC%E0%A7%87-%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%AC/

[339] দৈনিক ইত্তেফাক https://www.ittefaq.com.bd/amp/699784/%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%97%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%82-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE-%E0%A6%95%E0%A6%AC%E0%A6%B0-%E0%A6%96%E0%A7%81%E0%A6%81%E0%A7%9C%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87

[340] আলোকিত বাংলাদেশ https://www.alokitobangladesh.com/print-edition/khobor/236572/%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE-%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%99%E0%A6%9A%E0%A7%81%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97

অবস্থায় দেখা যায়। হামলাকারীরা শাবল, হ্যামার, দুরমুজ, লোহার রড ও লাঠিসোঁটা দিয়ে তাণ্ডব চালায়।[341] তারা আগত লোকজনকে ছবি তুলতে ও ভিডিও করতে নিষেধ করে। ভিডিওতে হামলার তীব্রতা এবং দেহাবশেষ বস্তায় ভরে নিয়ে যাওয়ার চিত্র স্পষ্ট, যা পবিত্রতা নষ্টের ন্যাক্কারজনক দৃশ্য প্রকাশ করে।

অভিযুক্ত হামলাকারী: হামলায় অভিযুক্ত প্রধানত মাজারবিরোধী মাদ্রাসার ছাত্র ও মৌলভীরা, যারা 'তৌহিদি জনতার' নামে শিয়ালকোল বাজারে মাইকিং করে শত শত লোক জমায়েত করে মিছিল নিয়ে হামলা চালায়।[342] খাদেম হাফিজুল ইসলাম বলেন, 'সকাল ১০টার দিকে শিয়ালকোল বাজারে একদল মাদ্রাসার ছাত্র ও মৌলভীরা জমায়েত হয়ে মাইকে মাজার ভাঙচুরের ঘোষনা দেয়। এরপর তারা মিছিল নিয়ে মাজারে এসে বিকেলে ৪টা পর্যন্ত তান্ডব চালায়। তাদের হাতে ছিলো শাবল, হ্যামার, দুরমুজ, লোহার রড ও লাঠিসোটা দিয়ে হামলা চালায়'।[343] তারা পূর্ব প্রস্তুতি নিয়ে কবর খুঁড়ে দেহাবশেষ নিয়ে যায় এবং ছবি-ভিডিও করতে নিষেধ করে।

প্রশাসনিক অবস্থান: প্রশাসনের অবস্থান নিষ্ক্রিয়। ঘটনার সময় তাৎক্ষণিক পুলিশকে জানানো হলেও তারা আসেনি। সদর থানার ওসি হুমায়ুন কবির বলেন, 'মাজার শরিফে হামলা ও ভাঙচুরের বিষয়টি শুনেছি। এঘটনার বিষয়ে মাজারের খাদেমকে লিখিত অভিযোগ দেওয়া কথা বলা হয়েছে। তবে এখন পর্যন্ত অভিযোগ পায়নি। অভিযোগ পেলে পরবর্তীতে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে'। পরবর্তীতে র‍্যাব, সেনাবাহিনী এবং পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে তদন্ত প্রতিবেদন তৈরি করে, কিন্তু কোনো গ্রেফতার হয়নি।

কর্তৃপক্ষের অবস্থান: মাজার কর্তৃপক্ষ (কমিটি, খাদেম এবং ভূমিদাতার পরিবার) হামলাকে বর্বরতা হিসেবে চিহ্নিত করে বিচারের দাবি করেছে। সভাপতি আব্দুল ওয়াহাব কালু বলেন, 'প্রতি সপ্তাহে বৃহস্পতিবার এবং প্রতি মাসের পূর্ণিমার রাতে দরবার শরীফে জিকির, মিলাদ মাহফিল ও মুর্শিদী গানের আয়োজন শেষে তবারক বিতরণ করা হয়ে থাকে। প্রতি বছর ৮ সেপ্টেম্বর এখানে বার্ষিক অনুষ্ঠান হয়। বড় বড় শিল্পীরা এখানে গান-বাজনা করতে আসেন। এখানে হাজার হাজার ভক্তের আগমন ঘটে। এতোদিন এসব কাজে কেউ বিরোধীতা করেনি। কিন্তু এখন মাজারগুলোতে হামলা চালিয়ে ক্ষতি করা হচ্ছে'।[344] তারা বাদী হয়ে অভিযোগ দায়ের করেছে, কিন্তু স্থায়ী নির্বাচিত সরকার না থাকায় মামলা পুরোপুরি শুরু করেনি। কর্তৃপক্ষ চিহ্নিত অপরাধীদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য প্রস্তুত এবং পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে মাজার সংস্কার করবে।

---

[341] কালবেলা নিউজ https://youtu.be/VzVT6EfhUDU?feature=shared

[342] বিডি নিউজ ২৪ https://bangla.bdnews24.com/samagrabangladesh/fa2dadab1c52

[343] https://www.itvbd.com/country/rajshahi/169673/%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%97%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A7%87-%E0%A6%8F%E0%A6%95-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%87-%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%A8-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%9A%E0%A7%81%E0%A6%B0

[344] কালবেলা https://www.kalbela.com/ajkerpatrika/joto-mot-toto-path/121554

সর্বশেষ পরিস্থিতি: মাজারটি বর্তমানে সম্পূর্ণ ধ্বংসপ্রাপ্ত এবং শ্রীহীন অবস্থায় রয়েছে, কবরের গর্তগুলো উন্মুক্ত এবং এলাকাটি জনশূন্য। ভক্তদের মধ্যে চরম আতঙ্ক বিরাজ করছে, এবং সকল কার্যক্রম (জিকির, মিলাদ, বার্ষিক অনুষ্ঠান) বন্ধ। বর্তমানে কোনো নতুন হুমকি নেই, কিন্তু মাজার কমিটি এবং ভক্তরা একটি নির্বাচিত সরকারের অপেক্ষায় আছেন যাতে আইনগতভাবে পুনর্নির্মাণ এবং বিচার সম্ভব হয়।

৪. মানছুড়িয়া খানকাহ শরীফ

[রাজশাহী মহানগরীর দারুসা সরাইপুকুর এলাকায় (পবা উপজেলা), ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৪ (মঙ্গলবার)]

সার্বিক চিত্র: রাজশাহী মহানগরীর দারুসা সরাইপুকুর এলাকায় (পবা উপজেলা) অবস্থিত মানছুড়িয়া খানকাহ শরীফে ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৪ (মঙ্গলবার) রাত আনুমানিক ১০টা ১৫ মিনিটে দুর্বৃত্তদের হামলা, ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ ও লুটপাটের ঘটনা ঘটে। এই খানকাহ শরীফটি ১৯৭৬ সালে প্রতিষ্ঠিত সুফি কেন্দ্র, যা কুষ্টিয়ার হযরত মনসুর শাহ (রহ.)-এর সিলসিলাভুক্ত চিশতিয়া ও মুজাদ্দেদিয়া তরিকার অনুসারী। ২০১৩ সালে বর্তমান স্থানে স্থানান্তরিত হয়েছে। এখানে ফজরের পর কোরআন তেলাওয়াত, মিলাদ মাহফিল, জিকির ইত্যাদি শরীয়তসম্মত আধ্যাত্মিক কার্যক্রম চলে, এবং প্রতি বছর ৭ই জিলহজ বার্ষিক ওরসে প্রায় ৩০০০ ভক্ত সমাগম হয়। বর্তমান সাজ্জাদানশীন এস. এম. শফিকুল আলম (ইয়াসিন শফিকুল আলম)। হামলায় ১৫-২০ জন দুর্বৃত্ত পিছনের দেয়াল ভেঙে প্রবেশ করে, পাহারাদারকে ধাওয়া দিয়ে সরিয়ে গেট ভাঙে, সিসি ক্যামেরা লাইন কেটে ভাঙচুর করে, দান বাক্স থেকে টাকা লুট করে এবং লাইট, ফ্যান, রওজা শরীফের গিলাফ (পবিত্র চাদর) একত্র করে অগ্নিসংযোগ করে। এতে প্রায় ৫ লক্ষ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়।[345]

হামলার মূল কারণ: হামলার মূল কারণ ধর্মীয় মতাদর্শগত বিদ্বেষ, বিশেষ করে স্থানীয় 'আহলে হাদিস' পন্থীদের মাজারি সংস্কৃতির ঘোর বিরোধিতা। সাজ্জাদানশীন এস এম শফিকুল আলম জানান, হামলাকারীরা মূলত আহলে হাদিস অনুসারী, যারা খানকাহকে 'শিরক' বা 'বিদাত' হিসেবে গণ্য করে। হামলার এক মাস আগে একদল লোক এসে মাজারের কার্যক্রম বন্ধ করার হুমকি দিয়েছিল। ৫ আগস্টের রাজনৈতিক পরিবর্তনের পর অস্থিতিশীল পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে এই হামলা চালানো হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। এলাকাটি আহলে হাদিস অধ্যুষিত হওয়ায় দীর্ঘদিনের চাপা উত্তেজনা ছিল।

ভিডিও বিশ্লেষণ: ঘটনায় সিসি ক্যামেরার ফুটেজ স্পষ্টভাবে রয়েছে বলে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, যাতে হামলাকারীদের কার্যকলাপ ধরা পড়েছে। তবে রাতের অন্ধকার, মুখে রুমাল বাঁধা এবং দ্রুত চলে যাওয়ার কারণে কাউকে শনাক্ত করা যায়নি। কোনো পাবলিক ভিডিও বা সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল ফুটেজের উল্লেখ নেই; হামলা রাতের আঁধারে গোপনে চালানো হয়েছে। ফুটেজে সিসি ক্যামেরা লাইন কাটা, গেট ভাঙা, দান বাক্স লুট, জিনিসপত্র ভাঙচুর এবং অগ্নিসংযোগের চিত্র স্পষ্ট।

অভিযুক্ত হামলাকারী: হামলাকারী ১৫-২০ জন দুর্বৃত্ত, যারা পিছনের দেয়াল ভেঙে প্রবেশ করে। সাজ্জাদানশীন শফিকুল আলমের ভাষ্য অনুযায়ী, তারা স্থানীয় আহলে হাদিসপন্থী মানুষ। মুখে রুমাল বাঁধা থাকায় শনাক্ত করা যায়নি। তারা পাহারাদারকে ধাওয়া দিয়ে সরিয়ে দেয়, সিসি ক্যামেরা ভাঙচুর করে এবং লুটপাট-অগ্নিসংযোগ করে চলে যায়। কোনো নির্দিষ্ট নাম বা গ্রুপের সুনির্দিষ্ট অভিযোগ পাবলিকলি উঠে আসেনি।

---

345 রাজশাহীতে মাজারে ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ ও লুটপাট https://www.dailyamarsomoy.com/%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%B6%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%99%E0%A6%9A%E0%A7%81%E0%A6%B0/

প্রশাসনিক অবস্থান: কর্ণহার থানার ওসি নিজে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন এবং থানায় লিখিত অভিযোগ দেওয়ার পরামর্শ দেন। পুলিশ ও সেনাবাহিনী (আর্মি) দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে তদন্ত করে এবং আইনি পদক্ষেপের পরামর্শ দেয়। তদন্তে যথেষ্ট আন্তরিকতা দেখানো হয়েছে বলে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে। তবে মাজার কর্তৃপক্ষ শুরুতে অভিযোগ দিলেও পরে তা এগিয়ে নেয়নি।

কর্তৃপক্ষের অবস্থান: মাজার কর্তৃপক্ষ (সাজ্জাদানশীন এস এম শফিকুল আলম) হামলাকারীদের স্থানীয় ও প্রতিবেশী হওয়ায় এবং সামাজিক শান্তি রক্ষার স্বার্থে মামলা এগিয়ে নেয়নি। তারা ভবিষ্যতে বিশৃঙ্খলা এড়াতে আইনি পথ থেকে সরে এসেছে। হামলার আগে হুমকির কথা এলাকাবাসীর সাথে আলোচনা করে এড়ানোর চেষ্টা করা হয়েছিল। খাদেম ও ভক্তদের ওপর সরাসরি বড় আঘাত না হলেও ধাওয়া দেওয়া হয়েছে, এবং বর্তমানে নীরব আতঙ্ক বিরাজ করছে।

সর্বশেষ পরিস্থিতি: হামলার ক্ষত কাটিয়ে দরবার শরীফের কার্যক্রম নিয়মিতভাবে চলছে। সাজ্জাদানশীনের নেতৃত্বে ভক্তরা মাজার পুনরায় সংস্কার করেছে। রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা এড়িয়ে শান্তিপূর্ণভাবে কার্যক্রম চালানো হচ্ছে। তবে আশেপাশের এলাকা আহলে হাদিস অধ্যুষিত হওয়ায় চাপা উত্তেজনা বিদ্যমান রয়েছে। ভক্তদের মধ্যে (বেশিরভাগ এলাকার বাইরের) মানসিক চাপ রয়েছে, কিন্তু সরাসরি হুমকি নেই।

৫. হযরত শাহ সুফি মোকাররম হোসেন জঙ্গি (রহ.) মাজার

রাজশাহীর গোদাগাড়ী উপজেলার রাজাবাড়ি হাট এলাকায় অবস্থিত, ৫ই আগস্ট, ২০২৫

হামলার পর শাহ সুফি মোকাররম হোসেন জঙ্গির মাজারের বর্তমান চিত্র।

সার্বিক চিত্র: রাজশাহীর গোদাগাড়ী উপজেলার রাজাবাড়ি হাট এলাকায় অবস্থিত প্রায় ৭০০ বছরের ঐতিহাসিক হযরত শাহ সুফি মোকাররম হোসেন জঙ্গি (রহ.) মাজারটি একটি প্রভাবশালী চক্রের দ্বারা ভাঙচুর করে মাদ্রাসা ও বাড়ি নির্মাণের মাধ্যমে দখলের চেষ্টায় আক্রান্ত হয়েছে। মাজারটি পারস্যের সেনাপতি ও হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর সফরসঙ্গী হিসেবে পরিচিত এবং স্থানীয়দের কাছে পবিত্র স্থান। ২০১০ সাল থেকে এখানে নিয়মিত ওরস, মিলাদ মাহফিল ও বড় মেলা অনুষ্ঠিত হতো, যাতে ৫-১০ হাজার ভক্ত অংশগ্রহণ করত। মাজারের বিপুল সম্পত্তি (১০৩ বিঘা রেকর্ড জমি এবং ওকফ এস্টেটের ১৪.৫৭ একর) গ্রাসের উদ্দেশ্যে ৫ই আগস্ট ২০২৪-এ রাজনৈতিক অস্থিরতার সুযোগে মূল মাজার গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়।[346] পরবর্তীতে ২০শে নভেম্বর ২০২৪-এ শিলালিপি মাটি চাপা দিয়ে ভবন নির্মাণ করা হয়েছিল। মাজার হামলার পাশাপাশি খাদেম সজিব হাসান তরিকুলসহ ভক্তরা বর্বরোচিত হামলা, মারধর ও নির্যাতনের শিকার হয়েছেন, যার ফলে পরিবারের সদস্যরা (যেমন ছেলের হাত ভাঙা) ক্ষতিগ্রস্ত। মাজারের ঐতিহ্যবাহী কার্যক্রম (জিকির, দোয়া-দরুদ) এখন বন্ধ, এবং স্থানীয় পুকুরের পানিসহ সবকিছু দখলের হুমকির মুখে।

হামলার মূল কারণ: মাজারের কোটি কোটি টাকার বিপুল জমি (পুকুর ভিটা ধানি মিলিয়ে ১৪ একর ৫৭ শতক, এবং মোট ১০৩ বিঘা) গ্রাস করা এই হামলার প্রধান উদ্দেশ্য। প্রভাবশালী চক্রটি মাজারের আধ্যাত্মিক কার্যক্রমকে 'ভণ্ডামি' ও 'শিরক' বলে প্রচার করে স্থানীয়দের উসকে দিয়ে শেষ চিহ্ন মুছে ফেলতে চায়, যাতে তারা নিশ্চিন্তে জমি ভোগদখল করতে পারে। দীর্ঘকাল ধরে এই চক্র মাজারের জমিতে অবৈধ বসতি, মাদ্রাসা নির্মাণ ও বিক্রয়ের চক্রান্ত চালিয়ে আসছে (যেমন ১৯৯৮ ও ২০০৯ সালে মাদ্রাসা তৈরি করে বিক্রি)। রাজনৈতিক অস্থিরতা এই কাজকে সহজ করেছে, এবং খাদেমদের নির্যাতন করে (হত্যার চেষ্টা, মারধর, পরিবারের উপর হামলা) তারা বাধা দূর করছে।

[346] মাজার ভেঙ্গে মাদরাসা নির্মাণ: আইনি সহায়তা পাচ্ছেন না অভিযোগ ভক্তদের https://www.godagarinews24.com/%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AD%E0%A7%87%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BE-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0/1189/

ভিডিও বিশ্লেষণ: সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে হামলার কোনো ভিডিও বা স্থিরচিত্র পাওয়া যায়নি। তবে মাকাম প্রতিনিধি সরেজমিনে গিয়ে জানতে পারেন যে, ঘটনাস্থলে মাজারের মূল ঘর (১৪.৫ ফুট) সম্পূর্ণ গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, শিলালিপির উপর মাটি চাপা দিয়ে অবৈধ ভবন ও ক্লাব নির্মাণ চলছে, এবং প্রবেশপথের স্মৃতিফলক (সরকারি অনুদানে নির্মিত) ভেঙে ফেলা হয়েছে। এছাড়া, দেড় লক্ষ টাকার টাইলস, ফ্যান, ধর্মীয় বই-নথি পুড়িয়ে ফেলা এবং প্রাচীন তেঁতুল গাছ কেটে বিক্রি করার ঘটনা ঘটেছে।

অভিযুক্ত হামলাকারী[347]:

- আলহাজ্ব রফিকুল ইসলাম (সাবেক সেনাকর্মকর্তা, মাজারের প্রায় ৩০ বিঘা জমি দখল)।
- সাহদুল ইসলাম বাবু (মাজারের প্রায় ৩০ বিঘা জমি দখল)।
- মাইনুল ইসলাম (৬ বিঘা জমি দখল)।
- হাফেজ মোঃ আরিফুল হোসেন (১৯৯৮ ও ২০০৯ সালে মাজারের জমিতে মাদ্রাসা নির্মাণ করে বিক্রি, এবং বর্তমান চক্রের নেতৃত্ব)।

অন্যান্য অভিযুক্ত: শামসুল হক (৫০, মৃত নকিমুদ্দিনের ছেলে), মোঃ রনি (মৃত আবুল কালাম লালুর ছেলে), মোঃ সম্রাট (মোঃ সেন্টুর ছেলে), মোঃ ইমন হাসান (মোঃ টিয়া আলমের ছেলে), সোহাগ (মন্টুর ছেলে), মোঃ আমির হোসেন (মৃত একদিলের ছেলে), তাজমুল (মৃত আলী হোসেনের ছেলে), আনারুল (মৃত গিয়াস উদ্দিনের ছেলে), মোঃ ইউনুস আলী বুধু (তৈয়ব আলীর ছেলে), আশিক (শামসুল হকের ছেলে), মোঃ জসিম (টিয়ারুলের ছেলে), রফিকুল ইসলাম (মৃত নাবেদ আলীর ছেলে), শাহদুল ইসলাম (মাইনুল ইসলামের ছেলে) সহ মোট ১৫ জন। এরা মাজার ভেঙে মাদ্রাসা/বাড়ি নির্মাণ, খাদেমদের উপর হামলা ও জমি দখলের অভিযোগে অভিযুক্ত।

প্রশাসনিক অবস্থান: গোদাগাড়ী মডেল থানা, উপজেলা প্রশাসক, রাজশাহী জেলা প্রশাসক এবং অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে অভিযোগ দায়ের করা সত্ত্বেও কোনো কার্যকর প্রতিকার পাওয়া যায়নি। আদালত ১৪৪ ধারা জারি করলেও দখলদাররা তা অমান্য করছে। গোদাগাড়ী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আবুল হায়াত প্রেমতুলি পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রের আইসি মাখছুদুর রহমানকে শক্ত আইনি পদক্ষেপের নির্দেশ দিয়েছেন, কিন্তু আইসি ঘটনাস্থলে গিয়ে কোনো পদক্ষেপ নেননি এবং 'পকেট ভারি' করে ফিরে এসেছেন বলে অভিযোগ। থানা ওসি রুহুল আমিন নির্মাণ বন্ধ রাখার কড়া নির্দেশ দিয়েছেন, কিন্তু রহস্যজনক কারণে কাজ চলছে। ভক্তরা অভিযোগ করেন যে, প্রশাসন নিরপেক্ষতা হারিয়েছে এবং দখলদারদের কাছ থেকে অনৈতিক সুবিধা নিয়ে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছে।

---

[347] মাজার ভেঙ্গে মাদরাসা নির্মাণ: আইনি সহায়তা পাচ্ছেন না অভিযোগ ভক্তদের https://www.godagarinews24.com/%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AD%E0%A7%87%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BE-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0/1189/

কর্তৃপক্ষের অবস্থান: স্থানীয় পুলিশ (গোদাগাড়ী মডেল থানা ও প্রেমতুলি কেন্দ্র) এবং প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ (উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে) জিরো পয়েন্টে দাঁড়িয়ে আছে। আইসি মাখছুদুর রহমান ফোন করে বক্তব্য দিতে অস্বীকার করেছেন এবং ঘটনাস্থল পরিদর্শন সত্ত্বেও কোনো অ্যাকশন নেননি। ওসি রুহুল আমিনের নির্দেশ অমান্য হওয়া সত্ত্বেও কোনো ফলো-আপ হয়নি। রাজশাহী অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে মামলা দায়ের করা হয়েছে, কিন্তু দখলদাররা আদালতের আদেশ উপেক্ষা করে নির্মাণ চালিয়ে যাচ্ছে। কর্তৃপক্ষের এই অসহযোগিতা ও রাজনৈতিক আশ্রয়ের কারণে মাজারের অস্তিত্ব সংকটে পড়েছে।

সর্বশেষ পরিস্থিতি: মাজারের অধিকাংশ জমি (প্রায় ১৬টি প্রভাবশালী পরিবারের দখলে) এখন বাড়ি, খামার ও অবৈধ কাঠামোয় ঘেরা। মূল মাজারের অংশটি একটি ছোট বাঁশের বেড়া দিয়ে কোনোমতে ঘিরে রাখা হয়েছে, এবং দখলদাররা সেখানে 'মাদ্রাসা' ও 'ক্লাব'-এর সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে দখল পাকা করার চেষ্টা করছে। খাদেম সজিব হাসান তরিকুল ও পরিবার চরম নিরাপত্তাহীনতায় এবং সামাজিক তিরস্কারের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন; তার ছেলের হাত ভাঙার ফলে এসএসসি পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়েছে। নির্মাণ কাজ চলমান, এবং প্রশাসনের অসহযোগিতার কারণে মাজারের ঐতিহ্য ও সম্পত্তি সম্পূর্ণ হুমকির মুখে। ভক্তরা প্রশ্ন তুলছেন যে, কোথায় গিয়ে মাজার রক্ষা করা যাবে।

৬. সুফী সাধক দেলোয়ার হোসেন আল-জাহাঙ্গীর সুরেশ্বরীর দরবার শরীফ

পাবনা জেলার কায়েমকোলা দোগাছি ইউনিয়নের ২২ মার্চ ২০২৫ (শনিবার)

হামলার উদ্দেশ্যে মাজারের সামনে জড়ো হওয়া ‘তৌহিদী জনতা’।

সার্বিক চিত্র: পাবনা জেলার কায়েমকোলা দোগাছি ইউনিয়নের স্থানীয় সুফী সাধক দেলোয়ার হোসেন আল-জাহাঙ্গীর সুরেশ্বরীর দরবার শরীফে (মাজার) ২২ মার্চ ২০২৫ (শনিবার) সকালে উগ্রবাদী তরবারিধারীদের হামলা, ভাঙচুর, মালামাল লুটপাট এবং অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে, যা সারা দেশের মাজার ও দরবার শরীফে চলমান হামলার ধারাবাহিকতায় ঘটেছে। দেলোয়ার হোসেন আল-জাহাঙ্গীর সুরেশ্বরী একজন প্রখ্যাত সুফী সাধক, যাঁর দরবার শরীফ পাবনা সদরে অবস্থিত এবং সারা দেশে ভক্তের সমাগম ঘটায়।[348] হামলায় আশেপাশের টিনের বেড়া, ঘর, দেওয়াল, ছাদ, পিলার এবং দুকক্ষ বিশিষ্ট মাজারের অংশ সম্পূর্ণ ভেঙে ধসিয়ে দেওয়া হয়, এবং কেরোসিন ঢেলে অগ্নিসংযোগের চেষ্টা করা হয় যা আংশিক সফল হয়। এর প্রতিবাদে ঢাকা প্রেসক্লাবসহ দেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বিশ্ব সূফী সংস্থা মানববন্ধন করে দ্রুত গ্রেফতার ও বিচারের দাবি জানায়। হামলাকারীরা ভিডিও ফুটেজ নষ্ট করার চেষ্টা করে, কিন্তু শেয়ার করা ভিডিওগুলো সংরক্ষণ করার আহ্বান জানানো হয়েছে। এটি রাষ্ট্রের দায়িত্বের প্রশ্ন তুলেছে, যেখানে হামলার তিন দিন আগে থেকে সভা, কর্মসূচি এবং ফেসবুকে ছবি-কার্যক্রম প্রকাশ করা সত্ত্বেও প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোনো পদক্ষেপ নেয়া হয়নি।

হামলার মূল কারণ: হামলার মূল কারণ উগ্রবাদীদের মাজার সংস্কৃতি ও সুফী ঐতিহ্যের বিরোধিতা। হামলাকারীরা তিন দিন আগে থেকে সভা করে কর্মসূচি ঘোষণা দিয়েছে এবং ফেসবুকে ছবি-কার্যক্রম প্রকাশ করে সংগঠিত হয়েছে। এটি সারা দেশে চলমান মাজার-দরবার বিরোধী আন্দোলনের অংশ, যেখানে উগ্রবাদীরা ভিডিও ফুটেজ নষ্ট করে প্রমাণ লুকানোর চেষ্টা করে। বিশ্ব সূফী সংস্থা এটিকে ফৌজদারি অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করে দাবি জানিয়েছে এবং রাষ্ট্রের দায়িত্বের প্রশ্ন তুলেছে যে প্রশাসনের ভূমিকা কী যখন আগাম সতর্কতা সত্ত্বেও হামলা ঘটেছে।

---

[348] প্রতিবাদ সভা https://www.facebook.com/share/r/16G5LT8Me1/

ভিডিও বিশ্লেষণ: হামলার চলাকালীন ভিডিও ফুটেজে স্পষ্টভাবে দেখা যায়, আশেপাশের টিনের বেড়া, ঘরসহ মাজারের চারপাশে দেওয়াল, ছাদ এবং পিলার ভাঙচুর করা হচ্ছে। হাতে লাঠি সোঁটা, হ্যামার, রড, হাতুড়ি, কোদাল, কুরিল ইত্যাদি নিয়ে হামলাকারীরা মাজারের দু'কক্ষ বিশিষ্ট অংশ ভেঙে ধসিয়ে দেয় এবং টিনের বেড়া ও ঘর প্রাচীর ভেঙে স্তুপ করে রাখে। বারবার কেরোসিন ঢেলে অগ্নিসংযোগের চেষ্টা করা হয়, যা খানিকটা সফল হয় এবং মাজারের বিশাল এরিয়া ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। টুপি-জুব্বা পরিহিত স্থানীয় কওমী ও 'তৌহিদী জনতা' নেতৃত্ব ও লজিস্টিক সাপোর্ট দেয়, স্থানীয়দের সহায়তায় কাজ চালায়। উগ্রবাদীরা ভিডিও ফুটেজ নষ্ট করার চেষ্টা করে, কিন্তু শেয়ার করা ভিডিওগুলো সংরক্ষণের আহ্বান জানানো হয়েছে যাতে সময়মতো কাজে লাগে। প্রতিবাদে ঢাকা প্রেসক্লাবসহ বিভিন্ন স্থানে মানববন্ধনের ভিডিওতে হামলার প্রতিবাদ জানানো হয়েছে।
অভিযুক্ত হামলাকারী: হামলাকারী উগ্রবাদী স্থানীয় কওমী ও 'তৌহিদী জনতা', যারা টুপি-জুব্বা পরিহিত এবং স্থানীয়দের সহায়তায় কাজ করে। তারা তিন দিন আগে থেকে সভা করে সংগঠিত হয়েছে এবং ফেসবুকে কর্মসূচি প্রকাশ করেছে। ভিডিওতে হাতে লাঠি সোঁটা, হ্যামার, রড, হাতুড়ি, কোদাল, কুরিল নিয়ে তারা মাজার ভাঙচুর করে এবং অগ্নিসংযোগের চেষ্টা করে। বিশ্ব সূফী সংস্থা তাদের দ্রুত গ্রেফতার ও বিচারের দাবি জানিয়েছে, কিন্তু নির্দিষ্ট নাম বা পরিচয় উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

প্রশাসনিক অবস্থান: প্রশাসনের অবস্থান অপর্যাপ্ত এবং নিষ্ক্রিয়। হামলার তিন দিন আগে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, পাবনার জেলাপ্রশাসক, পুলিশ সুপার এবং পাবনা সদর থানার ওসিকে বিষয়টি জানানো হয়েছে, এবং আজ সকাল পর্যন্ত ওসির সাথে যোগাযোগ করে পদক্ষেপের অনুরোধ করা হয়েছে। তবুও হামলা ঘটেছে, যা প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। ভিডিওতে স্পষ্ট চিত্র সত্ত্বেও কোনো পদক্ষেপ নেয়া হয়নি।

কর্তৃপক্ষের অবস্থান: দরবার শরীফের কর্তৃপক্ষ (সুফী সাধক দেলোয়ার হোসেন আল-জাহাঙ্গীর সুরেশ্বরীর প্রতিনিধি এবং বিশ্ব সূফী সংস্থা) হামলাকে ফৌজদারি অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করে প্রতিবাদ জানিয়েছে।[349] তারা ঢাকা প্রেসক্লাবসহ সারা দেশে মানববন্ধন করে হামলাকারীদের দ্রুত গ্রেফতার ও বিচারের দাবি করেছে। ভিডিও ফুটেজ নষ্ট করার চেষ্টা সত্ত্বেও শেয়ার করা ভিডিও সংরক্ষণের আহ্বান জানিয়ে বলা হয়েছে, 'সময় মতো কাজে লাগবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ ছাড় দেন কিন্তু, ছেড়ে দেন না'। প্রশাসনকে আগাম সতর্ক করা সত্ত্বেও হামলা ঘটায় তারা রাষ্ট্রের দায়িত্বের প্রশ্ন তুলেছে।[350]
সর্বশেষ পরিস্থিতি: বর্তমানে দরবার শরীফ সম্পূর্ণ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে, এবং এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে। বিশ্ব সূফী সংস্থার মানববন্ধনের মাধ্যমে প্রতিবাদ চলছে, এবং ভিডিও ফুটেজ সংরক্ষণের আহ্বান করা হয়েছে যাতে বিচারে কাজে লাগে। প্রশাসনের কোনো পদক্ষেপ না হওয়ায় রাষ্ট্রের দায়িত্ব নিয়ে বিতর্ক চলছে, এবং হামলাকারীদের গ্রেফতারের দাবি অব্যাহত রয়েছে।

---

[349] সুফি সাধক দেলোয়ার আল জাহাঙ্গীর সুরেশ্বরীর প্রতিষ্ঠিত পাবনা জেলার দোগাছি সহ সারা দেশে মাজারে হামলা ও দরবার শরীফ ভাঙচুর, মালামাল লুটপাট অগ্নিসংযোগকারীদের দ্রুত গ্রেফতার ও বিচারের দাবিতে মানববন্ধন প্রতিবাদ জানিয়েছে বিশ্ব সূফী সংস্থা। https://www.facebook.com/globalsufiorg/videos/1018613167042314/?app=fbl
[350] পাবনার দোগাছীতে কায়েমকোলায় সুফি দেলোয়ার আল জাহাঙ্গীরের খানকায় ভাংচুর ও অগ্নি সংযোগ এর প্রতিবাদ https://youtu.be/BLMCIiPIVuc?si=hNLBJJ-yz6yveQCV

রাজশাহী বিভাগে মাজার/দরবার/আস্তানায় হামলার অভিযোগ (অপ্রমাণিত ঘটনাসমূহ)

নিম্নোক্ত মাজার বা দরবার শরীফে হামলার অভিযোগ উঠেছে প্রধানত সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া বিভিন্ন তালিকা[351], মাজার দরগাহ ঐক্য পরিষদের প্রতিবেদন[352], ডেইলি স্টারের প্রতিবেদন "মাজারের মৌন আর্তনাদ"[353] বিডি ডাইজেস্টের প্রতিবেদন "পরিকল্পিতভাবে মাজারের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি ধ্বংস করা হচ্ছে"[354] বিবিসির বাংলার প্রতিবেদন "দেশের বিভিন্ন জায়গায় মাজার ভাঙ্গার ঘটনাগুলো কেন ঘটছে? কারা ঘটাচ্ছে?"[355] মানবাধিকার সংগঠন মানবাধিকার সংস্কৃতি ফাউন্ডেশন (এমএসএফ) এর হামলার মাসিক প্রতিবেদন,[356] Religion Unplugged পত্রিকার প্রতিবেদন[357]সহ ইত্যাদি[358] সংবাদমাধ্যমের সংক্ষিপ্ত উল্লেখ থেকে। তবে এসব ঘটনার বিস্তারিত প্রতিবেদন, প্রত্যক্ষদর্শীর বক্তব্য, প্রশাসনিক রেকর্ড বা নির্ভরযোগ্য ভিডিও ফুটেজ উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। কিছু ক্ষেত্রে হামলা-পরবর্তী ছবি বা সংক্ষিপ্ত ভিডিও ক্লিপ পাওয়া গেছে, যা ধ্বংসাবশেষ দেখায়। এগুলোকে সাধারণত **'অপ্রমাণিত অভিযোগ'** হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

৭. হযরত শাহ মখদুম শাহদ্দৌলা (রহঃ) মাজার শরীফ, শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ।

৮. হযরত জালালিয়া চিশতিয়া খানকা শরীফ, বহরমপুর, রাজশাহী

---

[351] (বিশেষত সৈয়দ তারিকের দেওয়া তালিকা, তিনি দাবি করেন, এসবের প্রতিটি মাজার হামলার প্রমাণ ও ডিটেইলস তার কাছে মওজুদ আছে) https://www.facebook.com/share/p/1AxsjT2UuG/

[352] মাজার দরগাহ ঐক্য পরিষদের প্রতিবেদন https://www.facebook.com/100006913590857/posts/pfbid034CTUfeKwMLvAQdqgKewihr3zeD6VfguUP8zoHxG3kbKbgtKvcYQ18PgLa6c8qjW6l/?app=fbl

[353] মাজারের মৌন আর্তনাদ https://bangla.thedailystar.net/news/bangladesh/news-653331

[354] পরিকল্পিতভাবে মাজারের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি ধ্বংস করা হচ্ছে জুলাই ১১, ২০২৫ · মানবাধিকার https://bddigest.com/news/28094/

[355] দেশের বিভিন্ন জায়গায় মাজার ভাঙ্গার ঘটনাগুলো কেন ঘটছে? কারা ঘটাচ্ছে? https://www.bbc.com/bengali/articles/ckg2xygly1no

[356] সেপ্টেম্বরে মাজারে হামলা ও অগ্নিসংযোগের ১২ ঘটনা: এমএসএফ। https://www.prothomalo.com/bangladesh/nyobcrx1et

[357] In Bangladesh, Intra-Muslim Conflict Results In Death And Destroyed Shrines https://religionunplugged.com/news/sufi-shrines-face-wave-of-attacks-in-bangladesh

[358] আর যদি কোন মাজার ভাঙ্গা হয় কাপনের কাপড় পড়ে রাস্তায় নেমে পড়বো আমরা স্বাধীন কাগজ https://swadhinkagoj.com/crime/%E0%A6%86%E0%A6%B0-%E0%A6%AF%E0%A6%A6%E0%A6%BF-%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A6%A8-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A6%BE-%E0%A6%B9%E0%A6%AF/3153/

হামলার গুজব

৯. শাহ শরীফ জিন্দানী (রাঃ) মাজারে[359]

(২০২৫ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর)

সার্বিক চিত্র: গত ১৬ সেপ্টেম্বর থেকে (বা তার আশেপাশে) সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে (ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম ইত্যাদি) একটি ভিডিও প্রচারিত হচ্ছে, যাতে দাবি করা হয়েছে যে সিরাজগঞ্জের শাহ শরীফ জিন্দানী (রা.) মাজারে গভীর রাতে 'তৌহিদী জনতা'র ব্যাপক হামলা ও ভাঙচুর হয়েছে। ক্যাপশনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সেনাবাহিনী ও পুলিশ ঘটনা জেনেও ঘটনাস্থলে যায়নি। এই দাবিসহ ভিডিওটি বিভিন্ন পোস্টে (আর্কাইভ লিঙ্কসহ) ছড়িয়ে পড়েছে। তবে ফ্যাক্ট-চেকিং সংস্থা রিউমর স্ক্যানার (Rumor Scanner) এবং অন্যান্য সূত্রের অনুসন্ধানে প্রমাণিত হয়েছে যে, এটি একটি মিথ্যা দাবি বা গুজব। ভিডিওটি সিরাজগঞ্জের উক্ত মাজারের নয়, বরং পুরোনো একটি ভিন্ন ঘটনার। সিরাজগঞ্জের শাহ শরীফ জিন্দানী মাজারে সাম্প্রতিক কোনো হামলা-ভাঙচুরের কোনো নির্ভরযোগ্য সংবাদ বা প্রমাণ পাওয়া যায়নি। মাজারটি ঐতিহাসিক ও ধর্মীয়ভাবে সক্রিয়, যেখানে নিয়মিত ওরস, জিয়ারত ও মেলা অনুষ্ঠিত হয় (যেমন ২০২৫ সালের মার্চে ওরসের খবর)।

হামলার মূল কারণ: এটি কোনো প্রকৃত হামলা নয়, বরং একটি গুজব বা মিসইনফরমেশন। প্রচারকারীরা পুরোনো ভিডিও (বরগুনার ইসমাইল শাহ মাজারের মার্চ ২০২৫-এর ঘটনা) ব্যবহার করে সিরাজগঞ্জের মাজারের নামে ভুল দাবি ছড়িয়েছে। এর উদ্দেশ্য সম্ভবত ধর্মীয় উত্তেজনা সৃষ্টি, সম্প্রদায়গত বিভেদ বা সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া। কোনো প্রকৃত হামলার কারণ নেই, কারণ ঘটনাটি ভিত্তিহীন।

ভিডিও বিশ্লেষণ: প্রচারিত ভিডিওটিতে[360] ০০:০৭ থেকে ০০:২০ সেকেন্ডের অংশ BD Mirror ইউটিউব চ্যানেলের ১৭ মার্চ ২০২৫-এর ভিডিও 'বরগুনার আমতলীতে ইসমাইল শাহ মাজারে অগ্নিসংযোগ-ভাঙচুর-লুটপাট' এর সাথে মিলে যায়। ভিডিওতে দেখা যায় মাজারে ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ ও লুটপাটের দৃশ্য। তুলনামূলক বিশ্লেষণে (রিউমার স্ক্যানারের কম্প্যারিজন) নিশ্চিত হয় যে, এটি বরগুনার ঘটনা, সিরাজগঞ্জের নয়। দেশ টিভি, ঢাকা পোস্ট, প্রথম আলো, ডেইলি স্টার ইত্যাদি মিডিয়ায় প্রকাশিত ছবি ও প্রতিবেদনের সাথেও মিল রয়েছে।

সর্বশেষ পরিস্থিতি: গুজবটি মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। সিরাজগঞ্জের শাহ শরীফ জিন্দানী (রা.) মাজার স্বাভাবিকভাবে চলছে, কোনো হামলা বা ভাঙচুর হয়নি। ভিডিওটি বরগুনার ইসমাইল শাহ মাজারের ১৬-১৭ মার্চ ২০২৫-এর ঘটনা (ওরস চলাকালে হামলা, অগ্নিসংযোগ, আহত ২০)। এই ধরনের মিসইনফরমেশন ছড়ানোর ফলে ধর্মীয় সম্প্রীতি ক্ষুণ্ন হতে পারে। ভক্ত ও স্থানীয়রা মাজারের স্বাভাবিক কার্যক্রম (জিয়ারত, ওরস) চালিয়ে যাচ্ছেন।

তথ্যসূত্র:

- রিউমর স্ক্যানার: সিরাজগঞ্জের শাহ শরীফ জিন্দানী মাজারে হামলার দাবি মিথ্যা।
- BD Mirror ইউটিউব: বরগুনার ইসমাইল শাহ মাজার ভাঙচুর-অগ্নিসংযোগ।
- দেশ টিভি, ঢাকা পোস্ট, প্রথম আলো, ডেইলি স্টার: বরগুনা ঘটনার প্রতিবেদন (মার্চ ২০২৫)।

---

[359] শেয়ার লিঙ্ক: https://share.google/O1bfdlxiWs6v9t1Sw

[360] https://share.google/O1bfdlxiWs6v9t1Sw

“২০২৪-২০২৫ সালে খুলনা বিভাগে সংঘটিত মাজারে হামলা” বিষয়ে প্রতিবেদন

সার্বিক তত্ত্বাবধান ও সম্পাদনা: মোহাম্মদ আবু সাঈদ

পেপারওয়ার্ক: মুহাম্মদ তৌহিদুল ইসলাম
ফিল্ডওয়ার্ক: আবু হাসান মোহাম্মদ মুখতার

প্রকাশ:
জানুয়ারি, ২০২৬
মাকাম: সেন্টার ফর সুফি হেরিটেজ
মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
maqambd.org@gmail.com
01878-431312

মাকাম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

ভূমিকা

খুলনা বিভাগ বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত একটি প্রশাসনিক ইউনিট, যা ১০টি জেলা নিয়ে গঠিত: খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা, নড়াইল, মাগুরা, ঝিনাইদহ, মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা, যশোর এবং কুষ্টিয়া। এই বিভাগ নদীবিধৌত ভূমি, সুন্দরবনের মতো প্রাকৃতিক সম্পদ এবং ঐতিহাসিক সুফি ঐতিহ্যের জন্য খ্যাত। হযরত খাজা খানজাহান আলীর মতো প্রভাবশালী সুফি সাধকের উত্তরসূরি এবং চিশতিয়া তরিকার অনুসারীদের মাজার ও দরবার শরীফগুলো এখানকার সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এসব স্থাপনায় বার্ষিক ওরস, ওয়াজ-মাহফিল, জিকির, মিলাদ এবং সাধনা-সংগীতের আয়োজন হয়, যা লক্ষাধিক ভক্তকে আকর্ষণ করে। তবে ঐতিহাসিক ৫ আগস্ট থেকে জুলাই অভ্যুত্থান পরবর্তী সময়ে সারাদেশে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির সুযোগ নিয়ে সারাদেশে মাজার, দরগাহ সর্বোপরি মাজার সংস্কৃতির উপর ধারাবাহিক ও সঙ্ঘবদ্ধভাবে আক্রমণ পরিচালিত হয়। এর অংশ হিসেবে খুলনা বিভাগে ৬টি মাজারে হামলার খবর পাওয়া গিয়েছে।

ঐতিহাসিক ৫ আগস্ট থেকে ডিসেম্বর-২০২৫ পর্যন্ত সময়কালের মধ্যে প্রতিবেদনটি সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। ব্যবহৃত সকল তথ্যের যথাযথ সূত্র প্রদান করা হয়েছে।

এই প্রতিবেদনে খুলনা বিভাগে মাজারে হামলা সংক্রান্ত যত ঘটনা সংগঠিত হয়েছে প্রায় সকল ঘটনার বিস্তারিত তুলে ধরা হয়েছে। ঘটনার সার্বিক চিত্র, কারণ, ভিডিও ফুটেজ, প্রশাসন, মাজার কর্তৃপক্ষ, মাজারের সর্বশেষ অবস্থান ইত্যাদি সকল বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে।

এটি ‘তদন্ত প্রতিবেদন’ নয়। খুলনা বিভাগে মাজারে হামলার সার্বিক চিত্র, হামলার শিকার মাজারগুলোর বর্তমান অবস্থা ও বিভিন্ন পরিসংখ্যান হাজির করাই আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য। উদ্দেশ্য হলো, এর মাধ্যমে সরকার, আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে এ ব্যাপারে সচেতন করে তোলা। পাশাপাশি, দেশের সরকার, মিডিয়া সর্বোপরি জনসাধারণের নিকট মাজার হামলার একটি সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরা।

প্রতিবেদনে সংখ্যা, পরিসংখ্যান, শব্দচয়ন ও বানানের বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। তবুও আমাদের অজান্তে কোনো ভুল পাঠকের চোখে পড়লে আমাদেরকে জানানোর সাথে সাথে সংশোধনের সর্বোচ্চ চেষ্টা করা হবে।

সারাংশ

খুলনা বিভাগে ২০২৪ এর ঐতিহাসিক ৫ আগস্ট থেকে ২০২৫ সালের নভেম্বর অবধি ৬টি মাজারে হামলার ঘটনা ঘটেছে। জেলাভিত্তিক বিবরণে দেখা যায়: যশোর ১টি, চুয়াডাঙ্গা ও কুষ্টিয়ায় ২টি করে- মোট ৫টি হামলার ঘটনা প্রমাণিত হয়েছে। পাশাপাশি এমন ১টি খবর পাওয়া গিয়েছে যার প্রমাণ পাওয়া যায়নি। অর্থাৎ, প্রমাণিত ঘটনা ৫টি এবং অপ্রমাণিত ১টি, মোট ৬টি।

হামলাগুলোর প্রধান কারণ ধর্মীয় মতাদর্শগত বিরোধ (যেমন: মাজারকে ‘শিরক-বিদআত’ আখ্যা দিয়ে হামলার পটভূমি তৈরি ও বৈধতা উৎপাদন), রাজনৈতিক প্রতিহিংসা (যেমন: আওয়ামী লীগ-সংশ্লিষ্টতা), সামাজিক অসন্তোষ (যেমন: মাদক সেবন বা অসামাজিক কার্যকলাপের অভিযোগ) এবং জমি-সংক্রান্ত বিরোধ। উদাহরণস্বরূপ, চুয়াডাঙ্গা যশোরের ঘটনাগুলোতে ‘তৌহিদী জনতা’ ব্যানারে সংগঠিত হামলায় ওরস, মেলা বা সুফি সমাজের অনুষ্ঠানকে হামলার লক্ষ্যবস্তু বানানো হয়েছে, যাকে স্থানীয় যুবকদের চারিত্রিক স্থলনের কারণ হিসেবে অভিযোগের মাধ্যমে ন্যায্যতা দেয়া হয়েছে। প্রভাবের দিক থেকে, মাজারগুলোর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান (ওরস, মেলা, মিলাদ) অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ, এবং স্থানীয় সম্প্রদায়ের নিরাপত্তাহীনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া, প্রশাসনিক নিষ্ক্রিয়তা স্পষ্ট: খুলনা বিভাগে কোনো হামলার ঘটনায় কোনো মামলা, গ্রেফতার বা তদন্তের অগ্রগতি নেই, যা হামলাকারীদেরকে উৎসাহিত করেছে।

হামলার পর অদ্যাবধি ২টি মাজার পরিত্যক্ত অবস্থায় এবং সমসংখ্যক মাজারের বাৎসরিক উরসের আয়োজন বন্ধ রয়েছে। এ-সকল হামলায় অন্তত ২জন আহত হয়েছে।

সময়কালীনভাবে, ২০২৪ সালের আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে ঘটনার ৭৫% এর বেশি কেন্দ্রীভূত ছিল, এসব রাজনৈতিক অস্থিরতা (প্রশাসনিক শূন্যতা এবং আইনশৃঙ্খলা দুর্বলতা) থেকে উদ্ভূত।

পরিসংখ্যান

বিভাগের বেশি ঘটনা ঘটেছে চুয়াডাঙ্গা ও কুষ্টিয়ায় ২টি করে। প্রধান কারণসমূহ: রাজনৈতিক প্রতিহিংসা ও ধর্মীয় অভিযোগ উভয়ে মিলে (বিদআত-শিরক, ৭৫%), স্থানীয় বিরোধ (মাদক-জমি, ২৫%) এবং রাজনৈতিক প্রতিহিংসা (২০%)। হামলাকারী হিসেবে ‘তৌহিদী জনতা’র নেতৃত্বই প্রধান (৯০%)। হামলার ঘটনায় প্রশাসনের সক্রিয়তা ০০%; নিষ্ক্রিয়তা ১০০%।

হামলার শিকার মাজারসমূহের তালিকা

নিম্নে হামলার শিকার মাজারসমূহের তালিকা প্রদান করা হয়েছে। তালিকাটি দু'টি ছকে বিভক্ত। ১ম ছকে যে সকল মাজারে হামলার ঘটনা প্রমাণিত হয়েছে এবং ২য় ছকে সে-সকল মাজার যেগুলোতে হামলার অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে, হুমকি প্রদান করা হয়েছে, হামলার ব্যর্থ চেষ্টা ও হামলার গুজবের ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে।

সংখ্যা	মাজারের নাম	সময়	স্থান	ক্ষয়ক্ষতি ও মন্তব্য
১	হযরত গরীব শাহ মাজার	৫ আগস্ট ২০২৪ (সোমবার) রাত ৯:২৫ মিনিটে	যশোরের বকুলতলা মোড়ে অবস্থিত	২জন আহত
২	শাহ ভালা (সুফি মেহেরুল্লাহ শাহ ওরফে রেজা শাহ চিশতি) দরবার শরীফ	৫, ৬ ও ৭ আগস্ট ২০২৪, তিন দফায়,	চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার কোষাঘাটা গ্রামে মাথাভাঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত	
৩	হযরত কুতুবউদ্দিন শাহ (রহ.) মাজার শরীফ	২০২৪ সালের ৭ই আগস্ট	চুয়াডাঙ্গায়	
৪	রশিদিয়া দরবার শরীফ	রবিবার (২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪) রাত সাড়ে ৮টা থেকে ৯টা ৩০ মিনিটে	কুষ্টিয়ার কুমারখালী উপজেলার দুর্গম চর সাদিপুর ইউনিয়নের সাদিপুর বাজারে	
৫	শাহ সুফি শামীম আল জাহাঙ্গীর আল সুরেশ্বরীর দরবার শরিফ	৩০ই আগস্ট ২০২৫	কুষ্টিয়ার ফিলিপ নগরে	

হামলার অভিযোগ/ চেষ্টা/ গুজব এমন ঘটনার তালিকা				
সংখ্যা	মাজারের নাম	সময়	স্থান	ক্ষয়ক্ষতি ও মন্তব্য
৬	খাজাবাবা শাহসূফী আবুল হাসান চিশতী এর রওজা শরিফ.			

খুলনা বিভাগে সংঘটিত প্রমাণিত ৪টি ঘটনার জেলাভিত্তিক সংখ্যা:

জেলা	সংখ্যা
চুয়াডাঙ্গা	০২
যশোর	০১
কুষ্টিয়া	০২
খুলনা	০০
বাগেরহাট	০০
সাতক্ষীরা	০০
নড়াইল	০০
মাগুরা	০০
ঝিনাইদহ	০০
মেহেরপুর	০০

১. হযরত গরীব শাহ মাজার

[যশোরের বকুলতলা মোড়ে অবস্থিত, ৫ আগস্ট ২০২৪ (সোমবার)]

১ম ছবিতে হামলায় ক্ষতিগ্রস্থ মূল মাজারের চিত্র; **২য়** ছবিতে অগ্নিসংযোগের ফলে মাজারে থাকা পুড়ে যাওয়া কুরআন শরীফের খণ্ডাংশ ও **৩য়** ছবিতে হামলায় বিধ্বস্ত হযরত গরীব শাহ মাজারের বহিরাগত দৃশ্য।

সার্বিক চিত্র: যশোরের বকুলতলা মোড়ে অবস্থিত হযরত গরীব শাহ (রহ.)-এর মাজার শরীফ। হযরত খানজাহান আলী (রহ.)-এর প্রধান খলিফা এবং অঞ্চলের প্রভাবশালী সুফি সাধকের স্মৃতিস্থল, ৫ আগস্ট ২০২৪ (সোমবার) রাত ৯:২৫ মিনিটে একদল সশস্ত্র দুর্বৃত্ত ও ধর্মীয় উগ্রপন্থী গোষ্ঠীর হামলার শিকার হয়। এটি আওয়ামী স্বৈরশাসকের পতনের পর যশোরে সংঘটিত ব্যাপক সহিংসতার অংশ।[361] যাতে যশোরজুড়ে

[361] আজকের পত্রিকা https://www.ajkerpatrika.com/bangladesh/khulna/ajpvluhrtzwih

আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের হোটেল (যেমন জাবির ইন্টারন্যাশনাল, যাতে ২৪ জন নিহত), বাড়ি, ব্যবসা (যেমন নাথ কম্পিউটার, যাতে ৪ কোটি টাকার মাল লুট হয়) এবং রাজনৈতিক স্থাপনা লক্ষ্য হয়েছে। ভাঙচুর, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগে শহর থমথমে হয়ে পড়ে, যদিও এর পরবর্তী বৃহস্পতিবার থেকে স্বাভাবিকতা ফিরছিলো। মাজার হামলায় সশস্ত্র দুর্বৃত্তরা মূল কক্ষের দরজা ভেঙে প্রবেশ করে, অর্ধেক অংশ গুঁড়িয়ে দেয়, দান সিন্দুক লুট করে, জানালার কাঁচ, বেষ্টনী এবং আসবাবপত্র হাতুড়ি-রামদা দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং চত্বরে আগুন লাগানোর চেষ্টা করে। মাজারের খাদেমরা মাদক-নেশা নিষিদ্ধ রাখার নীতি অনুসরণ করেন, কিন্তু হামলাকারীরা ধর্মীয় বিদ্বেষ থেকে আক্রমণ করে। স্থানীয়রা অভিযোগ করেন যে, শিক্ষার্থীদের আন্দোলনকে পুঁজি করে রাজনৈতিক দুর্বৃত্তরা এসব ঘটিয়েছে। পুলিশের অনুপস্থিতিতে সেনাবাহিনী হামলা ঠেকায়, কিন্তু ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করা যায়নি কারণ ক্ষতিগ্রস্তরা আত্মগোপনে আছেন। সামগ্রিকভাবে, এটি রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং ধর্মীয় উগ্রবাদের মিশ্রণে সৃষ্ট ধ্বংসযজ্ঞ।

হামলার মূল কারণ: হামলার মূল কারণ রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং ধর্মীয় বিদ্বেষের সমন্বয়। আওয়ামী স্বৈরশাসকের পতনের পর যশোরে বিজয় মিছিলে বিক্ষুব্ধ জনতা আওয়ামী লীগের স্থাপনাগুলোকে লক্ষ্য করে তাণ্ডব চালায়, যা মাজারের মতো ধর্মীয় স্থাপনায় ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয়রা বলছেন, শিক্ষার্থীদের আন্দোলনকে কাজে লাগিয়ে রাজনৈতিক দুর্বৃত্তরা এসব ঘটিয়েছে।[362] মাকামের প্রতিনিধির নিকট মাজারের খাদেমের অভিযোগ অনুযায়ী, হামলাকারীদের একটি বড় অংশ নিকটস্থ মাদ্রাসার ছাত্র ও শিক্ষক, যারা ধর্মীয় উগ্রপন্থী মনোভাব থেকে আক্রমণ করে—মাজারকে ইসলামবিরোধী বলে মনে করে। মাজার চত্বরে মাদক সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল।

ভিডিও বিশ্লেষণ: হামলা পরবর্তী সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওগুলোতে মাজারের দেওয়াল, পিলার, রওজা (সমাধি) ভাঙচুরের দৃশ্য স্পষ্ট। অগ্নিসংযোগের চিহ্ন বিদ্যমান, যেমন পোড়া আসবাবপত্র এবং কুরআনসহ ধর্মগ্রন্থ পোড়ানোর চিহ্ন।[363] হামলাকারীরা পা-পর্যন্ত জুব্বা, মুখে মাস্ক, মাথায় টুপি পরিহিত অল্প-মধ্যবয়সী লোকজন (প্রায় শতাধিক), 'নারায়ে তাকবীর, আল্লাহু আকবর' স্লোগান দিয়ে লাঠি, হ্যামার, হকস্টিক এবং রামদা নিয়ে আক্রমণ করে।[364] তারা লোহার জানালা-দরজা উচ্ছেদ করে, মিনার ভাঙে, সিন্দুক লুট করে এবং আশেপাশের ভ্রাম্যমাণ দোকান ভেঙে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করে আগুন জিইয়ে রাখে। খাদেম এবং প্রতিবাদকারীদের মারধরের দৃশ্যে ২ জন আহতের চিত্র দেখা যায়। রাতের অন্ধকারে হামলা হওয়ায় হামলাকারীদের চেহারা স্পষ্ট নয়, কিন্তু স্থানীয়রা ভিডিওতে বলেন যে, জামায়াতে ইসলামী ও উগ্রপন্থী ব্যক্তিরা হামলার জন্য দায়ী। হামলা শেষে স্থানীয়রা আগুন নেভানোর ব্যর্থ চেষ্টা করে, এবং মাজার ভক্তরাও অপরাগতা প্রকাশ করে। ভিডিওগুলো ধর্মীয় বিদ্বেষপূর্ণ পরিকল্পিত হামলার চিত্র তুলে ধরে, যাতে স্থানীয়রা পরে মানববন্ধন করে প্রতিবাদ করে।

অভিযুক্ত হামলাকারী: প্রধান অভিযুক্ত হলেন সশস্ত্র দুর্বৃত্ত এবং ধর্মীয় উগ্রপন্থী গোষ্ঠী, যাদের মধ্যে নিকটস্থ মাদ্রাসার ছাত্র ও শিক্ষকরা অন্তর্ভুক্ত বলে খাদেম খন্দকার গোলাম মর্তুজা মাকামের প্রতিনিধির নিকট অভিযোগ

---

362 যশোর গরীব শাহ মাজার ভাঙচুর/ ইন্টারভিউ https://www.facebook.com/100078804101997/videos/1148175606238078/?app=fbl

363 অগ্নি সংযোগ ফুটেজ https://www.facebook.com/share/v/1APSUJGnj4/

364 যশোর গরীব শাহ মাজার অগ্নিসংযোগ https://www.facebook.com/share/v/1BsJpei3HF/

করেন। স্থানীয়রা জামায়াতে ইসলামী এবং উগ্রপন্থী ব্যক্তিদের নাম নেন, যারা জুব্বা-টুপি পরিহিত হয়ে শতাধিক সংখ্যায় লাঠি, সোটা, হ্যামার, রামদা নিয়ে পরিকল্পিত হামলা চালায়। তারা ধর্মীয় বিদ্বেষ থেকে মাজার ভাঙে, লুট করে এবং আগুন লাগায়। প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেন, বখাটে প্রকৃতির লোকজনও জড়িত, যারা রাজনৈতিক অস্থিরতাকে কাজে লাগিয়ে এসেছে। হামলাকারীরা সেনাবাহিনী আসার আগে পালিয়ে যায়। স্থানীয়দের ধারণা, এরা মাদ্রাসা-সংশ্লিষ্ট উগ্রপন্থী, যারা মাজারের সুফি ঐতিহ্যকে ইসলামবিরোধী বলে মনে করে।

প্রশাসনিক অবস্থান: খাদেম ও মোতোয়াল্লি মাকামের প্রতিনিধিকে বলেন, হামলার সময় পুলিশ কর্মবিরতিতে থাকায় কোনো সহায়তা পাওয়া যায়নি এবং থানা-ফাঁড়ি তালাবদ্ধ ছিল। সেনাবাহিনী খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে হামলাকারীদের পালাতে বাধ্য করে এবং পরিস্থিতি সামাল দেয়। যশোরের পুলিশ সুপার মাসুদ আলম বলেন, আতঙ্কিত হওয়ার কোনো কারণ নেই; পুলিশ সজাগ আছে এবং সমাজের সাথে নিয়ে আইনশৃঙ্খলা পুনরুদ্ধার করছে।[365] তিনি ঘটনাগুলোকে বিচ্ছিন্ন বলে বিবেচনা করে সামনে এগিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান এবং প্রতিটি ঘটনার তদন্ত করে ব্যবস্থা নেয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। শহরজুড়ে সহিংসতায় ২৪ জন নিহত এবং ২৩ জন আহত হয়েছে, যাদের চিকিৎসা চলছে।[366] প্রশাসন এখন স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনতে কাজ করছে, কিন্তু কোনো গ্রেপ্তারের খবর নেই।

কর্তৃপক্ষের অবস্থান: মাজারের খাদেম এবং মুতাওয়াল্লী খন্দকার গোলাম মর্তুজা মাকামের প্রতিনিধিকে বলেন, তারা কারো প্রতি প্রতিহিংসাপরায়ণ নন এবং কোনো মামলা করতে চান না। তারা বিশ্বাস করেন যে, জনতাকে প্রতিপক্ষ বানিয়ে মাজার চালানো সম্ভব নয়, তাই শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি অবলম্বন করছেন। মাজারটি বংশপরম্পরায় খন্দকার পরিবার দ্বারা রক্ষিত এবং মাদক-নেশা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ রাখা হয়। হামলায় প্রাণের ভয়ে তারা প্রথমে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নেন, কিন্তু সেনাবাহিনীর সহায়তায় পরিস্থিতি সামাল দেন। কর্তৃপক্ষের অবস্থান হলো, ধর্মীয় বিদ্বেষের এই হামলা সত্ত্বেও তারা শান্তি এবং সহনশীলতার পথ বেছে নিয়েছেন, যাতে মাজারের পবিত্রতা অটুট থাকে।

সর্বশেষ পরিস্থিতি: মাকামের প্রতিনিধি কর্তৃক সরেজমিনে যাচাইকৃত তথ্য অনুযায়ী, হামলার পর মাজারটি সংস্কার করে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনা হয়েছে এবং কার্যক্রম চলমান রয়েছে। মূল কক্ষের অর্ধেক অংশ, মূল মাজার, দরজা-জানালা এবং আসবাবপত্রের ক্ষতি হয়েছে, কিন্তু এখন মেরামত করা হয়েছে। গুরুতর আহত ২ জনের এখনো চিকিৎসা চলছে। ১৪ মার্চ (৩০শে ফাল্গুন) বার্ষিক ওরস মাহফিলে প্রায় ২০ লক্ষ লোকের সমাগম হয়ে থাকে। এই পরিস্থিতির কথা বিবেচনায় পরবর্তীবার থেকে ‘গান-বাজনা’র পরিবর্তে ওয়াজ-মাহফিল, জিকির, মিলাদ এবং কোরআন খতমকে প্রাধান্য দেওয়া হবে, যাতে উগ্রপন্থীদের ক্ষোভ এড়ানো যায়। স্থানীয়রা মানববন্ধন করে প্রতিবাদ করেছে এবং মাজার এখন শান্তিপূর্ণভাবে চলছে।

---

[365] যশোরে গরীব শাহ মাজারের পাশের বঙ্গবন্ধু ম্যুরাল-ভাস্কর্যসহ ৮ নামফলক ভাঙচুর https://www.facebook.com/miraj.sv/videos/1334715847852514/?app=fbl
[366] যশোরে গরীব শাহ মাজার ভাঙচুর https://www.facebook.com/Raihankobir22/videos/7744989535556205/?app=fbl

৩. শাহ ভালা (সুফি মেহেরুল্লাহ শাহ ও রেজা শাহ চিশতি) দরবার শরীফ

(৫, ৬ ও ৭ আগস্ট ২০২৪, তিন দফায়, চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার কোষাঘাটা গ্রামে)

হামলায় বিধ্বস্ত সুফি মেহেরুল্লাহ শাহ এবং রেজা শাহ চিশতির মাজার।

সার্বিক চিত্র: চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার কোষাঘাটা গ্রামে মাথাভাঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত হজরত শাহ সুফি মেহেরুল্লাহ শাহ (ওরফে শাহ ভালা) এবং রেজা শাহ চিশতির দরবার শরীফ (মাজার) ৫, ৬ ও ৭ আগস্ট ২০২৪-এ একদল স্থানীয় দুর্বৃত্ত ও উগ্রবাদী গোষ্ঠীর হামলায় সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়েছে। প্রায় সাড়ে ৩০০ বছর আগে ইসলাম প্রচারক শাহ ভালা (হজরত খানজাহান আলীর উত্তরসূরি) এখানে আস্তানা গড়ে তোলেন এবং ১৭১৪ সালে ভক্তরা দরবার শরীফ নির্মাণ করেন। এখানে দুটি মূল মাজার (শাহ ভালা এবং রেজা শাহ চিশতির), যা ৫ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা খরচে মাজারটি দৃষ্টিনন্দন করা হয়েছে।[367] প্রতি বৃহস্পতিবার মানত শোধ (ছাগল, মুরগি জবাই করে শিরনি বিতরণ) এবং চৈত্র মাসের ২৪ তারিখে বার্ষিক ওরস অনুষ্ঠিত হতো; বাউলরা সাধনা-সংগীত চর্চা করতেন। মাদক-সিগারেট সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল। ৫ আগস্টের ছাত্র আন্দোলনের পর ৬ ও ৭ আগস্ট রাতে ২০-২৫ জন দুর্বৃত্ত হামলা চালিয়ে মাজারের মূল ঘর, পাকা টাইলসের বিশ্রামাগার, রান্নাঘর, বাথরুম, সীমানা প্রাচীর গুঁড়িয়ে দেয়; কবরস্থানের কবর (রেজাউল চিশতি, খাজা উদ্দীনসহ) ভাঙে; লোহার গেট-গ্রিল লুট করে বিক্রি করে পিকনিক করে। ধর্মীয় বইপত্র নষ্ট হয়।[368] খাদেম মসলেম আলী (৬০) এবং ভক্তরা হুমকি পেয়ে নীরব; ১০ অক্টোবর মানতের খাসি ছিনিয়ে নেওয়া হয়।

হামলার মূল কারণ: হামলার মূল কারণ রাজনৈতিক প্রতিহিংসা এবং ধর্মীয় মৌলবাদী চিন্তাধারার সমন্বয়। ৫ আগস্ট ২০২৪-এর রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের সুযোগে স্থানীয় উগ্রবাদী গোষ্ঠী (চরমোনাই পীরের অনুসারী এবং মুজাহিদ কমিটি-সংশ্লিষ্ট) মাজারকে 'ভণ্ডামি', 'বেলেল্লাপনা' এবং 'মাটি খাওয়া'র জায়গা বলে অভিযোগ করে আক্রমণ করে। খাদেমরা বলেন, মাজারটি গত ১৫-১৭ বছর ধরে আওয়ামী লীগ-সমর্থিত প্রভাবশালী

---

367 দৈনিক বাংলাদেশের আলো https://dailybangladesheralo.com/%E0%A6%9A%E0%A7%81%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%BE%E0%A6%A1%E0%A6%BE%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%AF%E0%A6%BC-%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%A1%E0%A6%BC%E0%A7%87-%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%B6/

368 ৩০০ বছরের দরবার শরিফ এখন ধ্বংসস্তূপ, হুমকি পাচ্ছেন খাদেম-ভক্তরা https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/4etjbmk9mq

ব্যক্তিদের নিয়ন্ত্রণে ছিল, যা প্রতিহিংসার কারণ। স্থানীয় হামলাকারীরা অভিযোগ করেন, মাজারে মাদক সেবন হতো (যা কর্তৃপক্ষ অস্বীকার করেন)।

ভিডিও বিশ্লেষণ: সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত ভিডিও বা ছবিতে মাজারের ধ্বংসস্তূপের দৃশ্য স্পষ্ট: চারদিকে ইট, প্লাস্টার, কংক্রিটের পিলার, টাইলসের টুকরো এবং টিনের চালের ধ্বংসাবশেষ ছড়িয়ে আছে। মূল ফটকের কংক্রিট পিলার ভেঙে পড়ে আছে; ভিতরে খুঁটি, ইট-টাইলসের অংশাবশেষ। কবরস্থানের কবর ভেঙে মাটিতে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে। লুটের চিহ্ন যেমন খালি গেটের জায়গা এবং পোড়া বইপত্রের অবশেষ দেখা যায়। হামলাকারীরা রাতে আক্রমণ করায় সরাসরি ভিডিও নেই, কিন্তু পরবর্তী ছবিতে ধ্বংসের পরিধি (বিশ্রামাগার, রান্নাঘর, বাথরুম) স্পষ্ট, যা পরিকল্পিত ধ্বংসযজ্ঞ নির্দেশ করে। স্থানীয়রা ভিডিওতে বলেন, লুটের মালামাল বিক্রি করে পিকনিকের চিহ্নও রয়েছে।

অভিযুক্ত হামলাকারী: প্রধান অভিযুক্ত হলেন চরমোনাই পীরের অনুসারী সিরাজুল ইসলাম (দামুড়হুদা উপজেলা মুজাহিদ কমিটির সভাপতি) এবং গ্রামের ২০-২৫ জন দুর্বৃত্ত।[369] খাদেম মসলেম আলী বলেন, সিরাজুলের নেতৃত্বে ৬ আগস্ট রাতে এশার নামাজের পর হামলা শুরু হয় এবং ৭ আগস্ট রাতে সম্পূর্ণ ধ্বংস করা হয়। তারা ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মী এবং মাজারবিদ্বেষী। ইসলামী আন্দোলনের সাবেক সেক্রেটারি জোনারুল ইসলাম অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, সিরাজুল ৭০ বছরের বয়স্ক এবং নেতৃত্ব দেননি। বাউল কল্যাণ সংস্থার সভাপতি মহিউদ্দীন ফকির বলেন, হামলাকারীরা মাজারবিদ্বেষী এবং তাদের তালিকা তৈরি হয়েছে। স্থানীয়রা বলেন, তারা লুটের মালামাল বাড়িতে রেখেছে এবং পিকনিক করেছে।

প্রশাসনিক অবস্থান: সহকারী পুলিশ সুপার (দামুড়হুদা সার্কেল) জাকিয়া সুলতানা বলেন, দরবার বা মাজার ভাঙচুরের কোনো লিখিত অভিযোগ পাননি; সরেজমিন তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন। খাদেমরা বলেন, হামলার পর পুলিশকে জানালেও কোনো প্রতিকার পাওয়া যায়নি। মাজার কমিটি এবং ভক্তরা নিরাপত্তার অভাবে নীরব এবং পরিস্থিতি অনুকূলে লিখিত অভিযোগ করবেন। স্থানীয়রা বলেন, প্রশাসন তদন্তে আসলে হামলাকারীদের নাম এবং লুটের মালামালের অবস্থান জানাবেন। এখনও কোনো গ্রেপ্তার বা ব্যবস্থা নেয়া হয়নি।

কর্তৃপক্ষের অবস্থান: মাজার কমিটির সভাপতি জালাল উদ্দীন এবং সাধারণ সম্পাদক মসলেম উদ্দীন বলেন, এখানে কোনো অসামাজিক কার্যকলাপ হয়নি; দানের অর্থে মাজার গড়ে উঠেছে এবং এটি এলাকার ধর্মীয় ঐতিহ্যের অংশ। খাদেম মসলেম আলী (৬০) অভিযোগ করেন, হামলাকারীরা উল্টো তাদের বাড়িঘর ভাঙার এবং মামলার হুমকি দিচ্ছে; পাহারা দিয়ে মাজারে যাওয়া বন্ধ করছে। বাউল কল্যাণ সংস্থার সভাপতি মহিউদ্দীন ফকির বলেন, খাদেম-ভক্তরা ভয়ে নীরব এবং এলাকা ছাড়ছেন; হামলাকারীদের তালিকা তৈরি হয়েছে এবং পরিস্থিতি অনুকূলে প্রশাসনকে জানাবেন। কর্তৃপক্ষের অবস্থান হলো, এটি মাজারবিদ্বেষী হামলা এবং তারা মাজার পুনর্নির্মাণ ও নিরাপত্তার জন্য প্রশাসনের সহায়তা চাইছেন।

---

[369]৩০০ বছরের দরবার শরিফ এখন ধ্বংসস্তূপ, হুমকি পাচ্ছেন খাদেম-ভক্তরা https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/4etjbmk9mq

সর্বশেষ পরিস্থিতি: মাজারটি বর্তমানে একটি ধ্বংসস্তূপ এবং বিরান ভূমিতে পরিণত হয়েছে; মূল ঘর, বিশ্রামাগার, রান্নাঘর, বাথরুম, সীমানা প্রাচীর এবং কবরস্থানের কবর সম্পূর্ণ গুঁড়িয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়া হয়েছে। লুটের ফলে গেট-গ্রিল খালি এবং ধর্মীয় বইপত্র নষ্ট। কোনো চিহ্ন বা শিলালিপি অবশিষ্ট নেই। খাদেম-ভক্তরা প্রাণের ভয়ে মাজারে আসতে পারছেন না এবং হুমকিতে এলাকা ছাড়ছেন; মানত শোধ বন্ধ। ওরস বা সাধনা চর্চা অচল। স্থানীয়রা প্রশাসনের তদন্তের অপেক্ষায় আছেন এবং পুনর্নির্মাণের আশায়, কিন্তু আতঙ্কে নীরব।

৩. হযরত কুতুবউদ্দিন শাহ (রহ.) মাজার শরীফ

(২০২৪ সালের ৭ই আগস্ট, চুয়াডাঙ্গায়)

বাহির থেকে মাজারের দৃশ্য।

মাজারে হামলার জন্য সংগঠিত জনতার একাংশ।

সার্বিক চিত্র: ২০২৪ সালের ৭ই আগস্ট চুয়াডাঙ্গায় হযরত কুতুবউদ্দিন শাহ (রহ.) মাজার শরীফ এখন বিপদমুক্ত বলে জানানো হয়েছে। প্রশাসনের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এসেছে। সরাইল থানার ওসির সাথে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আলেম-উলামা ও পীর-মাশায়েখগণ সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন মাজার পরিচালনা ও নিরাপত্তা বিষয়ে।
হামলার মূল কারণ: হামলার মূল কারণ উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

ভিডিও বিশ্লেষণ: হামলার ভিডিও উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। তবে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কিছু হামলা পরবর্তী স্থিরচিত্র ছড়িয়ে পড়ে। তাতে মাজার ও জানালা, আসবাবপত্র ইত্যাদি ভাংচুর করা অবস্থায় পাওয়া যায়।[370]

অভিযুক্ত হামলাকারী: হামলার অভিযুক্তদের চিহ্নিত করা সম্ভব হয়নি।

প্রশাসনিক অবস্থান: প্রশাসন (পুলিশ) হামলার কয়েক ঘণ্টা পর মাজারে এসেছে এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছির। সরাইল থানার ওসি'র সাথে আলোচনা হয়েছে। দ্বিতীয়বার হামলার চেষ্টা করলে পালানোর সুযোগ দেয়া হবে না বলে কঠোর অবস্থান নেয়া হয়েছে।[371]

কর্তৃপক্ষের অবস্থান: মাজার এখন বিপদমুক্ত। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আলেম-উলামা ও পীর-মাশায়েখগণ প্রশাসনের সাথে সাক্ষাৎ করে নিরাপত্তা ও পরিচালনা বিষয়ে আলোচনা করেছেন।[372]
সর্বশেষ পরিস্থিতি: মাজার শরীফ বর্তমানে বিপদমুক্ত এবং নিরাপদ। প্রশাসনের সহযোগিতায় পরিস্থিতি স্থিতিশীল।

---

[370] ফেসবুক থেকে নেওয়া ছবি https://www.facebook.com/100079672127093/posts/pfbid0bvRy6duBPMuixzsqfQ3ZQakR9FjMs31nfFbWVJirKDAFHxsBgbLKRrhpiMdqhHR1l/?app=fbl

[371] ৭ই আগস্টে চুয়াডাঙ্গার কুতুবউদ্দিন শাহ মাজার ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দেয়া হয়।
https://bddigest.news/news/28094/

[372] https://www.facebook.com/dilromij.apon/videos/895946901870812/?app=fbl

৪. রশিদিয়া দরবার শরীফ

(রবিবার (২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪) কুষ্টিয়ার কুমারখালী উপজেলার দুর্গম চর সাদিপুর ইউনিয়ন)

হামলার একপর্যায়ে রশিদিয়া দরবার শরীফে অগ্নিসংযোগের দৃশ্য।

সার্বিক চিত্র: কুষ্টিয়ার কুমারখালী উপজেলার দুর্গম চর সাদিপুর ইউনিয়নের সাদিপুর বাজারে অবস্থিত রশিদিয়া দরবার শরীফে রবিবার (২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪) রাত সাড়ে ৮টা থেকে ৯টা ৩০ মিনিটের মধ্যে হামলা, ভাঙচুর এবং অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে। এটি হযরত খাজা শাহসুফিয়া দেওয়ান আব্দুর রশিদ আল চিশতি নিজামি (রা.)-এর স্মরণে প্রায় ১৫ বছর আগে প্রতিষ্ঠিত খানকাহ শরীফ, যা মানিকগঞ্জের ঝিটকা দরবার শরীফের খলিফা-সংশ্লিষ্ট চিশতিয়া তরিকার অংশ। ঘটনাটি কুষ্টিয়ার কুমারখালী উপজেলার চর সাদিপুর ইউনিয়নের সাদিপুর বাজারে ঘটে, যা দুর্গম চরাঞ্চল। প্রায় ১৫ বছর ধরে এখানে হযরত দেওয়ান আব্দুর রশিদ আল চিশতি নিজামি (রা.)-এর স্মরণে বার্ষিক ওরস, ওয়াজ, দোয়া মাহফিল, জিকির, মিলাদ এবং সামা-কাওয়ালির আয়োজন করা হতো। দরবারটি স্থানীয় মো. জিল্লুর রহমান নিজ অর্থায়নে ও স্বেচ্ছাশ্রমে পরিচালনা করেন। এবারের ওরসে দেশের চলমান পরিস্থিতির কারণে ছোট পরিসরে (৮০-১৫০ জন ভক্ত) আয়োজন করা হয়। এশার নামাজের পর চর সাদিপুর কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে একত্রিত হয়ে হামলাকারীরা দরবারে হানা দেয়। বার্ষিক ওরস মাহফিল (১৩ আশ্বিন) চলাকালীন ওয়াজ ও মোনাজাতের সময় ১৫-২০ জন (কিছু সূত্রে শতাধিক) লোক লাঠি-সোঁটা নিয়ে হামলা চালায়, চারচালা প্রধান ঘর ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয় এবং আগুন লাগিয়ে দেয়।[373] কোনো হতাহত হয়নি, কিন্তু ভক্তরা ভয়ে পালিয়ে যান। দরবার পরিচালক মো. জিল্লুর রহমান (৬০) এবং তার ছেলে রাসেল হোসেন অভিযোগ করেন যে, এটি ধর্মীয় বিদ্বেষপূর্ণ হামলা। তারা চারচালা প্রধান ঘর ভাঙচুর করে, আসবাবপত্র, তবারক ও রান্নার সরঞ্জাম নষ্ট করে এবং অগ্নিসংযোগ করে। কয়েক লক্ষ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। হামলাকারীরা দরবারে মাদক সেবন ও গান-বাজনা হয় বলে দাবি করে, যা কর্তৃপক্ষ অস্বীকার করেন—বিশেষ করে এবার গান-বাজনা ছিল না। ভক্তরা ভয়ে পালিয়ে যান, কোনো শারীরিক আঘাত হয়নি। এটি সুফি ঐতিহ্য বনাম কট্টরপন্থী (আহলে হাদিস/জামায়াত-সংশ্লিষ্ট) মতাদর্শের সংঘাতের ফল।

হামলার মূল কারণ: হামলার মূল কারণ ধর্মীয় আদর্শগত বিরোধ— চিশতিয়া তরিকার জিকির, মিলাদ, সামা-কাওয়ালি ও ওরসকে ‘বিদাত’ ও ‘শিরক’ বলে অভিহিত করে কট্টরপন্থী গোষ্ঠী (আহলে হাদিস/জামায়াত-

[373] কুষ্টিয়ায় দরবার শরিফে ভাঙচুর অগ্নিসংযোগ। সারাদেশ | 30th September https://jamuna.tv/news/565927

সংশ্লিষ্ট) দরবারকে ইসলামবিরোধী মনে করে।[374] হামলাকারীরা দাবি করে যে, দরবারে মাদক সেবন ও গান-বাজনা হয়, যা কর্তৃপক্ষ অস্বীকার করেন এবং বলেন এবার গান-বাজনা ছিল না। স্থানীয় প্রভাবশালী গোষ্ঠী ৫ আগস্ট ২০২৪-এর রাজনৈতিক পরিবর্তনের পর সুফি দরবারগুলোকে লক্ষ্য করে। এটি স্থানীয় প্রভাব বিস্তার এবং ধর্মীয় উগ্রতার মিশ্রণ। হামলাকারীরা মসজিদে নামাজের পর একত্রিত হয়ে লাঠি-সোঁটা নিয়ে আক্রমণ করে।

ভিডিও বিশ্লেষণ: সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওগুলোতে রাতের অন্ধকারে টিনের চারচালা দরবার শরীফে আগুন ধরানোর দৃশ্য দেখা যায়। আগুন বৈদ্যুতিক তারের মাধ্যমে আশেপাশে ছড়িয়ে পড়ে। হামলাকারীদের চেহারা স্পষ্ট নয়, কিন্তু তারা লাঠি-সোঁটা নিয়ে ভাঙচুর করে।[375] পোড়া ধ্বংসাবশেষ, ভেঙে পড়া টিনের চাল এবং ধোঁয়ার চিত্র হামলার তীব্রতা দেখায়। ভিডিওতে হামলার পর ভক্তদের আতঙ্কিত অবস্থা এবং দরবারের ধ্বংসস্তূপের দৃশ্য স্পষ্ট।

অভিযুক্ত হামলাকারী: প্রধান অভিযুক্ত হলেন চর সাদিপুর ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান জাহাঙ্গীর আলম বয়েন এবং সাদিপুর আলিম মাদ্রাসার সহকারী শিক্ষক ও ইউনিয়ন জামায়াতের আমির আবু তালেব।[376] দরবারের ছেলে রাসেল হোসেন এবং স্থানীয়রা তাদের নেতৃত্বে ১৫-২০ জন (কিছু সূত্রে শতাধিক) নানা বয়সী লোক লাঠি-সোঁটা নিয়ে হামলা চালানোর অভিযোগ করেন।[377] জাহাঙ্গীর আলম অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, দরবারে মাদকের আড্ডা চলতো বলে স্থানীয় ছেলেরা ভেঙেছে, তিনি নিষেধ করেছেন এবং আগুনের ঘটনা ঘটেনি। আবু তালেব বলেন, তিনি অন্য বাজারে ছিলেন এবং ফেসবুক থেকে জেনেছেন। হামলাকারীরা কট্টরপন্থী মতাদর্শের।

প্রশাসনিক অবস্থান: কুমারখালী থানার ওসি মো. আকিবুল ইসলাম হামলার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। রাত ১২টার দিকে ওসি এবং ইউএনও ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। পুলিশ টিম গেছে এবং তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেয়ার কথা বলা হয়েছে। অভিযোগ পেলে ব্যবস্থা নেয়া হবে। স্থানীয়দের একজন বলেন, “দরবার

---

[374] কুষ্টিয়ায় রশিদিয়া দরবার শরিফ ভাঙচুর–অগ্নিসংযোগ https://www.ajkerpatrika.com/bangladesh/khulna/ajppvmqibvogi
[375] খবরের প্রতিদিন, অগ্নি সংযোগ https://www.facebook.com/share/v/169DqHQjyV/
[376] অনুষ্ঠান চলাকালে রশিদিয়া দরবার শরিফে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ https://www.dhakapost.com/amp/country/311104
[377] সমকাল https://samakal.com/bangladesh/article/258381/%E0%A6%95%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%86%E2%80%99%E0%A6%B2%E0%A7%80%E0%A6%97-%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%A4%E0%A6%BE-%E0%A6%AD%E0%A7%87%E0%A6%99%E0%A7%87-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A7%A8%E0%A7%AA-%E0%A6%98%E0%A6%A3%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%B2%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%AE

পক্ষের অভিযোগ, প্রভাবশালীদের চাপে পুলিশ সহযোগিতা করছে না এবং মামলা নিতে দ্বিধা করছে। হামলাকারীরা এখনো বীরদর্পে এলাকায় ঘুরছে এবং চাপ দিচ্ছে।”[378]

কর্তৃপক্ষের অবস্থান: দরবার পরিচালক মো. জিল্লুর রহমান এবং তার ছেলে রাসেল হোসেন অভিযোগ করেন যে, হামলা ধর্মীয় বিদ্বেষ থেকে এবং সাবেক চেয়ারম্যান জাহাঙ্গীর আলম বয়েনের ইন্ধনে।[379] তারা বলেন, দরবারে মাদক সেবন হয় না এবং এবার গান-বাজনা ছিল না। রাসেল বলেন, হামলাকারীদের নাম জানা আছে কিন্তু ভয়ে প্রকাশ করছেন না; মামলা করবেন।[380] পরিচালক জিল্লুর রহমান যোগাযোগ এড়িয়ে চলছেন। কর্তৃপক্ষের অবস্থান হলো, এটি নির্যাতনমূলক হামলা এবং তারা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। তারা হুমকির মুখে দরবার পুনরায় চালু করার সাহস পাচ্ছেন না।[381]

সর্বশেষ পরিস্থিতি: দরবার শরীফ বর্তমানে ধ্বংসস্তূপে পরিণত—চারচালা প্রধান ঘর সম্পূর্ণ ভেঙে গুঁড়িয়ে গেছে, আসবাবপত্র ভস্মীভূত এবং পোড়া ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে। পরিচালক জিল্লুর রহমান প্রকাশ্যে দরবারে বসছেন না, ঘরোয়াভাবে সীমিত যোগাযোগ রাখছেন।[382] ভক্তরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন এবং হুমকির কারণে পুনরায় সংস্কার বা কার্যক্রম শুরু করতে পারছেন না। প্রশাসনের কোনো দৃশ্যমান বিচার না পাওয়ায় পরিস্থিতি অস্থির।

---

[378] ঢাকা ট্রিবিউন https://bangla.dhakatribune.com/amp/bangladesh/85847/%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%A6%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%AB%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE-%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%99%E0%A6%9A%E0%A7%81%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97

[379] কুমারখালীতে দরবার শরিফে হামলা–ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/w5ot7c8264

[380] একুশে সংবাদ https://www.ekusheysangbad.com/country/459601

[381] দৈনিক বাংলাদেশ https://www.daily-bangladesh.com/country/498334

[382] ৮. আজকের দর্পণ https://ajkerdarpon.com/news/kumarkhaleete-rsidiya-drbar-srife-hamlar-ovizog

৫. শাহ সুফি শামীম আল জাহাঙ্গীর আল সুরেশ্বরীর দরবার শরিফ

(৩০ই আগস্ট ২০২৫, কুষ্টিয়ার ফিলিপ নগরে)

এই মাজার ভাঙার বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায়নি।

বিশিষ্ট কবি ও লেখক সৈয়দ তারিক সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে লিখেন, “কুষ্টিয়ার ফিলিপ নগরে শাহ সুফি শামীম আল জাহাঙ্গীর আল সুরেশ্বরীর দরবার শরিফে আজ স্থানীয় কিছু লোক উপস্থিত হয়ে প্রথমে বাকবিতণ্ডা ও পরে কিছু ভাঙচুর করে। মাজার ভাঙা থেকে হামলা এখন দরবার শরিফের দিকে সম্প্রসারিত হচ্ছে। ছোট আকারের স্থাপনাগুলোয় ট্রায়াল দিয়ে ক্রমে বড়গুলোর দিকে যাবার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। সব মাজার ও দরবার-খানকার সাথে সংশ্লিষ্টদের সতর্ক ও প্রস্তত থাকাটা জরুরি হয়ে উঠেছে।”[383]

[383] সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক থেকে সৈয়দ তারিক https://www.facebook.com/100006002226268/posts/pfbid0VvhhKuD6hSsenfoj9f7R51SqNU8FuzNag1zve9tvp3Zy9Q87ZJGriKqNbKR7nZEil/?app=fbl

খুলনা বিভাগে মাজার/দরবার/আস্তানায় হামলার অভিযোগ (অপ্রমাণিত ঘটনাসমূহ)

নিম্নোক্ত মাজার বা দরবার শরীফে হামলার অভিযোগ উঠেছে প্রধানত সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া বিভিন্ন তালিকা[384], মাজার দরগাহ ঐক্য পরিষদের প্রতিবেদন[385], ডেইলি স্টারের প্রতিবেদন "মাজারের মৌন আর্তনাদ"[386] বিডি ডাইজেস্টের প্রতিবেদন "পরিকল্পিতভাবে মাজারের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি ধ্বংস করা হচ্ছে"[387] বিবিসির বাংলার প্রতিবেদন "দেশের বিভিন্ন জায়গায় মাজার ভাঙ্গার ঘটনাগুলো কেন ঘটছে? কারা ঘটাচ্ছে?"[388] মানবাধিকার সংগঠন মানবাধিকার সংস্কৃতি ফাউন্ডেশন (এমএসএফ) এর হামলার মাসিক প্রতিবেদন,[389] Religion Unplugged পত্রিকার প্রতিবেদন[390]সহ ইত্যাদি[391] সংবাদমাধ্যমের সংক্ষিপ্ত উল্লেখ থেকে। তবে এসব ঘটনার বিস্তারিত প্রতিবেদন, প্রত্যক্ষদর্শীর বক্তব্য, প্রশাসনিক রেকর্ড বা নির্ভরযোগ্য ভিডিও ফুটেজ উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। কিছু ক্ষেত্রে হামলা-পরবর্তী ছবি বা সংক্ষিপ্ত ভিডিও ক্লিপ পাওয়া গেছে, যা ধ্বংসাবশেষ দেখায়। এগুলোকে সাধারণত 'অপ্রমাণিত অভিযোগ' হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

৬. খাজাবাবা শাহসূফী আবুল হাসান চিশতী এর রওজা শরিফ[392]

(৫ই আগস্টের পর, তারের পুকুর, খুলনা)

---

[384] (বিশেষত সৈয়দ তারিকের দেওয়া তালিকা, তিনি দাবি করেন, এসবের প্রতিটি মাজার হামলার প্রমাণ ও ডিটেইলস তার কাছে মওজুদ আছে) https://www.facebook.com/share/p/1AxsjT2UuG/

[385] মাজার দরগাহ ঐক্য পরিষদের প্রতিবেদন https://www.facebook.com/100006913590857/posts/pfbid034CTUfeKwMLvAQdqgKewihr3zeD6VfguUP8zoHxG3kbKbgtKvcYQ18PgLa6c8qjW6l/?app=fbl

[386] মাজারের মৌন আর্তনাদ https://bangla.thedailystar.net/news/bangladesh/news-653331

[387] পরিকল্পিতভাবে মাজারের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি ধ্বংস করা হচ্ছে জুলাই ১১, ২০২৫ · মানবাধিকার https://bddigest.com/news/28094/

[388] দেশের বিভিন্ন জায়গায় মাজার ভাঙ্গার ঘটনাগুলো কেন ঘটছে? কারা ঘটাচ্ছে? https://www.bbc.com/bengali/articles/ckg2xygly1no

[389] সেপ্টেম্বরে মাজারে হামলা ও অগ্নিসংযোগের ১২ ঘটনা: এমএসএফ। https://www.prothomalo.com/bangladesh/nyobcrx1et

[390] In Bangladesh, Intra-Muslim Conflict Results In Death And Destroyed Shrines https://religionunplugged.com/news/sufi-shrines-face-wave-of-attacks-in-bangladesh

[391] আর যদি কোন মাজার ভাঙ্গা হয় কাপনের কাপড় পড়ে রাস্তায় নেমে পড়বো আমরা স্বাধীন কাগজ https://swadhinkagoj.com/crime/%E0%A6%86%E0%A6%B0-%E0%A6%AF%E0%A6%A6%E0%A6%BF-%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A6%A8-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A6%BE-%E0%A6%B9%E0%A6%AF/3153/

[392] https://www.facebook.com/100044214467245/posts/pfbid02dmfZQArpn86GjvRaij6L4YQuVoFQGU2f7twMhEyj8xxL5sP5XpmoyRMB7kgu1CnUl/?app=fbl

“২০২৪-২০২৫ সালে রংপুর বিভাগে সংঘটিত মাজারে হামলা” বিষয়ে প্রতিবেদন

সার্বিক তত্ত্বাবধান ও সম্পাদনা: মোহাম্মদ আবু সাঈদ

পেপারওয়ার্ক: মুহাম্মদ তৌহিদুল ইসলাম
ফিল্ডওয়ার্ক: আবু হাসান মোহাম্মদ মুখতার

প্রকাশ:
জানুয়ারি, ২০২৬
মাকাম: সেন্টার ফর সুফি হেরিটেজ
মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
maqambd.org@gmail.com
01878-431312

মাকাম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

ভূমিকা

রংপুর বিভাগ, বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলীয় একটি প্রধান প্রশাসনিক ইউনিট। এই বিভাগে ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর, রংপুর, পঞ্চগড়, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, নীলফামারী এবং গাইবান্ধাসহ ৮টি জেলা নিয়ে গঠিত। এই অঞ্চলটি ঐতিহাসিকভাবে সুফি ঐতিহ্য এবং ধর্মীয় সম্প্রীতির জন্য পরিচিত, যেখানে অসংখ্য মাজার এবং দরবার শরীফ স্থানীয় মুসলিম সম্প্রদায়ের আধ্যাত্মিক আশ্রয়স্থল হিসেবে কাজ করে। এসব স্থানে মানত, মিলাদ মাহফিল, দোয়া-দরুদ এবং ওরসের মতো অনুষ্ঠানগুলো দীর্ঘকাল ধরে চলে আসছে, যা স্থানীয় সংস্কৃতি এবং ধর্মীয় অনুভূতির সাথে জড়িত। তবে ঐতিহাসিক ৫ আগস্ট থেকে জুলাই অভ্যুত্থান পরবর্তী সময়ে সারাদেশে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির সুযোগ নিয়ে মাজার, দরগাহ সর্বোপরি মাজার সংস্কৃতির উপর ধারাবাহিক ও সঙ্ঘবদ্ধভাবে আক্রমণ পরিচালিত হয়। এর অংশ হিসেবে রংপুর বিভাগে ৭টি মাজারে হামলার খবর পাওয়া গিয়েছে।

ঐতিহাসিক ৫ আগস্ট থেকে ডিসেম্বর-২০২৫ পর্যন্ত সময়কালের মধ্যে প্রতিবেদনটি সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। ব্যবহৃত সকল তথ্যের যথাযথ সূত্র প্রদান করা হয়েছে।

এই প্রতিবেদনে রংপুর বিভাগে মাজারে হামলা সংক্রান্ত যত ঘটনা সংগঠিত হয়েছে প্রায় সকল ঘটনার বিস্তারিত তুলে ধরা হয়েছে। ঘটনার সার্বিক চিত্র, কারণ, ভিডিও ফুটেজ, প্রশাসন, মাজার কর্তৃপক্ষ, মাজারের সর্বশেষ অবস্থান ইত্যাদি সকল বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে।

এটি 'তদন্ত প্রতিবেদন' নয়। রংপুর বিভাগে মাজারে হামলার সার্বিক চিত্র, হামলার শিকার মাজারগুলোর বর্তমান অবস্থা ও বিভিন্ন পরিসংখ্যান হাজির করাই আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য। উদ্দেশ্য হলো, এর মাধ্যমে সরকার, আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে এ ব্যাপারে সচেতন করে তোলা। পাশাপাশি, দেশের সরকার, মিডিয়া সর্বোপরি জনসাধারণের নিকট মাজার হামলার একটি সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরা।

প্রতিবেদনে সংখ্যা, পরিসংখ্যান, শব্দচয়ন ও বানানের বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। তবুও আমাদের অজান্তে কোনো ভুল পাঠকের চোখে পড়লে আমাদেরকে জানানোর সাথে সাথে সংশোধনের সর্বোচ্চ চেষ্টা করা হবে।

সারাংশ

রংপুর বিভাগে ২০২৪ সালের ঐতিহাসিক ৫ আগস্ট থেকে নভেম্বর অবধি রংপুর বিভাগে ৩টি মাজারে হামলার ঘটনা ঘটেছে। জেলাভিত্তিক বিবরণে দেখা যায়: ঠাকুরগাঁওয়ে ২টি, দিনাজপুরে ১টি, মোট ৩টি হামলার ঘটনা প্রমাণিত হয়েছে। পাশাপাশি এমন ৪টি খবর পাওয়া গিয়েছে যেগুলোর প্রমাণ পাওয়া যায়নি। অর্থাৎ, প্রমাণিত ঘটনা ৩টি এবং অপ্রমাণিত ৪টি, মোট ৭টি।

হামলাগুলোর প্রধান কারণ ধর্মীয় মতাদর্শগত বিরোধ (যেমন: মাজারকে 'শিরক-বিদআত' আখ্যা দিয়ে হামলার পটভূমি তৈরি ও বৈধতা উৎপাদন), রাজনৈতিক প্রতিহিংসা (যেমন: আওয়ামী লীগ-সংশ্লিষ্টতা), সামাজিক অসন্তোষ (যেমন: মাদক সেবন বা অসামাজিক কার্যকলাপের অভিযোগ) এবং জমি-সংক্রান্ত বিরোধ। উদাহরণস্বরূপ, ঢাকা, নরসিংদী ও নারায়ণগঞ্জের ঘটনাগুলোতে 'তৌহিদী জনতা' ব্যানারে সংগঠিত হামলায় ওরস, মেলা বা সুফি সমাজের অনুষ্ঠানকে হামলার লক্ষ্যবস্তু বানানো হয়েছে, যাকে স্থানীয় যুবকদের চারিত্রিক স্থলনের কারণ হিসেবে অভিযোগের মাধ্যমে ন্যায্যতা দেয়া হয়েছে। প্রভাবের দিক থেকে, মাজারগুলোর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান (ওরস, মেলা, মিলাদ) অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ, এবং স্থানীয় সম্প্রদায়ের নিরাপত্তাহীনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে হামলাকারীরা বহিরাগত (যেমন: জামায়াতপন্থী, চরমোনাইপন্থী বা কওমী মাদ্রাসার ছাত্র)। এছাড়া, প্রশাসনিক নিষ্ক্রিয়তা স্পষ্ট: সবকটি ঘটনায় (৩টি) কোনো মামলা, গ্রেফতার বা তদন্তের অগ্রগতি নেই, যা হামলাকারীদেরকে উৎসাহিত করেছে।

হামলার পরে এই বিভাগের সব মাজারের পরিস্থিতি স্বাভাবিক। বাৎসরিক উরসের আয়োজন পালন করছে। এ-সকল হামলায় হতাহতের তথ্য পাওয়া যায়নি।

পরিসংখ্যান

বিভাগের সবচেয়ে বেশি ঘটনা ঘটেছে ঠাকুরগাঁওয়ে, ৬৬%। প্রধান কারণসমূহ: ধর্মীয় অভিযোগ (বিদআত-শিরক, ৬৬%), স্থানীয় বিরোধ (মাদক-জমি, ৩৩%)। হামলাকারী হিসেবে 'তৌহিদী জনতা'র নেতৃত্বই প্রধান (১০০%)। হামলার ঘটনায় প্রশাসনের সক্রিয়তা ০০%; নিষ্ক্রিয়তা ১০০%।

হামলার শিকার মাজারসমূহের তালিকা

নিম্নে হামলার শিকার মাজারসমূহের তালিকা প্রদান করা হয়েছে। তালিকাটি দু'টি ছকে বিভক্ত। ১ম ছকে যে সকল মাজারে হামলার ঘটনা প্রমাণিত হয়েছে এবং ২য় ছকে সেসকল মাজার যেগুলোতে হামলার অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে, হুমকি প্রদান করা হয়েছে, হামলার ব্যর্থ চেষ্টা ও হামলার গুজবের ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে।

ছক: ১

সংখ্যা	মাজারের নাম	সময়	স্থান	ক্ষয়ক্ষতি ও মন্তব্য
১	বিবি সখিনার মাজার	১১ জুলাই ২০২৪-এর দিবাগত রাতে,	রাণীশংকৈল উপজেলার নন্দুয়ার ইউনিয়নের সন্ধ্যারই সাতঘরিয়া এলাকায়, বিবি সখিনা পুকুরপাড়ে অবস্থিত	
২	রহিম শাহ বাবা ভান্ডারী মাজার	২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ (শুক্রবার) বিকেল ৫টার দিকে)	দিনাজপুরের ঘোড়াঘাট উপজেলার সিংড়া ইউনিয়নের বিরাহীমপুর গুচ্ছগ্রামে (আফসারাবাদ কলোনি এলাকায়	
৩	হযরত বাবা শাহ সত্যপীর মাজার	২৬ ডিসেম্বর ২০২৫ (শুক্রবার) দিবাগত গভীর রাতে/ভোররাতে,)	ঠাকুরগাঁও পৌর শহরের সত্যপীর ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় (বিজিবি সেক্টর সদর দপ্তর/ক্যাম্পের সামনে, জগন্নাথপুর ইউনিয়ন) অবস্থিত	

ছক: ২

হামলার অভিযোগ/ চেষ্টা/ গুজব এমন ঘটনার তালিকা				
সংখ্যা	**মাজারের নাম**	**সময়**	**স্থান**	**ক্ষয়ক্ষতি ও মন্তব্য**
৪	হযরত মজিবুর রহমান চিশতী রহঃ		পঞ্চগড়	
৫	হযরত আতিউল ফকির দরবার		পঞ্চপুকুর, নীলফামারী সদর।	
৬	হযরত শাহসুফী থোকা চিশতী (রহঃ),		ফেড়ুয়া, পীরগঞ্জ, রংপুর।	
৭	হযরত শাহসুফী তোফাজ্জল চিশতী (রহঃ) মাজার শরীফ		চন্ডিপুর, ঘোনাপাড়া, পীরগঞ্জ, রংপুর।	

রংপুর বিভাগে সংগঠিত প্রমাণিত ৩টি ঘটনার জেলাভিত্তিক সংখ্যা:

জেলা	**সংখ্যা**
ঠাকুরগাঁও	০২
দিনাজপুর	০১
রংপুর	০০
পঞ্চগড়	০০
কুড়িগ্রাম	০০
লালমনিরহাট	০০
নীলফামারী	০০
গাইবান্ধা	০০

১. বিবি সখিনার মাজার

(১১ জুলাই ২০২৪-এর দিবাগত রাতে, রাণীশংকৈল উপজেলার নন্দুয়ার ইউনিয়নের সন্ধ্যারই সাতঘরিয়া এলাকায়)

তছনছ অবস্থায় বিবি সখিনার মাজার।

সার্বিক চিত্র: প্রায় ৩০০ বছরের পুরোনো ঐতিহাসিক বিবি সখিনার মাজার (রাণীশংকৈল উপজেলার নন্দুয়ার ইউনিয়নের সন্ধ্যারই সাতঘরিয়া এলাকায়, বিবি সখিনা পুকুরপাড়ে অবস্থিত) ১১ জুলাই ২০২৪-এর দিবাগত রাতে রাতের আঁধারে দুর্বৃত্তদের দ্বারা হামলার শিকার হয়।[393] হামলাকারীরা মাজারের কংক্রিটের আস্তরণ/ঢালাই ভেঙে মাঝখানে প্রায় ৪ ফুট গভীর গর্ত খুঁড়ে মাটি তছনছ করে দেয়। এটি স্থানীয় মুসলিম সম্প্রদায়ের পবিত্র স্থান, যেখানে দীর্ঘদিন ধরে মানত, মিলাদ মাহফিল, দোয়া-দরুদ পাঠ, ছাগল-মুরগি জবাই ও তবারক বিতরণ হয়ে আসছে। ঘটনাটি ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হেনেছে এবং এলাকায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে।

হামলার মূল কারণ: হামলার সুনির্দিষ্ট কারণ এখনও অজানা ও রহস্যাবৃত।[394] দানবাক্স থেকে কোনো অর্থ বা মালামাল চুরি হয়নি, তাই চুরির উদ্দেশ্য নয়। স্থানীয়দের ধারণা, এটি হীন মানসিকতার কাজ এবং ধর্মীয় উগ্রপন্থী গোষ্ঠীর সুপরিকল্পিত অপচেষ্টা, যা ধর্মীয় সম্প্রীতি নষ্ট করার লক্ষ্যে করা হয়েছে। কোনো কোনো সূত্রে লাশ চুরির গুজব উঠেছে, কিন্তু নির্ভরযোগ্য সংবাদে এর সত্যতা নিশ্চিত হয়নি।

ভিডিও বিশ্লেষণ: প্রদত্ত তথ্য অনুসারে, হামলার পরবর্তী ভিডিও/ছবিতে দেখা যায়, পুকুরপাড়ের কংক্রিটের আস্তরণ দিয়ে তৈরি মাজারের মাঝখানের ঢালাই ভাঙা এবং ঠিক মাঝে ৪ ফুট গভীর গর্ত খোঁড়া। গর্তের মাটি ছড়ানো-ছিটানো অবস্থায়, মাজারের কাঠামো তছনছ।[395] কোনো নতুন বা অতিরিক্ত ভিডিও ফুটেজে/বিশ্লেষণে হামলাকারীদের পরিচয় বা কার্যকলাপ স্পষ্ট করে না। ঘটনাস্থলের ছবি/ভিডিও স্থানীয় সংবাদে প্রকাশিত হয়েছে, যা ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিশ্চিত করে।

---

[393] ঠাকুরগাঁওয়ের বিবি সখিনার মাজার তছনছ https://www.bbc.com/bengali/articles/ckg2xygly1no

[394] রাতের আঁধারে দুর্বৃত্তরা খুঁড়ল বিবি সখিনার মাজার https://www.kalbela.com/country-news/103902

[395] কনক্রিটের ঢালাই ভেঙে লাশ চুরি https://youtu.be/O8W7Myi4BGo?feature=shared

অভিযুক্ত হামলাকারী: অজ্ঞাত দুর্বৃত্ত/দুর্বৃত্তরা (কে বা কারা তা এখনও শনাক্ত হয়নি)। কোনো গ্রেপ্তার, অভিযুক্তের নাম বা পরিচয় প্রকাশিত হয়নি। তদন্তের অগ্রগতি বা ফলাফলের কোনো আপডেট পাওয়া যায়নি (২০২৪-এর জুলাই পরবর্তী কোনো গ্রেপ্তার বা অভিযোগের খবর নেই)।

প্রশাসনিক অবস্থান: রাণীশংকৈল থানার ওসি জয়ন্ত কুমার সাহা ঘটনার দিন বলেন, ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠিয়ে তদন্ত শুরু করা হয়েছে, ব্যবস্থা নেওয়া হবে। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) রকিবুল হাসান ঐতিহাসিক স্থাপনায় হামলা হিসেবে চিহ্নিত করে অভিযোগের ভিত্তিতে দ্রুত আইনি ব্যবস্থা নেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।[396] ঠাকুরগাঁওয়ের পুলিশ সুপার উত্তম প্রসাদ (প্রথমদিকে): ঘটনা সম্পর্কে অবগত নন বলে জানিয়েছেন। সামগ্রিকভাবে প্রশাসন তদন্ত ও ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বললেও সমন্বয়হীনতা লক্ষ্য করা গেছে।

কর্তৃপক্ষের অবস্থান: মাজারের কোনো আনুষ্ঠানিক কর্তৃপক্ষ নেই। স্থানীয় বাসিন্দা ও এলাকাবাসী (যেমন সোহেল রানা, আনিসুর, মোজাম্মেল হক, ফারুক প্রমুখ) এটির রক্ষণাবেক্ষণ করে আসছেন। তারা এটিকে হীন মানসিকতার কাজ বলে অভিহিত করে দোষীদের দ্রুত শনাক্ত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি, মাজার সংস্কার ও সার্বক্ষণিক পাহারার দাবি জানিয়েছেন। ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান আব্দুল বারি প্রাচীন মাজার বলে অভিহিত করে দুঃখ প্রকাশ করেছেন এবং থানায় জানানো হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন। আহমদ উল্লাহ সাহেব মাকামের প্রতিনিধিকে বলেন, রাতের অন্ধকারে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হামলা, কিন্তু কোনো হামলাকারীকে খুঁজে পাওয়া যায়নি।

সর্বশেষ পরিস্থিতি: মাজারটি বর্তমানে স্বাভাবিক অবস্থায় রয়েছে। ঘটনার পর স্থানীয়দের মধ্যে গভীর ক্ষোভ ও উদ্বেগ বিরাজ করছে। তারা মাজারের পাশে ঈদগাহ নির্মাণ করছেন। তদন্তের অগ্রগতি বা দোষীদের শাস্তির খবর প্রকাশিত হয়নি।

---

[396] ফৌজদারি অপরাধ, ব্যবস্থা লউন https://samakal.com/editorial/article/255179/%E0%A6%AB%E0%A7%8C%E0%A6%9C%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BF-%E0%A6%85%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%A7-%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%AC%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A6%BE-%E0%A6%B2%E0%A6%89%E0%A6%A8

২. রহিম শাহ বাবা ভাণ্ডারী মাজার

(দিনাজপুরের ঘোড়াঘাট উপজেলার সিংড়া ইউনিয়নের বিরাহীমপুর গুচ্ছগ্রামে (আফসারাবাদ কলোনি এলাকায়) ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ (শুক্রবার))

মাজার ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগকালীন চিত্র।

সার্বিক চিত্র: দিনাজপুরের ঘোড়াঘাট উপজেলার সিংড়া ইউনিয়নের বিরাহীমপুর গুচ্ছগ্রামে (আফসারাবাদ কলোনি এলাকায়) অবস্থিত রহিম শাহ বাবা ভান্ডারী মাজার (পীর গাউসুল আজম রহিম শাহ ভান্ডারীর সমাধি স্থান) ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ (শুক্রবার) বিকেল ৫টার দিকে স্থানীয় 'তৌহিদি জনতা'র দ্বারা হামলার শিকার হয়। হামলাকারীরা লাঠি হাতে মিছিল বের করে মাজারে ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ এবং লুটপাট চালায়, যার ফলে মাজারের মূল স্তম্ভ, দেয়াল, কবরের ঢাকনা (আরসিসি), কুঠুরি ঘরের খুঁটি, মঞ্চ, প্যান্ডেল, তোরণ, শামিয়ানা এবং সীমানাপ্রাচীর সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়।[397] ওরসের জন্য কেনা ৮টি গরু, ১০টি ছাগল, আসবাব, রান্নার হাঁড়িপাতিলসহ বিভিন্ন সামগ্রী লুট হয়।[398] ঘটনার সময় মাজারের খাদেম এবং ভক্তরা পালিয়ে যান। এটি ২-৪ মার্চ ২০২৫-এর তিন দিনব্যাপী বার্ষিক ওরস (প্রতি বছর বাংলা সনের ১৮ ফাল্গুন উপলক্ষে) আয়োজনের প্রস্তুতির মধ্যে ঘটে, যেখানে দেশ-বিদেশ থেকে ১০-১৫ হাজার ভক্ত আসার কথা ছিল এবং জেলা প্রশাসনের অনুমতি নেয়া হয়েছিল। হামলার পর ১ মার্চ (শনিবার) বেলা আড়াইটা পর্যন্ত ভাঙচুর ও লুটপাট চলতে থাকে, যাতে ২৫-৩০ জন নারী-পুরুষ অংশ নেয়। ঘটনায় প্রায় ২-৩ হাজার তৌহিদি জনতা অংশগ্রহণ করে।[399]

---

[397] ঘোড়াঘাটে ওরস আয়োজনের প্রস্তুতির মধ্যে মাজারে ভাঙচুর–অগ্নিসংযোগ https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/s3siacvp0l

[398] ঘোড়াঘাটে রহিম শাহ ভান্ডারীর মাজারে ভাংচুর, অগ্নিসংযোগ https://www.dailysokalersomoy.com/news/120611

[399] টাইম বুলেটিন

হামলার মূল কারণ: হামলাকারীরা (তৌহিদি জনতা) অভিযোগ করে যে, মাজারে ওরসের নামে গান-বাজনা, মাদক সেবন, অশ্লীল কর্মকাণ্ড, নাচ-গান, অসামাজিক কার্যকলাপ, জিকিরের সময় নারী-পুরুষের একত্রিত হওয়া, ভণ্ডামি এবং কুরআন অবমাননা হয়, যা ইসলামের মৌলিক কাঠামোর বিরুদ্ধে এবং শিরক-বিদআতের মতো। তারা মাজার বন্ধের দাবিতে বিক্ষোভ করে এবং 'মমি করা লাশ' (সমাধি) সরিয়ে নেয়ার কথা বলে। স্থানীয়রা আগে থেকে স্মারকলিপি দিয়ে প্রতিবাদ করেছিলেন, কিন্তু ব্যবস্থা না নেয়ায় এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়।[400] সিরাতে মুস্তাকিম পরিষদের উপদেষ্টা মুফতি মনোয়ার হোসেন বলেন, রমজানের আগে শামিয়ানা টানা এবং সারারাত মাইক বাজানোর বিরক্তি থেকে উত্তেজনা বাড়ে, যদিও সংগঠন হামলা স্বীকার করে না এবং এটিকে নিন্দনীয় বলে।[401] মাজার কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে এই অভিযোগ অস্বীকার করা হয়নি, কিন্তু তারা ধর্মীয় অনুষ্ঠানের অধিকার দাবি করেন।

ভিডিও বিশ্লেষণ: হামলার পরবর্তী ভিডিওতে মাজারের ধ্বংসাবশেষ স্পষ্টভাবে দেখা যায়: উপরের গম্বুজসহ মূল স্তম্ভ ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়া, দেওয়াল ভাঙা (হাতুড়ি দিয়ে রড বের করা), কবরের আরসিসি ঢাকনা ভাঙা, কুঠুরি ঘরের খুঁটি উপড়ে নেওয়া, সীমানাপ্রাচীরের খুঁটি ভাঙা, প্যান্ডেল-মঞ্চের বাঁশ-কাপড়-দড়ি ছিঁড়ে লুট করা, অগ্নিসংযোগের চিহ্ন (জ্বলা আগুন এবং পুড়ে যাওয়া অংশ), এবং লুটপাটের দৃশ্য (গরু-ছাগল নিয়ে যাওয়া, আসবাব তুলে নেওয়া)।[402] লাঠি হাতে মিছিলের ছবি[403] এবং ভাঙচুর চলাকালীন উত্তেজিত জনতার ভিডিও সংগৃহীত হয়েছে, যা স্লোগান এবং বিক্ষোভ দেখায়।[404] কোনো হামলাকারীর পরিচয় স্পষ্ট হয়নি, কিন্তু ভিডিওগুলো ঘটনার তীব্রতা এবং সংগঠিত প্রকৃতি নিশ্চিত করে। সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত ছবি/ভিডিওতে আগুন নেভানোর পরের অবস্থা এবং পরদিনের লুটপাটের দৃশ্যও রয়েছে।[405]

অভিযুক্ত হামলাকারী: স্থানীয় 'তৌহিদি জনতা' (প্রায় ২-৩ হাজার লোক, দলমত নির্বিশেষে ধর্মপ্রাণ মুসলিমরা), যারা সিরাতে মুস্তাকিম পরিষদের ব্যানারে লাঠি হাতে মিছিল বের করে হামলা চালায়।[406]

---

https://www.timebulletin24.com/2025/02/%E0%A6%A4%E0%A7%8C%E0%A6%B9%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A6%BF-%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A6%A4%E0%A6%BE-%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%9C/

[400] ঘোড়াঘাটে মাজারে হামলা–অগ্নিসংযোগের পর ব্যাপক লুটপাট https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/g538nzjnkc

[401] ঘোড়াঘাটে লাঠি মিছিল শেষে পুড়িয়ে দেয়া হলো পীর রহিম বাবার মাজার https://sokalerbani.com/news/16538/

[402] দিনাজপুরের ঘোড়াঘাট উপজেলার বিরাহিমপুর গুচ্ছগ্রামে রহিম শাহ বাবা ভান্ডারী মাজার ভাংচুর এবং অগ্নিসংযোগ এরপর বর্তমান অবস্থা। - দৈনিক দিনাজপুর ২৪ https://www.facebook.com/61573885221273/videos/955760616537424/?app=fbl

[403] হামলার ফুটেজ ও তাণ্ডব লীলা https://www.facebook.com/share/v/1ESAbmteUA/

[404] অগ্নি সংযোগ https://www.facebook.com/share/v/16Zf8xBJfk/

[405] ওরসের প্রস্তুতির সময় আগুন https://youtu.be/VWdHfq0at90?feature=shared

[406] তৌহিদি জনতা জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে দিনাজপুরের রহিম শাহ বাবা ভান্ডারী মাজার https://follow-upnews.com/%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A6/%E0%A6%A4%E0%A7%8C%E0%A6%B9%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A6%BF-%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A6%A4%E0%A6%BE-

সংগঠনটি হামলা স্বীকার করে না এবং বলে যে উত্তেজিত জনতা মিছিল থেকে বের হয়ে এটি করে। কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির নাম বা গ্রেপ্তারের খবর নেই; এখনও কোনো অভিযোগ বা মামলা হয়নি। সংগঠনের উপদেষ্টা মুফতি মনোয়ার হোসেন এবং একজন সদস্য (নাম গোপন) মিছিলের কথা স্বীকার করেন কিন্তু হামলাকে নিন্দা করেন।

প্রশাসনিক অবস্থান:
ঘোড়াঘাট থানার ওসি মো. নাজমুল হক বলেন, ঘটনাকে অনাকাঙ্ক্ষিত বলে অভিহিত করে জানান, প্রথমে মিছিলের পরিকল্পনা ছিল কিন্তু হঠাৎ হামলা হয়; তাৎক্ষণিক পুলিশ যায় কিন্তু জনতার উত্তেজনায় কিছু করতে পারেনি। পরে পুলিশ, সেনাবাহিনী, উপজেলা প্রশাসন, ফায়ার সার্ভিস মিলে আগুন নেভায় এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে (রাত ৯টায়)।[407] কোনো অভিযোগ না পাওয়ায় সাধারণ ডায়েরি করা হয়েছে, তদন্ত চলছে। উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. রফিকুল ইসলাম এই ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন এবং নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করেন। হাকিমপুর-ঘোড়াঘাট সার্কেলের সহকারি পুলিশ সুপার আ.ন.ম নিয়ামত উল্লাহও ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। সামগ্রিকভাবে প্রশাসন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করেছে কিন্তু হামলা রোধে ব্যর্থ হয়েছে; কোনো দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থার খবর নেই।

কর্তৃপক্ষের অবস্থান: মাজারের খাদেম জয়নাল আবেদীন ঘটনাকে অত্যন্ত দুঃখজনক বলে অভিহিত করে জানান, ওরসের প্রস্তুতি চলাকালীন হামলায় সবকিছু ধ্বংস হয়েছে; গরু-ছাগল লুট, আগুন লাগানো এবং ভাঙচুরের কারণে ভক্তরা ক্ষতিগ্রস্ত।[408] জেলা প্রশাসনের অনুমতি নেয়া সত্ত্বেও ঘটনা ঘটেছে, অভিযোগ দেয়ার জায়গা নেই বলে হতাশা প্রকাশ করেন। মাজার কর্তৃপক্ষের অন্য কোনো সদস্যের সঙ্গে যোগাযোগ হয়নি। তারা ওরসের অধিকার দাবি করেন এবং হামলাকে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত বলে মনে করেন। ৩ নং সিংড়া ইউপি চেয়ারম্যান সাজ্জাত হোসেনের প্রচেষ্টায় মাজার থেকে একটি সিন্দুক উদ্ধার করা হয়েছে (বিষয়বস্তু অজানা)।

সর্বশেষ পরিস্থিতি: মাজারটি সম্পূর্ণ ধ্বংসপ্রাপ্ত এবং পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে; ভাঙচুর ও লুটপাট ১ মার্চ ২০২৫ বেলা আড়াইটা পর্যন্ত চলে এবং পরে নিয়ন্ত্রিত হয়। ওরস আয়োজন অসম্ভব হয়ে পড়েছে, ভক্তরা পালিয়ে যান। স্থানীয় জনতার মধ্যে উত্তেজনা এবং ক্ষোভ রয়েছে, কিন্তু পরিস্থিতি স্বাভাবিক। তদন্ত চলছে কিন্তু কোনো গ্রেপ্তার বা পুনর্নির্মাণের খবর নেই; এলাকায় ধর্মীয় উত্তেজনা কমেনি।

%E0%A6%9C%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A7%81/#google_vignette

[407] রহিম শাহ বাবা ভান্ডারি মাজারে' অগ্নিসংযোগের ভাঙচুর ও লুটপাট https://dhakapostnews.com/2025/03/01/%E0%A6%B0%E0%A6%B9%E0%A6%BF%E0%A6%AE-%E0%A6%B6%E0%A6%BE%E0%A6%B9-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BE-%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A1%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BF-%E0%A6%AE%E0%A6%BE/

[408] কালবেলা https://www.kalbela.com/ajkerpatrika/khobor/168159

৩. হযরত বাবা শাহ সত্যপীর মাজার

(২৬ ডিসেম্বর ২০২৫ (শুক্রবার), ঠাকুরগাঁও পৌর শহরের সত্যপীর ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায়)

হামলার শিকার মাজারের পাশের দুটি কবর।

আক্রমনের পর মূল মাজারের আভ্যন্তরীণ চিত্র।

সার্বিক চিত্র: ঠাকুরগাঁও পৌর শহরের সত্যপীর ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় (বিজিবি সেক্টর সদর দপ্তর/ক্যাম্পের সামনে, জগন্নাথপুর ইউনিয়ন) অবস্থিত শতাধিক বছরের পুরোনো সুলতানুল আরেফিন হযরত বাবা শাহ সত্যপীর (রহ.) মাজার ২৬ ডিসেম্বর ২০২৫ (শুক্রবার) দিবাগত গভীর রাতে/ভোররাতে অজ্ঞাত দুর্বৃত্তদের দ্বারা হামলার শিকার হয়। হামলাকারীরা মাজারের নিরাপত্তা গ্রিল ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করে ভাঙচুর চালায় এবং পার্শ্ববর্তী ২-৩টি কবর গুঁড়িয়ে দেয়।[409] স্থানীয় মুসল্লিরা ফজরের নামাজ আদায় করতে এসে ২৭ ডিসেম্বর (শনিবার) সকালে এ দৃশ্য দেখে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। মাজারটি স্থানীয়দের আধ্যাত্মিক আশ্রয়স্থল হিসেবে পরিচিত, যেখানে মানত, প্রার্থনা ও ধর্মীয় কার্যক্রম হয় কিন্তু কোনো গান-বাজনা, শিরক বা অনৈতিক কার্যকলাপ হয় না। এ ঘটনায় এলাকায় তীব্র ক্ষোভ, উত্তেজনা ও উদ্বেগ সৃষ্টি হয়েছে। এটি সাম্প্রতিক সময়ের মাজার ভাঙচুরের ধারাবাহিক ঘটনার অংশ।

হামলার মূল কারণ: হামলার সুনির্দিষ্ট কারণ এখনও নিশ্চিত নয়। দানবাক্স অক্ষত থাকায় এবং কোনো চুরির ঘটনা না ঘটায় চুরির উদ্দেশ্য নয় বলে প্রশাসন নিশ্চিত করে। স্থানীয়দের ধারণা, আসন্ন জাতীয় নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এলাকায় অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি ও নির্বাচন প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত করার উদ্দেশ্যে পরিকল্পিতভাবে ঘটানো হয়েছে।[410] উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা খাইরুল ইসলামসহ প্রশাসনের পক্ষ থেকে ধর্মীয় উগ্রপন্থীদের ইন্ধনে বা সংশ্লিষ্টতায় এই হামলা ঘটার প্রবল সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে, কারণ মাজারে কোনো বিতর্কিত কার্যক্রম হয় না।[411] স্থানীয় ডাক্তার আব্দুল বাতেন মাকামের প্রতিনিধি বলেন, রাতের অন্ধকারে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হীন কাজ।

ভিডিও বিশ্লেষণ: প্রদত্ত তথ্য অনুসারে হামলার কোনো নির্দিষ্ট ভিডিও বিশ্লেষণ উল্লেখ নেই। সংবাদে সংগৃহীত ছবি/ভিডিওতে দেখা যায়: মাজারের গ্রিল ভাঙা, পাশের কবরগুলো (২-৩টি) ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া,

---

[409] আরেফিন হযরত বাবা সত্যপীরের মাজারে হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে।
https://share.google/0BWBhSHDd3RQ44dMx

[410] Daily Janakantha https://share.google/1UisuHR702E7FXUE2

[411] Bahanno News https://share.google/KGMpEiC6kfzx5nFX5

ধ্বংসাবশেষ ছড়ানো অবস্থায়। মূল মাজারের অভ্যন্তরীণ অংশ ও দানবাক্স অক্ষত।[412] স্থানীয় সংবাদমাধ্যমে (যেমন প্রথম আলো, কালের কণ্ঠ, রাইজিংবিডি) প্রকাশিত ছবিতে ভাঙচুরের পরের দৃশ্য, কবরের ধ্বংস এবং এলাকায় উত্তেজিত জনতা দেখা যায়। হামলাকারীদের পরিচয় বা কার্যকলাপের কোনো ফুটেজ পাওয়া যায়নি।

অভিযুক্ত হামলাকারী: অজ্ঞাত দুর্বৃত্ত/দুর্বৃত্তরা (কে বা কারা তা এখনও শনাক্ত হয়নি)। কোনো গ্রেপ্তার, নাম প্রকাশ বা সুনির্দিষ্ট অভিযুক্তের খবর নেই। প্রশাসন তদন্ত চালিয়ে যাওয়ার আশ্বাস দিলেও এখন পর্যন্ত কেউ শনাক্ত হয়নি বা গ্রেফতার করা হয়নি।

প্রশাসনিক অবস্থান: ঠাকুরগাঁও সদর থানার ওসি মোহাম্মদ মনির হোসেন হামলার দিন বলেন, ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, চুরির ঘটনা নেই; গুরুত্ব দিয়ে তদন্ত চলছে।[413] কোনো মামলা হয়নি, তবে জিডি (সাধারণ ডায়েরি) করা হয়েছে। সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা খাইরুল ইসলাম ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে বলেন, ধর্মীয় উগ্রপন্থীরা জড়িত থাকতে পারে; পরিকল্পিত হামলা। জেলা পুলিশ সুপার, ডিবি পুলিশ, বিজিবি সদস্যরা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। প্রশাসন তদন্ত ও শান্তি রক্ষায় সক্রিয় বলে বারংবার জানালেও অগ্রগতির বিস্তারিত আপডেট নেই।

কর্তৃপক্ষের অবস্থান: মাজার কমিটি (শাহ সত্যপীর মসজিদ ও গোরস্থান কমিটি) বলেন, ঘটনাকে ন্যক্কারজনক বলে অভিহিত করে সুষ্ঠু তদন্ত, দোষীদের দ্রুত শনাক্ত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি এবং মামলার প্রস্তুতি নেয়ার কথা জানিয়েছে। কমিটির সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আজিজুল ইসলাম বাবুল বলেন, ফজর নামাজের সময় ভাঙচুর দেখে হতবাক; সুষ্ঠু তদন্ত ও গ্রেপ্তারের দাবি। সভাপতি এনামুল হক বলেন, ভক্তদের কার্যক্রম নিয়ে কোনো প্রশ্ন ছিল না; ষড়যন্ত্রের অংশ বলে মনে করছি।[414] ভক্ত আবদুল আলীম হোসেন মাকামের প্রতিনিধিকে বলেন, এই মাজার ছোটবেলা থেকে দেখেছি, এটি ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত। তারা মাজারের পবিত্রতা ও শান্তিপূর্ণ কার্যক্রমের কথা তুলে ধরে দোষীদের শাস্তি দাবি করেছেন।[415]

সর্বশেষ পরিস্থিতি: মাজারের গ্রিল ও পার্শ্ববর্তী কবর ভাঙচুর হয়েছে কিন্তু মূল কাঠামো ও দানবাক্স অক্ষত। ঘটনার পর থেকে এলাকায় তীব্র ক্ষোভ ও উত্তেজনা বিরাজ করছে, তবে পরিস্থিতি স্বাভাবিক। প্রশাসন তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে কিন্তু দোষী শনাক্ত বা গ্রেপ্তারের খবর নেই। মাজার কমিটি মামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে বলে জানালেও তার এখনো অগ্রগতি নেই।।

---

[412] ভিডিওঃ- https://www.facebook.com/reel/1352420712828344/

[413] ঠাকুরগাঁওয়ে রাতের আঁধারে মাজার ভাঙচুর প্রতিনিধি https://share.google/aH8CSReVplyRK4qp2

[414] ঠাকুরগাঁও-গৌরীপুরে মাজার ভাঙচুর https://share.google/s76Oix3ft3lClQQyB

[415] https://share.google/KO5vvjSWbdaiuenAq

রংপুর বিভাগে মাজার/দরবার/আস্তানায় হামলার অভিযোগ (অপ্রমাণিত ঘটনাসমূহ)

নিম্নোক্ত মাজার বা দরবার শরীফে হামলার অভিযোগ উঠেছে প্রধানত সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া বিভিন্ন তালিকা[416], মাজার দরগাহ ঐক্য পরিষদের প্রতিবেদন[417], ডেইলি স্টারের প্রতিবেদন "মাজারের মৌন আর্তনাদ"[418] বিডি ডাইজেস্টের প্রতিবেদন "পরিকল্পিতভাবে মাজারের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি ধ্বংস করা হচ্ছে"[419] বিবিসির বাংলার প্রতিবেদন "দেশের বিভিন্ন জায়গায় মাজার ভাঙ্গার ঘটনাগুলো কেন ঘটছে? কারা ঘটাচ্ছে?"[420] মানবাধিকার সংগঠন মানবাধিকার সংস্কৃতি ফাউন্ডেশন (এমএসএফ) এর হামলার মাসিক প্রতিবেদন,[421] Religion Unplugged পত্রিকার প্রতিবেদন[422]সহ ইত্যাদি[423] সংবাদমাধ্যমের সংক্ষিপ্ত উল্লেখ থেকে। তবে এসব ঘটনার বিস্তারিত প্রতিবেদন, প্রত্যক্ষদর্শীর বক্তব্য, প্রশাসনিক রেকর্ড বা নির্ভরযোগ্য ভিডিও ফুটেজ উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। কিছু ক্ষেত্রে হামলা-পরবর্তী ছবি বা সংক্ষিপ্ত ভিডিও ক্লিপ পাওয়া গেছে, যা ধ্বংসাবশেষ দেখায়। এগুলোকে সাধারণত 'অপ্রমাণিত ঘটনা' হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

৪. হযরত মজিবুর রহমান চিশতী রহঃ, পঞ্চগড়, জেলা-পঞ্চগড়।

৫. হযরত আতিউল ফকির দরবার, পঞ্চপুকুর, নীলফামারী সদর।

৬. হযরত শাহসুফী থোকা চিশতী (রহঃ), ফেড়ুয়া, পীরগঞ্জ, রংপুর।

৭. হযরত শাহসুফী তোফাজ্জল চিশতী (রহঃ) মাজার শরীফ, চন্ডিপুর, ঘোনাপাড়া, পীরগঞ্জ, রংপুর।

---

[416] (বিশেষত সৈয়দ তারিকের দেওয়া তালিকা, তিনি দাবি করেন, এসবের প্রতিটি মাজার হামলার প্রমাণ ও ডিটেইলস তার কাছে মওজুদ আছে) https://www.facebook.com/share/p/1AxsjT2UuG/

[417] মাজার দরগাহ ঐক্য পরিষদের প্রতিবেদন https://www.facebook.com/100006913590857/posts/pfbid034CTUfeKwMLvAQdqgKewihr3zeD6VfguUP8zoHxG3kbKbgtKvcYQ18PgLa6c8qjW6l/?app=fbl

[418] মাজারের মৌন আর্তনাদ https://bangla.thedailystar.net/news/bangladesh/news-653331

[419] পরিকল্পিতভাবে মাজারের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি ধ্বংস করা হচ্ছে জুলাই ১১, ২০২৫ • মানবাধিকার https://bddigest.com/news/28094/

[420] দেশের বিভিন্ন জায়গায় মাজার ভাঙ্গার ঘটনাগুলো কেন ঘটছে? কারা ঘটাচ্ছে? https://www.bbc.com/bengali/articles/ckg2xygly1no

[421] সেপ্টেম্বরে মাজারে হামলা ও অগ্নিসংযোগের ১২ ঘটনা: এমএসএফ। https://www.prothomalo.com/bangladesh/nyobcrx1et

[422] In Bangladesh, Intra-Muslim Conflict Results In Death And Destroyed Shrines https://religionunplugged.com/news/sufi-shrines-face-wave-of-attacks-in-bangladesh

[423] আর যদি কোন মাজার ভাঙ্গা হয় কাপনের কাপড় পড়ে রাস্তায় নেমে পড়বো আমরা স্বাধীন কাগজ https://swadhinkagoj.com/crime/%E0%A6%86%E0%A6%B0-%E0%A6%AF%E0%A6%A6%E0%A6%BF-%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A6%A8-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A6%BE-%E0%A6%B9%E0%A6%AF/3153/